INDEX

DATE	PAGE
Thursday, the 25th March, 1982	
1. Questions & Answers	1
2. Calling Attention	17
3. Discussion on the Demands for grants for 1982-83	22
4. Papers laid on the table	65
Friday, the 26th March, 1982.	
1. Questions & Answers	1
2. Calling Attention	17
3. Discussion on the Demands for grants for 1982–83.	20
4. Voting on the Demands for grants for 1982-83.	32
5. Announcement by the Speaker regarding election of Members to different Committee	50
6. Government Bills	50
7. Private Members' Resolutions	50
8. Papers laid on the table (Question & Answers)	60
Monday, the 29th March, 1982	
1. Questions & Answers	1
2. Reference period	16
3. Calling Attention	18
4. Presentation of Committee Reports	28
5. Government Bills	28
6. Rulling by the Chair regarding laying of papers	31
7. Laying of Papers—a) The Report of the Comptroller and A. G. of India, for 1979-80, b) The Finance Accounts for 1979-80, and C) The Appropriation Accounts for 1979-80.	36
8. Short Discussion on the matters of urgent public importants.	36
9. Papers laid on the Table	68
Tuesday, the 30th March, 1982	
1. Questions & Answers	1
2. Reference period	17
3. Calling Attention	19
4. Question of breach of privilege	27
5. Presentation of Reports of the Public Accounts Committee	28
6. Announcement by the Speaker regarding formation of various Committees	29
7. Statement made by Minister	32
8. Government Bills	32
9. Papers laid on the Table (Questions & Answers)	52

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Thursday, the 25th March, 1982.

THE HOUSE met in the Assembly House (Ujjayanta Palace) Agartala at 11 A. M. on Thursday, the 25th March, 1982.

PRESENT.

Shri Sudhanwa Deb Barma, Speaker in the Chair, the Chief Minister, 8 Ministers, the Deputy Speaker and 38 Members.

মীঃ স্পীকার :- আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পাশে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পাশে উল্লিখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলিবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানাইলে মাননীয় সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয় জবাব প্রদান করিবেন। শ্রী কেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার :- কোয়েশ্চান নাম্বার ---৮।

শ্রীঅনিল সরকার :- নং - কোয়েশ্চান ৮।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্তমানে কয়টি ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল এষ্টেইট আছে,

২। নূতন কোন ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেইট গড়ে তোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

৩। যদি থেকে থাকে তবে তার প্রাথমিক সার্ভে ইত্যাদির কাজ শেষ হয়েছে কি ?

উত্তর

১। রাজ্যে বর্তমানে পাঁচটি ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল এষ্টেইট আছে।

২। বিলোনীয়া মহকুমায় একটি এবং খোয়াই মহকুমায় একটি নতুন ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেইট গড়ে তোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে। এই ছাড়া টি. আই, ডি, সি-র মাধ্যমে সদর মহকুমার ডুকলিতে তিনটি ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেইট স্থাপন করার পরিকল্পনা আছে।

৩। গত ১৯৮১ ইং সনের নভেম্বর মাসে বিলোনীয়াতে সার্ভের কাজ শেষ হইয়াছে এবং প্রয়োজনীয় জমি রাজ্য শিল্প বিভাগ গত ১০-১১-৮১ ইং তারিখ অধিগ্রহণ করিয়াছে। পরিসীমা আবেষ্টনীর কাজ হাতে নেওয়ার জন্য স্থানীয় পূর্তবিভাগকে যত শীঘ্র সম্ভব

সরকারী অনুমোদন পত্র দেওয়া হইবে। খোয়াইতে জমি অধিগ্রহণের চেষ্টা চলিতেছে। সদর মহকুমার ডুকলিতে তিনটি ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেইট স্থাপনের জন্য জমির সার্ভে ১৯৮১ ইং সনের সেপ্টেম্বর মাসে শেষ হইয়াছে এবং জমি অধিগ্রহণের বন্দোবস্ত করা হইতেছে।

শ্রীকেশব মজুমদার :- স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, রাজ্যে যে পাঁচটি ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেইট আছে, এগুলি কি অবস্থায় আছে এবং এগুলিতে কি কি কাজ হচ্ছে ?

শ্রীঅনিল সরকার :- স্যার, এই পাঁচটাই চালু আছে এবং এগুলিতে কাজও চলছে তবে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রশ্ন করলে বিস্তারিতভাবে উত্তর দেওয়া যাবে।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ- স্যার, এই যে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেইট আছে তার মধ্যে যে সমস্ত সেড তৈরী করা হয়েছে, সেগুলি ভাড়া দেওয়া হয়েছে কি না এবং দেওয়া হলে গত বছর কত টাকা ভাড়া হিসাবে আদায় করা হয়েছে, ও কোন কোন সংস্থার কাছে এগুলি ভাড়া দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ- স্যার, এ পর্যন্ত ভাড়া আদায় হয়েছে ৫৯ হাজার ৩৯৭ টাকা ২৩ পয়সা। এখনও বকেয়া আছে ১ লক্ষ ৬০ হাজার ৮১'২১২ পয়সা তার পর অনেক গুলি আছে প্রাইভেট ইউনিয়নের মাধ্যমে গড়া ছোট খাট ইণ্ডাষ্ট্রি। সেগুলি সম্পর্কে ভিন্ন প্রশ্ন করলে বিস্তারিতভাবে উত্তর দেওয়া যাবে যে কার কাছে কত টাকা বাকী রয়েছে। তবে বাকী যেটা রয়েছে সেটাকে আদায় করার চেষ্টা আমরা করছি।

শ্রী কেশব মজুমদার ঃ- যে ভাড়া গুলি বাকী পড়ে আছে সেগুলি কত দিন থেকে বাকী পড়ে আছে এবং এই বাকী আদায় করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এবং যাদের কাছে ভাড়া বাকী রয়েছে তারাইবা কারা ?

শ্রী অনিল সরকার ঃ- স্যার, আমার ঠিক প্রত্যেকটা নামে কত ভাড়া বাকী আছে বলা সম্ভব হচ্ছে না, তবে ডিভোলটারস্ যারা আছেন তাদের নাম আমি বলতে পারব। এটাই আমার কাছে আছে।

NAME OF DEFAULTERS.

1. M/S Tirthamayee Aluminium Products.
2. ,, East India Steel Crafts.
3. ,, Spray Painting House.
4. ,, Ranabir Welding House.
5. ,, Basant Fruit Products.
6. ,, Tripura Strainer Co.;
7. ,, Himalayan Industries;
8. ,, Banik Saw Mill,

9. ,, Banik Foundary,
10. ,, T. S. I. C. Ltd.
11. ,, Beauty Soap Works,
12. ,, Ureka Mosaic Works Co.,
13. ,, Kar and Kar,
14. ,, T. K. V. I. Board,
15. ,, Tripura Glass Co.,
16. ,, Tripura Match Co.,
17. ,, Industries Entrepernures Co-op. Society.
18. ,, Tripura Playwood Corporation.

শ্রী কেশব মজুমদার ঃ- স্যার, এইটা আদায় করার জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী অনিল সরকার ঃ- স্যার, সেগুলি পার্স্যু করা হচ্ছে এবং আইনতঃ ব্যবস্থা কার কার বিরুদ্ধে নেওয়া যেতে পারে।

শ্রী কেশব মজুমদার ঃ- যাদের কাছে ভাড়া বাকী রয়েছে, এদের মধ্যে কয়টা সংস্থা রাজ্য থেকে চলে গেছে। যাদের ভাড়া বাকী আছে তারা গভর্ণমেন্ট এর কাছ থেকে ঋণ নিয়ে শিল্প গড়ে ছিল কিনা, গড়ে থাকলে তাদের ঋণটা আদায় হয়েছে কি না ?

শ্রী অনিল সরকার ঃ- আমি যাদের নাম বলেছি তারা সবাই আছে।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী।

শ্রী বাদল চৌধুরী ঃ- এডমিটেড কোশ্চেয়ান নং - ১৭.

শ্রী বিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ- মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নং - ১৭.

প্রশ্ন

১। গত দুই বছরে সারা রাজ্যে ক্যান্সার রোগে কত লোক মারা গেছে,

২। কি কি কারণে জি-বি হাসপাতালের ক্যান্সার বিভাগচালু করতে বিলম্বিত হচ্ছে?

৩। ক্যান্সার রোগীদের সরকার কি কি সাহায্য করে থাকেন ?

উত্তর

১। গত দুই বছরে সারা রাজ্যে কত লোক ক্যান্সার রোগে মারা গেছেন তার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল ঃ-

১৯৮০-৫৩ জন,	তাহাদের সকলেরই জি-বি হাসপাতালে
১৯৮১-২৯ জন	মৃত্যু হয়।

২। জি-বি হাসপাতালের ক্যান্সার বিভাগের আউট ডোর চালু আছে। কবাল্ট প্লেন্টটি এখানে চালু না হওয়ায় ইনডোর রোগী ভর্ত্তি এখনো শুরু হয় নাই।

৩। ক্যান্সার রোগীদিগকে বিনা মূল্যে ক্যান্সারের ঔষধ দেওয়া হয়।

শ্রী বাদল চৌধুরী ঃ- স্যার, এই যে কবাল্ট মেসিন বসানোর কথা এখানে যেটা বলা হয়েছে, তা এইটা বসাতে দেরী হচ্ছে কেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ- স্যার, প্রথম দিকে বিদেশ থেকে কবাল্ট মেসিন আমদানী করতে দেরী হয়েছে, পরবর্ত্তী সময়ে এখানে সেটাকে বসাবার জন্য বিল্ডিং তৈরী করবার জন্য মেডিক্যাল ইউনিট ডারেক্টারের অনুমোদন করানো দরকার, আমরা তার জন্য এখান থেকে লোক পাঠিয়ে অনুমোদন করিয়ে আনিয়েছি, যার জন্য একটু দেরী হয়ে গেছে। তবে বর্তমানে তার কাজ চলছে এবং এপ্রিলের মধ্যে তা শেষ হতে পারে।

শ্রী বাদল চৌধুরী ঃ- স্যার এই যে এখানে ক্যান্সারের সম্পূর্ণ চিকিৎসা করানোর কোন ব্যবস্থা নাই, তা রোগীকে চিকিৎসার জন্য ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায় যেতে হচ্ছে, অবশ্য এই ব্যাপারে কর্মচারীরা কিছু কিছু সুবিধা পাচ্ছে, কিন্তু তা ছাড়া অন্য যারা বাহিরে যাচ্ছে চিকিৎসা করাতে তাদের জন্য কোন সুযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে কি না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ---স্যার, এই ব্যাপারে স্বাস্থ্য দপ্তরের কোন ব্যবস্থা নেই। তবে ত্রিপুরার কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ৮ হাজার টাকা দেওয়া হয় এবং তাদের পরিবারে অন্য লোকদের জন্য ৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়। তা অন্যান্যদেরকে চীফ মিনিষ্টারের বিশেষ তহবিল থেকে যাতায়াতের জন্য সাহায্য করা হয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, জি,বি, হাসপাতালে ক্যান্সারের রোগী মারা গেছে, তা আমাদের জি,বি হাসপাতালে কতজন ক্যান্সার রোগীর চিকিৎসক আছেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমাদের আগরতলায় মানে ত্রিপুরা রাজ্যে ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য শুধু ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ হিসাবে যে ষ্টাফ রয়েছে বহির্বিভাগে তা হলো---চিকিৎসক ২ জন, ফারমাসিষ্ট ১ জন', ট্যাক্নিসিয়ান ১ জন, ষ্টাফ নার্স ২ জন এবং অন্যান্য কর্মচারী ছয়জন। এ ছাড়া সার্জেন-ইন-চীফ ডাঃ রথিন দত্ত এবং অন্যান্য চিকিৎসকগণও ক্যান্সার রোগীদের চিকিৎসা করেন।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ম্যালেরিয়া ইর‍্যাডিকেশান বলে যে প্রোগ্রাম আছে সে রকম ক্যান্সার ইর‍্যাডিকেশান বলে কোন প্রোগ্রাম করা যায় কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে ক্যান্সার প্রকট আকার ধারণ করছে তবে এখন পর্যন্ত কোন সঠিক কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি যে কিসের থেকে এই রোগ হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়ে গবেষণা চালিয়ে যেতে পারেন এবং কারন খুজে প্রতিকারের ব্যবস্থা হলে রাজ্য সরকার অবশ্যই কার্যকরী করবেন।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং ঃ---সাপ্লিমেন্টারি স্যার, ক্যান্সারের প্রাথমিক স্তর খুজে বের করার জন্য কোন ব্যবস্থা হচ্ছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, প্রাথমিক স্তর এখনও ধরা পড়েনি, ধরা পড়লে অবশ্যই চিকিৎসা করা সম্ভব হবে।

শ্রীকেশব মজুমদার ---সাপ্লিমেন্টারি স্যার, বর্তমানে আমাদের ত্রিপুরার মধ্যে এবং সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে উত্তর পূর্বাঞ্চলেও ক্যান্সার রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী দেখা

দিয়েছে। আমরা পত্র পত্রিকায় দেখেছি কেন্দ্রীয় সরকার কতকগুলি জায়গাকে ক্যান্সার জোন বলে চিহ্নিত করেছেন। সেরকম আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চল ক্যান্সার জোন বলে চিহ্নিত হয়েছে কিনা এবং হয়ে থাকলে এই রোগের থেকে রক্ষা পাবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, এখন পর্যন্ত কোন পরিপূর্ণ সার্ভে হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। বর্তমানে উত্তর পূর্বাঞ্চলে ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাব বেশ দেখা যাচ্ছে। ত্রিপুরার ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করেছি হসপিটালে যেসব রোগী আসছে তাদের মধ্যে উত্তরাঞ্চল থেকে বেশী আসছে তবে পরিপূর্ণ সার্ভে না হওয়া পর্যন্ত কিছুই বলা সম্ভব নয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :--- সাপ্লিমেন্টারি স্যার, স্বাস্থ্য মন্ত্রী বলেছেন যে কর্মচারীদের জন্য ৫।৮ হাজার টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা সাহায্যের স্কীম আছে তেমনি অন্যান্য ক্ষেত্রে ঠিক সমপরিমাণ সাহায্যের ব্যবস্থা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক :--- মাননীয় স্পীকার, স্যার, সরকারী কর্মচারী হিসাবে এই সাহায্য দেওয়া হয় তবে অন্যান্য ক্ষেত্রে এটা এখনও চিন্তা করে দেখা হয়নি।

মিঃ স্পীকার ঃ--- মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন দাস।

শ্রীখগেন দাস ঃ-- মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৫১।

মিঃ স্পীকার ঃ--- কোয়েশ্চান নাম্বার ৫১।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৫১।

প্রশ্ন

১। ১৯৮১-৮২ সালে বিভিন্ন ব্লকে এন. আর. ই. পির ও এস. আর. ই. পির মাধ্যমে মোট কত শ্রম দিবসের কাজ হইয়াছে ?

২। এই প্রকল্পগুলির দ্বারা উক্ত আর্থিক বছরে কি কি গ্রামীণ সম্পদ সৃষ্টি করা হয়েছে ?

উত্তর

১। ১৯৮১-৮২ সালে (ফেব্রুয়ারী ১৯৮২ পর্যন্ত) বিভিন্ন ব্লকে এন. আর. ই. পিতে মোট ১০ ৭. ৫৬৪ এবং এস. আর. ই পি তে মোট ১৪. ৯৮. ১১০ শ্রম দিবসের কাজ হইয়াছে।

২। এই প্রকল্পগুলির দ্বারা উক্ত আর্থিক বছরে যে সব গ্রামীণ সম্পদ সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

এন. আর. ই. পি

১। রাস্তা তৈরী	- ১৬৩০. ১৮১ কি: মিঃ।
২। পুরাতন রাস্তা মেরামত	- ৩৬৬.১৪৪ কিঃ মিঃ।
৩। স্কুল ঘর তৈরী	- ৭০টি।
৪। পুকুর খনন	- ৭৬টি।

৫।	জলসেচের ব্যবস্থা	- ৪৪১.৬৮ হে: ।
৬।	বণ্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ	- ৫০টি।
৭।	নালা খনন	- ৭২.০ কিঃ মি: ।
৮।	বাজার সংস্কার	- ১৬ টি।
৯।	কাঁচা কুয়া	- ১৫০ টি।
১০।	খেলার মাঠ নির্মাণ	- ৪৩ টি।
১১।	পঞ্চায়েত গ্রন্থাগার	- ১০ টি।
১২।	রিজারভার	- ২৭ টি।
১৩।	সয়েল এণ্ড ওয়াটার কনজারভেশন	- ৪৯৫.৫০ হেঃ।

এস. আর. ই. পি.

১।	রাস্তা তৈরী	- ৭৭১.০৬৩ কিঃ মিঃ
২।	পুরাতন রাস্তা মেরামত	- ৫৬০.০৩ কিঃ মিঃ।
৩।	মৌসুমী বাঁধ	- ১২.৫৯ টি ।
৪।	বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ দ্বারা জমি রক্ষা	- ৪৪০ হেঃ।
৫।	খেলার মাঠ সংস্কার	- ৫৭ টি।
৬।	কাঁচা কুয়া	- ৯৩১ টি।
৭।	বাজার সংস্কার	- ৬ টি।
৮।	পাট ভিজানোর কুয়া	- ৪ টি।
৯।	রিজারভার	- ১১ টি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :--- সাপ্লিমেন্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে এস. আর. ই. পি এবং এন. আর. ই. পি-তে মাসিক কি হারে টাকা বরাদ্ধ করা হয় এবং বরাদ্ধকৃর্ত অর্থ নিয়মিতভাবে খরচ করা সম্ভব হয়েছে কিনা ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ--- মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাসিক হিসাবে কোন বরাদ্দ হয়না। এন. আর. ই. পি এবং এস. আর. ই. পি:তে কোথায় কত টাকা বরাদ্দ করা হবে এবং তা মাসিক, ষান্মাসিক না ত্রৈমাসিক হবে সেটা সংশ্লিষ্ট মেম্বার এবং বি. ডি. ও. ঠিক করেন। গভার্ণমেন্ট ঠিক করতে পারেন না।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া—সাপ্লিমেন্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে ১৯৮১-৮২ সালের আর্থিক বৎসরে এন, আর, ই, পি, এবং এস, আর, ই, পি-তে ডিসেম্বর বা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত কত টাকা খরচ করা হয়েছে।

শ্রী দীনেশ দেববর্মা—মাননীয় স্পীকার, স্যার, ১৯৮১-৮২ সালের বাজেট বরাদ্দে ১ কোটি ২০ লক্ষ হওয়ার কথা ছিল এবং সেগত রাজ্য এবং কেন্দ্র ৬০ লক্ষ ৬০ লক্ষ করে ১ কোটি ২০ লক্ষ খরচ করেছে।

শ্রী বাদল চৌধুরী —সাপ্লিমেন্টারি স্যার, এতে গত বৎসরে কত শ্রম দিবসের কাজ হয়েছে এবং এস, আর, ই. পি, ও এন, আর, ই, পি-তে কেন্দ্রীয় সরকার যে চাল বরাদ্দ করেছিলো তার কতটুকু সরবরাহ করেছিলেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী দীনেশ দেববর্মা—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটার একটা আলাদা প্রশ্ন আছে তখন জবাব দেওয়া হবে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া—সাপ্লিমেন্টারি স্যার, এই যে হিসাব দেওয়া হল এটা কি কোন মাসের হিসাব না সারা বৎসরের হিসাব তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী দীনেশ দেববর্মা---মাননীয় স্পীকার, স্যার, ১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত।

মিঃ স্পীকার---মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া---মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৭৭।

মিঃ স্পীকার---কোয়েশ্চান নাম্বার ৭৭।

শ্রী বিবেকানন্দ ভৌমিক---মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৭৭।

প্রশ্ন

১। ১৯৮২-৮৩ আর্থিক বছরে রাজ্যের মোট কয়টি নতুন ডিসপেনসারী খোলার পরিকল্পনা আছে ?

২। এর মধ্যে কয়টি জেলা পরিষদ এলাকায় খোলা হইবে ?

উত্তর

১। ৫০ টি খোলার পরিকল্পনা আছে।

২। উপযুক্ত স্থান নির্বাচিত করা হইলে উহা নির্দ্ধারিত করা হইবে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া---সাপ্লিমেন্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে নূতন নূতন ডিসপেনসারি খোলার আগে যেসমস্ত পুরাণ ডিসপেনসারি খোলা আছে সেগুলির মধ্যে কয়টি ডিসপেনসারি বন্ধ হয়ে আছে এবং ডিসপেনসারি বিভিন্ন জায়গায় স্থানান্তর করা হয়েছে ?

শ্রী বিবেকানন্দ ভৌমিক---মাননীয় স্পীকার, স্যার, আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া যাবে।

শ্রী বিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা আলাদাভাবে প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া যাবে।

শ্রী কেশব মজুমদার ঃ সাপ্লিমেন্টারী স্যার মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে স্ব-শাসিত জেলাপরিষদ এলাকার কোন কোন জায়গায় নূতন ডিসপেন্সারী খোলার পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছে এবং যেসব অঞ্চলে খোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে সেখানে পুরাতন ডিসপেন্সারীগুলির কাজকর্ম টি, ইউ, জে, এস, এর লোকেরা বাধা দিচ্ছে ?

শ্রী বিবেকান্দন ভৌমিক ঃ মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা ১৯৮২-৮৩ সালে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ১০০টি ডিসপেন্সারী বা সাব-সেন্টার খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তারমধ্যে কোনটি স্ব-শাসিত জেলা পয়িষদের এলাকায় পড়েছে কি না তা জানা নেই। তবে আমরা ১৯৮২-৮৩ সনে যে নূতন ডিসপেন্সারী খোলার পরিকল্পনা করেছি তারমধ্যে ৬২টি সাব-প্ল্যানে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আর আমারা যে ১০০ টির পরিকল্পনা নিয়েছি তারমধ্যে আমরা আশা করি যে অন্ততঃ ৫০ টির কাজ এই বছরের মধ্যে শেষ করতে পারব।

আর কোন কোন জায়গায় ডিসপেন্সারীর কাজকর্মে উপজাতি যুব সমিতি বাধা দিচ্ছে কি না তার সঠিক কোন রিপোর্ট আসেনি। তবে চাচাউ বাজার ডিসপেন্সারীর কাজ আমরা বিগত দাঙ্গার পরে আর চালু করতে পারিনি। আমরা সেখানে একজন ট্রাইবেল ডাক্তার দিয়েছিলাম কিন্ত সেই ট্রাইবেল ডাক্তারও সেখানে যেতে রাজি হন নাই। তাই আমরা চেষ্টা করছি যাতে করে কোন মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিটের মাধ্যমে সেখাকার কাজ চালু করতে পারি কি না।

শ্রী বাদল চৌধুরী ঃ সাপ্লিমেটারী স্যার, ১৯৮১-৮২ সালে যে সকল ডিসপেন্সারী খোলার কথা ছিল তারমধ্যে অনেকগুলিরই কাজকর্ম এখন শুরু করা যায়নি এর কারণ কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বিবেকান্দ ভৌমিক ঃ মাননীয় স্পীকার, স্যার, ১৯৮১-৮২ এবং ১৯৮১-৮২ বছরগুলির কিছু নুতন ডিসপেনসারীর কাজ এখনো অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। এর কারণ হচ্ছে এই ডিসপেনসারীর জন্য জায়গা পাওয়া যায়নি। পরবর্তী সময়ে জায়গা পাওয়ার পরে এষ্টিমেট ইত্যাদি করার প্রশ্ন ছিল। তাই ঐ কাজগুলি করতে অনেক দেরী হয়ে গেছে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে ১৯৮২-৮৩ বছরে ১০০ টি ডিসপেনসারী নতুন করার পরিকল্পনা সরকার করেছেন তার মধ্যে আবার তিনি বলেছেন যে ৫০ টির মত সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। তাহলে দেখা যায় মন্ত্রী মহোদয় আগেই ধরে নিয়েছেন যে তারা ৫০ টি করবেন তবে এখানে ১০০ টির কথা বলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছেন কেন?

শ্রী বিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ স্যার, আমারা পরিকল্পনা নিয়েছি ১০০ টির। কিন্তু একটা ডিসপেনসারী করতে হলে অনেক সমস্যা উপস্থিত হতে পারে তাই আমরা আশা করছি অনুকুল অবস্থা হলে আমরা নিশ্চয়ই ১০০ টির মত ডিসপেনসারী খোলতে পারব।

মিঃ স্পীকার ঃ মাননীয় সদস্য শ্রী কামিনী দেববর্মা।

শ্রী কামিনী দেববর্মা ঃ মাননীয় স্পীকার, স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার-৫৪।
শ্রী দীনেশ দেববর্মা ঃ মাননীয় স্পীকার, স্যার এডমিটেট কোশ্চান নাম্বার- ৫৪।

প্রশ্ন

১। সরকারের জানা আছে কি সারা ত্রিপুরায় পঞ্চায়েত রেজিষ্টার খাতায় কত হাজার লেবারের নাম লিপিবদ্ধ করা হয়েছে,

২। এদের মধ্যে কত হাজার রেজিষ্টার কার্ড ইস্যু করা হয়েছে, (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব),
৩। সারা ত্রিপুরায় কাজ করছে অথচ পঞ্চায়েত লেবার রেজিষ্টার খাতায় নাম লিপিবদ্ধ করা হয় নাই এমন লেবারের সংখ্যা কত) (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। সারা ত্রিপুরায় ১,৭৭,৯২০ জন লেবারের নাম পঞ্চায়েত রেজিষ্টারের খাতায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

২। সারা ত্রিপুরায় মোট ১,৫০,০৭২ টি কার্ড ইস্যু করা হয়েছে।
ব্লক ভিত্তিক হিসাব আমি দিচ্ছি ঃ--

কৈলাসহর	ইস্যু-হয়েছে।	বিলি হয়েছে।
ছামনু ব্লক--	৭২২৯ টি	৭২২৯ টি
কুমারঘাট--	১১৮০৬	১১৮০৬
ধর্মনগর		
পানিসাগর ব্লক--	১১২৭৯	১১২৭৯
কাঞ্চনপুর ব্লক--	৮০০০	৮০০০
কমল পুর	১৩০৮১	১২৩২৬
বিলোনিয়া	৯১৪৫	৮৯৯০
সাব্রুম---		
রাজনগর ব্লক	৭৫৭৬	৭৫৭৬
বগাফা ব্লক--	১১৪৪৪	১১৪৪৪
উদয়পুর মাতারবাড়ী--	১২৩৯৬	১০৯৯৪
সোনামুড়া (মেলা ঘর)	৯,৬৬৩	৯,৬৬৩
সদর-বিশালগড়--	১৭,৬২০	১৭,৬২০
মোহনপুর	৬,১৬২	৬,১৬২
জিরানীয়া--	১১,১৮৫	১১,১৮৫
খোয়াই-তেলিয়ামুড়া	১৪,১৬৭	১৪,১৬৭
খোয়াই--	৯,৮১৭	৯,৮১৭
অমরপুর	১৩,৯১৬	
ডুম্বুরনগর	৩,৩২৪	

৩। এ রকম কোন তথ্য সরকারের জানা নাই।

শ্রীকামিনী দেববর্মা---কার্ড হোল্ডারগণও কাজ পাচ্ছেনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা---আমি যে তিনটি ব্লকের কথা বলছি সেই ব্লকগুলিতে কেন দেওয়া হয় নাই এটা আমি নিশ্চয়ই অনুসন্ধান করে দেখব।

শ্রীনকুল দাস---লোকেরা সারা বছর কাজ পাচ্ছে কি পাচ্ছে না এই সম্পর্কে তথ্য আছে কিনা এবং যদি না পেয়ে থাকে তাহলে তার কারণ কি?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা---যেখানে কেন্দ্রের কাছে আমরা টাকা চেয়েছিলাম, চাল চেয়েছিলাম, কেন্দ্র আমাদের সেইভাবে বরাদ্দ দেয়নি আমাদেয় সরকারের ইচ্ছা আছে সারা বছর কাজ দেওয়ার। কিন্তু টাকার অভাবে আমরা দিতে পারি না।

শ্রীনকুল দাস---এটা ছিল ফুড ফর ওয়ার্ক। আর সেখানে করা হয়েছে এন, আর, ই, পি। যেখানে কর্মসংস্থানের জন্য এটা করা হয়েছে সেখানে যদি সেটা না করা যায় তাহলে এই পরিকল্পনা করার অর্থ কি?

শ্রীদীনেশ দেববমা--- এটা কেন্দ্র যদি ব্যবস্থা না করেন তাহলে আমরা কি করব?

শ্রীমতিলাল সরকার—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে লেবার সংখ্যা বলেছেন এর মধ্যে মহিলা লেবারের সংখ্যা কত ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা—এটা আলাদা প্রশ্ন না করলে বলা সম্ভব নয়।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং—এই লেবারদের মধ্যে ট্রাইবেল কি আছে ? যদি থাকে তাহলে তাঁদের সংখ্যা কত ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা—ট্রাইবেল নিশ্চয়ই আছে। তবে সংখ্যার জন্য আলাদা প্রশ্ন করতে হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় স্পীকার, স্যার, যারা কার্ড হোলডার তাদের সংখ্যা ১,৭০,০০০ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন। শুধু পঞ্চায়েতের কাজ ছাড়াও অন্যান্য সুযোগ সরকারীভাবে দেওয়ার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা—আমি যে হিসাবটা দিয়েছি সেটা হচ্ছে পঞ্চায়েত এবং সি, ডি, এর। অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের হিসাব আমি দিতে পারব না। আমার দেওয়ার কথা নয়।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীমানিক সরকার।

শ্রীমানিক সরকার ঃ—প্রশ্ন নং ৭৫।

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্ন নং ৭৫।

প্রশ্ন

১। ক) স্পিনিং মিল স্থাপনের জন্য ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারের দিক থেকে কোন কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে কি ;

খ) উদ্যোগ গৃহীত হয়ে থাকলে তা কি কি এবং কাজের অগ্রগতি কতদূর ;

গ) যদি কোন কার্যকরী উদ্যোগ না গৃহীত হয়ে থাকে তাহলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। (ক) হ্যাঁ।

(খ) ত্রিপুরায় ২৫,০০০ মাকু বিশিষ্ট একটি সূতা তৈরী কল (স্পিনিং মিল) করার প্রস্তাব আছে। তাহা স্থাপন করিতে আনুমানিক ৮'২৫ কোটি টাকা খরচ হইতে পারে। ১৯৮০ সালে নর্থ ইস্টার্ণ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল অ্যাণ্ড টেকনিক্যাল কন্সালটেন্সী অর্গেনাইজেশান লিমিটেডের দ্বারা গৌহাটীর মাধ্যমে একটি প্রি-ইনভেস্টমেন্ট রিপোর্ট তৈরী করা হয়েছিল। বর্তমানে উক্ত সংস্থাকে আবার বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিবেদনটি আপটুডেট করার জন্য বলা হইয়াছে। স্পিনিং মিল স্থাপনের জন্য ভারত সরকারের হস্ত তাঁত বিভাগ, নয়াদিল্লী ও তাঁহার অনুমোদিত সংস্থার পরামর্শ নেওয়া হইতেছে।

(গ) প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ—প্রশ্ন নং ১১৪।

শ্রী বিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্ন নং ১৪৪।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে সরকারী চিকিৎসালয়গুলিতে রোগীরা প্রায়ই ঔষধ পান না;

২) সত্য হইলে জনসাধারণ যাতে সময়মত ঔষধ পান সেই ব্যবস্থা করা হইবে কি ?

৩। ইহা কি সত্য যে নেহাল চন্দ্র নগর সাব-সেন্টার সহ অনেক সাব-সেন্টারেই ডাক্তার নেই ;

৪। সত্য হইলে ঐগুলিতে কবে নাগাদ ডাক্তার দেওয়া হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। একথা ঠিক যে সরকারী চিকিৎসালয়গুলিতে অনেক সময়ই প্রয়োজনীয় সমস্ত-প্রকার ঔষধ চাহিদা মত দেওয়া সম্ভব হয় না;

২। প্রয়োজনীয় সমস্ত ঔষধপত্র সরকার থেকে সরবরাহ করার মত পর্যাপ্ত অর্থ সংস্থান সম্ভব হলে পরেই মাত্র এব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব। সরকার তার সীমাবদ্ধ আর্থিক সংগতির মধ্যেই যতটা বেশী ঔষধ দেওয়া সম্ভব তার সরবরাহ করার চেষ্টা করছেন।

৩। হ্যাঁ।

৪। প্রয়োজনীয় সংখ্যক চিকিৎসক পাওয়া গেলে ডাক্তার বিভিন্ন সাবসেন্টার গুলিতে ডাক্তার দেওয়ার কথা বিবেচনা করা হবে।

শ্রী মতিলাল সরকার ঃ--- মানীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ঔষধপত্র দেওয়া সম্ভব নয়। এটা জনাবেন কি যে ঔষধ হাসপাতালে আছে কি নেই এটা রোগীরা কি করে বুঝতে পারবে ? যখন তাদের প্রেসক্রিপশান দিয়ে বলা হয় বাইরে থেকে কিনে নাও ঔষধ তখন তারা কি করে বুঝতে পারবে যে হাসপাতালে ঔষধ নেই ?

শ্রী বিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ--- সর্বসাধারণের জন্য বিরাট বিরাট ষ্টক রাখা এখন সম্ভব নয়।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ--- ঔষধ ষ্টোর করে রাখার জন্য এবং কেনার জন্য বিভিন্ন সময়ে মননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে একটা পারচেজ কমিটি আছে। তারা গত দুই বৎসর কোন ঔষধপত্র কিনেছিলেন কিনা এবং সেগুলি বিভিন্ন সাব-ডিভিশনে পাঠিয়েছেন কিনা ?

শ্রী বিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ--- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মাননীয় সদস্যদের জানতে চাই, আমরা আসার আগে ত্রিপুরার সমস্ত ঔষধ পত্র গৌহাটি থেকে আনার ব্যবস্থা ছিল। আমরা আসার পর ত্রিপুরায় নিজস্ব, একটি ঔষধের ভাণ্ডার তৈরী করার কাজ হাতে দিই। এর জন্য একটি কমিটি তৈরী করা হয়। কিন্তু বিভিন্ন কারণে সেই কমিটি গত ২ বছর যথাযথ সময়ে ঔষধ পত্র দিতে পারে নি। যার ফলে ঔষধের অভাব সৃষ্টি হয়েছিল। এই বছরেও বছরের শেষ দিকে সেই কমিটির রিপোট অনুযায়ী আমার ঔষধ তৈরী করার ব্যবস্থা হাতে নিয়েছি। আমরা চেষ্টা করছি, এ বছরে গোড়ার থেকেই কমিটি ঔষধ তৈরী করার দায়িত্ব যাতে হাতে নিতে পারেন সেই ব্যবস্থা করার।

শ্রী সুবল রুদ্র ঃ--- মাননী মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা, কেন্দ্রীয় ষ্টোরে ঔষধ থাকা সত্বেও সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে সেই কেন্দ্রীয় ষ্টোর থেকে ঔষধ পত্র মহকুমায় গিয়ে পৌছুচ্ছে না এই অভিযোগ উঠেছে ? যদি এই অভিযোগ থেকে থাকে, তাহালে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অভিযোগটির তদন্ত করবেন কি ?

(ভয়েসস্ ফ্রম অপজিশান বেঞ্চ ঃ--- আগরতলার কেন্দ্রীয় ষ্টোর থেকে মহ-কুমায় ঔষধ পেঁৗছে দেওয়া এখানেও সীমিত আর্থিক ক্ষমতা ?)

শ্রী বিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ--- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কেন্দ্রীয় ঔষধ ভাণ্ডার থাকে সারা ত্রিপুরায় হাসপাতাল এবং মহকুমা ডিস্পোনসারী গুলিতে পাঠানো হয়ে থাকে। জি, বি, এবং ভি, এম, হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ নিজেরাই যাতে ঔষধ কিনতে পারে তার ব্যবস্থা আমরা করে দিয়েছি। সেই সাথে ছোট হাসপাতালগুলি তিন মাস অন্তর একটি ঔষধের তালিকা ডাক্তাদের করার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। লিস্ট অনুযায়ী তিন মাস অন্তর অন্তর সেখানে ঔষধ পাঠানো হয়ে থাকে।

শ্রী কেশব মজুমদার---মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন, গত ২ (দুই) বছর কমিটি কোন রিপের্ট দিতে পারেনি। যার ফলে ঔষধ তৈরী করা সম্ভবে হয় নি। কেন কমিটি কোন রিপোর্ট দিতে পারেনি এই সম্পর্কে সরকারী কোন তদন্ত হয়েছে কি না ? তদন্ত হয়ে থাকলে, তার রেজাল্ট কি ? এছাড়া বিভিন্ন ঔষধ হাসপাতাল থেকে দেওয়া হচ্ছে না এ ধরনের অভিযোগ প্রায়ই উঠছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা জানতে চাই, ঔষধ কেনার জন্য বাজেট বরাদ্দ কত টাকা ধার্য্য করা হয় এবং সেটা ত্রিপুরার জণসাধারনের মাথা পিছু কত পড়ে ?

শ্রী বিবেকানন্দ ভৌমিক ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হাসপাতালের বিভিন্ন কাজের জন্য আমাদের বাজেট বরাদ্দ ধরা হয়। আর ঔষধের জন্য বাজেট বরাদ্দ যা ধরা হয়, তার চেয়ে অনেক বেশী টাকার ঔষধ আমরা কিনে থাকি। বাজেট বরাদ্দ ৪০ লক্ষ টাকার মত ধরা হয়। কিন্তু আমরা ৬০। ৭০ লক্ষ এবং কোন কোন সময় ৮০ লক্ষ টাকার ঔষধ কিনে থাকি। আমরা ঔষধ গুলি কোম্পানী থেকে কিনে থাকি এবং পর্যায়ক্রমে টাকাটা কোম্পানীকে পাঠানোর ব্যবস্থা করি। বিলম্বে একটি কারণ, যথাসময় কমিটি তার রিপোর্ট দিতে পারেন নি বলে ১৯৭৯ এবং ১৯৮০ সনে কেনা যায় নি।

শ্রী বিদ্যা দেববর্মা--মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ৪র্থ নাম্বার প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, প্রয়োজন মত ডাক্তার পাওয়া গেলে ডাক্তার পাঠানো সম্ভব হবে। অনকে ডিস্পেনসারীতে ডাক্তার নেই। তবে আমরা ক্ষমতায় আসার আগে কংগ্রেসী আমলে ডাক্তার আরো ছিল না। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, চলতি আর্থিক বছরে ডাক্তার দেওয়ার সম্ভাবনা আছে কি ?

শ্রী বিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা ত্রিপুরায় ডাক্তারের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য গত ৪ (চার) বছর ধরে চেষ্টা করছি। ১৯৭৭ এর আগে ত্রিপুরা থেকে মাত্র ২৮। ২৯ জন ছেলেকে ডাক্তারী পড়তে পাঠানো হত। আমরা এসে সেই সংখ্যাকে বাড়িয়ে ৬৬। ৬৯ জন পর্য্যন্ত করেছিলাম। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বৈমাতৃ সুলভ মনো-ভাবের ফলে ৬৯টি সীট সংখ্যাকে কমিয়ে দিয়ে ৪৪টি সীট করেছেন। আমরা অবশ্য এই সংখ্যাকে আরো বাড়ানোর জন্য চেষ্টা করছি। এবং সাথে সাথে অনা রাজ্য থেকে ডাক্তার

আনার জন্য ব্যবস্থা নিয়েছি। ১৯৭৭ সাল পর্য্যন্ত এই ডাক্তারের সংখ্যা সারা ত্রিপুরার রাজ্যে ছিল ২৫৩ জন। আমরা সেটাকে ৪ (চার) বছরের মধ্যে বাড়িয়ে করেছি ৩৫৪ জন। অর্থাৎ এই চার বছরে আমরা ১০০ এর বেশী ডাক্তার বাড়াতে পেরেছি এবং আশাকরছি আগামীতে এই সংখ্যা আরো বেড়ে যবে। কেন না, যারা ত্রিপুরা রাজ্য থেকে পড়া শুনা করতে গেছে তারা তাদের কোর্স শেষ করে এসে কাজে যোগ দেবে।

শ্রী নিরঞ্জন দেববর্মা—স্যার এই হাসপাতালের ঔষধ পয়সা দিয়ে কিনতে হয়, এবং প্রাইভেট চিকিৎসার কাজ হাসপাতালের ঔষধ ব্যবহার করা হয় এই রকম কোন তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ আছে কিনা?

শ্রী বিবেকানন্দ ভৌমিক—মাননীয় স্পীকার স্যার, এ রকম কোন তথ্য আমার হাতে নেই। মাননীয় সদস্য যদি স্পেসিফিক ভাবে দিতে পারেন, তাহলে তদন্ত করে দেখা হবে এ আশ্বাস মননীয় সদস্যকে আমি দিচ্ছি।

মিঃ স্পীকার—ব্রাকেটেড। শ্রী সুমন্ত দাস, শ্রী মাখনলাল চক্রবর্ত্তী।

শ্রী মাখন লাল চক্রবর্ত্তী—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৪।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :--- অ্যাডমিটেড্ কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৪।

প্রশ্ন

১। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে মোট কতটি টিউবওয়েল আছে। তার মধ্যে কতটি চালু অবস্থায় আছে,

২। সমস্ত টিউবওয়েলগুলির প্লেট ফরম্ আছে কিনা,

৩। যদি না থাকে তাহলে কবে পর্য্যন্ত ঐগুলির কাজ শেষ করা হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। সর্ব্বশেষ তথ্য সংগ্রহানুযায়ী সারা রাজ্যে সর্ব মোট ১৪,৬১৫টি টিউবওয়েল ও ৬৩০৬টি রিংওয়েল আছে। তার মধ্যে টিউবওয়েল ও রিংওয়েল-এর একটা অংশ সব সময়েই অকেজো থাকে এবং ঐ গুলি সরকারী উদ্যোগে চালু রাখার ব্যবস্থা আছে।

২। সবগুলির প্লেট ফরম্ নাই।

৩। টিউবওয়েল মঞ্জুরীর সঙ্গে প্লেট ফরম্ ও করার কথা। তবে প্রযোজনীয় সিমেন্ট, রড ইত্যাদির অপ্রতুলতার জন্য বিগত বৎসরগুলিতে প্লেট ফরম্ করা যাইতে পারে নাই। যে সমস্ত টিউবওয়েল-এর প্লেট ফরম্ করা যাইতে পারে নাই, সেইগুলির প্লেট ফরম্ করার জন্য শীঘ্রই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :--- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত অকেজো টিউবওয়েল রয়েছে সেগুলি বিগত জুনের দাঙ্গার পর থেকে আজ পর্যন্ত মেরামত হয় নি। বার বার আবেদন করা সত্বেও আজ পর্য্যন্ত মেরামত হয় নি এর কারণ কি? এবং এই রকম অকেজো টিউবওয়েলের সংখ্যা বর্ত্তমানে কত তাও জানাবার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :---এই ভাবে কোন্ কোন্ জায়গায় কোন্ কোন্ গ্রামে কতটি খারাপ আছে এ রকম তথ্য জানা নেই। তবে কোন কোন গ্রামের ভেতর (একটু বেশী ভেতরে) মেকানিক্স যেতে সাহস পাচ্ছেন না দাঙ্গার পর। তাদের আমরা সেখানে জোর করে পাঠাতে পরি না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :--- এ রকম কতগুলি জায়গায় অকেজো টিউবওয়েল এবং রিংওয়েল মেরামতির জন্য মেকানিকস্ পাঠানো সম্ভব হয় নি তার তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :--- প্রত্যেক ব্লককে ৪/৫ জন করে মেকানিক্স দেওয়া হয়। যে জায়গায় মেকনিক্সদের পক্ষে যাওয়া সম্ভব হয় সেখানে যাচ্ছেন এবং যেখানে যাওয়া সম্ভব হবে বলে মনে করছেন না সেখানে যাচ্ছেন না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :--- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এটা জানা আছে কি, অম্পি এবং তেদুতে কোন মেকানিক্স্ নেই?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :--- মেকানিকস্ ব্লকে থাকে। অম্পি এবং তেদুতে আলাদা কোন মেকানিকস্ নেই।

শ্রীবিদ্যা দেববর্মা :--- ইহা কি সত্য, যে সমস্ত অকেজো টিউবওয়েল আছে তা কংগ্রেসী আমলে ইলেকসনের টিউবওয়েল?

শ্রী দীনেশ দেববর্ম :--- ইলেকসনের টিউবওয়েল বলে কোন জিনিস নেই।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা :---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে, অনেক এলাকায় দাঙ্গার সময় এবং দাঙ্গার পূর্বে ও পরে টিউবওয়েলের পাইপগুলি তুলে নিয়ে পাইপ গান তৈরী করেছে উগ্রপন্থী উপজাতি যুব সমিতির সমর্থকরা। আমি জায়গার নাম দিতে পারি। শান কুমার এলাকায় প্রচুর টিউবওয়েল উপজাতি যুব সমিতির লোকেরা পাইপ গান তৈরী করার জন্য তুলে নিয়ে গিয়েছে।

শ্রীকেশব মজুমদার :---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গ্রামে বিশেষ করে ট্রাইবেল অধ্যুষিত অঞ্চলে পানীয় জলের জন্য টিউব-ওয়েল দেয়া হলেও তারা টিউব-ওয়েলগুলি ব্যবহার করতে চাইছেন না, এটা হচ্ছে বাস্তব অভিজ্ঞতা। তা ছাড়া কিছু কিছু টিউবওয়েল নষ্ট হয়ে যায় দুর্গমতার জন্য এগুলিকে সব সময় মেরামত করাও সম্ভব হয় না। এইসব কারণে এই সমস্ত দুর্গম অঞ্চলগুলিতে টিউবওয়েল না দিয়ে পানীয় জলের ব্যবস্থা হিসাবে রিং ওয়েল দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই তথ্য জানাবেন কি না?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :---মিঃ স্পীকার স্যার, দিল্লীতে যখন প্ল্যানিং কমিশনের মিটিং হয় তখন কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলিকে জানিয়ে দেন যে এই বৎসরে কতটা টিউবওয়েল এবং কতটা রিং ওয়েল দেওয়া হবে। ১৯৮০-৮১ইং সালের প্ল্যানিং কমিশণের মিটিং এর সময় আমাদের ডিপার্টমেন্টের অফিসার গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে রিংওয়েলের ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করায় কেন্দ্রীয় সরকার বলেছেন যে রিংওয়েলের জল নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু আণ্ডারগ্রাউণ্ডে যে জলটা থাকে সেটা নাকি ভাল থাকে, তাই কেন্দ্রীয় সরকার টিউবওয়েলের প্রতি নজর দেন বেশী। তবে এই বার

প্ল্যানিং কমিশনের মিটিং এর সময় এই ব্যবস্থার একটা পরিবর্তন করা হয় এবং রিংওয়েল করার জন্য টাকা মঞ্জুর করা হয় এবং সেগুলি করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি।

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---স্যার, আমি একটা বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষন করতে চাই। সেটা হল একজন মাননীয় সদস্য নির্দিষ্ট একটা প্রশ্নের ব্যাপারে কতটা প্রশ্ন করতে পারেন সেটা নির্দিষ্ট আছে। তার অধিক প্রশ্ন করতে পারেন না। মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ৬টি প্রশ্ন করেছেন এবং তারপরও তিনি আবার চেষ্টা করছেন প্রশ্ন করার জন্য। রুলস অব বিজিনেসের যা নির্দিষ্ট আছে তার বাইরে তিনি প্রশ্ন করতে পারেন না।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস ঃ---কোয়েশ্চন নং ১০৭ স্যার।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ---কোয়েচান নং ১০৭ স্যার।

প্রশ্ন

১) ১৯৮০-৮১ এবং ১৯৮১-৮২ সালে এল. আই. জি, হাউসিং লোন স্কীম, রাজ্যের জন্য কত টাকা বরাদ্দ হয়েছিল,

২) তার মধ্যে দক্ষিণ ত্রিপুরায় জেলার জন্য ঐ অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ কত,

৩) দক্ষিণ ত্রিপুরায় ঐ দুই বছরে কতজন লোক উক্তস্কীমে দরখাস্ত করেছিল,

৪) তার মধ্যে কতজনকে কত টাকার লোন মঞ্জুর করা হয়েছে ?

উত্তর

১) ১৯৮০-৮১ এবং ১৯৮১-৮২ইং সালে এল, আই, জি, হাউসিং লোন স্কীম এই দুই বছরে রাজ্যে ১০ লক্ষ টাকার মুঞ্জুর করা হয়।

২) দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জন্য ২ লক্ষ টাকা মুঞ্জুর করা হয়েছে।

৩) ৩নং এবং ৪ নং প্রশ্নের উত্তর এখন আমার কাছে নেই।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস ঃ--- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, দক্ষিণ ত্রিপুরায় এই স্কীমকে স্ক্রুটিনী করার জন্য একটি কমিটি আছে। কিন্তু বিগত দুই বৎসরের মধ্যে ঐ স্ক্রুটিনী কমিটির কোন মিটিং ডাকা হয় নি, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কিনা ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ- স্ক্রুটিনী কমিটি থাকা সত্ত্বেও কেন স্ক্রুটিনী কমিটির কোন মিটিং ডাকা হয় নি, এ সম্পর্কে আমি তদন্ত করে দেখব।

শ্রীবিমল সিন্হা ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, উত্তর ত্রিপুরায় যে স্ক্রুটিনী কমিটি আছে, তার মিটিং না ডেকে ঐখানকার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এবং বিজিনেস অর্গানাইজেশানের এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার তাদের মধ্যে একটা গোপন আণ্ডাস্টেন্ডিং এর মধ্যে উত্তর ত্রিপুরায় হাউসিং স্কীমের জন্য যে টাকা বরাদ্দ করা হয় সে টাকা নিজেদের পছন্দ করা লোকদের মধ্যে বিতরণ করেন, এ সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে কোন

তথ্য আছে কিনা এবং এ সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ--- মিঃ স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আমি তদন্ত করে দেখব।

মিঃ স্পীকার ঃ--- শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া।

শ্রী রতি মোহন জমাতিয়া ঃ--- কোয়েশ্চান নং ৯৯ স্যার।

শ্রীঅনিল সরকার ঃ--- কোয়েশ্চান নং ৯৯ স্যার।

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকার অবগত আছে নাকি, বিগত জুন ৮০-এর পর থেকে আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্রের' ত্রিপুরী অনুষ্ঠান এর মানের ক্রমাবনতি ঘটছে,

২। অবগত থাকলে এ সম্পর্কে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কোন পত্রালাপ করেছেন কি,

৩। করে থাকলে তার ফলাফল কি ?

উত্তর

১) তেমন কোন খবর সরকারের কাছে নেই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ--- সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, দাঙ্গার পূর্বে ত্রিপুরী অনুষ্ঠানে নূতন নূতন সংগীত, নূতন নূতন তথ্য সমৃদ্ধ প্রবন্ধ এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান প্রচারিত হত। কিন্তু এর পর প্রোগ্রাম এ্যাগ্যজিকিউটিভ অফিসার, শ্রীনরেন্দ্র দেববর্মাকে, ট্র্যান্সফার করানোর পর সেই বৈচিত্র্য হারিয়ে গেছে এবং এখন এক ঘেয়েমী অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ--- মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য এ প্রশ্ন শ্রীমতী গান্ধী অথবা কেন্দ্রীয় ব্রোডকাষ্টিং মিনিষ্টারকে জানাতে পারেন। কারণ বিষয়টি তাদের অন্তর্ভূক্ত।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যেহেতু এটা একটা সংখ্যালঘু পিছিয়ে পড়া জাতির সংস্কৃতির প্রশ্ন, সেই দিক থেকে শ্রীনরেন্দ্র দেববর্মাকে পূর্বে পদে বহাল করার জন্য রাজ্য সরকার অনুরোধ করবেন কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

মিঃ স্পীকার ঃ--- মাননীয় সদস্য এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না।

শ্রীতরণী মোহন সিন্হা।

শ্রীতরণী মোহন সিনহা ঃ--- কোয়েশ্চান নং ১৮৭ স্যার।

শ্রী বিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ--- কোয়েশ্চান নং ১৮৭ স্যার।

প্রশ্ন

১) ১৯৭৮ইং জানুয়ারী হইতে ১৯৮১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ত্রিপুরায় কয়টি নূতন ৬ শয্যা বিশিষ্ট স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও কয়টি ডিসপেনসারী খোলা হইয়াছে,

২) উক্ত সালে স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার প্রস্তাব দেওয়া সত্বেও খোলা হয় নাই এমন কোন স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে কি ,

৩) থাকিলে কয়টি (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১) ১ টি ৬ শয্যা বিশিষ্ট স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং ১৮ টি ডিসপেনসারী খোলা হয়েছে ।

২) হ্যাঁ, আছে ।

৩) ৩৮ টি এবং তার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল-

সদর মহকুমা ঃ--- চম্পক নগর, পূর্বনওয়াগাঁও, দুর্গাপুর, লালসিং মুড়া, গার্বদি, অভিচরন বাজার, তামাকুরী, জারুলচাছাই, সিপাইজলা, অমরেন্দ্র নগর মান্দাই ।

ধর্মনগর মহকুমা ঃ-- পদ্মাবিল, লক্ষ্মী নগর ।

কমলপুর মহকুমা :-- সেতরাই, বলরাম ।

কৈলাসহর :-- চিছিংগাছড়া, নেপালটিলা, গংগানগর, সোনাইছড়ি, লালছড়া ।

সোনামুড়া :-- ভবাণীপুর, ভেলুয়ারচর, মনাইপাথর ।

বিলোনীয়া ঃ-- কলাবাড়িয়া, রামরাইবাড়ী, বীরচন্দ্র নগর (মনু), ছোটখলা, পাইকুলা ।

উদয়পুর ঃ--- থেলাকুং, সামুকছড়া ।

খোয়াই ঃ--- রতন পুর, খাসিয়ামংগল, ঘিলাতলী, শান্তিনগর, চেবরী ।

সাব্রুম ঃ--- সমরেন্দ্র-গঞ্জ, মনুঘাট ।

অমরপুর ঃ--- রতননগর ।

মিঃ স্পীকার :--- যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্বব হয়নি সেই গুলোর লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি । (ANNEXURES "A" & "B")

দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ

মিঃ স্পীকার ঃ- আমি মাননীয় সদস্য রাম কুমার নাথের কাছ থেকে দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল ঃ-" গত ১৮ই মার্চ ১৯৮২ইং সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় পূর্ব ভৈরবী গাও সভার জুনিয়ার বেসিক স্কুল গৃহটি ঝড়ে ভূপতিত হওয়া সম্পর্কে। "

আমি মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি । যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারিবেন ।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী (শিক্ষামন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে) ঃ- স্যার, আগামী ২৯শে মার্চ এই সম্পর্কে বিবৃতি দেব ।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় মন্ত্রী ২৯শে মার্চ এই সম্পর্কে বিবৃতি দেবেন।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী সুমন্ত কুমার দাসের নিকট হইতে একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল ঃ- " গত ২০শে মার্চ শনিবার রাত্রি সোনামুড়া মহকুমার যাত্রাপুর খানার অন্তর্গত বিরামপুর গ্রামের জনৈক মাফিজ উদ্দিন মিঞা'র বাড়ীতে ডাকাতি হওয়া সম্পর্কে। "

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারিবেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ- স্যার, আমি এই সম্পর্কে আগামী ৩০শে মার্চ বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকান ঃ- মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এই সম্পর্কে আগামী ৩০শে মার্চ বিবৃতি দেবেন।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী মানিক সরকারের নিকট হইতে একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়লস্তু হলঃ- " গত ২০শে মার্চ ১৯৮২ই রাত প্রায় সাড়ে সাতটায় সদরেয় সিধাই থানার অন্তর্গত (মোহনপুর ব্লক) তমাকারি গ্রামে সি-পি-আই (এম) সদস্য রতিরঞ্জন দেববর্মার খুন হওয়া সম্পর্কে।" মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারিবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---স্যার আমি এই সম্পর্কে আগামী ৩০শে মার্চ বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এই সম্পর্কে আগামী ৩০শে মার্চ বিবৃতি দেবেন। আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীবিমল সিন্হা মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল ঃ---

কমলপুর সিস্তুশাক পাড়াতে কূপ খননরত শ্রমিক শৈলেন্দ্র দেবনাথকে উগ্রপন্থী দ্বারা বিগত ফেবরুয়ারী মাসে নৃশংসভাবে হত্যা করা এবং এই দিনেই অপর দুই ব্যক্তি সুশীল দাম ও রাধাজয় হালামকে অপহরণ করা সম্পকে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---গত ২১-২-৮২ ইং তারিখে বেলা ২ ঘটিকায়/আড়াই ঘটিকার সময় কমলপুরের সিস্তুকছড়া হালাম বস্তিতে একটি কূপের কাজে কর্মরত শ্রমিক শ্রীশঙ্কর রাজ ভরস্, রাজকুমার রাজ ভরস্, ধনিরাম কুর্মি বিশ্রাম করিতেছিলেন এবং অপর একজন শ্রমিক শ্রীশৈলেন্দ্র দেবনাথ নিকটবর্তী একটি ছড়াতে স্নান করিতেছিলেন। ঐ সময় ২০।২২ জন উপজাতি যুবককে রাইফেল বন্দুক প্রভৃতি অস্ত্রের দ্বারা সজ্জিত হইয়া তাহাদের দিকে আসিতে দেখিয়া শ্রীশংকর রাজ ভরস ও তাহার দুই সংগী নিকটবর্তী ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করেন। সশস্ত্র উপজাতি যুবকেরা স্নানরত শৈলেন্দ্র দেবনাথকে ধরিয়া ফেলে এবং আত্মগোপণকারী শ্রীশংকর রাজ ভরস্ ও অপর দুই শ্রমিককে খুজিয়া বাহির করে। উপজাতি দুর্বৃত্তরা তাহাদের সবাইকে বলপূর্বক ধরিয়া রামলাল হালামের বাড়ীতে নিয়া যায়।

সেখানে কিছুক্ষন বিশ্রাম করিয়া দুর্বৃত্তরা শ্রী শৈলেন্দ্র দেবনাথকে বলপূবক ধরিয়া নিয়া যায় এবং তিনজন স্থানীয় হালামকে পথপ্রদর্শক হিসাবে ভীতি প্রদর্শন করিয়া নিয়া যায়।

এই ঘটনাটি শ্রী শংকর রাজ ভরসের অভিযোগক্রমে কমলপুর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৫।৩০২।৩০ এবং অস্ত্র আইনের ২৫ (১) (ক) ধারায় মামলা নং ৬(২) (৮২) নথীভুক্ত করা হয়।

অনুসন্ধানকলে পুলিশ বলপূর্বক পথ প্রদর্শকের কাজে নিযুক্ত নেনেংরায় হালাম, সেমাইলবম হালাম এবং দয়বান থিয়েম হালামের বিবৃতি অনুসারে শ্রী শৈলন্দ্র দেবনাথের মৃতদেহ ২৩-২-৮২ ইং তারিখে শিম্বুক ছড়ায় ৫ (পাঁচ) কিলোমিঠার উত্তর পশ্চিম চিন্দুংছড়া হইতে উদ্ধার করেন।

তদন্তকালে পুলিশ কিশোর দেবমা পিতা হরকুমার দেববর্মা সাং পূর্ণ চৌধুরী পাড়া, উত্তর ঘিলাতলী, কল্যাণপুর নামক এক ব্যাক্তিকে গ্রেপ্তার করে। সে বর্তমানে জেল হাজতে আছে। ঘটনাটির তদন্ত চলিতেছে।

২

অপর এক ঘটনায় শ্রী সুশীল দাস, পিতা সুরেশ দাস, অভাংগা, কমলপুর এবং শ্রী রাধাজয় হালাম, পিতা মৃত লালমোয়াত দিন, হালাম, উত্তর মাছিমারা, কমলপুর গত ২০-২-৮২ ইং তারিখে ও ফটিকরায় থানাধীন নেপাল টিলার দিকে তাহাদের হারানো গরু খুঁজিতে যান। ২৪।২।৮২ ইং তারিখেও তাহারা ফিরিয়া না আসায় কমলপুর থানায় জানানো হয়। ঘটনাটি কমলপুর থানায় ৮২৫ নং জি, ডি ভুক্ত করা হয় এংব পুলিশ তদন্তকার্য্য শুরু করে। পুলিশ স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় নিখোঁজ ব্যাক্তিদের অনুসন্ধান চালায়। কিন্তু এখন পর্যন্ত তাদের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। পুলিশ অনুসন্ধান কার্য্য চালাইয়া যাইতেছে।

শ্রী বিমল সিন্হা ঃ-- পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই যে গ্রুপটা গত ২১-২-৮২ ইং তারিখে শৈলেন্দ্র দেবনাথকে মার্ডার করেছে। সেই দলটা মার্ডার করার পর রাধাজয় হালাম এবং সুনীল দাসকে নেপাল টিলা থেকে ফেরার পথে কিডনেপ করে কৈলাসহশরের দিকে যায়। কমলপুরের ভারপ্রাপ্ত অফিসার ইন চার্জ কৈলাশহরের ফটিকরায় থানাতে এইসব ঘটনা জানা সত্বেও কোন ব্যবস্থা করেন নাই।

এইসব তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ- এই সম্পর্কে কোন তথ্য আমার কাছে নাই। তবে অনুসন্ধানের সময় এই সব কিছু তথ্য জানা যাবে।

শ্রী বিমল সিন্হা ঃ- এই যে গ্রুপটা এই রকম খুনখারাপি করছে শিম্বুক ম্যাছুরিয়াতে অর্থাৎ একটা সেন্টের মধ্যে এরাই কি কিছু দিন আগে জিওলছড়াতে যে ফরেস্ট অফিস লুটপাট করা হয় এবং রাত্রিবেলা অফিস ঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয় এবং ফুড ফর ওয়ার্কের যে টাকা সেই টাকা তারা লুন্ঠন করে এবং তারা টি, ইউ, জে, এসের সমর্থক এবং সদস্য। এই সমস্ত তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ- স্যার, একই গ্রুপ করেছে কিনা আমার জানা নেই। তবে জিওলছড়াতে অনুরুপ একটি ঘটনা ঘটেছে এই সম্পর্কে আমার কাছে তথ্য আছে। কারা এটা করেছে পুলিশ তদন্ত করছে।

শ্রী বিমল সিন্‌হা ঃ- এই গ্রুপটাই কি কিছু দিন আগে শম্ভুক থানার পাশে বলরাম গাঁওসভার অন্তর্গত অঞ্চলে প্রায় ৭-৮ দিন আগে টি, ইউ, জে. এসের যে কন্‌ফারেন্স হয়েছিল সেই কন্‌ফারেন্সে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল এই অঞ্চলের মধ্যে কোন রকম ডেভালাপমেন্ট কাজ করতে দেওয়া হবেনা। সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে এইরকমভাবে সন্ত্রাস এবং গুপ্ত হত্যা চালিয়ে যাচ্ছে। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ- এই সম্পর্কে কোন তথ্য নেই।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, যে সমস্ত ঘটনাগুলির কথা এখানে বলা হয়েছে এগুলি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এটা জানা-বেন কিনা এখানে পরপর ঘটনাগুলি ঘটা সত্বেও এখন পর্য্যন্ত পুলিশ কেন কাউকে পাকড়াও করতে পারেনি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ- স্যার, পুলিশ ঐ এলাকায় ঘটনা ঘটার পরেই হানা দিয়েছে। কিন্তু ঐ সমস্ত দুস্কৃতকারীদের গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। মাননীয় সদস্যদের বলব যাতে কেউ আশ্রয় না দেয় বা সাহায্য না করে।

শ্রী বিমল সিন্‌হা ঃ- পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া বলেছেন যে এদেরকে ধরা উচিত। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অমার প্রশ্ন ঐ হদ্রাইতে খোয়াইতে যুবসমিতির যে কন্‌ফারেন্স হয়েছে সেইখানে ঐ সমস্ত মার্ডারার নগেন্দ্র বাবুর সাথে পাশাপাশি বসে কনফারেন্সে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ? এইসব তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না ;

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ এইসব তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রীনকুল দাস ঃ পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, যারা ঐখান থেকে পালিয়ে এসেছেন ইন্দ্রজিৎ দাস, ফরেষ্টার, তিনি বললেন যে এদেরকে এসে বলে, তোমরা হাত তুলে দাঁড়াও। কারণ তোমরা জান আমরা টি,ইউ,জে, এস থেকে এই সমস্ত করছি এবং আমরা এইখানে স্বাধীন ত্রিপুরা করতে চাই। কাজেই তোমাদের যা আছে আমাদের দিয়ে দাও। এই তথ্য এখনও আমার কাছে এবং পুলিশের কাছেও এই ব্যাপারে ষ্টেটমেন্ট দেওয়া হয়েছে। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে কোন তথ্য আছে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ এই সব তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং ঃ পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই দলের সংগে মাননীয় সদস্য বিমল সিনহার গোপন সংযোগ আছে বলে মাননীয় মন্ত্রীর জানা আছে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ না এই ধরণের কোন তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ--মাননীয় স্পীকার স্যার, এইভাবে যে একটার পর একটা ঘটনা ঘটছে, তা এই ধরনের ঘটনা যাতে আর না ঘটে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের জীবনের নিরাপত্তা যাতে রক্ষা হয় তার জন্য সরকার কি কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---স্যার, এই সব ঘটনা যতে না ঘটে এবং যারা এই সব ঘটনা করছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তবে এ পর্য্যন্ত যারা গ্রেপ্তার হয়েছে তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই হচ্ছে উপজাতি যুব সমিতির কর্মী। তাই আমি মাননীয় সদস্যদেরকে অনুরোধ করছি যে, আপনারা দোষী ব্যক্তিদেরকে াপনাদের দল থেকে তাড়িয়ে দিন। আজ পর্যন্ত এমন একজন লোকও আমার চোখে পড়ে নাই যাকে এইসব কাজ করার অপরাধে দল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, প্রায় ১৫০ জন লোক বাংলাদেশ থেকে ট্রেনিং নিয়েছে এবং তারাই এই সব ঘটনার খেলা খেলছে। আমার কাছে তাদের নামের লিষ্ট আছে, মাননীয় সদস্যগণ দেখতে চাইলে আমি তা দেখাতে পারি। তাই আমি বলছি যে আপনারা তাদেরকে আপনাদের দল থেকে যদি তাড়িয়ে দেন তাহলে পুলিশের পক্ষেও সুবিধা হবে তাদেরকে গ্রেপ্তার করতে। আমরা আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছি এইসব খুন, ডাকাতি, রাহাজানি ইত্যাদি বন্ধ করতে এবং এই সব কাজ বন্ধ করার জন্য আমরা আপনাদের সহযোগিতাও চাই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---স্যার, আমাদের উপজাতি যুব সমিতির যে সব বিভাগীয় সম্মেলন হয়েছে, তাতে এই সব ঘটনার বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা করা হয়েছে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই ব্যাগা.. দা.ী .রা য়েছে। তিনি নিশ্চয়ই জানেন যে তাদের সঙ্গে উপজাতি যুব সমির্তির কোন যোগাযোগ নাই, তবুও আমাদের নামে মিথ্যা দুর্ণাম দেওয়া হচ্ছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---স্যার, আমি আগেই জবাব দিয়েছি।

শ্রীসুবল রুদ্র ঃ---স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র বাবু বলছেন যে, বিভাগীয় সম্মেলন গুলিতে এই সব ঘটনার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি জানি যে, বিজয় রাংখলকে তাদের দল থেকে বাহির করে দেওয়া হয়েছে তারা ইন্দ্রাতে সেই বিজয় রাংখলকে নিয়ে মিটিং করেছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কি এইটা জানা আছে?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---স্যার, আমি জানি যে, বিজয় রাংখল সেখানে তাদের মিটিংএ ছিল।

শ্রী দ্রাউকুমার রিয়াং ঃ- স্যার, যারা বাংলা দেশ থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসেছে বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেছে এবং যাদেরকে দল থেকে বহিস্কার করার কথা মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন তারা আমাদের দলের লোকই না। কাজেই তাদেরকে দল থেকে বহিস্কার করার কোন প্রশ্নই উঠে না।

মিঃ স্পীকার ঃ-আমি মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনীত একটি দৃষ্টি আকর্ষনী প্রস্তাব পেয়েছি। শ্রী মানিক সরকার কর্তৃক আনীত প্রস্তাবের বিষয় বস্তু হল ঃ- গত ১০ই মার্চ আগরতলা সেন্ট্রাল রোড সংলগ্ন এলাকায় নিমাই সিংহ নামক জনৈক যুবকের খুন হওয়া সম্পর্কে।" আমি মাননীয় সদস্য শ্রী মানিক সরকার-এর আনীত এই প্রস্তাবের উপর বক্তব্য রাখার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ- মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ১০-৩-৮৩ইং পশ্চিম থানার কর্তব্যরত অফিসার রাত্রি প্রায় ৯১ টা ৫মিঃ এ সিটি কন্ট্রোলের ভারপ্রাপ্ত অফিসারের নিকট

হইতে এই মর্মে একটি টেলিফোন পান যে, তিনি দেশের কথা পত্রিকার সম্পাদক হইতে জানিতে পারেন যে শিববাড়ীর নিকটবর্তী ভাগ্যলক্ষ্মী প্রেসের সামনে একটি মৃত দেহ পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি ঘটনাটি জেনারেল ডাইরীতে নথীভুক্ত করিয়া অন্যান্য পুলিশ কর্মী নিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে যান। পশ্চিম থানার কর্তব্যরত অফিসার সঙ্গে সঙ্গে ইহা পূর্ব থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসরেকে জানান কারণ শিববাড়ী উভয় থানার সীমানার পার্শ্ববর্তী স্থানে অবস্থিত। উভয় থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসাররা শিববাড়ীর নিকটে ঘটনাস্থাল উপস্থিত হন এবং জানতে পারেন যে, নিমাই সিং পিতা ইন্দ্রজিৎ সিং তাহার বাড়ীর নিকটে অনুমান ১০টা ৩০মিঃ হইতে ১০টা ৪৫মিঃ এ ছুরিকাঘাতে আহত এবং স্থানীয় লোকজন তাহাকে আহত সবস্থায় জি, বি, হাসপাতালে নিয়া যান। ইন্দ্রজিৎ সিং এর অভিযোগক্রমে ইহা পূর্ব থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা মতে মোকদ্দমা নং ১২(৩)৮২ নথি ভুক্ত করা হয়। আহত নিমাই সিং গত ১১-৩-৮২ প্রায় রাত্রি ২টা ৩০মিঃ
-এ জি বি হাসপাতালে মারা যান।

অভিযোগকারী এবং অন্যান্য সাক্ষীদের নিকট হইতে জানা যায় যে, গত ২০-৩-৮১ ইং তারিখে রাত্রি প্রায় ১০টা ৩০ মিঃ-এ কিছু অপরিচিত ব্যক্তি বাড়ীর বাহির হইতে নিমাই সিংকে ডাকাডাকি করে এবং নিমাই সিং বাড়ীর বাহিরে আসে। ১৫-২০ মিনিট পর গোপাল দত্ত নামে এক ব্যক্তি নিমাই সিং এর বাবাকে সংবাদ দেন যে, নিমাই সিং আহত রক্তাপ্লুত অবস্থায় পড়িয়া আছে। হাসপাতালে যাওয়ার পথে আহত ব্যক্তি তাহার পিতা ও অন্যান্যদের বলেন যে, সুজিত ঘোষ তাহাকে ছুরি মারিয়াছে এবং তাহার বড় ভাই অভিজিত ঘোগ নিকটে দাড়াইয়াছিল। নিমাই সিং জি, বি, হাসপাতালে ডাক্তার এস, ওয়াদ্দারের নিকটও মৃত্যুকালীন বিবৃতিতে সুজিত ঘোষের নাম করে। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে তল্লাসী চালাইয়া সেই রাত্রেই অভিজিত ঘোষকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে এবং সে এখনও জেল হাজতে আছে। সুজিত ঘোষ পলাতক আছে। তাহাকে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ জোর তল্লাসী চালাইতেছে। ঘটনাটির তদন্ত চলিতেছে।

গভর্ণমেণ্ট বিজনেস (ফিনান্শিয়াল)

মুভিং অন ডিমাণ্ডেস ফর গ্র্যাণ্টস ফর দি ইয়ার ১৯৮২-৮৩ এ্যাণ্ড ডিসকাশন দেয়ার অন

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়ঃ- সভার পরবর্তী কর্মসূচী হলো ১৯৮২-৮৩ ইং আর্থিক সনের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি সভার সামনে উত্থাপন এবং উহাদের উপর আলোচনা এবং আলোচনার শেষে ভোট গ্রহণ করা হবে।

মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ আজকের সভার কার্যসূচী এবং তার সাথে আজকের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের নাম এবং ছাটাই প্রস্তাবগুলোও রয়েছে আজকের কার্যসূচীতে যে সকল ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি আছে এবং তার উপর যে ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো আছে সেগুলি উত্থাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হল। এখন ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি ভবং এটাই প্রস্তাবগুলোর

উপর আলোচনা আরম্ভ হবে। আলোচনা শেষে আমি প্রথমে ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো ভোটে দেব এবং তার পর মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, যারা ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন তারা আগে বলুক, আর প্রস্তাবের পক্ষে যারা তারা পরে বলবে।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে আজকে ৮২-৮৩র বাজেটের উপর আমরা কতগুলি কাটমোশান এনেছি। এবং সেই কাট মোশানসহ ডিমাণ্ড গুলির উপর আমি আলোচনা করছি।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি পুলিশ দপ্তর সম্পর্কে আলোচনা শুরু করেছিলাম। এই পুলিশ দপ্তরের ব্যয় বরাদ্ধ অনেক বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। কংগ্রেস আমলে যা ছিল তার চাইতে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে প্রতি বৎসর অনেকগুণ বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু আইন শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে বিশেষ কোন সাফল্য দেখছিনা। এটা ঠিক যে ত্রিপুরার মত একটা পিছিয়ে পড়া রাজ্যের পক্ষে আইন-শৃংখলা একটা প্রধান বিষয়। মাননীয় স্পীকার এত ব্যয় বরাদ্ধ নেওয়া সত্বেও রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা ক্রমান্বয়ে অবনতির দিকে চলেছে। এই পুলিশ দপ্তরকে কলবরে বাড়ান হয়েছে, উচ্চ স্তরে অনেক পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে ডি. আই. জি. পি, এস, পি এডিশন্যাল এস, পি, ডি, এস, পি, প্রভৃতি পদ বাড়ান হয়েছে কিন্তু আজও পুলিশের কোন কার্য্যকরী ভূমিকা আমরা দেখছিনা। খুন, জখম, সীমান্ত পাচার অবাধে চলছেই চলছে। বহু কৃষকের হালের গরু এখন বাংলাদেশ দুরুত্তদের হাতে এবং এগুলির প্রতিকার আমরা এখন পর্য্যন্ত দেখেনি। খুন, ডাকাতির ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে এগুলিকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। পুলিশের ইনভেষ্টিগেশানে আমরা দেখেছি সরকার পক্ষ দলের লোকদের প্রভাব। তারা বিরোধী দলের কর্মীদের উপর রাজনৈতিক উপায়ে দোষ চাপিয়ে দিচ্ছে। এভাবে বিরোধী দলের কর্মী এবং সংগঠনকে দুর্বল করার জন্য রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে। অমরপুরে যেসব খুন হয়েছে সেখানে আমরা দেখেছি কিভাবে প্রকৃতখুনীদের'না ধরে উপজাতি যুব সমিতির লোকদের উপর তার দোষ চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এসব খুনকে যদি রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হয় তাহলে পরে দেখা যাবে আইন-শৃঙ্খলার কোন সমাধান হবে না। আমরা পরিস্কারভাবে বলতে চাই রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা অবনতির জন্য উপজাতি যুব সমিতি গভীরভাবে উৎবিগ্ন।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে আমরা কয়েকটি কাটমোশন আছে। আমার প্রথম কাটমোশান হচ্ছে ঃ---

"Disappproval of policy on re-organisation of judiciary".

আমরা দেখেছি জুডিশিয়ারিতে বহু কেইস আটকিয়ে আছে। সরকারী কর্মচারীদের হাজার হাজার কেইস আছে, গরীব জনগণের বহু কেইস আছে যেগুলি এখনও শেষ হচ্ছে না। জুডিশিয়ারিকে যেভাবে রি-অর্গানাইজ করা হচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে উচ্চস্তরে কাজ, মেজিষ্ট্রেটের যে পদগুলি আছে সেগুলিকে বাড়ান হচ্ছে। কিন্তু মুনসেফ কোর্ট বাড়ান হয়নি, যেখানে সাধারণ মানুষ কেইস করতে যায়। উচ্চ স্তরে ত তাদের পক্ষে

যাওয়া সম্ভব নয়। যেহেতু তাদের আর্থিক সংগঠিত থাকে না। এছাড়া আমরা দেখেছি কোর্টের জন্য যে অর্থ বরাদ্ধ করা হয়েছে সে অর্থ কিভাবে মিস-ইউজ হচ্ছে। আমার আরেকটি কাটমোশন আছে অন লিগেল এডভাইজারস এণ্ড কাউন্সিল্‌স' সেখানে ৯ লক্ষ ৫১ হাজারটাকা ধরা হয়েছে। আমরা দেখেছি যে কিভাবে পি, পি, এবং এ, পি, পি, সরকারের কেইস হাজিরা না দিয়ে অন্য কেইসে করে সেখানে টাকা ড্র করছে। এসব দুর্নীতি আজ অহরহ চলছে। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা আরও দেখেছি যেখানে সরকারের একজন এডভোকেট জেনারেল রয়েছেন সেখানে ৬।৭ জন করে এ, পি, পি, বা পি, পি, গিয়ে বিল ড্র করছেন। এভাবে তাদেরকে বাড়তি সুযোগ দেওয়া হচ্ছে এবং দলে টানার চেষ্টা করছে। আমার আরেকটা কাটমোশান আছে সাব-ট্রেজারির উপরে। সেটার ডিমাণ্ড নাম্বর হচ্ছে ৭, মেজর হেড ২৫৪। ১৯৭৮ সালেরর আগে আমরা দেখেছি একমাত্র স্টেট ব্যাংকে না গিয়ে অন্য ব্যাংক থেকেও টাকা তোলা যেত। ট্রেজারির উপর এখন যে বোঝা পড়েছে তাতে সেখানে হাজার হাজার কর্মচারীদের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। ৩০ দিনের মধ্যে এমন কোন দিন নেই যে বিল হয় না।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আরো দেখেছি যে এই বিষয়ে কিছু কিছু কর্মচারী আন্দোলনও করেছিলেন! কিন্তু এখনো তার রি-অরগেনাইজেসান হয়নি।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার আরেকটি কাট মোশান আছে। মেজর হেড-২৫৬, এটা হলো জেল সম্পর্কে। আমরা প্রশ্নোত্তরকালে দেখেছি মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে জেলে নানাধরনের পাশবিক অত্যাচার করা হয় বিচারাধীন আসামীদের উপরে। এ বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা আছে। আমাদের বিধানসভার সদস্য মাননীয় রতিমোহন জমাতিয়াকে জেলের মধ্যে অমানুষিকভাবে লাঠিপেটা করা হয়েছে। এবং এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিজেই দেখেছেন। আমরা সারা ভারতবর্ষের মধ্যে এ রকম অত্যাচার অবশ্য দেখেছি কিন্তু সেখানে সাধারণ মানুষ আজ ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তার প্রতিরোধ করছেন। কাজেই আজকে বামফ্রন্ট সরকার যে ভাবে উপজাতি যুব সমিতির লোকদের পিটিয়ে তাদের মুখ বন্ধ করবার চেষ্টা করতে চলছেন তা তাদের ফলপ্রসূ হবে না। ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ আজ তাদের চরিত্র চিনে ফেলেছেন। আজ ত্রিপুরার মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে এই বামফ্রন্ট সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলছেন এবং আগামী দিনে বামফ্রন্ট সরকারের পরাজয়ের পদধ্বনি আমরা শুনতে পাচ্ছি।

আমার দ্বিতীয় কাট মোশান হচ্ছে-পে- কমিশন। যে পে-কমিশন বসানো হয়েছিল সাধারন কর্মচারীদের কিছুটা আর্থিক সুবিধা দানের জন্য সে পে-কমিশন বহু পূর্বেই তাঁর রিপোর্ট সরকারের নিকট পেশ করেছেন কিন্তু সরকার আজ পর্যন্ত সে পে-কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করেন নি। সাধারন কর্মচারীদের আশার আলোকে তারা নানা ভাবে মিষ্টি কথা বলে কেন্দ্রের দোষ দেখিয়ে নিবিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই পে কমিশনের রিপোর্টকে রহস্যজনকভাবে চেপে রেখেছেন। মনো-পলিস্টিকভাবে তিনি একতরফা পত্র পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু পে-কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করছেন না। আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে অনুরোধ করব

তিনি যেন অবিলম্বে পে- কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করেন আর সাধারন কর্মচারীদের ভাগ্যকে নিয়ে তিনি যেন আর লুকোচুরি না খেলেন। এবং এই পে-কমিশনের রিপোর্ট তিনি যেন এই হাউসে প্রকাশ করেন। আশ্চর্যের ব্যাপার পে-কমিশন তার রিপোর্ট বহু আগে পেশ করলেও আজ পর্যন্ত সাধারন কর্মচারীরা এমন কি এই হাউসের মেম্বাররা এর কিছুই জানেন না। সুতরাং এইভাবে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যেন সাধারন কর্মচারীদের বিভ্রান্তি না করেন । অবিলম্বে পে কমিশনের রিপোর্ট যেন প্রকাশ করেন।

আরেকটা কাট মোশান আনা হয়েছে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেন্জ সম্পর্কে। আমরা দেখেছি চাকুরীতে নিযুক্তির সময়ে গ্রামের লোকেরা পুরাপুরিভাবে বঞ্চিত হচ্ছেন। গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত ফরেষ্ট অফিস করা হচ্ছে তাতে গ্রামের কোন লোকেদের নিয়োগ করা হয়না, শহর থেকে লোকেরা সেখানে গিয়ে কাজ করে, অথচ স্থানীয় ছেলেরা এই অফিসগুলিতে কোন কাজ পাচ্ছেনা। উদাহরনস্বরূপ বলতে পারি চান্দু ছড়াতে একটি ফরেষ্ট অফিস করা হয়েছে কিনতু সেখানে গার্ড এর পদে যে লোক নিয়োগ করা হয়েছে তারা সবাই শহরের লোক । স্থানীয় লোকেরা সেখানে কোন সুযোগ পাচ্ছেনা। অথচ গ্রামে বেকারীর সংখ্যা বেড়ে এক ভয়াভহ অবস্থা ধারন করেছে। সুতরাং এইভাবে আমরা দেখছি বামফ্রন্ট সরকার গ্রামাঞ্চলের লোকেদের বিভিন্ন চাকুরী থেকে বঞ্চিত করছে। গ্রামাঞ্চলের বেকার ছেলেরা তারা চাকুরীর জন্য দরখাস্ত করেন কিন্তু তাদের এমনকি ইনটারভিওর জন্যও ডাকা হয়না। আমরা দেখেছি রাজ্য সরকারের ৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণীর জন্য উপজাতিদের জন্য নিদ্দিষ্ট কোটাও ঠিকভাবে পূরণ করা হয়না। আর আগরতলা শহরে যে সমস্ত অফিস আছে—আগরতলা মিউনিসিপালিটি, সারকিট হাউস ইত্যাদিতে রিজার্ভে কোটা থাকা সত্বেও গ্রামের উপজাতিরা সেখানে কোন চাকুরীর সুযোগ পান না।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখেছি হ্যাণ্ডিক্র্যাপ্ট এর জন্য সরকার বহু অশ্রুপাত করছেন। বিভিন্ন ব্লকস্তরে এবং পঞ্চায়েত স্তরে এই হ্যাণ্ডিক্র্যাপ্টস্দের সংখ্যার হিসাব দেওয়া হয় কিন্তু চাকুরীর ক্ষেত্রে তাদের পুরাপুরিভাবে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে প্রায় ৩০০ জনের মত হ্যাণ্ডিক্র্যাপ্টদের চাকুরী দেওয়া হয়েছে। কিনতু তিনি কি বলতে পারেন যে এর মধ্যে কতজন উপজাতি আছে এবং তার পারসেনটেজ কত ?

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সরকার মিডডে-মিল চালু করেছেন। সেজন্য একটা হিসাবে বলা হয়েছে যে, এই মিড-ডে মিলের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৬৫ লক্ষ টাকা এবং সাবপ্ল্যানে করা হয়েছে ২৫ লক্ষ টাকা। কিন্তু আমরা দেখেছি যে শহরাঞ্চলের স্কুলগুলিতে মিড-ডে মিল ঠিকভাবে দেওয়া হলেও গ্রামাঞ্চলে উহা ঠিকভাবে দেওয়া হয়না। গ্রামের স্কুলগুলিতে যে সব শিক্ষকরা এই মিল দিবেন তারা তো প্রায়ই সেখানে যান না, তারা শহরে থাকেন অথচ দেখা যায় লক্ষ লক্ষ টাকা এই মিলের জন্য ব্যয় করা হচ্ছে। আমরা বার বার এই হাউসে উহা বলেছি। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে এখনও এই প্রোগ্রাম গিয়ে পৌছায় নি। গ্রামাঞ্চলের মানুষ এখনও জানতেই পারেনি। অনাহারক্লিষ্ট শিশুরা এখনও বুঝতেই পারে না যে তাদের জন্য মিড-ডে মিল বরাদ্দ করেছে এবং যেটা নিয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়েরা এবং

নেতৃবৃন্দ চেঁচামেচি করে আত্মপ্রসাদ লাভ করছেন। কিন্তু আত্মপ্রসাদ লাভের কোন কারণ আমরা দেখি না। কারণ যাদের জন্য বরাদ্দ করেছে তাদের কাছে গিয়ে এইগুলি পেঁৗছল না। কাজেই আমরা এটাকে সমর্থন করতে পারি না।

আর একটা কাটমোশন আছে, এক্সরে মেশিন সহ প্রাইমারী হেল্থ সেন্টারের কথা। আমি জানিনা কোন প্রাইমারী হেল্থ সেন্টারে এক্সরে মেশিন আছে কিনা। এমন কি বিভিন্ন সাবডিভিশনের হেডকোয়ার্টারগুলিতে এক্সরে মেশিন থাকলেও সেগুলি অকেজো অবস্থায় আছে। সেজন্য এখানে ১৮ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা ববাদ্দ করা হয়েছে। আজকে কোয়েশ্চানের সময়ে বহু মাননীয় সদস্য প্রশ্ন তুলেছিলেন যে বিভিন্ন হাসপাতালে যেসব ঔষধ কিনে দেওয়া হয় সেগুলি রোগীদের হাতে যায় না। ডাক্তাররা এবং কম্পাউণ্ডারেরা এই ঔষধপত্র বাইরে বিক্রি করে দেয়। জিরানিয়াতে এমনি করে একটা ঔষধের ফ্রেশ বাক্স ধরা পড়েছিল এবং কেসও হয়েছিল। অথচ তার তদন্তের রিপোর্ট একজন খ্যাতনামা সেক্রেটারীর দপ্তরে আটকে আছে। এইগুলি জেনেশুনেও সরকার কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। এইগুলি নিয়ে দুর্নীতি চলছে এবং অম্পিতে যে প্রাইমারী হেল্থ সেন্টার আছে সেখানে ডায়েট দেওয়ার ব্যাপারে বহুদিন ধরে দুর্নীতি চলছে। সেখানে এক লিটার দুধে তিন লিটার জল দিয়ে এবং মাছের বরাদ্দের অর্ধেক দিয়ে পুরো বরাদ্দের টাকা নেওয়া হয়, এইসমস্ত রিপোর্ট আছে কিন্তু যেহেতু তিনি ক্ষমতাসীন দলের সমর্থক সেইহেতু তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। তারা যদি শাসক দলের পতাকা তলে সমবেত হন তা হলে তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশান নেওয়া হবে এমন আশা আজকের দিনে সাধারণ মানুষ ত্যাগ করেছে।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমার কয়টা কাটমোশন আছে। অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল। এই কাউন্সিলে ৭৫ লক্ষ টাকা প্ল্যানের জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছে। এটা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের দেওয়া। কিন্তু রাজ্য সরকারের দেওয়া মাত্র দুই এক জায়গায় মাত্র দশ হাজার টাকার মত আছে। সেগুলিও নন্প্ল্যান কাজেই খয়রাতির কিছু কিছু দেওয়ার ব্যবস্থা এই বাজেটে আছে। কিন্তু প্ল্যান নিয়ে উন্নয়নমূলক কাজ করবে এই ধরণের কোন সংস্থান এখানে রাখা হয় নি। আর ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের কর্মচারী নিয়োগের জন্য কোন রিক্রুটমেন্ট রুলস্ তৈরী হয় নি। বামফ্রন্টের যারা লোক হবে এবং বিশেষ করে যাদের নিয়োগ করলে সমন্বয় কমিটি শক্তিশলী হবে তারা মনে করবেন তাদেরই নিয়োগ করবেন। এই ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলকে পুরোপুরি দুর্নীতিমুক্ত করার উদ্দেশ্যে কোন রিক্রুটমেন্ট রুলস্ দেখছি না। যে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল তাঁরা মাত্র ৭৫ লক্ষ টাকা দিয়ে শুরু করেছেন তাদের কাছ থেকে কিছু আশা করা যায় না। একজন সদস্য বলেছেন যে এই ৭ম তপশীল রাজ্য সরকার নিজেই দিয়েছিলেন। আসাম ইত্যাদি যায়গায় যেখানে সিকস্থ সিডিউল আছে সেখানে সরকার দেয় নাই। সেজন্য রাজ্য সরকার বিশেষ কিছুই করেন না। কিন্তু যেহেতু এই ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল রাজ্য সরকার নিজেই দিয়েছেন সেজন্য উন্নতি হবে বলে আশা দিয়েছেন। কিন্তু যদি উনি জানতেন যে ৭৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তাহলে তিনি এই কথা বলতেন না।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, গ্রান্ট ইন এড--এই ক্ষেত্রেও আমরা লক্ষ্য করেছি যে সাব প্ল্যানে কুটির শিল্পের জন্য টাকা রাখা হয়েছে। কিন্তু আজও সাব-প্ল্যান কোন এলাকায় গড়ে তোলার ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি এবং বর্ষা আসছে, উপজাতিদের জন্য তেমন কিন্তু ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। আমি বহুবার আবেদন করেছি। বিভিন্ন বাজারে উপজাতিরা ব্যবসা করছে। তাদের সরকারী সাহায্য দিয়ে তাদের আরও প্রেরণা দেওয়ার জন্য যে প্রস্তাব আমি দিয়েছিলাম সেগুলি আজও উপেক্ষিত রয়েছে। তবে শুনেছি ২।৩ শত টাকার মত তাদের খয়রাতি দেওয়ার একটা ব্যবস্থা আছে। কিন্তু যারা কোন দিন ব্যবসা করে নি তারা এইভাবে ব্যবসাতে প্রেরণা পাবে বলে আমি আশা করি না।

ওয়েটস্ অ্যাণ্ড মেজারের উপর আমার একটা কাট মোশন আছে। আমি গ্রামাঞ্চলের বাজারের কথা নাই বললাম। কিন্তু এই আগরতলায় বিভিন্ন যে দোকান আছে সেগুলিতেও যদি তদন্ত করা যায় তাহলেও দেখবেন প্রতি কেজিতে ১০০।২০০ গ্রাম করে কম ওজন দিচ্ছে। কিন্তু এখানে এই আগরতলা শহরে যে বিভিন্ন দোকান আছে সেগুলিতে যদি এখনও তদন্ত করা যায়, তাহলে আমরা দেখব, ১কেজির মধ্যে ১০০ কি ২০০ গ্রাম করে কম জিনিস দিয়ে ক্রেতাদের বিদায় করা হয়। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার এই সমস্ত যারা দুর্নীতি করছে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা এই সরকারের আমলে নিতে দেখা যায় নি। অনেক পত্র পত্রিকায় ও নিয়ে অনেক লেখা হয়েছে তা আমরা দেখেছি। তথাপি এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। যেহেতু এই দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য সরকারী কোন ব্যবস্থা নেই কাজেই দুর্নীতি বন্ধ হচ্ছে না বরং ব্যাপক আকারে দেখা দিয়েছে। এরফলে বড় বড় ব্যবসায়ী দ্বারা সাধারণ ক্রেতারা বঞ্চিত হচ্ছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই দুর্নীতি এমন অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছে যে, ক্রেতারা ঠিক ঠিক ওজনে জিনিস পাবে এই আশা ছেড়ে দিয়েছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, প্ল্যান্টেশান স্কীমের উপর আমার একটা কাট মোশান ছিল। রাজ্যের প্রতিটি বাজেটে আমরা লক্ষ্য করেছি, প্লান্টেশানকে অ্যাকস্টেনসান করার জন্য বাজেট বরাদ্দ বেশ কিছু বাড়ানো হচ্ছে। কোন দপ্তর যদি কার্য্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে তাহলে এই দপ্তর হবে বন দপ্তর। বন দপ্তর সবচেয়ে কার্য্যকরী ভাবে জুমিয়াদের পুনর্বসন প্রাপ্ত জমি দখল করে সেই জমিতে জোর করে জুম চাষ বন্ধ করে দিয়েছে ফরেষ্ট প্ল্যান্টেশান করার জন্য। তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ কেস দিয়ে, এরেষ্ট করে, অর্থ আদায় করে, ভয় ভীতি দেখিয়ে অ্যাকস্টেনশান করে চলছে। এই ভাবে যদি অন্যান্য দপ্তর কাজ করতেন, তাহলে ত্রিপুরার আজকে অন্য রকম চেহারা হতো। যেমন বনাঞ্চলের চেহারা অন্য রকম হয়েছে। এতে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পিছিয়ে পড়া উপজাতি সমাজ। এই সমাজের বেশীর ভাগ লোক জুম চাষের উপর নির্ভরশীল। এদের একমাত্র জীবিকা জুম চাষ। সরকারী পরিকল্পনা থাকলেও ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য এবং স্বেচ্ছাচার ভাবের জন্য, কর্মচারীদের দুর্নীতির জন্য সমস্ত কম প্ল্যান প্রোগ্রাম ব্যর্থ হয়ে গেছে। তাছাড়া অনেক জুমিয়াকে পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব হয় নি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখনও তারা শুধু জুমের উপর নির্ভর করে তাদের জীবিকা চালাচ্ছে। এই সমস্ত জুমিয়াদের জুম চাষের জন্য আজকে পুলিশী কেস দেওয়া হচ্ছে, মামলা দায়ের করা হচ্ছে। তাদের কাছ থেকে জোর করে,

টাকা আদায় করে অনেক ফরেণ্টার ঘর বাড়ী তৈরী করেছেন এটা আমরা লক্ষ্য করেছি। আমরা সেই সাথে এও লক্ষ্য করেছি, আজকে বিভিন্ন দপ্তরের কর্মচারী যারা আছে তাদের জীবিকার মান সুন্দর করার জন্য সরকার এলাউন্স দিচ্ছেন। রিক্সা শ্রমিকদের ব্যাঙ্ক থেকে ঋণের ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন রিক্সা ক্রয় করার জন্য, মৎস জীবিদের সাবসিডি দিয়ে তাদের জীবিকার মান উন্নয়নের চেষ্টা করা হচ্ছে। ঠিক তেমনি জুমিয়াদেরও সেই পর্যায়ে এনে জুম চাষের আরো কি ভাবে উন্নতি করা যায়, তাদের জীবিকার মান যাতে আরো উন্নয়ন করা যায় সেই দিকে আমাদের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। কিন্তু তা না করে বামফ্রন্ট সরকার এই বনায়ন সম্প্রসারণ করে তাদের জীবিকাকে আরো সংকোচিত করছেন। বামফ্রন্ট সরকারের 8 (চার) বছরের শাসনে আমরা দেখছি, পুলিশী জুলুম। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার আর একটি কাট মোশান ছিল আর. এস. এস স্কীমের উপর। আমি এখানে রুর্যাল ইলেকট্রিফিকেশনের কথা বলছি। আমরা লক্ষ্য করেছি. এই রুর‍্যাল ইলেকট্রিফিকেশান যেখানেই হয়েছে সেখানেই উপজাতিদের অস্তিত্ব রক্ষা হচ্ছে না। যখন সেখানে জঙ্গল থাকবে তখন সেখানে উপজাতিরা বাস করবে। আর যখন রাস্তা ঘাট হবে, ইলেকট্রিক লাইট যাবে তখন সেখানে উপজাতিরা থাকতে পারবেনা এটা হচ্ছে সরকারী কল্যাণমুখী প্রশাসনের নমুনা। যদি সত্যি সরকার কল্যাণমুখী প্রশাসন কায়েম করতেন,তাহলে উপজাতি লোকের বিরুদ্ধে এমন কাজ তাঁরা করতে পার-তেন না। কিন্ত মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা এটা লক্ষ্য করেছি, তেলিয়ামুড়া, উদয়পুরে যেখানে যেখানে ইলেকট্রিসিটি গিয়েছে, যেখানে যেখানে রাস্তা-ঘাট হয়েছে, দালান বাড়ী হয়েছে সেখানে উপজাতি নেই। এই কি উপজাতি কল্যাণ? এটার নাম কি উপজাতি কল্যাণ? উপজাতি কল্যাণের নামে যেখানে যেখানে ট্রাইবেল রেষ্ট হাউস হয়েছে হজার হাজার টাকা খরচ করে সেই সব রেষ্ট হাউসে কি নিরাপত্তার ব্যবস্থা আছে? সেখানে ট্রাইবেলের কিসের আশায় যাবে? সেখানে শুধু ২।৩ জন কর্মচারী রাখা হয়েছে তাদের মাসিক বেতন ভাতা দেওয়া হচ্ছে, খরচ করা হচ্ছে। এই রকম প্রত্যেকটি মহকুমায় টাইবেল রেষ্ট হাউস করা হয়েছে সেখানে কেহ যায় না। এটা কি উপজাতি কল্যাণ হলো? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, উপজাতি অঞ্চলে রাস্তা থাকবে না, টিউবওয়েল থাকবে না, তাহলেই হবে উপজাতি এলাকা। মাননীয় সদস্য কেশব মজুমদার বলেছেন, উপজাতিরা টিউবওয়েল ব্যবহার জানে না। এই ভাবেই আজকে উপজাতিদের বঞ্চিত করা হয়েছে। আর এই বাজেটকেই ক্ষমতাসীন সদস্যরা সমর্থন করেছেন। এটা উপজাতিদের বুঝতে কষ্ট হয় না, বামফ্রন্ট শাসনে তাদের এলাকায় টিউবওয়েল যাবে না। কাজেই এই ইলেক্ট্রিফিকেশানের জন্য সাব-প্ল্যানে আমরা দেখেছি, টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই টাকা বরাদ্দ করা হলেও উপজাতি এলাকায় কিছু হয় নি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি লক্ষ্য করেছি, এই রুর‍্যাল ইলেকট্রি ফিকেশান উপজাতিদের কাছে বঞ্চনা স্বরূপ। উপ জাতিদের বরাদ্দকৃত টাকা মিস-ইউজ করে চলছে।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার আর একটি কাট মোশান আছে। সেটি গোমতী হাইড্রেল প্রজেকটের উপর। গোমতী হাইড্রেল প্রজেক্ট তৈরীর সময় ঘোষণা করা হয়েছিল ৩ কোটি টাকায় প্রজেকট শেষ হবে। কিন্তু সেটা বেড়ে ১৮ কোটি টাকা হয়েছে। আর এখন এই ১৮ কোটি টাকায়ও হয়ত হবে না। একটা ব্যর্থ প্ল্যান রচন করতে গিয়ে মানুষ বাঁচার অধিকার খর্ব করা হয়েছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, কাজেই এই একটা স্কীম বা পরিকল্পনা রাজ্যবাসীর কাছে কল্যাণকর হয় নি। হয়েছে কলংক জনক।

যদি গোমতী প্রজেকটটি কমার্শিয়াল বেসিসে প্ল্যান করে তৈরী করা যেত, তাহলে সেটাকে আমরা স্বাগত জানাতাম। কিন্তু এই হাইড্রেল প্রজেক্টে যে বিদ্যুৎ তৈরী হয় এটা কমার্শিয়াল হবে না এবং ভবিষ্যতে হবে বলেও আমরা আশা করি না এবং বিশ্বাসও করি না। কেন না, যে টাকা খরচ করা হয়েছে সেই খরচের পক্ষে হাউসেও হিসাব দেওয়া যায় নি এবং পাবলিক একাউন্টস্ কমিটিতে হিসাব দিতে পারে নি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এইভাবে উপজাতিদের সংখ্যালঘু করার জন্য. উপজাতিদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেওয়া হচ্ছে এই গোমতী হাইড্রেল প্রজেক্ট তৈরী করে। এই গোমতী হাইড্রেল প্রজেক্টের বিরুদ্ধে আজকের বামফ্রন্ট নেতারা বিরোধী আসনে থাকা কালীন সময়ে কথা বলেছেন। পার্লামেন্টেও এর বিরুদ্ধে বলেছেন। সেই কারণে, আমরা এই ধরনের একটি প্ল্যানকে সমর্থন করতে পারি না। এখানে মহারানীতে ব্যারেজ সৃষ্টি করা হচ্ছে বলে বলা হয়েছে। ব্যারেজ সৃষ্টি হচ্ছে ভাল কথা। কিন্তু এই ব্যারেজের প্ল্যান মূল্যায়ন করলে দেখতে পাই, উপজাতি এলাকার সামান্য অংশ ইরিগেশনের আওতায় আসবে না। পিত্রার সমগ্র অঞ্চল এবং মহারানীর ট্রাইবেল অঞ্চলকে বাদ দিয়ে প্ল্যান তৈরী করা হয়েছে এই প্ল্যানের যে এষ্টিমেট করা হয়েছে সেটার মধ্যেও দুর্নীতি রয়েছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য আপনি রিসেসের পর আপনার বক্তব্য শেষ করার সুযোগ পাবেন। সভার কার্য্যসূচী বেলা ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রহিল।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার-----আমি শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়াকে উনার অসমাপ্ত বক্তব্য সমাপ্ত করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার একটা কাটমোশান ছিল ডিমান্ড নং ২১, মেজর হেড ২৫৮, ইনফরমেশান এন্ড পাবলিসিটির উপর। বামফ্রন্ট সরকারের গুনগান না করলে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে এরকম একটা অলিখিত আইন চলছে পত্রপত্রিকাগুলির উপরে। স্যার, এখানে একটা প্রেস এ্যাডভাইসরী কমিটি আছে, সেই কমিটির বিরুদ্ধে একটা চক্রান্ত চলছে। আজকে যে সমস্ত পত্রপত্রিকাগুলি বামফ্রন্ট সরকারের গুনগান করছে না সেই সমস্ত পত্রপত্রিকা গুলির উপর আক্রমণ সংঘটিত করা হচ্ছে। স্যার, এ্যাডভারটাইজমেন্টর ক্ষেত্রেও সরকার নানা রকম বৈষম্যমূলক আচরণ পত্রপত্রিকাগুলির উপর করে চলচে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হাউসে দাঁড়িয়ে বলেছেন--যে প্রেসের স্বাধীনতায় আমরা বিশ্বাসী। কিন্তু প্রেসের স্বাধীনতা উনারা কতখানি দিয়েছেন সেটা কি অকপটে স্বীকার করবেন? আজকে প্রেসগুলির বারে বারে আঘাত হানা হচ্ছে। যে সমস্ত পত্রিকাগুলি তাদের মুখপাত্র হতে চায় না, তাদের হাতিয়ার হতে চায় না, সেই সমস্ত পত্রিকা-গুলিকে আজকে বামফ্রন্ট সরকার নানান ভাবে বঞ্চিত করে চলেছে। প্রশাসন ক্ষমতাকে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে। স্যার, এ্যাডভারটাইজমেন্টের ক্ষেত্রে প্রচার সংখ্যা অনুযায়ী ক্লাসিফিকেশান করার কথা। কিন্তু বাস্তবে তা হচ্ছে না। ডেইলী দেশের কথা সম্পর্কে আর, এস, আই যখন সার্টিফিকেট দেবার জন্য আসে, তখন তারা একটা মিথ্যা মামলা ঝুলিয়ে দেয় যে তাদের সমস্ত কাগজপত্র চুরি হয়ে গেছে। দৈনিক সংবাদ যে সমস্ত এ্যাডভারটাইজমেন্ট পেতো সেগুলি ডেইলী দেশের কথাকে দেওয়া হল। আর, এন আইর সার্টিফিকেট ডেইলী দেশের কথা না পাওয়ায়, ডিষ্ট্রিকট ম্যাজিষ্ট্রেট থেকে একটা সার্টিফিকেট নিয়ে প্রেস কাউন্সিলে দাখিল করা হল। স্যার, আমরা আজকে লক্ষ্য করেছি

দলীয় পত্রিকার সংখ্যা বাড়ছে, সরকারী পত্রিকার সংখ্যা বেড়ে চলেছে, কিন্তু অন্য দিকে বেসরকারী পত্রিকাগুলি ক্রমশই লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। কেননা সরকার সেগুলির বিরুদ্ধে একটা অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করে চলেছে। স্যার, আমাদের চিনিকক্ পত্রিকার বিরুদ্ধে বৈষম্য-মূলক আচরণ করে চলেছে সরকার। পত্রিকাগুলির নিশ্চয়ই নিজস্ব একটা রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগী আছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে দাঁড়িয়ে বলতে পারবেন না যে তিনি রাজনৈতিক সংগঠনে বিশ্বাস করেন না। পত্রিকাগুলি রাজনৈতিক মত প্রচারের মাধ্যম হিসাবে তাদের নিজস্ব মতামত প্রচার পত্রিকার মাধ্যমে প্রতিফলন ঘটাবেন। কিন্তু সে জায়গায় তাদের বিরুদ্ধে ক্ষমতাসীন দলের বৈষম্যমূলক আচরণের অর্থ হচ্ছে প্রচার স্বাধীনতাকে খর্ব করা। কাজেই তারা যতই এই হাউসে দাঁড়িয়ে প্রেসের স্বাধীনতার কথা বলেন না কেন পক্ষান্তরে বিরোধী পত্রিকাগুলির উপর তাদের রাজনৈতিক চাপা আক্রোশ বরাবরই চরিতার্থ করে যাচ্ছেন। স্যার, আমরা দেখেছি প্রেস এ্যাডভার-টাইজমেন্ট ডিসপ্লের ক্ষেত্রে কলাম সেন্টিমিটার হিসাবে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু রাজ্যে এখন স্কোয়ার সেন্টিমিটার ডিসপ্লে এ্যাডভারটাইজমেন্ট হিসাবে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু সেই এডভারটাইজমেন্টের মধ্যে বৈষম্য আছে। যেমন চাকুরী সম্পর্কিত যে এডভার-টাইজমেন্ট করা হয় সেগুলি দলীয় পত্রিকাগুলিকে দেওয়া হয় যাতে তাদের দলীয় লোকেরা চাকুরী সুযোগ নিতে পারে। কিন্তু আমাদের চিনিকক্ পত্রিকাকে এমপ্লয়মেন্টর কোন এডভারটাইজমেন্টের ভার দেন না। কারণ উপজাতি যুব সমিতির লোকেরা যদি চাকুরী পেয়ে যায়। এই ভয়েই তারা এই পত্রিকাকে এমপ্লয়মেন্টের কোন এ্যাডভারটাইজমেন্ট দিতে চান না। স্যার, অল ইণ্ডিয়া প্রগ্রাম এগজিকিউটিভ অফিসার নরেন্দ্র দেববর্মাকে বরখাস্ত করার জন্য তারা একটা ইনকোয়ারী কমিটি বসিয়েছিলেন। যিনি পিছিয়ে পড়া উপজাতি ভাষাকে বিকশিত করে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন, বামফ্রন্ট সরকার তার বিরুদ্ধে নানা রকম কথা বলে, কেন্দ্রীয় সরকারকে মিসগাইড করে তাকে ট্রান্সফার করিয়েছিলেন। আমরা দেখেছি এ্যাডভারটাইজমেন্টের ক্ষেত্রে রাজ্যের পত্রিকাগুলির চাইতে বাইরের পত্রিকাগুলি আরও বেশী এ্যাডভারটাইজমেন্ট পাচ্ছে। আর্থিক দিক থেকে বাইরের পত্রিকাগুলিকে রাজ্যের পত্রিকার তুলনায় বেশী সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। কারণ সেই পত্রিকাগুলি যাতে তাদের দলীয় আদর্শ আরও বেশী করে প্রচার করে, আরও বেশী করে তাদের গুনগান করে। স্যার পি, টি, আই, কেও তারা একদিন প্রচারের সুযোগ দিয়ে-ছিলেন। কিন্তু পি, টি, আই, যখন সত্য উদ্‌ঘাটন করতে শুরু করল বাম আদর্শ যখন বিনষ্ট হতে চলল তখন সেটাকে আর প্রচারের সুযোগ দেওয়া হয় নি। আজকে ত্রিপুরা দর্পণকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। কারণ ত্রিপুরা দর্পণ সত্য উদ্‌ঘাটন করতে শুরু করেছে। বাজেটের মধ্যে যে সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি গুলি সে গুলি ত্রিপুরা দর্পন উদঘাটন করে দিচ্ছে বলে ত্রিপুরা দর্পণকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। দৈনিক সংবাদের পত্রিকার দুইজন কর্মীর বিরুদ্ধে আক্রমণ সংগঠিত করা হয়েছে। এই দুইজন কর্মীর মধ্যে একজন হচ্ছে কমল-পুরের রজত ভট্টাচার্য্য, যাকে পুলিশ এ্যারেষ্ট করেছিল এবং মাননীয় সদস্য শ্রীবিমল সিনহার সামনে তাকে আক্রমণ করা হয়েছিল। মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস নিজে রজত ভট্টাচার্য্যের কাছ থেকে স্বীকৃতি পত্র এনেছেন যাতে করে বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে কোন কথা না থাকে। এই হচ্ছে বামফ্রন্ট

সরকারের নিয়মবিধি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এইভাবে যতনবাড়ীর পীযূষবাবুকেও পলিশ দিয়ে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। যারা বামফ্রন্টের গুনগান গ ইবেন না, তাদেরকে এই ভাবে পুলিশ দিয়ে আক্রমণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু যারা বামফ্রন্টের সমর্থক তারা শত অপকর্ম করলেও তারা শাস্তির হাত থেকে বেঁচে যায়।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---আপনি আপনার বক্তব্য শেষ করুন। কারণ আপনি যদি এত সময় নেন তাহলে অন্য কেউ বলতে পারবেন না। আর আপনি যে কাট মোশান এনেছেন তার উত্তর প্রত্যেকটি মন্ত্রীকে দিতে হবে। সুতরাং মাননীয় সদস্য আপনি আপনার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করুন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এইভাবে আজকে প্রেসের বিরুদ্ধ পুলিশকে ব্যবহার করে সংবাদ পত্রের স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে। পুলিশ দিয়ে আজকে যেভাবে বিরোধী দলের উপর আঘাত আনা হচ্ছে তা বড়ই উদ্বেগজনক। উপজাতি যুব সমিতির উপর পুলিশকে লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পুলিশকে লেলিয়ে দিয়ে একটা ভীতি ও সন্ত্রাস চালানোর জন্য চেষ্টা করেছেন। তারপর গণ্ডাছড়া এলাকায় আমরা যদি তাকাই তাহলে সেখানে দেখতে পাই স্বাস্থ্য দপ্তরের কিরকম অব্যবস্থা। এখনও সেখানে অনেক লোক ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। ম্যালেরিয়া রোগকে এখনও নির্মূল করতে পারেনি। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই যে সমস্যাগুলি, সেই সমস্যাগুলিকে সমাধানের ব্যবস্থা করার জন্য বামফ্রন্ট সরকারের কাছে আবেদন রাখছি। এই বলে আমি আমার বক্তব শেষ করছি।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং। মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য আপনি ১৫ মিনিটের মধ্যে শেষ করবেন।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গত ১৯শে মার্চ যে বাজেট হাউসে পেশ করেছেন সেই বাজেটের উপর আমি কয়েকটা কাটমোশান এনেছি। আমার প্রথম কাটমোশান হল ডিমাণ্ড নং ৯, মেজর হেড ২৬৫। এর মধ্যে ধরা হয়েছে ৬ লক্ষ ২১ হাজার টাকা। এই ডিমাণ্ড নং-এ ভিজিলেন্সও পড়ে। আমরা দেখেছি ভিজিলেন্স ডিপার্টমেন্ট হয় ঘুমিয়ে আছে নতুবা শাসক দলের হয়ে কাজ করছেন। অর্থাৎ ভিজিলেন্সে কোন কাজ হচ্ছে না। ভিজিলেন্সের কাজ হল এইখানে যে টাকা ধরা হয়েছে সেই টাকা যাতে এদিক ওদিক না হয়। আমরা দেখেছি বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এই ব্যাপারে একটি কেইসও ধরা পড়েনি। কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি টি,আর,টি,সির বহু টাকা নয়ছয় হচ্ছে। গাড়ীর পার্টস চুরি যাচ্ছে। প্রিন্টিং ডিপার্টমেন্ট থেকে অনেক জিনিষ চুরি যায়। ইণ্ডাষ্ট্রি ডিপার্টমেন্টও চুরি হয়। এস,আর,ই,পি, ও এন,আর,ই,পি যে ব্যবস্থাগুলি আছে তার থেকে সি পি এম এর ও প্রধানরা অনেক টাকা লুট করে নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই ব্যাপারে আমরা জানিয়েছি তদন্তের জন্য। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নাই। কিন্তু সেই ভিজিলেন্সের জন্য আবার ৬ লক্ষ ২১ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তাদের কাজের জন্য টাকা বরাদ্দ করেছেন ত্রিপুরার জনগণ তার দ্বারা কোন উপকার পাচ্ছে না। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে সেই টাকা যাতে সঠিক কাজে নিয়োজিত হয় করা হয় তার জন্য আমরা সরকারের কাছে অনুরোধ করব এবং সংগে সংগে ভিজিলেন্স

ডিপার্টমেন্টও যাতে আরও সক্রিয় হয় তার দিকে লক্ষ্য রাখার জন্য আমি অনুরোধ করব। আমার দ্বিতীয় ডিমাণ্ড নং হচ্ছে ১১, মেজর হেড ২৫৫। এখানে ৬ কোটি ৭৮ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। এই ডিমাণ্ড নং-এ টাস্‌ক ফোর্স এর ব্যাপার আছে। কিন্তু টাস্‌ক ফোর্স কোন কাজ করছে না। ত্রিপুরার মধ্যে ২২ হাজার বাংলাদেশী আছে তাদেরকে ফেরৎ পাঠানো হচ্ছে না। এই টাস্‌ক ফোর্সের জন্য বহু টাকা ধরা হয়েছে। তাতে ত্রিপুরার জনগণের কোন উপকার হবে না। বাংলাদেশ থেকে এসে বহু ভাল ভাল পোণ্ট দখল করে বসে আছে এখানে। তাদের ফেরৎ পাঠানোর জন্য আমরা অনেকবার বলেছি। কিন্তু তাদেরকে বামফ্রণ্ট সরকার ফেরৎ পাঠানোর জন্য কোন ব্যবস্থা করছে না। এর মধ্যে একটা অসৎ উদ্দেশ্য আছে বলে ত্রিপুরাবাসী মনে করে। আর একটা কাট মোশান আমার আছে, সেটা হল ডিমাণ্ড নং ১৩, মেজর হেড ২৫৮। এখানে ৭০ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বাজেট বক্তৃতার মধ্যে প্রিন্টিং ডিপার্টমেন্টের খুব তারিফ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রিন্টিং ডিপার্টমেন্টে নাকি কংগ্রেসের আমল থেকে এখন ৪ গুন, ৫ গুন বেশী কাজ হচ্ছে। এই কথা বলার পরে আমরা দেখি ত্রিপুরা দর্পণ যখন তুলে ধরল এই বাজেটের মধ্যে অসংগতির কথা, ভুল ভ্রান্তির কথা; যোগ বিয়োগের কথা ভুল নির্নয়ের জন্য তখন এক গাদা সংশোধনী পত্র বিধানসভায় প্লেস করা হল। এখানে আমার রবীন্দ্রনাথের সেই ছোট গল্পটির কথা মনে পড়ে যায়। গল্পটির নাম হচ্ছে জীবন মৃত। জীবন মৃতের নায়িকা কাদম্বিনী যখন মরিয়াও প্রমাণ করিল সে মরে নাই তেমনি চুক্তিপত্র পেশ করে প্রিন্টিং ডিরার্টমেণ্ট সেই প্রমাণ করল যে সেকাজ করতে পারে নাই।

কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রিন্টিং ডিপার্টমেণ্ট সরকারী ডিপার্টমেণ্ট না বলে, বামফ্রন্টের বল্লেই বোধ হয় ঠিক হবে। কারণ এই ডিপার্টমেণ্ট শুধু বামফ্রন্টের জয়গান প্রচার করে চলছে কিন্তু জনগণের স্বার্থে কিছুই করছে না। তাই আমি বলব যে এই ডিপার্টমেন্টটা বামফ্রণ্টের মাইক না হয়ে ত্রিপুরার সমস্ত জনগণের মাইক হয়ে উঠুক এইটাই আমি আশা করব।

তারপর ডিমাণ্ড নাম্বার-১৪ মেজর হেড- -২৭৮, এখানে ধরা হয়েছে ৪৮ থাউজেণ্ড রুপিস এবং তাতে উদয়পুরের লাইব্রেরীর কথা বলা হয়েছে। আমরা শুনেছি যে উদয়পুর লাইব্রেরীটা ঠিকমত চলছে না এবং সেখানে বহু বই নণ্ট হয়ে গেছে, তারা কিছু কিছু বই সংগ্রহ করার চেণ্টা নিয়েছিল। যাই হোক আমরা সেটা দেখছি যে, সেটা হলো পাহাড় অঞ্চলে এই ধরণের লাইব্রেরীর কোন ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত করা হয়নি। তাই আমরা সরকারের কাছে অনুরোধ রাখব যে পাহাড় অঞ্চলে লাইব্রেরী খোলার ব্যবস্থাকে আরও একটু জোরদার করা হউক।

তারপর ডিমাণ্ড নং-১৬, মেজর হেড-২৭৭, এখানে এডুকেশানের জন্য ধরা হয়েছে ১৬ কোটি ৯৬ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা। তা এই শিক্ষার ব্যাপারে আমরা দেখেছি যে বামফ্রণ্ট সরকার সব সময় বলে যে, আমরা গরীব ছাত্রছাত্রীদের জন্য এইটা করেছি ওইটা করেছি। আসলে কিন্তু সুণ্ঠুভাবে কোনটাই ওরা করছে না। বোর্ডিং হাউজ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বল্লেন যে, গরীব তপশিলী ভুক্তজাতি ও উপজাতি ছাত্রছাত্রীদেরকে সাহায্য করার জন্য আমরা চেণ্টা নিয়েছি, কিন্তু আমরা দেখেছি যে, ণ্টাইপেণ্ডের ব্যাপারে কংগ্রেস আমলে যেমন অনেক অসুবিধা ছিল এই বামফ্রন্টের আমলেও সেইগুলি সমান পরিমাণে রয়ে গেছে। বিশেষ করে শিলং এ যে সমস্ত ছাত্র ছাত্রীরা পড়াশুনা করছে, তাদের পক্ষে ণ্টাই-

পেণ্ড ছাড়া পড়াশুনা করা সম্ভব না। ষ্টাইপেণ্ড ঠিকমত না পেলে তাদের পক্ষে পড়াশুনা চালানোটা খুবই কষ্টকর হয়ে পরে। তাই আমি সরকারের কাছে অনুরোধ করব যে তাদের জন্য মাসে মাসে যেন কিছু টাকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়।

আর একটা হচ্ছে ডিমাণ্ড নং - ১৭, মেজর হেড-২৮৮, এখানে ধরা হয়েছে ১ কোটি ৪০ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা। এখানে বলা হয়েছে ফেমেলি এণ্ড চাইল্ড ওয়েল ফেয়ারের কথা এই ব্যাপারেও বলা হয়েছে যে, পাহাড় অঞ্চলের জন্য নাকি বিশেষ সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু আমরা দেখছি যে, আগরতলার হাসপাতালে শিশুদেরকে পলিও বি, সি, জি, ডিপথেরিয়ার ইনজেকশান দেওয়া হয়, কিন্তু আমাদের পাহাড় অঞ্চলে এই সব ইনজেকশানের কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা নাই। আমাদেরকে আগরতলাতে এসে এই সব ইনজেকশান দিয়ে নিতে হয়। তাই আমি সরকার বাহাদুরের কাছে অনুরোধ রাখব পাহাড় অঞ্চলে এই সব ইনজেকশানের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করার জন্য। তারপর বামফ্রন্ট সরকার বলেন যে শিশুদের জন্য নাকি মিড ডে মিল্ক চালু করে সরকার অনেক টাকা খরচ করছেন। কিন্তু আমরা দেখেছি যে, গ্রামাঞ্চলের শিশুদেরকে সাধারণ রুটি ও মুড়ি দিয়ে এই মিড ডে মিল্ক এর কাজ সারানো হয়। অথচ এদিকে বলা হয় যে, শিশুদের জন্য এই মিড ডে মিল্ক এর নিয়ম চালু করে নাকি শিশুদেরকে পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া হচ্ছে। যাই হোক আমি সরকারের কাছে অনুরোধ রাখব যে আপনারা ঐ গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলির দিকেও একটু নজর রাখবেন।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় ঃ--মাননীয় সদস্য, আপনি আপনার বক্তব্য তাড়াতাড়ি শেষ করুন। কারণ প্রত্যেকটি মন্ত্রীকে আপনাদের আনীত কাটমোশানের উপর উত্তর দিতে হবে।

শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ- মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে যে বাজেটকে আনা হয়েছে সেটার মধ্যে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি রয়ে গেছে এবং এই বাজেটে জনগণের কল্যানে আসবে না বলেই আমরা আজকে তার উপর কাট মোশান আনতে বাধ্য হয়েছি। পাব্লিসিটি ডিপার্টমেন্টের উপর আমার একটা কাটমোশন আছে। দিল্লী থেকে প্রচুর টাকা আসছে কিন্তু সে টাকা যথাযথভাবে খরচ হচ্ছেনা। মানুষের কল্যাণে আসছে না। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব ডিপার্ট-মেন্টের কাজ কর্ম তদন্ত করে দেখার জন্য। আজকে কিভাবে ডিপার্টমেন্টে করাপশন চলছে সেটা দেখার জন্য আমি মাননীর মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশ মন্ত্রীকে পুনঃ অনুরোধ করব অপনি এসব তদন্ত করে দেখুন। আপনি দেখুন যে সমন্বয় কমিটি আজকে তাদের কাজ করছেনা। তারা অফিসে ফাঁকি দিচ্ছেন। কিন্তু ওনারা বলছেন উপজাতি যুব সমিতি, আমরা বাঙ্গালি, আমলাচক্র কাজ করতে দিচ্ছেনা, কাজে বাঁধা দিচ্ছে। কিন্তু আমি বলব ইন্দিরা গান্ধি ত যথেষ্ট টাকা দিচ্ছেন, আমলারাত যথেষ্ট কাজ করছে আর উপজাতি যুব সমিতি ত কোন বাধা দিচ্ছেনা। আসলে ওনারা ওনাদের নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য এসব বায়না ধরছেন। আমি বামফ্রন্ট সরকারকে এবং বামফ্রন্টের লোকদেরকে হুঁশিয়ার করে দিতে চাই যে আপনারা পরের কাঁধে বন্দুক রেখে শিকার করতে চাইবেননা। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রী রতি মোহন জমাতিয়াকে ওনার বক্তব্য রাখতে অনুরোধ করছি।

শ্রী রতি মোহন জমাতিয়া ঃ— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আমার কাট মোশন টিকে আমার মাতৃ ভাষায় রাখব।

আনি Cut motion কাইছা ঔংখা Demand No. 4. Major Head 229. Failure to control and climinate wasteful expenditure on survey and settlement অরনি অ চৗও নুক্খা এই বামফ্রনট সরকারনি আমল' যে সেটেলমেনট নি জরীপ ঔংগৗই থাংমানি অরনি' কতগুলি জাগা নুক্জাক খা। খরগছা নি মুণ্ডঅই তাই কাইছা মুণ্ড রেকর্ড ঔংগৗই থাংকা এবং তাই কাইছানি মুণ্ড তাই কাইছানি মুণ্ডঅই রেকর্ড ঔং গৗই দখল খৗলাই তংখা। বনি তাবুক পর্য্যন্ত কোন ব্যবস্থা নাজাকয়া। এবং আবনি বাগৗই যে রাও বরাদ্ধ নারৗগজাকমানি ৫ লক্ষ ৭ হাজার রাও। কাজেই অমহাই অবস্থা অমহাই খৗলাইঅই যদি অব্যবস্থা ঔংগৗই তংখা হৗনখেলাই সারা ত্রিপুরা' ব বাহাইখে একটা মুইনছনি একটা বিশ্বাস, যে একটা সম্প্রীতি নারৗগনানি আর' একটা বাধা ঔংগৗই তংখা। কাজেই আনি মুণ্ডঅই যদি জাগা বন, যদিন কাইছানি মুণ্ডঅই জাগা ঔংগাই তংমানি আব' বুবতৗই অবস্থা ঔংনাই? অন্য মুণ্ডনি জাগা যদি ন আনি মুণ্ডঅই ঔংগৗই থাংনাহা হৗনখেলাই আব' বাহাই ঔংনাই। আবতৗই হাইখেই ও ট্রাইবেল বাই নন-ট্রাইবেল নি জাগা এই যে অবস্থা ঔংগৗই থাংমানি আবনি বাগৗই যে চিনি একটা সম্প্রীতি হামজাকলাই তংলাইমানি জিনিঅ ন বামফ্রন্ট সরকার ছং চৗবাই রীখা। কাজেই ন আও বরগনি থানি অনুরোধ নারৗকমানি যেগুলি অন্য মুণ্ডঅই তাই কাইছানি বুমুণ্ড ঔংগৗই তংমানি ব-ন পুংখানুপুংখভাবে তদন্ত খৗলাই নানি যাতে নাইতকওই অনুসন্ধান খৗলাই তিখালাই নানি বাগৗই। আবনি বাগৗই ব্যবস্থা খৗলাই নানি ঔংখৗং। আনি তাই কাইছা Cut motion ঔংখা Demand No. 9 Major Head 265. Failure of Control and eliminate wasteful expenditure of office expenses. চৗও অরনি' নুগ' যে ঐ যে office expense যেমন ত্রিপুরানি বাগৗই যে ত্রিপুরা ভবন, কলকাতা আরনি' 'ত্রিপুরা ভবন' কাইছা তংগ' আরনি যে সমস্ত খরচ, আরনি যে অপব্যয় তংমানি। কারণ চৗও ছিঅ যে ত্রিপুরানি বরগ ন কলিকাতা' থাংগৗই কয়জন তংগৗই মানওই? কিংবা থাংনাহা হৗনখেলাই আর' কোন সুযোগ সুবিধা মানয়া। আব চৗও পত্রিকা-রগ'-ব নুগ'। যে উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলনি মিজোরাম, নাগাল্যাণ্ড, অরুনাচল বিভিন্ন উত্তর পূর্বাঞ্চলনি বরগরগ আর' তংমানি বাগৗই কিংবা আর' থাংনানি বাগৗই যে বরগ সুযোগ সুবিধা আনমানি অরনি ত্রিপুরা রাজ্যনি বরকরগ সেই রকম সুযোগ সুবিধা মানয়া। কারণ একটা উত্তর পূর্বাঞ্চলনি একটা অংশ একটা অঙ্গ বরগ আর' একটা সুযোগ সুবিধা নাইনানি, আরনি সরকারনি আরনি ব্যবস্থা বাহাই বরগনি উয়ানছুক মুণ্ড, নাহামুণ্ড কিংবা আরনি দৃষ্টি ভঙ্গি তাম' ব শ্রেনীনি। অ ত্রিপুরানি ওয়াইছা থাংমানি-ন, যারা থাংনাই বরগ আর' কোন সুযোগ সুবিধা মানয়া। কাজেই আও ত্রিপুরানি বামফ্রন্ট সরকার-ন' অনুরোধ খৗনাই-অ যাতে ও শিলংগ-ব, ও দিল্লী রগ' ও কলিকাতা যেমন ত্রিপুরা ভবন তংহা; আর রগ' ব একটা ত্রিপুরা ভবন খুলুগ-ওই রৗনানি ঔংখৗই। আনি তাই কাইছা Cut motion ঔংখা Demand No. 11, Major Head 265. Failure to Control and eliminate wasteful expenditure on Home Guard. অরনি' ব আহাই ন যে অরনি যারা "হোম গার্ড" বা গৃহরক্ষী রগ বরগনি যারা নক মৗয়াগ নাই বরগনি যে ব্যবস্থা

নক মীরীগনানি যে ব্যবস্থা, নামানি, ত্রিপুরা রাজ্যনি যে 'হোমগার্ড' তংমানি বরগনি তাবুকফান' কোন সুযোগ সুবিধা নাওই মানয়া। তাছাড়া আরনি' চীঙ নুগ' যে যারা নাকি বামফ্রন্ট সরকার-নি কক ছায়া হীনখেই কিংবা অন্য কোন ধরণের বরগ তংখা হীনখেলাই বরগনি একটা দমন মূলক যে ব্যবস্থা বিভিন্ন চাল-কওই তংগ। আনি তাইছা Cut motion ঔংখা Demand No. 11, Major Head 225. Failure to Control and eliminate wasteful expenditure on Criminal investigation and vigilance অরনি চীঙ নুগখা যে, রাঙ বরগ বরাদ্ধ নারাগ খা যে, 59 লক্ষ 68 হাজার। তিনি পর্য্যন্ত চীঙ খীনাই তংগ' যে জাগা জাগা তিনি অর' Calling attention সময়' পর্য্যন্ত খীনাই তংগ; জাগা জাগা তাবুক ফান' হত্যা ঔংগীয় তংগ' জাগা জাগা খুন ঔংগীই তংগ। এবং বনি ছীকাংগ যে ঘটনা ঔংগীই তংগ। কিন্তু যে vigilance Investigation খীলাই তংনাইরগ বরগ কিছুফান' খলাইয়া। এই যে তাবুক পর্যন্ত ধর্মনগর খেকে আরম্ভ খীলাইওই সাব্রুম পর্য্যন্ত আবতীই জাগারগ' তাবুকফান খুন ঔংগীই তংগ। দুর্ঘটনা ঔংগীই তংমানি ঘটিই তংমানি তাবুক পর্যন্ত ছে দোষীরগন তিখালাই মানয়া-খ। কিন্তু বরগ-ন' কতগুলি Investigation রিপোর্ট রীঅয় রীঅ। এমন ব্যবস্থা খীলাই রীঅ বু বরগ-ন' রবজাকনাই ও বরগ-ন' যাতে বরগনি বামফ্রন্ট দলনি ঔংয়া তীই। বামফ্রন্টনি বরগ-রগন তা রমদি এই রকম Investigation রিপোর্ট রীঅয় রীঅ। ঐ বিছিংতীই বরগনি Signal মানসা বাই-ন রিপোর্ট মানমাবাই-ন চীঙ নুগ' যে অরনি গন্ডগোল খীলাইনাই রগ ঐ যে বামফ্রন্টনি বরগ ঔংয়াওই যারা ছামুং তাংনাই, যারা গণতন্ত্র-ব' বিশ্বাস খীলাই নাই বরা-ন' পর্য্যন্ত বুবাই নাই জেলরগ' ছিতকওই তংফাই বাই-অ। অরনি যারা নিরপরাধ তংনাই রগন শুধুছে পুলিশরগ রমীই তংবাই খা আবন' চীঙ ছিঅ। আবতীইখেই রমনা হীনখেই আ এলাকাম সন্ত্রাস সৃষ্টি খীলাই তংগ। ঐ এলাকানি বরক-রগ যাতে বামফ্রন্টনি বরগ হীনীই গছিই-নাথীং। ঐ যে আবতীই মনোবৃত্তি তীয়ীই যে ব্যবস্থা নামানি আব চীং ছিঅ। পুলিশবাই সঠিকভাবে তথ্য ও দোষী রগন রমীই তিখালাইনানি ঔংথীং। এবং চীঙ নুগখা যে যারা বামফ্রন্টনি বরক তংনাই রগ সঠিকভাবে রমীই তিখালাই মানয়া আবতীই রগ-ন চুরমার খীলাই মানয়ানি বাগই-ন ও পুলিশ ন Investigation রীওই তংগ। আনি তাই কাইছা Cut motion ঔংখা Demand No 14, Major Head 277. Need to repair the following Govt. Secondary Schools Taidu High School, Noa bari High School, Gamaria High School আরনি' তংগ তৈইদু হাইস্কুল, নোয়াবাড়ী হাইস্কুল, অনহাইখেই প্রত্যেকটা স্কুল তংগ ঠিক-ন তবে আঙ অর কয়েকটা Mention খীলাইখা, উল্লেখ খীলাইখা। কারণ চীঙনুগ' যে, ঐ নোয়াবাড়ী হাইস্কুল, গামারিয়া হাইস্কুল তৈইদু হাই স্কুল, যেহেতু ব ট্রাইবেল Compact area জাগা চিনি বরগ রগ বাংফুগ' যারা ওকনক ওছলুই তংনাই পড়াশুনানি সুযোগ মানখায়া অমহাই স্কুল জাগা-ন বরগনি নকনি যে অসুবিধা ঔংমানি নগ মানয়া থীংথীই তংমানি বনি কোন ব্যবস্থা নানানি নাইয়া। কাজেই বরগ তেইব ছিঅ ঐ যে সমস্ত স্কুল রগ' যেমন পিত্রা হাইস্কুল খামওই

থাংবাইখা। ছকজাকওই খিবি বাইখা। ছাববা ছকছাখা চাঁও আবন' তাবুক ফান' বুচিই মানয়া। তবু ফান' স্কুল যে খামীই থাংলাখা, স্কুল যে কীরীই থা অ কক:খে সত্য অমহাই হাই স্কুল রগ যাতে চীরাই---রগ লেখাপড়া খীলাই মানা জাত। আবন' কাহামখেই---হীনামওই এবং আর' কীতালখেই হীনাগ নানি বাগীই সরকার ন দৃষ্টি তুবুনানি নাই অ। আনি তাই কাইছা Cut motion আঁংখা Demand No 14, Major Head 277, Need to repair the following Primary Schools Helenpur Primary School, Tulshiram Primary School, Thanda Chara Jr. Basic School Daria Bagma Jr. Basic School" তাবুক ঠাণ্ডাছড়া জুনিয়র বেসিক স্কুল নাইতকতই মাসা মানগাই। গভরমেন্ট ছাওই মানয়া। কারণ স্কুল ওয়াতুই নকবার' নাই ওই থাংমানি পরে তাবুক পর্য্যন্ত স্কুল নগ ছুংছানানি বাগীই Govt কোন চেষ্টা নায়া। আরনি এলাকানি বরক-রগ বার বার দরবার খীলাইখা। অনেকবার চেষ্টা খীলাই কোন' আঁংলিয়া। অমহাই:থেই আনি নিজিনি এলাকা নোয়াবাড়ী হাই স্কুল আরনি' বার বার দরবার খীলাইখা কীতালভাবে repair খীলাইদি হীনাই। কীতালখেই তিয়াই রীদি আরনি জন সাধারণনি চেষ্টাবাই বরগ এবং গাঁও প্রধান সরন জমাতিয়া বানি নেতৃত্বে তাম' খীলাই গ্রামনি বরগ রগ। যাবা দীর্ঘদিন ১৯৪৮ সাল' যে স্কুল প্রতিষ্ঠা আঁংজাক ও স্কুলছে কীরীই এবং স্কুল নগছে কীরীইখা। এরকম অবস্থা-ন' তিছানানি বাগীইছে Deptt. অ বার বার খবর রীজাক ফান' সরকার কোন দৃষ্টি নারাগয়া। সেই কারণে আরনি' খরানি যে অবস্থা মাই মানয়া তবফান' জনসাধারণ ছং সহযোগিতা নারাগওই আরনি গ্রামবাসীরগ আরনি কামিনি বরগ রগ তাবুক নূতন খীলাই ওই তিছাই রীনানি বাগীই সরকারনি থানি দরখাস্ত খীলাইখা। কাজেই অমহাইখেই নূতন কয়েকটা স্কুল যেমন:--হেলেন পুর, দরিয়া বাগমা স্কুল। ঐ সমস্ত স্কুল ক্রীয়ার খীলাইনানি বাগীই তাই ওয়াইছা দৃষ্টি নারাগনানি বাগীই আও অনুরোধ নারাগ'। আনি তাই কাইছা Cut motion আঁংখা Demand No 16, Major Head 277 Need to establishe secondary School at Atharabla in Udaipur, Ananda Bazar at Dharmanagar, Nagarai in Amarpur Ratannagar in Rasia Bari in Amarpur আহাইখে আরনি' কীতালখেই স্কুল, হাইস্কুল খীলাইনানি বাগীই আও ত্রিপুরানি বামফ্রন্ট সরকারন দৃষ্টি নারাগনানি নাই-অ। কারণ আঠার মূলা এমন একটা জাগা বনি চতুরদিকে ন প্রাইমারী স্কুল অংগ এবং এমন একটা পাহাড়ী রগনি প্রানকেন্দ্র আঁংগীই থাংকা আঠার মূলা। যেখানে বাগমা, গরিয়া বাগমা তারপরে চন্দ্রবাড়ী, বড় বাড়ী, বীরচন্দ্র বাড়ী এবং কাদি গাঙ এই সমস্ত জাগানি বরগ আরনি' মোটামুটি ১০ (দশ) হাজার বাসিন্দা তংমানি, ওকলক ওছলই তংমানি ছাক ব তংমানি যদি আর' একটা হাইস্কুল আঁংলাহা হীনখেলাই, বনি একটা সুযোগ ফাই অ। কারণ উদয়পুর থেকে আঠার মূলা চালমানি মোটামুটি রমীই নালাহা হীনখেলাই পরিষ্কারভাবে ছিঅ ১৯ থেকে ২০ কিলোমিটার। অমহাই জাগা' যদি হাইস্কুল রীই মানলীহা হীনখেলাই আরনি যে পাহাড়ী রগ, আরনি যারা ওকলক তছলই তংমাই রগ এবং বামফ্রন্ট সরকার হীন' যারা ওকলক ওছলই-তংনাই বরগ-ন

উন্নতি খীলাইনানি বাগীই যে সাংঘাটিক চেণ্টা খীলাই তংগ। কিন্তু অম' প্রমান রীজ তাবুক পর্য্যন্ত আঠার বীলা হাই এমন একটা জাগা তাবুক পর্য্যন্ত রইস্যাবাড়ী নুতন বাজার, নতন নগর হাই জাগা আবতীই জাগা' রগছে তাবুক পর্য্যন্ত হাই স্কুল খুলুগনানি কোন' চেণ্টা নায়া-খ। অম' প্রমান রীই মানয়া, ছামুওগ কোন' চেণ্টা নায়া-খ। যারা ওকনক ওছলই তংনাই-রগনি বাগীই যে উপকার খীলাই নানি নাইমানি অমগাই কিন্তু প্রমাণ নরকয়া নাইমানি দা নাইয়া, কাজেই আও অনুরোধ নারাগ না নাই ও অমতীই হাই জাগা' যাতে টারাইনি বীখা' কীচাং কীয়ারখে তিছানানি বাগীই বনি বীখা যাতে কুপি হাইখে চীওরীনানি বাগীই এই ত্রিপুরা সরকার মুকুমুই ভওমানি যেটা নুগফান' নুগয়া হাইখে তংমানি ব-ন নুগনানি বাগীই-ন চীও অ cut motion ন মা তুইফাই অ, এই cut motion তুবুমানি অর্থ এই নয় ও বামফ্রণ্ট সরকারনে ক্ষমতা-ন বিরোধীতা খীলাইমানি ককয়া। বরগ যেটা মকল কীলাইয়া, বরগ যেটা ছাক নাংরা বরগ, যেটা ওয়ানজুক নানি রীয়া বন' চীও য়াগরাই কুনুকওই রীনাই। অমতীই জাগা কতগুলি ছামুং তংখ। কাজেই ন মানগীনাও ডেপুটি স্পীকার স্যার, আও অর' কক ছানা নাই অ এই সমস্ত যে তংমানি ব-ন চেণ্টা নানানি বাগীই আও অনুরোধ নারাগী আনি তাই কাইছা Cut motion ঔংখা Demand No 29, Major Head 294.

Disapproval of Policy on grant in-aid. অরনি', টাও নুগ' যে যারা নক লুক কীরীই খীলাইওই, বুইবাই তকজাকওই শোষন খীলাইয়াকওই, ওই ফাতা-রনি বরগ যারা নক হক য়াক'রওই ষার মা ফাইনাই বরগনি সম্পর্ক সরকার বীছীক জরাতীই নজর র'ই তং ব-ন' একটা চিন্তা খীলাইয়া। কারণ বাক বরগ-ন নারাগনানি চেণ্টা খীলাইয়া। নারাগনানি চেণ্টা নাবাগয়া আহাইয়া। কিন্তু বুবতই বরক-ন নারাগ, বুবতীই বরক-ন' নারাগয়া Govt. নি কোন নিয়ম নীতি কীরীই আবন' ত্রিপুরানি ২১ লক্ষ বরক-রগ গছি কয়া। তাবে ম মসীনও দ্রাউবাবু যেটা ছাওই থাংমানি কক, যে অরনি' পুনর্বাসন মন্ত্রী যে ছাতই থাংমানি কক তাবুক-ফান' ২২ হাজার মতন বরক ত্রিপুরায় তংখ। ব-ন' কাতার রহরওই মানয়া। অথচ অরনি' তাম' নারাকখা অম যারা কাতারনি কান' ট্রাইবেল ফাইয়াহা হীন-খেলাই বরগ-ন' রীখালাই রহরফিনীনি বাগীই। বরগ ন আহাইন কিফিলওই থাং'ফিদি নিরগনি জাগা অরয়া।

নিরগ ফাইখেন' নগ কচকওই থাংগ, আর তাই অন্যান্য বরগ রগ ফাইল'হা হীনখেলাই হা কোয়ার মা অীংগীই থাংগ'। যেরকম বাইশ হাজার বকর তংগ' হীনাই প্রমাণ রীয়াকমানি ব-ন' প্রমান র'ই তংগ। যে বরগ বাহাই জরাতীই। বাস্তুচ্যুত। এই যারা হা কেপেলেই ফাইনাই রগ যারা নগ চাই, হুগথাই কীরীই খা, বীয়া বীতীই তুবুই মানলিয়া চান নি কীরীইখা। যারা এরকম ভাবে কাহনাইরগ বরগ-ন রীখালাই রহরনানি বাগীই অ ত্রিপুরা সরকার অনেক চেণ্টা খীলাই তংখ এবং চীও নুকখ যারা রীখালাই রহরজাক নাই বরগ বেবাক ন পাহাড়ী। কিন্তু যারা বাইণ হাজার তংগ হীনাই ছামানি আর' পাহাড়ী মাছাফান' কীরীই। অমন' আনি ককনি প্রমাণ। অমতীইখেই পাহাড়ী রগ্-ন-ব জাগা রীদি। অম' বরগনি একটা মেকি সাজাকমাছে

কিছুয়া। বুই হামজাক কাতাই রাখা হানখেলাই কোন দিন' বামফ্রন্ট সরকার ন চাঁও হামজাকআই মানয়া।

কারণ ত্রিপুরানি প্রত্যেকটি বরক-রগ আবন' হামজাকওই মানয়া। এক সময়' পাহাড়ী রগবাই কাছাকাছি তংনাই রগ, এবং ত্রিপুরানি যারা তাংগাই চানাই যারা হুগ হগাই চানাই, যারা কষ্ট মানকুকনাই বরক বাইখে গানাগানি মা তংনাই। এই হিসাবে ত্রিপুরানি ২১ লক্ষ বরগ যখন ত্রিপুরা' বামফ্রন্ট সরকার' ফাইনাহা হানখেলাই ত্রিপুরা' একটা নূতন উদ্দীপনা আঁওনা নাংগানী বা জনসাধারণ' আগকওই ফাইনানি হানাই মা কবকথাই। কিন্তু এই চার বৎসর' বরগ তাম' নুকখা-এই বামফ্রন্ট সরকারনি আয়ু পায় থাংমানি বাগাই-ন' ও ৫ম বাজেট তুইফাইমানি' নুকজাকথা যে অবনি বেবাক-ন গোলমাল, যতে ও ভুল বাজেট-ন' আলোচনা খালাইনানি থাংমানিছে লাচিজাকওই তংখা। কারণ যে বাজেটছে ঠিক খালাইওই তুবুই মানয়া। যে সরকার বাজেট শুধুছে কাহামখেই তুবুই মানয়া। বাজেট ন নুকলাহা হানখেলাই ফাতার' যারা তংনাই রগ ত্রিপুরা রাজ্য বা আহাইদা। অমহাইখে তংগ পশ্চিমবঙ্গ, মিজোরাম, শিলং, মেঘালয়, বিহার, উত্তর প্রদেশ বিভিন্ন রাজ্য যদি-নুগ লাহা হানখেলাই আরনি বরগ রগ যদি ন' নুগলাহা হানখেলাই, অ'রনি বরগ যদিন ছাওই মান লাহা হানখেলাই ত্রিপুরানি বামফ্রন্ট সরকার ভুল পূর্ণ বাজেট পেশ খালাই অ হানাই ছিলাহা হানখেলাই ও ত্রিপুরানি বামফ্রন্ট সরকার-ন অ-পদার্থ সরকার হানাই পরিচয় রানাই। কাজেই ন, আমহাই অপদার্থ সরকার হানাই হানয়া হানখেই নিরগ তাম' উত্তর রাই মানয়া। নিরগনি উত্তর কারাই খা। কাজেই অমহাই ভুল পূর্ণ যেটা ভুল গানাও অমহাই বাজেট ত্রিপুরানি বরকরগ হানয় হায়াফান' সারা ভারতবর্ষ অন্যান্য রগ রাজ্য হানাই। কাজেই-ন অমহাই মাখাওগ কালি ছিলজাকহাই মাখাও' কালি ছিলজাক সরকার হানজাকনাই খা। কাজেই অমহাই সরকারন যেকোন' বরগ ন নাইনিয়া। কাজেই ন মানগাবাও ডেপুটি স্পীকার স্যার আও ত্রিপুরানি বামফ্রন্ট সরকার ন তাই ওয়াইছা ওয়ানছুক নানি বাগাই আও হান' অমহাইখেই যে ভুল ত্রুটি বাজেট ন সমর্থন খালাই মানয়া। নিরগ খুশী আংখ, খুব খুশী। কারণ নিরগ এমন লাচিনা রাংয়া নিরগ ওয়ানছুকনা রাংয়া। এবং নিজিনছে অনুভব খালাইনানি বান্তা। নিরগণ বাজেটছে ভুল গানাও, ও ভুল ন নিরগ লাচিয়া। নিরগ মাখাও কারাগ অমহাইখে নিরগ লাচিনা রাংযা। লাচিমুও কারাই। কাজেই ন অমহাই নিরগনি বাজেট ন' ঐ যে নিরগনি মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ব পয্যন্ত.ছ লাচিজাকনাই। বনি মাখাওঅ শুধু নিরগ কালি ছিলিই রাখা। ও নিরগ বাজেট ন প্রমাণ নানাই খা। নিরগ হাই রাষ্ট্র ও নিরগ হাই কমিউনিস্ট তংমানি, অমহাই সরকার তংমানি রাশিয়া, চীন ছং বরগ শুধুছে নিরগন হামমা হানাই থাংনাই খা। কেরল নি যারা কমিউনিস্ট পার্টি খানাই তংনাই রগ যারা সি, পি, এম, খালাই তংনাই নিরগনি এ বাজেট ন নুকখা হান খলাই বরগ, তাম' খানাইনাই হয়তো চিরাই খিনিনাই হয়তো ভোয়' কচকওই রহরা নাই। কাজেই অমহাই যে অবস্থা-অ বাজেট-ন সমর্থন খেলাইনানি নিরগ লাচিনানিছে বান্তা, নিরগ মুনুই লাইছে ওয়া কি ওয়াচিক আংগাই তংগ। লাচিনা রায়া বিহিয়া রগ। নিরগ বেহিয়া আংগাই লাচিনা রাইয়া। আবনি বাগাই মুনুই লাই ও নিরগনি বাজেট ন ভুল রমনা রাংয়া। কাজেই মান-গানাও ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই রকম যে অবস্থা অমদা গণতন্ত্র' অরনি। বামফ্রন্ট সরকারনি যারা সি, পি, এম, খানাই তংনাইরগ যারা গণতন্ত্র-ন' বিশ্বাস খানাই অ এবং

সাম্যবাদী বিশ্বাস খীলাই অ হীন নাইরগ অমদা অ বিধান সভা' বরগনি গনতন্ত্রন' বিশ্বাস খীলাইমুং ? বিশ্বাস খীলাই মান ও যারা অমহাই হে হল্লা খীলাই নাই, বরগ কোন দিন' জনসাধারণ বাই মিলিই তংগীই মানয়া। কারণ বরগনি চরিত্র খে আহাই। কাজেই মান গীনাও ডেপুটি স্পীকার স্যার---এই যে বরগনি তগুও অরনি' বিধান সভা' অরনি' সবচেয়ে রাজ্যনি সভা কতর। কাজেই মানগীনাও ডেপুটি স্পীকার স্যার---এই যে যেখানে Museum তংমানি, এই যে চিনি নাইথক জিনিস তংমানি। যেটা চিনি পরবর্তী তংনাই-রগ New generation ওকলক ফাইনাই, অ রাজ্য আগি যে রাজারগ তংমানি, বরগনি তলোয়ার, সেং, রাজপোষাক তংমানি, কিন্তু অমহাই প্রত্যেকটা Museum অমহাই তংগ। যে কোন রাজ্য' রাজা তংগীই থাংমানি, তংখা হীনখে বনি একটা ঐতিহ্য তংগ। কাজেই অমহাইখে যে, Museum তংমানি আর' হাবওই নাইখা হীনখে বামফ্রন্ট সরকারনি যে কোন' এম, এল, এ, যে কোন মন্ত্রী নিরগ নুদা নুক। নিরগ গাছিই নইদা মান' ? ও মিউজিয়াম' যারা চীরাই ফাইছিনি ছিমি নুনই ফাইনাইরগ এবং অন্য রাজ্যনি বরগ নাই-নানি ভাইলাহা হীনখেলাই আর' চিনি কোন' সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব তংমানি ইতিহাসনি যে সাক্ষী তংমানি এই রকম সাক্ষী মিউজিয়াম তদা তং ? শিরগ ছাওই দা মান'? যারা অর' রাজা তংগীই থাংমানি বরগনি চিহ্নরগ এবং আগি রাজানি লাল দালান বরগ ন ছীবাই খিবিবাই খা। পুরানো কোন নিদর্শন কীরাই এবং যেমন তংগ উদয়পুরনি জগন্নাথ বাড়ী, ও জগন্নাথ বাড়ী এমন একটা মন্দির ব-ন নিরগ বাংছ খীলাই তংছিঅ। ও মন্দির নছে কোন ব্যবস্থা নারাগয়া। অ ভারতবর্ষ' নিরগবাই কেব তংগীলাক খা। চিনি বিরোধী দলনি মাননীয় সদস্য দ্রাউ কুমার রিয়াং, নগেন্দ্র জমাতিয়া এবং আনি যে Cut motion ৪৪ টা তুইফাইমানি আবন গ'চিই নাদি এবং বাজেট যে ভুল তংমানি ব ন সংশোধন খীলাই নাদি হীনীই আনি কক অরণ' পাই রীখা।

শ্রী রতি মোহন জমাতিয়া ঃ — মিঃ ডেপুটী স্পীকার স্যার, আমি আমার কাট মোশনটিকে আমার মাতৃ ভাষায় বক্তৃতা রাখবো। আমার একটি কাট মোশন হচ্ছে ডিমাণ্ড নং "৪ মেজর হেড ২২৯, ফেইলিউর কনট্রুল এণ্ড ইলেমিনেট ওয়েণ্টফুল এক্সপেণ্ডিচার অন সারভে এণ্ড সেটলমেন্ট" এখানে আমরা দেখতে পারছি যে, এই বামফ্রন্ট সরকারের আমলে যে সেটেলমেন্টের জরীপ হয়ে গিয়েছে তার কতগুলি জায়গায় ভুল দেখতে পাচ্ছি। একজনের জমি আর একজনের নামে রেকর্ড হয়ে গিয়েছে। একজনের জমি আর একজন দখল করছে। তার ব্যবস্থা এখনও নেয়া হয়নি। এবং তারজন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৫ লক্ষ ৭ হাজার টাকা। কাজেই এরকম ব্যবস্থা হলে এবং হয়ে থাকলে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে কিভাবে মানুষের মনে বিশ্বাস থাকবে। এতে মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি রয়েছে তার বাধা সৃষ্টি করবে। কাজেই আমার জমি যদি অপর একজনের নাম হয়ে যায়, তাহলে কি অবস্থা হবে ? অন্যের জায়গা যদি আমার নামে রেকর্ড হয়ে যায় তাহলে কিরকম হবে? এরকম ভাবে ট্রাইবেলের সঙ্গে নন-ট্রাইবেলের মধ্যে সম্প্রীতি, ভালবাসা ছিল সেই জিনিসকে বামফ্রন্ট সরকার নষ্ট করে দিয়েছে। কাজেই আমি তাদের কাছে অনুরোধ রাখব, এই সমস্ত ভুল-ত্রুটিগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করে, অনুসন্ধান করে বের করে তার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হোক। আমার আর একটি কাট মোশন হচ্ছে ডিমাণ্ড নং ৯ মেজর হেড২৬৫, ফেইলিউর টু কন্ট্রুল এণ্ড ইলিমিনেট

ওয়াষ্টফ্‌ল এক্সপেণ্ডিচার অফিস এক্সপেনসেস। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে, ঐ যে অফিস এক্সপেন্সেস যেমনঃ--- ত্রিপুরার জন্য কলকাতায় একটি "ত্রিপুরা ভবন আছে। সেখানে যে সমস্ত খরচ, সেখানে অনেক অপব্যয় হচ্ছে। কারণ আমরা জানি যে, ত্রিপুরার কলিকাতায় গিয়ে কয়জন বা থাকতে পারে বা সেরকম উপভোগ করতে পারে; কিংবা গেলেও তারা কোন সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না। সেটা আমরা পত্র---পত্রিকাতেও দেখেছি। যে, উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যেগুলি, যেমন মীজোরাম, নাগাল্যান্ড অরুনাঞ্চল বিভিন্ন উত্তর পূর্বাঞ্চলের লোকেরা শিলং এ যে রকম সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে; ত্রিপুরার লোকেরা সেখনে সেই রকম সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেনা। ত্রিপুরা রাজ্য একটা উত্তর পূর্বাঞ্চলের একটা অংশ একটা অঙ্গ রাজ্য। এ রাজ্যের লোকে সেখানে একটা সুযোগ সুবিধা দেখতে গেলে সেখানের সরকারের কিরকম ব্যবস্থা, কিরকুম তাদের চিন্তাধারা কিংবা তাদের দৃষ্টিভঙ্গী কি এ সমস্ত চিন্তা করতে হবে। ত্রিপুরা রাজ্য রাজ্যের মানুষ, যারা একবার মাত্র গিয়েছে, তারা ত কোন সুযোগ সুবিধা পায়নি। কাজেই আমি ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারকে অনুরোধ করব, কলকাতায় ও দিল্লীতে যেমন 'ত্রিপুরা ভবন' আছে তেমনি ও শিলং-এ 'ত্রিপুরা ভবন খুলে দেয়া হোক। আমার আর একটি কাট মোশন হচ্ছে ডিমাণ্ড নং ১১, মেজর ২৬৫ ফেইলিউর টু কনট্রুল এণ্ড ইলিমিনেট ওয়াষ্টফ্‌ল এক্সপেণ্ডিচার অন হোম গার্ড। এখানেও একই অবস্থা এ রাজ্যের হোমগার্ড বা গৃহরক্ষীরা যারা ঘর বাড়ী পাহারা দিচ্ছে তাদের জন্য সরকার কোন সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করেনি। তাছাড়া আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে, যারা বাফ্রমণ্ট সরকারের কথা বলে না কিংবা বামফ্রন্ট সরকারের বিরোধীতে করে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বিভিন্নভাবে চালানো হচ্ছে।

আমার আর একটি কাট মোশন হচ্ছে ডিমাণ্ড নং ১১, মেজর হেড ২২৫, ফেইলিউর টু কনট্রুল এণ্ড ইলিমিনেট ওয়াস্টফুল এক্সপেণ্ডি চার অন ক্রিমিন্যাল ইনভেষ্টিগেশান এণ্ড ভিজিলেন্স।

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, তারা এখানে টাকা বরাদ্দ রেখেছেন ৫৯ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা। এখন অবদি আমরা শুনতে পাচ্ছি যে, জায়গায় জায়গায় খুন খারাপি হচ্ছে। আজকে এই হাউসে কলিং এটেনশান-এর সময়ে পর্যান্ত শুনতে পাচ্ছি জায়গায় জায়গায় হত্যা হচ্ছে, খুন হচ্ছে। খুন হয়ে গেলেও বা খুনের সংবাদ পেলেও ঐ যে ভিজিলেন্স ইনভেষ্টিগেশান যারা করে থাকেন তারা সব নিষ্ক্রীয় থাকেন। ঐ যে ধর্মনগর আরম্ভ করে হইতে সাব্রুম পর্যন্ত এখন খুন হচ্ছে। যে সমস্ত দুর্ঘটনা হয়ে গেছে, কিংবা ঘটছে, সেই সমস্ত জায়গায় এখন পর্য্যন্ত দোষী দেরকে বের করতে পাচ্ছেনা। তারা Investigation রিপোর্ট দিয়ে দেন। এই ভাবে রিপোর্ট দেন যাতে বামফ্রন্ট এর যারা সমর্থক তারা ধরা না পড়ে। তাদের এই সিগন্যাল আছে বলেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, এ রাজ্যে যারা গন্ডগোল করছেন, যারা বামফ্রন্ট-এর লোক নয়, যারা গণতন্ত্রকে বিশ্বাশ করেন তাদেরকে পর্যান্ত মারধোর করে জেলে ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে। এখানে যারা নিরপরাধ রয়েছেন তাদেরকে পর্য্যন্ত পুলিশ গ্রেপ্তার করছে সেটা আমি জানি। এভাবে গ্রেপ্তার করে সমগ্র এলাকায় তারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। বামফ্রন্টের সমর্থক বলে স্বীকার করতে বাধ্য করানোর উদ্দেশ্য

নিয়ে এই সমস্ত করা হচ্ছে---তা আমরা জানি পুলিশ দিয়েই সঠিকভাবে তথ্য নিয়ে যারা দোষী তাদেরকে বের করা হোক। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, যারা তাদের বামফ্রন্টের সমর্থক তারা যাতে ধরা না পড়ে, সেভাবেই পুলিশকে ইনভেষ্টিগেশান রিপোর্ট দিতে হচ্ছে।

আমার আর একটা কাট মোশন হচ্ছে ডিমাণ্ড নং ১৪, মেজর হেড ২৭৭, নিড টু রিপেয়ার দি ফলোয়িং গভর্ণমেন্ট সেকেণ্ডারী স্কুলস্,-তইদু হাইস্কুল, নয়াবাড়ী হাইস্কুল, গামারিয়া হাইস্কুল। সেখানে তৈদু হাইস্কুল, নোয়াবাড়ী হাই স্কুল এরকম আরো কতগুলি স্কুল আছে, তবে আমি এখানে কয়েকটি স্কুল উল্লেখ করছি। কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ঐ যে নোয়াবাড়ী হাইস্কুল, গামারিয়া হাইস্কুল, তৈদুহাইস্কু সেগুলি সেটা ট্রাইবেল কমপেক্ট এরিয়া, সেইসব জায়গায় আমাদের উপজাতিরাই সংখ্যায় বেশী। যারা অনুন্নত, অশিক্ষিত রয়েছেন পড়াশুনা করার কোন সুবিধা পাচ্ছেন না এই সব জায়গা স্কুল ঘরের যে সমস্যা তার কোন ব্যবস্থা করতে চেষ্টা নিচ্ছেনা। তারা আরো জানেন যে, ঐ যে, পিত্রা হাইস্কুল ভস্মীভূত হয়ে গেছে। সেটাকে কে বা অগ্নি সংযোগ করে দিয়েছে আমরা এখনও জানতে পাচ্ছিনা। স্কুল ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে, স্কুল ঘর যে নেই তা সত্য। সেখানে ছাত্রছাত্রীরা যাতে লেখা পড়া করতে পারে তার জন্য নূতন স্কুল ঘর নির্মান করবার জন্য সরকারকে দৃষ্টি দিবার জন্য অনুরোধ রাখছি।

আমার আর একটি কাট মোশন হচ্ছে, ডিমাণ্ড নং ১৪, মেজর হেড ২৭৭, নিড টু রিপেয়ার দি ফলোয়িং প্রাইমারী স্কুলস, হেলেনপুর প্রাইমারী স্কুল, তুলসীরাম প্রাইমারী স্কুল, ঠাণ্ডা ছড়া জুনিয়র বেসিক স্কুল, দরিয়া বাগমা জুনিয়র বেসিক কুল, এখন ঠাণ্ডাছড়া জুনিয়র বেসিক স্কুলের চিহ্ন খুঁজে পাবে কিনা, সরকার বলতে পারেন। কারণ স্কুল ঘর ঝড় বৃষ্টিতে ভেঙ্গে যাওয়ার পর এখন পর্য্যন্ত সরকার পুনরায় তৈরী করার কোন উদ্যোগ নেয়নি। এলাকার লোক বার বার সরকারকে দরখাস্ত দিয়েছিল, দরবার করেছিল কিন্তু কোন কিছু হয় নি। অনেকবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। এরকমভাবে আমার নিজের এলাকার স্কুল নোয়াবাড়ী হাই স্কুল সেখানে বিদ্যালয়ের স্কুল ঘর নূতনভাবে মেরামতের জন্য সরকারের গোচরে আনলেও কোন কিছুই করল না। নূতনভাবে তৈরী করে দিন এরকম সরকারের কাছে প্রস্তাব দিলেও তারা করছে না। সেখানকার জনসাধারণ গাঁও প্রধান শ্রী সরল জমাতিয়ার নেতৃত্বে অনেক চেষ্টা করেছেন, কিছুই হয়নি। যে স্কুল ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই স্কুলের আজ ঘর পর্য্যন্ত নেই।

এরকম অবস্থায় সরকারের নিকট বার বার দাবী করা সত্বেও সরকার কোন দৃষ্টি রাখছে না। সেখানের যে খরার অবস্থা, ফসল উঠেনি তবুও সেখানের জনসাধারণ পরস্পর সহযোগিতায় নূতনভাবে সরকারের নিকট দরখাস্ত করেছে।

কাজেই, কয়েকটা নূতন স্কুল আছে, যেমন ঃ—হেলেনপুর জুনিয়র বেসিক স্কুল, দরিয়া বাগমা স্কুল, ঐ সমস্ত স্কুল ঘর সংস্কার করবার জন্য এবং দৃষ্টি রাখবার জন্য আমি অনুরোধ রাখছি।

আমার আর একটি কাট মোশান হচ্ছে ডিমাণ্ড নং ১৬, মেজর হেড ২২৭, নিড টু এস্টাব্লিস্ সেকেণ্ডারী স্কুল এট আঠারবলা ইন উদয়পুর, আনন্দ বাজার এট ধর্মনগর, নাগরাই ইন অমরপুর রতন নগর--য়ইসাইবাড়ী ইন অমরপুর। এরকম কতগুলি জায়গায় নূতনভাবে হাইস্কুল করবার জন্য আমি ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারকে দৃষ্টি রাখার জন্য অনুরোধ রাখব। আঠারাবলা এমন একটি জায়গা তার চতুর্দিকেই প্রাইমারী স্কুল আছে

এবং সেখানে পাহাড়ীদের প্রানকেন্দ্র। যেখানে বাগমা, গরিয়া বাগমা, তারপরে চন্দ্রবাড়ী, বড়বাড়ী, বীরচন্দ্রবাডী এবং কাচি গাও এই সমস্ত এলাকায় মোটামুটি ১০ হাজার উপজাতি বাসিন্দা তারা সবাই অনুন্নত ছিল এবং নিজেও ছিলাম। যদি ওখানে একটা হাইস্কুল দেওয়া যায় তাহলে ওখানের আমাদের উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের উপকৃত হবে। কারণ, উদয়পুর থেকে আঠারবোলা আনুমানিক দূরত্ব হবে ১৯ থেকে ২০ কিলোমিটার। এরকম জায়গায় হাই স্কুল হলে যারা অনুন্নত এবং যারা পিছিয়ে পড়া জাতি তাদের পক্ষে খুবই ভাল হবে। বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী মশাইরা প্রায়ই বলে থাকেন যে পিছিয়ে পড়া জাতিদের জন্য বামফ্রন্ট সরকার সর্বদায় সচেতন আছেন। কিন্তু আমরা প্রমাণ পাচ্ছি যে, এখন পর্য্যন্ত রইস্যা বাড়ী, নূতন বাজার, রতননগর এরকম জায়গায় হাই স্কুল দেয়ার জন্য সরকার চেষ্টা নিচ্ছেন না। কাজের মাধ্যমে কোন প্রমাণ সরকার দিতে পারেন নি।

যারা পিছিয়ে রয়েছে তাদের জন্য যে উপকার করতে চান, সরকার কাজের মাধ্যমে এটা প্রমাণ করতে পারেন নি। কাজেই আমি অনুরোধ রাখতে চাচ্ছি যে, এই সমস্ত এলাকার শিশুরা যাতে সুস্থ্য শিক্ষার সুযোগ পায়, তার যে প্রদীপের মত আলো প্রজ্বলিত হতে পারে সেই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই এই Cut motion এনেছি। এই কাট মোশান-এর অর্থ এই নয়, এই বামফ্রন্ট সরকারকে বিরোধীতা করার জন্য। তারা যেটাকে দেখতে পাচ্ছেনা, যেটা ভাবছে না সেটাকে দেখিয়ে দেয়ার জন্যই এই কাট মোশন আনার উদ্দেশ্য। যে সব জায়গায় এখনও কাজ হচ্ছে না, আমরা সেগুলি দেখিয়ে দিচ্ছি। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি এখানে এ কথা বলতে চাই যে, এই সমস্ত জায়গায় যে সমস্ত কাজ রয়েছে সেগুলি করার জন্য আমি অনুরোধ রাখছি।

আমার আর একটি কাট মোশন হচ্ছে, ডিমাণ্ড নং ২৭, মেজর হেড ২৯৮। ডিসএপ্রোবাল অব্ পলিসী অন গ্র্যান্ট ইন এইড্। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, যাদের ঘর বাড়ী ছেড়ে নির্য্যাতিত হয়ে এদেশে চলে আসতে হয়েছিল তাদের জন্য সরকার কিরকম নজর দিচ্ছে এবং এ ব্যাপারে তারা চিন্তা করছে না। কারণ এ রাজ্যের সরকার তাদের এ ত্রিপুরায় রাখার জন্য কোন চেষ্টা করছেন না। কিন্তু কাদের রাখা হবে, আর কাদের রাখা হবে না এ সম্পর্কে সরকারের কোন নিয়মনীতি নেই— ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষ একথা মেনে নিতে পারে না। তবে মাননীয় সদস্য দ্রাউ কুমার রিয়াং বলেছেন যে, এ রাজ্যের পুনর্বাসন মন্ত্রী নিজেই বলছেন বর্তমানে ২২ হাজার মত এখনও শরনার্থী রয়েছে, তাদেরকে আবার ফিরিয়ে দিতে পারছেনা। অথচ এখানে কি হচ্ছে যারা বাইরে থেকে আসে তারা যদি ট্রাইবেল হয় তাহলে তাদেরকে আবার ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তাদের সরকার বলছেন যে তোমাদের জায়গা এখানে নয়, তোমরা আবার ফিরিয়ে যাও। ট্রাইবেলরা এ রাজ্যে এলে এখানে জায়গার অভাব আর অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোক এলে জায়গার অভাব হয় না। যে রকম, মাননীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী নিজেই বলেছেন ত্রিপুরাতে এখনও ২২ হাজারের মত শরনার্থী রয়েছে। যারা বাংলাদেশে থেকে ভূমিহীন বাস্তুচ্যুত হয়ে ঘর বাড়ী ছেড়ে, ছেলে মেয়ে ও আনতে পারেনি এবং তাদের গায়ে কাপড় চোপড়, খাবার দাবার কিছুই নেই। তাদেরকে বামফ্রন্ট সরকার ফিরিয়ে দেবার জন্য চেষ্টা করছে। এবং আমরা দেখেছি যে তাদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছে তারা সবাই উপজাতি সম্প্রদায়ের লোক আর যে বাইশ

হাজার শরনার্থী রয়েছে তাদের মধ্যে একজনও উপজাতি নেই এটাই আমার বক্তব্যের প্রমাণ। অ-উপজাতিদেরকে যে ভাবে আশ্রয় দিয়েছে তেমনি উপজাতিদেরকে আশ্রয় দিন।

এটা তাদের মেকী ছাড়া আর কিছুই নয়। এরকম ভাবে কাঁকড়া এবং কচ্ছপ গতি চললে কোন দিন আমরা বামফ্রন্ট সরকারকে সমর্থন করতে পারবনা এবং ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণও এরকম নীতিকে সমর্থন করবে না। এক সময়ে জাতি-উপজাতি কাছাকাছি যারা ছিলেন এবং বর্তমানে ত্রিপুরায় যারা শ্রমজীবি মানুষ, যারা জুম চাষ করে জীবন ধারণ করছেন তাদেরকে একসাথে পাশাপাশি বসবাস করতে হবে। ত্রিপুরার ২১ লক্ষ লোক যখন রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন তখন ত্রিপুরাতে একটা নূতন উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে হবে বা জনসাধারণকে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানাতে হবে। কিন্তু আমরা দেখেছি যে রাজ্যের মানুষ চার বৎসরে কি দেখেছে, এই বামফ্রন্ট সরকারের আয়ু শেষ হবার জন্যই এই ৫ম বাজেটে এত ভুল দেখতে পাচ্ছি। এই বাজেটে সবটাই গোলমাল। এই ভুল বাজেটকে নিয়ে আলোচনা করতেও লজ্জা হয়। কারণ, ভুলগুলি তারা সংশোধন করতে পারছেন না। এমন একটা সরকার যে সুস্থভাবে বাজেট আনতে পারেন না। পশ্চিম বঙ্গ, মীজোরাম, শিলং, মেঘালয়, বিহার, উত্তরপ্রদেশ বিভিন্ন রাজ্যের লোক যদি এই ভুল বাজেটের কথা জানে, তাহলে এ রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারকে অপদার্থ সরকার বলে নিন্দা করবে। এই রকম অপরাধের কোন উত্তর আপনাদের নেই। কাজেই এরকম ভুল পূর্ণ বাজেট, এ রাজ্যের জনসাধারণ নিন্দা না করলেও, সারা ভারতবর্ষের মানুষ বলবে। কাজেই এরকম মুখে কালি মাখা এবং কালিমালিপ্ত সরকার বলে অপবাদ হবে কাজেই এরকম সরকারকে আর কেউ চাইবে না। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারকে অনুরোধ করছি যে, আর একবার চিন্তা করবার জন্য, কারণ আমরা এরকম ত্রুটি পূর্ণ বাজেটকে সমর্থন করতে পারছি না। আপনারা এখনও খুশী হচ্ছেন, খুব খুশী, কারণ আপনাদের লজ্জা নেই। আপনাদের লজ্জা শরম নেই, তার জন্যই এত খুশী। আপনাদের এই ভুল বাজেটের জন্যই আপনারা কিছুই লজ্জা বোধ করছেন না। আপনাদের মোটেই লজ্জা নেই। এই রকম বাজেটে ভুল দেখলে আপনাদের দলের লোক পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নিজেই লজ্জিত হবেন। তাঁর মুখেও আপনারা কালি মেখে দিয়েছেন। আপনাদের কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রগুলি, যেমন—রাশিয়া, চীন তারাও আপনাদেরকে ভাল বলবেন। কেরলের যারা সি. পি. এমের সমর্থক রয়েছেন তারা যদি এরকম ভুলপূর্ণ বাজেট দেখে তাহলে তারা হয় ছিড়ে ফেলবে নয়তো জলে ভাসিয়ে দিবে। কাজেই এই রকম বাজেটকে সমর্থন না করে আপনাদের লজ্জা হওয়া দরকার। আপনারা এখনও হাসিখুশী আছেন। লজ্জা শরম নেই, তার জন্যই এত হাসি খুশী আপনাদের যে এত ভুল আছে সেটাকে আপনারা দেখছেন না। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই রকম যে অবস্থা এটা কি গণতন্ত্র? রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের যারা সমর্থক রয়েছেন, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করি-- এটা কি গণতন্ত্রের নীতি? এটা কি তাদের সাম্যবাদের নীতি তারা যদি গণতন্ত্রকে বিশ্বাস করতেন তাহলে এই হাউসে এত হৈ হুল্লা হাসি খুশী হতে পারেন না। এবং তারা জনসাধারণের সাথে মিলে

থাকতে পারবেন না। কারণ তাদের চরিত্রই এরকম কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এটা হচ্ছে এ বিধানসভা রাজ্যের সবচেয়ে বড় সভা। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই যে মিউজিয়ামে আমাদের আগের রাজ রাজাদের অনেক জিনিষ ছিল, একটা সৌন্দর্য্য জিনিষ ছিল এবং এ রাজ্যের রাজাদের তলোয়ার, রাজ পোষাক ছিল। কিন্তু বর্তমানে মিউজিয়ামে এ রকম কোন চিহ্ন নেই। অন্যান্য রাজ্যে এরকম মিউজিয়ামে আছে। কিন্তু আমাদের মিউজিয়ামে রাজাদের কোন চিহ্ন নেই। কিন্তু অন্যান্য রাজ্যের মিউজিয়ামে আছে। যে কোন রাজার ঐ রাজ্যে তার ঐতিহ্য আছে। কাজেই, যে মিউজিয়াম আছে সেখানে প্রবেশ করে বামফ্রন্ট সরকারের যে কোন মন্ত্রী যে কোন এম, এল, এ, এরকম আপনারা দেখেছেন কি? আপনারা মেনে নিতে পারবেন কি? এই রাজাকে যারা ছোটকাল থেকে দেখে আসছেন---তারাও কি বলতে পারবেন? অন্যান্য রাজ্যের মানুষ ও শিশুদের জন্য এই রাজ্যের কোন সংস্কৃতি অস্তিত্ব এবং ইতিহাসের সাক্ষী এই রকম সাক্ষী মিউযিয়ামে সংরক্ষিত আছে কি?

আপনারা বলতে পারবেন কি? যারা এ রাজ্যে রাজত্ব করে গিয়েছেন তাদের চিহ্ন এবং আগের লাল দালান সবটাই ভেঙ্গে ফেলেছে। পুরানো কোন নিদর্শন নেই। যেমন আছে, উদয়পুরের জগন্নাথ মন্দির, ঐ জগনাথ মন্দিরকে জংগলে পরিণত করে রেখেছেন। ঐ সমস্ত মন্দিরকে আপনারা যত্ন নেবার জন্য কোন চেষ্টা নেন নাই। এই ভাতবর্ষের লোক এরকম সরকারকে আর কেহ সমর্থন করবেনা। আমাদের বিরোধী দলের মানীয় সদস্য দ্রাউ কুমার রিয়াং এবং নগেন্দ্র জমাতিয় যে ৪৪টি কাটমোশান এনেছেন সেটাকে মেনে নিন এবং বাজেটে যে ভুল আছে সেটাকে সংশোধন করে নিন। এই বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস--মাননীয় উপাধক্ষ্য মহোদয়, আজকে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় যে বাজেট এই হাউসের সামনে পেশ করেছিলেন, তার উপর দফাওয়ারী আলোচনা চলছে। এই বাজেট সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় যে এই বাজেট ত্রিপুরা রাজ্যের সামগ্রিক উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখে রচনা করা হয়েছে, এবং এই বাজেটের প্রতিটি ডিমাণ্ডে যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে, তা ত্রিপুরা রাজ্যের জনগনের কল্যাণের জন্য ব্যয়িত হবে বলে আমার বিশ্বাস। তথাপি, ডিমাণ্ড নাম্বার ২৮-এ ১ কোটি ৬০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা পঞ্চায়েতগুলিকে গ্রেণ্ট-ইন-এইড দেওয়ার বাবতে ধরা হয়েছে, তাতেও দেখছি যে আমাদের বিরোধী পক্ষের সদস্য শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং মোট ডিমাণ্ডের অর্থ বরাদ্দ থেকে ১০০ টাকা ব্যয় বরাদ্দ রিডিউজ করার জন্য কাট মোশান দিয়ে তার বিরোধীতা করছেন। আমি অবাক হচ্ছি এজন্য যে যেখানে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে গরীব মানুষকে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার সরকারে আসার পর দুটো মোধে ভাতের ব্যবস্থা করতে চাইছেন, তাদের কিছু কাজ কর্ম দিয়ে যেমন যেখানে নালা নর্দমা করার দরকার, প্রাইমারী স্কুলগুলির মেরামতের দরকার এবং রাস্তাঘাট তৈরী করার দরকার, এই কাজগুলি এস, আর, পির মাধ্যমে করা হচ্ছে। আমরা এও লক্ষ্য করেছি যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার চার বছর পরেও আমাদের যে শত্রু বিরোধী পক্ষের সদস্যরা, তারাও এখন পর্য্যন্ত এমন অভিযোগ করতে পারেননি যে ত্রিপুরা রাজ্যে গত ৪ বছরের মধ্যে কেউ অনশনে বা না খেয়ে মারা গিয়েছেন।

গ্রামাঞ্চলে গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে জনসাধারণের কল্যাণ করার জন্য বামফ্রন্ট সরকারের যে চেষ্টা তারও তারা বিরোধিতা করছেন। আর তাতে আমি অবাক হয়ে যাই যে উনারা চান না যে গ্রামাঞ্চলের জনগণের কল্যাণের জন্য বামফ্রন্ট সরকার যে কাজগুলি করতে চাইছেন, সেগুলিও তারা চান না। কিন্তু আমরা দেখে এসেছি যে বিগত দিনে যখন কংগ্রেসের ৩০ বছরের রাজত্ব ছিল, তখন গ্রামাঞ্চলের মধ্যে যে সব কাজ কর্ম হত, বিশেষ করে টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে যে সমস্ত কাজ কর্মগুলি হত তার জন্য ব্যয়িত অর্থের প্রায় সবটুকুই ঐ আমলের গাঁও প্রধান এবং আরও কিছু মাতব্বর স্থানীয় লোক নিজেদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করে লুট পাট করে নিত। আজকে কিন্তু বামফ্রন্টের আমলে সেই রকম কিছু করার জো নাই, কারণ গ্রামাঞ্চলে মধ্যে যে সমস্ত কাজ কর্ম হচ্ছে, সেগুলি জনসাধারণের প্রতিনিধিদের দ্বারা করানো হচ্ছে। মাননীয় উপধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা আরও লক্ষ্য করছি যে ডিমান্ড নং ২৭ মেজর হেড-২৮৮ এবং ডিমান্ড নং ১৬ মেজর হেড ২৭৭ এগুলিতেও আমাদের বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য দ্রাউ বাবু কাট মোশান এনে বিরোধীতা করছেন। অথচ দেখা যাচ্ছে যে, এই ডিমান্ডগুলিতে শিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত করার জন্য ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর শিক্ষাকে সম্প্রসারণ করার জন্য এই পর্যন্ত অনেকগুলি প্রাইমারী স্কুল খুলেছেন, আর আগে যেগুলি প্রাইমারী স্কুল ছিল, সেগুলি জুনিয়ার বেসিক স্কুল জুনিয়ার বেসিক স্কুলগুলিকে সিনিয়ার বেসিক স্কুল এবং সিনিয়ার বেসিক স্কুলগুলিকে হাই স্কুলে এবং বেশ কয়েকটা হাই স্কুলকে হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলে পরিণত করেছেন। এই শিক্ষা ব্যবস্থা আরও সম্প্রসারণ করতে হলে আরও অনেক বেশী টাকার দরকার, এবং সেই টাকা আমাদের বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের দাবী করেছিল, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের সেই দাবী মেনে নেয় নি। যা হউক কেন্দ্রীয় যা দিয়েছেন, তা দিয়ে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার তার সীমিত ক্ষমতার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্প্রসারণ করার জন্য বাজেট প্রয়োজনীয় ব্যয় বরাদ্দ ধরেছেন আমরা এও লক্ষ্য করেছি যে শিক্ষা বিভাগের নিয়মানুযায়ী এক একটি সেকশন ৪০ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে হয়, কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের এমন অনেক স্কুল আছে যেখানে ২ থেকে ৩ টি সেকশানও করতে হয় এবং ঐ সেকশনগুলিতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৭০ থেকে ৮০ জন, অনেক ক্ষেত্রে ছাড়িয়ে গেছে। আজকে এটা লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে বিভিন্ন রকম সুযোগ সুবিধা থাকার জন্য, মানুষের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বেড়েছে। বিশেষ করে বর্তমান সময়ে প্রাথমিক স্কুলগুলিতে যে মিড-ডে-মিল চালু হয়েছে, তাতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। তা সত্ত্বেও আমাদের বিরোধী সদস্যরা এর বিরোধীতা করছেন সেই সব কল্যাণমূলক ডিমাণ্ডগুলির উপর কাট মোশান এনে। এর হয়তো একটা কারণ থাকতে পারে, আর সেই কারণটা হচ্ছে কেন্দ্রে যে সরকার আছে, ইন্দিরা গান্ধীর সরকার, তাকে তারা সমর্থন করছেন। কারণ কেন্দ্রীয় বাজেটে আমরা দেখেছি যে মোট আয়ের মাত্র শতকরা ৬ শতাংশ শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে, আর সেই জায়গাতে প্রতিরক্ষার জন্য ধরা হয়েছে ৯ শতাংশ। অন্য দিকে আমরা যদি সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির প্রতি লক্ষ্য করি বিশেষ করে সোভিয়েত রাশিয়ামত শিক্ষার খাতে সব চাইতে বেশী টাকা খরচ করে। বিশেষ করে শিশুদের শিক্ষা এবং শিশুদের পরিচর্য্যার জন্যই এই টাকা খরচ করা হয়। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার

তার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্প্রসারণ করার জন্য যে অর্থ বাজেটে বরাদ্দ করেছেন, তারা তারও বিরোধীতা করেছেন, এর চাইতে অবাক হওয়ার মত আর কি হতে পারে? শুধু কি তাই, স্কুলে ছেলেমেয়েদের পোষাক দেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য বাজেটে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে, তারা তারও বিরোধীতা করছেন, অথচ এই সব পোষাক পরিচ্ছদের অধিকাংশই ত্রিপুরা রাজ্যে পিছিয়ে পড়া সেই সব উপজাতি এবং তপশীলি জাতির ছাত্র-ছাত্রীদেরই পাওয়ার কথা। তারপর আছে উপজাতি এবং তপশীলি ছাত্র-ছাত্রীদের বোর্ডিং হাউসে থাকার জন্য আগে যে স্টাইপেণ্ডের হার ছিল, বামফ্রন্ট সরকারে এসে সেই হার বাড়িয়ে দিয়েছে। এখন সেই হার হচ্ছে ১২০ টাকা, কিন্তু বিরোধী পক্ষের সদস্যরা তার বিরুদ্ধেও কাট মোশান এনে তার বিরোধীতা করছেন। কাজেই তার এই সব কাজ কর্ম থেকে বুঝা যাচ্ছে যে বিরোধী পক্ষের সদস্যরা বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে যে শিক্ষা ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করতে চায়, তার সঙ্গে তারা সহযোগিতা করতে চান না। তারা শুধু যারা জমিদার, জোতদার, এদের প্রতিভূ যে ইন্দিরা গান্ধীর সরকার কেন্দ্রে আছে, তাকেই সমর্থন করতে চাইছেন, আর এই রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার তার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে রাজ্যের উন্নয়নের জন্য যে ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চাইছেন, তাকে নানাভাবে বানচাল করতে চাইছেন আর সেই কারণেই তারা বামফ্রন্ট সরকারের উন্নয়নমলক কাজ কর্মের প্রতি বাধার সৃষ্টি করছেন। এখানে মাননীয় সদস্য, শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া তাঁর বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন যে উপজাতি অঞ্চলে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। কিন্তু আবার এই আমরা দেখছি যে উপজাতি অঞ্চলে পানীয় জলের ব্যবস্থা করার জন্য সরকার যে ব্যয় বরাদ্দ করেছেন, তারা তারও বিরোধীতা করছেন। শুধু কি তাই, পানীয় জলের ব্যবস্থা করার জন্য কয়েকদিন আগে গণ্ডাছড়া এলাকায় টিউব-ওয়েল করার জন্য যে সব কর্মি গিয়েছিল, তাদের দুই জনকে সেখানে খুন করা হয়েছে। আজকে যদি তারা এভাবে রাজ্যের মধ্যে খুন খারাপি করতে দেয়, তাহলে রাজ্যের উন্নয়নমূলক কাজ করা যাবে না। অথচ তারাই উপজাতিদের জন্য চীৎকার করছে যে উপজাতিদের উন্নয়নের জন্য কোন কাজ কর্ম করা হচ্ছে না। অন্ততঃ তাদের পত্রিকা, তাদের মধ্যে সেটাকে ফলাউ করে প্রচার করা হচ্ছে।

মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া যে আজ আলোচনা করতে গিয়ে দৈনিক সংবাদ পত্রিকার একজন সংবাদ দাতা শ্রী রজত ভট্টাচার্য্য সম্পর্কে যে কথা বলেছেন যে তাকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে শাসান হয়েছে আমি এই সব কথার তীব্র বিরোধীতা করছি। কারণ কমলপুরে এই ধরনের কোন ঘটনা ঘটেছে বলে আমার জানা নাই, কাজেই এখানে যে কাটমোশানগুলি আনা হয়েছে আমি সেগুলি বিরোধীতা করে ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—শ্রী তরণী মোহন সিংহ। মাননীয় সদস্য আপনি ১০ মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করবেন।

শ্রী তরণী মোহন সিংহ ঃ—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৮২-৮৩ সালের বাজেটের বিভিন্ন ডিমাণ্ড-এর জন্য যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী হাউসে পেশ করা হয়েছে আমি সেই ডিমাণ্ড-গুলিকে সমর্থন করছি। এবং যে সমস্ত কাট মোশান আনা হয়েছে আমি সেই সব কাট-মোশানগুলির বিরোধীতা করছি। বিশেষ করে ডিমাণ্ড নং ৪,৫ ও ৯ সম্পর্কে বলা হয়েছে

যে কোন টাকা খরচা করতে পারে নাই। কিন্তু আমি বলব যে আগে গ্রামাঞ্চলে ট্রাইবেলরা রাস্তা ঘাটের অভাবে আসতে পারত না সেই সব জায়গায় আজকে পি. ডাব্লিও. ডি. রাস্তা তৈরী করে দেওয়ার ফলে সেই সব রাস্তা দিয়ে আজকে টি. আর. টি. সি.র বাস চলাচল করছে। কাজেই বামফ্রন্ট সরকার কোন কাজ করতে পারেন নাই এই কথা ঠিক নয়। স্যার, আর একটি ডিমাণ্ডের কথা আমি না বলে থাকতে পারছি না, সেটা হল ডিমাণ্ড নং ১৮ মেজর হেড ২৮০ স্বাস্থ্যের ব্যাপারেও তারা বিরোধীতা করছে। আগে যেখানে গ্রামাঞ্চলে ট্রাইবেলরা এক ফোটা ঔষধ পেত না আজকে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর তাদের জন্য ঔষধের ব্যবস্থা করা হয়েছে তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। সেখানেও দেখা যাচ্ছে যে বিরোধী পক্ষ থেকে বিরোধীতা করা হচ্ছে, বলা হচ্ছে অপচয় হচ্ছে। স্বাস্থ্য বিভাগ সম্পর্কে এই ধরনের কথা বলা কোন সুস্থ মস্তিষ্কের কথা নয়। (ইন্টারাপশান) আমার সময় খুব কম কাজেই আমি বেশী কিছু বলব না।

আমি শুধু এই কথাই বলতে চাই বিরোধী পক্ষ থেকে যে সব কাটমোশান আনা হয়েছে সেগুলি তারা সেগুলি তাঁদের নিজেদের বুদ্ধিতে এনেছেন বলে আমার মনে হয় না। আমার মনে হয় সেগুলি তাদের কেউ বুঝিয়ে দিয়েছে সেগুলি আনার জন্য সেজন্যই তাঁরা এই সব কাটমোশান এনেছেন। এই বলে কাটমোশানগুলির বিরোধীতা করে ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—শ্রী রসিরাম দেববর্মা।

কক্-বরক

শ্রী রসিরাম দেববর্মা ঃ—মাননীয় Deputy Speaker Sir,

তিনি এই বাজেটনি উপরে যথারীতি যে আলোচনা শুরু অংমানি এবং এই দফা-ওয়ারী আলোচনা অ বিরোধী দলনি যে সমস্ত বিরোধী খৗলাই মানি মুচুংনৗই বিরোধীতা খৗলাইমানি আব সম্পূর্ণ রাজ্যবাসীনি বাচিনানি স্বার্থে এ টা বাধা স্বরূপ। কারণ, যে রাজ্যবাসী বামফ্রন্ট সরকারন প্রতিষ্ঠিত খৗলাইমানি পরে আজকে চার বছর পর চারবছর যাবৎ যে রায়নি পরিমাণ বারেমানি সেই রাং ত্রিপুরার মতো যে রাজ্যনি সাধারণ বরক নি উপকার খৗলাইমানি হৗনখে অনেক কক্। তারপরে ব অ রাংন কমি রৗনানি হৗনাই বিরোধী গ্রুপ সব যে অর' Cut motion তুবুমানি আব রাজ্যবাসীনি তিনি একটা বিকার মানানি মতো অবস্থা সৃষ্টি খৗলাই খা। শুধু বিরোধী খৗলাইনানি মুং রা অই বিরোধীতা খৗলাই খা। কাজেই রাজ্য বাসীরগ বরকন কোন দিন আজ্য স্থান রীগীনাক আব চিনি রা বিশ্বাস। কারণ, যে শিক্ষানি ক্ষেত্রে বিচার খৗলাই খে নুগ যে যুগ যুগ নসাই শিক্ষানি যে অবহেলিত অংফাইমানি মহারাজা থেকে শুরু খৗলাই অই বি ষ খৗলাই অ রাজ্য উপজাতি রগ সবচেয়ে বেশী উংকলক কৗলাইখা এই জাতিনি বাগীই শিক্ষানি কোন ব্যবস্থা নৗরাই অন এই রাজ্যনি কিছু শিক্ষিত যুবকরগ শিক্ষানি আলো তুবুই হাইখা এবং এই দাবীর ভিত্তিতে ত্রিপুরা রাজ্যনি গনতান্ত্রিক বরক বামফ্রন্ট সরকারন প্রতি ষ্ঠিত খৗলাই খা এবং বামফ্রন্ট সরকার অ শিক্ষানি আলো গ্রামে গঞ্জে পাহাড়ে কন্দরে বিস্তার খৗলাইনানি বাগীই যে রাং অব বাজেট নারীকমানি এই চার বছর বিছিংযদি হিসাব খৗলাইখে তাম নুগ? বিশেষ খৗলাই কংগ্রেস নি আমল' গোটা বাজেট যে দশ বারো কোটি টাকা। তাকলাই বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষাখাতে যে বাজেট খৗলাইমানি ২২ কোটি টাকার কাছাকাছি এবং বাজে

নারীকথা। কারণ, শিক্ষান তিনি সম্প্রসারণ খীলাইনা হীনখে রাংনি বিশেষ দরকার, রাং ছাড়া কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খীলাই মানয়া এবং বিশেষ খীলাই গ্রামে গঞ্জে প্রাইমারি স্কুলনি সংখ্যা যে হারে বারিখা বিশেষ করে মিয়া অর' শিক্ষামন্ত্রী যে উত্থাপন খীলাইমানি যে ছাত্র সংখ্যা বারি মানি আব' গ্রাম অঞ্চল বারিখা এই গত চার বছরে। কাজেই, গ্রামনি বরকন যদি শিক্ষানি আলো অ তুবুনা হীনখে, তাহলে রাং নি দরকার অ রাং ন যে বেশী আংগ হীনাই যে বিরোধীতা খীলাইমানি আববাইশিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ বাধাপ্রাপ্ত আংনাই। কাজেইন, আব বরকন অনুরোধ খীলাই অ বরক যে Cutmotion তুবুমানি অ Cutmotion পুন বিবেচনা খীলাই রমাই নীওয়ানুং এই আশা নারীগ অ। এই Autonomous District Council ত্রিপুরা রাজ্যনি উপজাতিরগনি একটা উৎসুক নি দৃষ্টান্ত, বনি দীর্ঘ দিননি সংগ্রামনি ফুল ন চীং তাবুক উপজাতিরগ ভোগ খীলাই তংনানি সুযোগ মানখা, সংগ্রাম খীলাই মানি ফলস্বরূপ। কাজেই, Autonomous District Council Tribal Development নি বাগীই যে সামুং তাংমানি খা চংমানি বনি বাগীই যে বাজেট নারীকমানি আবন বরক বিরোধাতা খীলাই অ। কাজেই, উপজাতিরগ উন্নতি নাইয়া বরক। অথচ উপজাতি জনগনণি বীসীকাংগ উপজাতি দরদীসাজগীই প্রচার খীলাই বরক বিপথে পরিচালিত খীলাই নানি বাগীই প্রচেষ্টা চীং লক্ষ্য খীলাই নাইখে তাম' নুগ? আজকে জাগায় জাগায় ডাকাতি, খুন থেকে শুরু খীলাই এবং জেল' পর্য্যন্ত চাঁদার নামে অনেক রাং কারিই আদায় খীলাই অ Tribal নি উন্নতিনি নামে এই অসহনীয় অবস্থার পরিস্থিতি বরক যে শুরু খীলাইমানি আব ত্রিপুরাবাসী কোনদিন সহ্য খীলাই গীনাক। এর্কানে আব প্রতিরোধ খীলাই জাকনাই ত্রিপুরানি গনতান্ত্রিক বরক আবন বর্জর খীলাইনাই আব আনি দৃঢ় বিশ্বাস। কাজেই, Tribal নি উন্নতিনি নামে যে রাং অর তিনি বাজেট খীলাইজাকমানি আবন বরক যে বিরোধীতা খীলাই মানি Cutmotion তুবমানি আবন' আর সম্পূর্ণ বিরোধীতা খীলাই অ এবং সবশেষ যে সমস্ত Cutmotion বিরোধী গ্রুপ রগ তুবুমানি আবন' সম্পূর্ণ বিরোধীতা খীলাই অই আং এই দফাওয়ারি যে আলোচনা বা বাজেট আলোচনা পাইরীখা।

(ইনক্লাব জিন্দাবাদ)

বঙ্গানুবাদ ঃ—

মাননীয় Deputy Speaker Sir, আজকে এই বাজেটের উপরে যথারিতি এই আলোচনার সুত্রপাত হয়েছে এবং সেখানে বিরোধী দলের সদস্যরা শুধু বিরোধীতার নামে যে করেছেন বিরোধীতা সেটা সারা রাজ্যের জনসাধারণের স্বার্থের পরিপন্থী। কারণ রাজ্যবাসী বামফ্রন্টকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার পর দীর্ঘ চার বছরে যে টাকা খরচের জন্য বেড়েছে তা রাজ্যের সার্বিক কল্যাণের কাজে লাগাতে হলে অনেক কথা। এর পরেও এই টাকা কমাবার কথা বলে বিরোধী সদস্যগণ যা বলেছেন যে Cutmotion এনেছেন এটা রাজ্যবাসীর পক্ষে বিকারগ্রস্থ হবার মতো অবস্থা তৈরী করে। শুধু বিরোধীতার নামে বিরোধীতা করা হয়েছে কাজেই রাজ্যবাসী কোনদিন এদের রাজ্যে স্থান দেবেন না এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কারণ যে শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখেছি, যুগ যুগ ধরে শিক্ষাক্ষেত্রে অবহেলিত হয়ে আসছে, বিশেষ করে রাজ্যের উপজাতি সম্প্রদায়ের লোকেরা, মহারাজার সময় থেকে শুরু করে পিছিয়ে পড়া এই সব লোকের জন্য শিক্ষার কোন ব্যবস্থা

নেই ঠিক এখনই কিছু শিক্ষিত যুবক এখানে শিক্ষার আলো নিয়ে আসার ব্যব্যস্থা করেছে এবং এই দাবীর ভিত্তিতে রাজ্যবাসী বামফ্রন্টকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং বামফ্রন্ট সরকার এই শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য গ্রামে গঞ্জে পাহাড়ে বন্দরে এটা বিস্তার করার জন্য যে টাকার বাজেট রেখেছে এই চার বছরে হিসেব করলে আমরা কি দেখি? বিশেষ করে কংগ্রেস আমলে গোটা বাজেট হতো দশ বারো কোটি টাকা। এবারে শুধু শিক্ষাখাতে বামফ্রন্ট সরকার রেখছে ২২ কোটি টাকার কাছাকাছি। কারণ শিক্ষার সম্প্রসারণ করতে হলে টাকার দরকার। টাকা ছাড়া কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলতে পারে না এবং বিশেষ করে গ্রামে গঞ্জে যে হারে প্রাইমারি স্কুলের সংখ্যা বেড়েছে, বিশেষ করে গতকাল এখানে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী একটা হিসাব করেছেন বা ছাত্র সংখ্যা বেড়েছে এই গত চার বছরে। কাজেই, গ্রামের মানুষকে যদি শিক্ষার আলোতে আনতে হয় তাহলে টাকার দরকার রয়েছে এই টাকাতেই যে বেশী হয়েছে বলে বিরোধীতা করা হয়েছে এর দ্বারা শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ বাধা পড়বে। কাজেই আমি অনুরোধ করবো তাঁরা যেন তাঁদের Cutmotion প্রত্যাহার করে নেন। Autonomous District Council উপজাতিদের অগ্রগতির একটা দৃষ্টান্ত। এটা তার দীর্ঘ দিনের সংগ্রামের ফল আমরা উপজাতিরা এখন ভোগ করার সুযোগ পেয়েছি কাজেই Autonomous District Council Tribal Development এর জন্য যে কাজ করার পরিকল্পনা নিয়েছে, তারজন্য যে বাজেট রাখা হয়েছে এটাকেও তারা বিরোধীতা করেছেন। কাজেই, তারা উপজাতিদের মধ্যে দরদী সেজে প্রচার করে তাদের বিপথে পরিচালিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। আমরা লক্ষ্য করলে কি দেখি? আজকে জায়গায় জায়গায়, ডাকাতি খুন থেকে শুরু করে এবং জেল খানায় পর্য্যন্ত চাঁদার নামে অনেক টাকা আদায় করেছে। ট্রাইবেলদের উন্নতির নামে এই অসহনীয় পরিস্থিতি তারা যে সৃষ্টি করছেন এটা ত্রিপুরাবাসী কোনদিন সহ্য করবেনা, একদিন সেটা প্রতিরোধ করা হবে। ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক মানুষ এটাকে বর্জন করবেন এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কাজেই Tribal দের উন্নতির নামে যে টাকা এখানে বাজেটে ধরা হয়েছে এটার উপর তারা Cutmotion এনেছেন এটাকে আমি সম্পূর্ণ বিরোধীতা করছি। সবশেষে, যে সমস্ত Cutmotion বিরোধী সদস্যগণ এনেছেন আমি তার সম্পূর্ণ বিরোধীতা করে বাজেটের উপর এই দফাওয়ারী আলোচনা শেষ করছি।

ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার ঃ---মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ---মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যগণ এই বাজেটের উপর মোট ৪৩টি কাট মোশন এনেছেন এবং তার মধ্যে স্বাস্থ্য দপ্তরের উপরও কাট মোশন রয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের উপর সরকার যেমন গুরুত্ব দিচ্ছেন সেই রকম দেখা যায় মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরাও এই দপ্তরের উপর গুরুত্ব দিচ্ছেন। এই দপ্তর জনকল্যাণমূলক দপ্তর। এটা শুধু কাগজে কলমে নয়। একজন চিকিৎসক থেকে আরম্ভ করে একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী পর্য্যন্ত প্রত্যেককে রোগীদের সেবার কাজে নিজেদেরকে দায়িত্ব নিতে হয়। সুতরাং এই দপ্তরের উপর শুধু সরকারের নয় এই রাজ্যের সমস্ত মানুষেরই রয়েছে। মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, এই দপ্তরের উপর

যে ৪টা কাট মোশন আনা হয়েছে তার মধ্যে একটা কাট মোশন এসেছে ডিমাণ্ড নং ১৮, ২৮২ মেজর হেড, যেখানে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে ম্যালেরিয়া নির্মূল করার দায়িত্ব আমরা নিয়েছি এবং সেই জন্য ৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ এখানে চাওয়া হয়েছে। তার মধ্যে ৫০ পার্সেন্ট আসবে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে। সেটা নগদে নয় ডি,ডি,টি, স্প্রে মেসিন এবং অ্যানটি ম্যালেরিয়া ঔষধ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে এবং বাকী সমস্ত দায়দায়িত্ব আমার রাজ্য সরকারকে বহন করতে হবে। ম্যালেরিয়া রোগ আমাদের ত্রিপুরা থেকে নির্মূল করতে হবে এবং তার জন্য জনগণকেও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। এই দায়িত্ব একা সরকার বহন করলে হবে না। সমস্ত মানুষকে মশা নির্মূল করার ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে এবং বাড়ীর আশে পাশে ডোবা, পুকুর ইত্যাদিতে যাতে মশা সৃষ্টি না হতে পারে তার জন্য জনগনকেই সচেতন থাকতে হবে। তবুও সরকার থেকে আমরা চেষ্টা করছি ডি, ডি, টি স্প্রে ইত্যাদির মাধ্যমে। এই কাজ সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা করতে হলে আমাদের কর্মচারীর দরকার এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের বেতন, ভাতা ইত্যাদি দেওয়ার দায়িত্ব এই সরকারকেই বহন করতে হবে। কাজেই যে টাকা এখানে বরাদ্দ করা হয়েছে এই বরাদ্দ হয় তো এই সমস্ত চাহিদা মেটাতে পারবে না এবং কেন্দ্র থেকেও আমরা বার বার অনুরোধ করেও টাকা যথাযথ পাচ্ছি না। কাজেই এই বরাদ্দ কমানোর কোন প্রশ্ন উঠে না। কেন্দ্রীয় সরকার যে সমস্ত ডি, ডি, টি স্প্রে মেসিন সরবরাহ করেন তার মধ্যে দেখা যায় শতকরা ৮০ থেকে ৯০ ভাগই গত বছরে নষ্ট হয়ে গেছে। এই অবস্থায় এই দপ্তরকে ঐকটা বিরাট দায়িত্ব পালন করতে হবে। কাজেই টাকা কমানোর প্রশ্ন উঠে না হয় তো আবার আমাদেরকে আপনাদের সামনে আসতে হবে রিভাইজড বাজেটের জন্য। আরেকটা কাট মোশন আছে ঔষধপত্রের ব্যাপারে। আজকে বিধানসভায় প্রশ্ন উত্তরের সময় মাননীয় সদস্যগণ হতাশা প্রকাশ করেছেন এবং আমি নিজেও তাদের সঙ্গে একমত যে প্রত্যেক মানুষের স্বাস্থ্য সম্পর্কে গ্যারেনটি কেন্দ্র সরকারকে দিতে হবে। সুস্থ সবল নাগরিক গড়ে তোলার দায়িত্ব জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের বহন করা উচিত। আজকে আমি বিধান সভায় বলেছি যে প্রত্যেক মানুষকে ঔষধ দিতে গেলে যে অর্থের প্রয়োজন তার ৫০ শতাংশ অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছেন। কিন্তু এই অর্থ যথেষ্ট নয়। কারণ আরও অনেক বেশী ঔষধ আমাদের কিনতে হয়। আমি একটা কমিটি গঠন করেছিলাম। প্রত্যেক রোগীকে হাসপাতাল থেকে ন্যূনতম ঔষধ দিতে গেলেও অনেক টাকার দরকার। কারণ আউট ডোর ও ইনডোর হাসপাতালে সারা ত্রিপুরাতে প্রায় ৪০ লক্ষ রোগী আউট ডোরে এবং ইনডোরে ৮ লক্ষ এবং এদের চাহিদা অনুযায়ী ঔষধ দিলে প্রায় দুই কোটি টাকার মত লাগে। সুতরাং যেখানে টাকার অভাবে আমি রোগীদের ঔষধ দিতে পারছি না, যেখানে শতকরা ৮০ ভাগ গরীব মানুষ হাসপাতালে গেলে কাগজ প্রেসক্রিপশান দেখিয়ে বাজার থেকে ঔষধ কিনে নিতে বলে সেখানে গরীব মানুষ কি করে ঔষধ কিনবে? যে খেতেই পাচ্ছে না। টাকা দেবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আমরা লড়াই করছি। আমাদের টাকা দিতে হবে। সেই ক্ষেত্রে যখন মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা কাট মোশন এখানে আনেন টাকা কমানোর জন্য তখন সেটায় কি প্রকাশ পায়? এখানে টাকার অংক না কমিয়ে যাতে আপনারাও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে লড়াই করেন তাহলে ভাল হয়। এবং এই লড়াইয়ের ময়দানই হচ্ছে এই বিধান সভার মঞ্চ। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আরেকটি কাট মোশান আছে 'ফেইলুর টু কন্ট্রোল অ্যাণ্ড ইলিমিনেট ওয়েষ্টফুল অ্যাক্পেণ্ডিচার অন মেসিনারী

ইক্যুপয়েন্ট (ইনক্লুডিং কষ্ট অ্যাক্স-রে মেসিনারী)' এই কাট মোশানের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে মাননীয় সদস্য একটি ভুল তথ্য দিয়েছেন। স্বাস্থ্য দপ্তরের টেকনিক্যাল টার্ম জানা না থাকলে এ রকম ভুল হয়। কাজেই এটা সঠিক তথ্য নয়। সেটা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য নয়। যেখানে ১০টি শয্যা রয়েছে সেখানে আপগ্রেডেড প্রাইমারী হেলথ সেন্টার হিসাবে আমরা নাম দিয়েছি রুর‍্যাল হেলথ সেন্টার। সেখানে ৩০টি শয্যা করা হবে। অ.পগ্রেডেড প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যাতে অ্যাক্সরে মেসিন বসানো যায় তার জন্য আমরা চেষ্টা করচিছ। ৬ষ্ঠ পরিকল্পনার মধ্যে যাতে ৬টি হাসপাতালকে ৩০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে পরিণত করার চেষ্টা করছি। এর মধ্যে ২টা হয়েছে কাঞ্চনপুর ও টাকারজলায় করা হয়ে গেছে। তেলিয়ামুড়াতে কাজ হচ্ছে। এই সব স্থানে যদি অ্যাকস্‌রে মেসিন বসাতে পারি, তাহলে গরীব মানুষের আগরতলায় এসে অ্যাক্স-রে করাতে হবে না। উপজাতি আদিবাসীদের আগরতলায় এসে অ্যাক্স-রে করাতে হবে না তারা যাতে গ্রামেই অ্যাক্স-রে করাতে পারেন তার জন্য আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি। আপনারা তার জন্য কেন আপত্তি করছেন আমি বুঝতে পারছি না। আপনারা ভয় পাবেন না। অ্যাক্সরে- মেসিনে রাজনীতির ছবি উঠে না শুধু মাত্র রোগের ছবি উঠে। আপনারা কাট মোশান তুলে নিন। আমাদের অ্যাক্স-রে মেসিনই শুধু নয় অন্যান্য আরো মেসিন রয়েছে। আমরা বার বার চেষ্টা করছি, এখানে একটি মেরামতি ইউনিট স্থাপন করার জন্য। মেরামতি ইউনিটের অভাবে আমাদের দামী দামী যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এটা আর একটি বিরাট সমস্যা আমাদের কাছে। আমরা যদিও কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আমরা সহযোগিতা পাচ্ছি না। আমরা যাতে ত্রিপুরার গরীব মানুষের কিছুটা সেবা করতে পারি, তার জন্য চেষ্টা করছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আরো একটি আপত্তি এসেছে। আপত্তি এসেছে ডিমাণ্ড নং ১৮ (মেজর হেড ২৮০) ফেইলুর টু কন্ট্রোল অ্যাণ্ড ইলিমিনেট ওয়েস্টফুল অ্যাক্সপেণ্ডিচার অন আদার চার্জেস। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের এই ব্যাপারে এমনিতেই কমাতে হয়েছে। এখানে আরো কমানোর যে প্রস্তাব আনা হয়েছে এটাতে আমার আপত্তি রয়েছে। এই টাকা দিয়ে আমরা হাসপাতালের রোগীদের বিছানা, পথ্য, ঔষধ গ্রামের পাঠানোর দায়িত্ব নিয়েছে। ১৯৮১-৮২ সালের জন্য আমরা বাজেট বরাদ্দ করেছিলাম ১,৫,০০০ টাকা। কিন্তু আজকে যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকার টাকার পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছেন সেই অনুসারে আমাদেরও কমাতে হয়েছে। আজকে ইন্দিরা গান্ধী ই, এম, এফ, এর সঙ্গে চুক্তি করেছে, আমেরিকার সঙ্গে চুক্তি করেছে। যার ফলে জিনিষ পত্রের দাম বাড়ছে। সেখানে আজকে বাজেট বরাদ্দ কমাতে হয়েছে। এই বছর মাত্র ৯২,০০০ টাকার ব্যবস্থা আমরা করতে পেরেছি। আমি বিশ্বাস করি আবার আমাকে এর জন্য আপনাদের কাছে আসতে হবে রিভাইজড্ বাজেট নিয়ে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, প্রত্যেকটা বরাদ্দ জনসাধারণের স্বার্থে করা হয়েছে। এই বরাদ্দের মধ্যে যাঁরা কাট মোশান আনেন তাঁদের মানসিক প্রতিফলন এই কাট মোশানে ঘটেছে। এই অদ্ভুদ সামাজিকতা থেকে ওরা" নিম গাছটাকে মিঠা আর নিম গাছের ডালটাকে তেতো" এই যুক্তি দাঁড় করাতে চাইছেন। ওদের বক্তব্য হচ্ছে ইন্দিরা গান্ধী ভাল কিন্তু ইন্দিরা গান্ধীর ডালা অশোক ভট্টাচার্য্য খারাপ। এই ধরনের নি । গাছ মিঠা কিন্তু ডালটাই মাত্র তেতো।এই যুক্তির

যারা বিশ্বাস করেন তাদের কাছ থেকে জনস্বার্থে কোন কাট মোশান আসতেই পারে না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা রোগীদের সেবার ব্যবস্থা করতে চাই, আর দিল্লী থেকে আমাদের উপর ফরমান জারী হলো, "তোমরা রোগীদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে কাজ করো।" গরীব উপজাতিদের যে সব রোগী রয়েছেন তাদের কাছ থেকে টাকা নেবো? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তাহলে আমাকে এখানে বলতে হবে, আপনারা এখানে প্রস্তাব আনুন, গরীব উপজাতিদের কাছ থেকে লেভি আদায় করার জন্য। আমরা সে প্রস্তাব দিল্লীতে পাঠিয়ে দেবো। এ এক অদ্ভুত মানসিকতা। এটা জনপ্রতিনিধির বক্তব্য নয়। আমরা জানি, ত্রিপুরা সরকারের এই বাজেট সারা ভারতবর্ষের কাছে নজির হয়ে থাকবে। আগামী দিনে সারা ভারতবর্ষে এইরূপ বাজেট প্রনয়ণ হবে। ধনীদের পক্ষে অবশ্য হতাশার কারণ হবে এই বাজেট। আমি আপনাদের কাছে আবেদন করছি, আপনারা কাট মোশান প্রত্যাহার করে নিন। আমি ডিমাণ্ডকে সমর্থন করে বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---মাননীয় মন্ত্রী শ্রী ব্রজগোপাল রায়।

শ্রীব্রজগোপাল রায় ঃ---মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার ডিমাণ্ড নং ১৩ এর উপর ২ (দুই)টি কাট মোশান এনেছেন মাননীয় বিধায়ক শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া এবং শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং। তাঁদের বক্তব্যে তাঁরা কি বলতে চেয়েছেন সেটা হাউসের কাছে স্পষ্ট হয়েছে। প্রত্যেকটা শব্দ আবোল-তাবোল ছাড়া আর কিছু নয়। এই গভর্ণমেন্ট প্রেস পরিচালনার ক্ষেত্রে আগে যে একটা অচল অবস্থা ছিল, এবং বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই গভর্ণমেন্ট প্রেসকে উন্নতি করার ব্যবস্থা নিয়েছেন এটা সবাই জানে। আগেও এ ব্যাপারে অনেক আলোচনা হয়েছে। আমি এখানে এজন্য বেশী কিছু বলতে না চাইলেও এই কথা আমি মাননীয় সদস্যদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, এই উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মী সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে যা বেকার সমস্যার কিছুটা সমাধান করতে পেরেছে। দালান বেড়েছে। এটা আমাদের মনে থাকা দরকার যে, আগে এই প্রেস থেকে সরকারী কাজ বিশেষ কিছু হতো না। শুধু কয়েকটা কাজ করা হতো। বাকী কাজ সব বাইরে থেকে করা হত। আমরা জানি না, এই কারণেই তাঁদের গাত্রদাহ কিনা।

আগে যেখানে হাজার হাজার টাকা খরচ হত, এখন আর সেটা খরচ করা হচ্ছে না। আগে যেখানে প্রতি মাসে গড়ে ৬ লক্ষ ইম্প্রেশান ছাপা হত, এখন সেখানে প্রতি মাসে ১৫ লক্ষ ইম্প্রেশান। কাজেই উন্নতি হচ্ছে কিনা আপনারাই বলুন। আজ প্রেস থেকে ৬টি পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। তারপর এখানে ব্লক তৈরী করা হচ্ছে, আমরা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এখানে ব্লক তৈরীর কাজে হাত দিয়েছি। তারপর ব্যালট পেপার থেকে গভর্ণমেন্টের যাবতীয় কাজ গভর্ণমেন্ট প্রেসে ছাপা হচ্ছে। ফুড ফর ওয়ার্কের কুপন ও গভর্ণমেন্ট প্রেস থেকে ছাপা হচ্ছে। যাবতীয় সরকারী ফর্মও এই প্রেস থেকে ছাপা হচ্ছে। আমি আশা করব মাননীয় সদস্যরা যখন হাউসে প্রশ্ন তুলেন তখন দায়িত্ব নিয়েই প্রশ্ন তুলবেন। উনারা এখানে প্রশ্ন তুলেছেন গভর্ণমেন্টের বিভিন্ন বিভাগে এই ছাপাখানা থেকে নাকি ফর্ম যায় না। সেটা সত্য নয়। প্রেস থেকে ফর্মের ব্যাপারে গভর্ণমেন্টের বিভিন্ন বিভাগকে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, কি পরিমাণ ফর্ম আপনাদের প্রয়োজন তার একটা ইনডেন্ট আপনারা পাঠিয়ে দেবেন আমরা ফর্ম সরবরাহ করব। কাজেই ফর্ম যাচ্ছে না এটা ঠিক নয়, তাদের চাহিদা মতই ফর্ম সাপ্লাই করা হচ্ছে। এই সব প্রশ্ন তুলে তারা বাজেটকে হেয় করার চেষ্টা করছেন। আমি তাদের এই সব কথার প্রতিবাদ করছি এবং বলছি যে প্রেসের বাজেট কমালে চলবে না। কারণ নিত্যনৈমিত্তিক সরকারী কাজের বহর যে ভাবে বেড়ে যাচ্ছে তাতে বাজেট বরাদ্দ কমালে চলবে না। বরং আমি বলব প্রেসের জন্য যে পরিমাণ বরাদ্দ ধরা হয়েছে সেটাও যথেষ্ট নয়। ১৯৮২-৮৩ইং সালের জন্য নন-প্ল্যানে আমরা ধরেছি ৫৪,৫৬ লক্ষ টাকা, আর প্ল্যানে ধরেছি ১৬ লক্ষ টাকা। কাজেই এই বাজেট কিছুতেই কাটা যায় না কারণ এই বরাদ্দ অপরিমিত। কাজেই আমি আশা করব মাননীয় সদস্যরা উনাদের আনীত কাট মোশান প্রত্যাহার করে নেবেন। তারপর ডিমাণ্ড নং ২৫, মেজর হেড ২৮৮ এর উপর আরেকটা কাট মোশান উনারা এনেছেন। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া বলেছেন রিফিউজী রাখার জায়গা নেই, ট্রাইবেল দের তাড়িয়ে

দেওয়া হচ্ছে আর বাঙ্গালীদেরকে রাখা হচ্ছে। উনি এখানে ভুল তথ্য পরিবেশন করছেন। তারপর ছাপার ভুলের কথাও উনি বলেছেন। বাজেট পেশ করেছেন মাননীয় অর্থ মন্ত্রী, কাজেই এর ভুল ত্রুটি কোথায় হয়েছে সেটা তিনিই বলতে পারবেন। মাননীয় সদস্যরা প্রেসের উপর দোষারোপ করে এখানে যে চেঁচামেচি করছেন সেটা অনুচিত বলে আমি মনে করি। বাজেটে কোথায় ছাপার ভুল হয়েছে, কোথায় হয় নি সেটা মাননীয় অর্থ মন্ত্রী নিশ্চয়ই বলবেন। কাজেই এই ব্যাপারে প্রেসকে দোষারোপ করা ঠিক নয়। আরেকটা কথা উনারা বলেছেন, সেটা হচ্ছে টাকা বন্টনের কথা। আমার মনে হয় মাননীয় সদস্য দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছেন। তারা এখানে সমালোচনা করে বলেছেন যে ট্রাইবেলদের রাখা হচ্ছে না, বাঙ্গালীদের রাখা হচ্ছে। এই সমস্ত কথা বলে ত্রিপুরাকে আসাম বানানো যাবে না, এ কথা মাননীয় সদস্যরা মনে রাখবেন। কারণ ত্রিপুরার মানুষ সজাগ এবং সতর্ক তাদেরকে আমি আরেকবার হুশিয়ার করে দিতে চাই যে আগুন নিয়ে খেলা করবে না। তাহলে ৭০।৮০ হাজার বাংলাদেশের লোকদের বুঝা ত্রিপুরাবাসীকে বইতে হবে। সেই সর্বনাশা কথা উনারা চিন্তা করছেন কি করে মিঃ স্পীকার স্যার, আমি বুঝতে পারছি না। উনাদের মুখোস আরও একটু খোলা দরকার। যখন বাংলাদেশের উদ্বাস্তুরা এ দেশে এসেছিলেন এখন আমরা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলাম, কেন্দ্রীয় সরকারের সবুজ সংকেত যখন পেয়েছিলাম তখন আমরা এই সব উপজাতিদের উপযুক্ত ভাবে রক্ষনাবেক্ষণ করেছি। আমার স্পষ্ট মনে আছে মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া আমার সঙ্গে দেখা করে উদ্বাস্তুদের রক্ষণাবেক্ষণের অবস্থা দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন এবং সেই সঙ্গে একটা দাবীও জানিয়েছিলেন যে উদ্বাস্তুদের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা আরও ভাল ভাবে করা দরকার। আমি উনার প্রস্তাবকে মেনে নিয়েছি। তারপর তিনি আরেকটা প্রস্তাব করেছিলেন যে উদ্বাস্তুদের বাংলাদেশ বর্ডারে যেতে দিতে হবে যাতে তারা তাদের গরু বাছুর খোঁজ খবর করতে পারে। কিন্তু উনার এই প্রস্তাবকে আমি মেনে নিতে পারিনি। কারণ কি উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি এই প্রস্তাব করেছিলেন আমি জানিনা, আমার মনে হয় এর মধ্যে একটা গোপন উদ্দেশ্য নিহত আছে। কাজেই আমি উনার এই প্রস্তাবকে সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করি। যে ১৭ হাজার ট্রাইবেল রিফিউজি এসেছিলেন তাদের জন্য আমরা উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ করেছিলাম এবং তাদের জন্য আমরা ৪৪,৩৯,৮৭৩,২৪ লক্ষ টাকা আমরা খরচ করেছি। তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা, তাদের কাপড় চোপড় থেকে যাবতীয় ব্যবস্থা আমরা সেদিন করেছিলাম এবং তাদের এই রক্ষণাবেক্ষনের ব্যবস্থা দেখে সেদিন বাংলাদেশী উদ্বাস্তুরা সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। তারপর যখন তাদের ফেরত যাওয়ার প্রশ্ন এসেছিল তখন আমরা তাদেরকে বলেছিলাম যে---আপনারা আগে সেখানে গিয়ে দেখে আসুন সেখানে যাবার মত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে কিনা, তারা দেখে এসেছিলেন এবং মোবাইল টাক্স ফোর্সের মাধ্যমে তাদের ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করি। আমাদের এই সমস্ত ব্যবস্থায় তারা সেদিন সন্তোষই প্রকাশ করেছিলেন। কাজেই মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা যে কেন কাঁদুনী গাইছেন আমি বুঝতে পারছি না। তারা বোধ হয় আবার ট্রাইবেল এবং বাঙ্গালীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্যই এই সমস্ত কথা বলছেন যে এখানে ট্রাইবেল দের রাখা হয়, বাঙ্গালীদের রাখা হয় না। এটা উনাদের ভুল ধারনা। তারপর মোবাইল টাক্স ফোর্স বসানো হয়েছে। মোবাইল টাক্স ফোর্স রিতিমত কাজ করে যাচ্ছে। মাননীয় সদস্যরা যদি না জানেন তাহলে জেনে নিন যে ১৯৮১ইং সাল থেকে এই মোবাইল টাক্স ফোর্স বাংলাদেশীকে খোঁজে বার করছে। ১৭৯ জন হিন্দু এবং ৫৪০ জন মুসলমান বাংলাদেশীকে খুঁজে বের করে তাদেরকে পুনরায় বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। ১৯৮২ ইং সনের জানুয়ারী থেকে এ পর্যন্ত ৩৩৫ জন বাংলাদেশীকে খোজ করা হয়েছে, এর মধ্যে ৯৭ জন হিন্দু এবং ২৩৮ জন মুসলমান। এ ছাড়াও তাদেরকে জাল সিটিজেনশিপ কারা দিয়েছেন তাদেরকে খুঁজে বার করার দায়িত্বও এই মোবাইল টাক্স ফোর্স নিয়োজিত আছে। বিদেশী অনুপ্রবেশ যাতে না ঘটে তার জন্যও তারা সচেষ্ট।

এই ধরনের কাজ টাস্ক ফোর্স করছে। আমরা এই কাজের জন্য কেন্দ্রের কাছে ৪৫ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রের কাছ থেকে মাত্র ৩০ লক্ষ টাকা পেয়েছি। কাজেই কেন্দ্রের এই যে বৈষম্যমূলক মনোভাব তার জন্য অনেক উন্নয়নমূলক কাজে

আমাদের বাধা আসছে। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা কি জন্য যে কাট মোশান এনেছেন তা আমরা বুঝতে পারছি না। তাদের যে উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করার জন্য তারা বার বার দিল্লীতে যান তাদের কাঁদুনী গাইতে। ঐখান থেকে তাদের কি বলে দেওয়া হয় তারা কিন্তু ঐসব হাউসে একবারও বলবেন না। আমি একটি কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করব। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা যে কাট মোশান এনেছেন আমি তাকে তীব্রভাবে বিরোধীতা করি। এবং আমি আশা করব উনারা উনাদের কাট মোশান প্রত্যাহার করবেন। এবং হাউসে যে বাজেট পেশ করা হয়েছে তাকে পূর্ণ সমর্থন জানাবেন। আগুন নিয়ে খেলা সব সময় ভাল নয়। আজকে আসাম সম্পর্কে যে প্রশ্ন এসেছে এই ধরনের পরিস্থিতি ত্রিপুরাতেও করবার জন্য তারা সব সময় চক্রান্ত করে চলছেন। এটা তারা বুঝেও না বুঝার ভান ধরে আছেন। অবশ্য যাদের দু কান কাটা তাদের লজ্জা বলতে কিছু থাকে না। আমি এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় কারা মন্ত্রী।

শ্রীযোগেশ চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় বিরোধী দলের শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া যে ডিমাণ্ড নং ১২ মেজর হেড ২৫৬ এর কাট মোশান এনেছেন তা হল

Failure to control and eliminate wasteful expenditure on other charges.

আমার মনে হয় আদার চার্জেস

বলতে কি বুঝাচ্ছে তা তিনি বুঝতে পারেন নি। বলতে গেলে হয়ত এই কাট মোশান তিনি আনতেন না।

Under other charges the following items of exppenditures are covered.

1. Medicine, 2. Ration, 3. Clothing, Bedding of Prisoners, 4. Escorts charge, 5. Manure, Fertilizer, 6. Other contingencies.

The above items of expenditure is regulate by certain Rules, Order which are to be followed irrespective of expenditure incurred on the individual accounts. The prisoners are to be fed under certain scale of ration, medicine are to be supplied as and when prisoners fall sick, clothing/bedding are to be supplied when any prisoners is admitted in the jail. All these exdenditure are of routine natnre which cannot be avoided under any circumstances. So there is no question of wasteful expenditure.

কাজেই আমার মনে হয় এই ব্যাপারে মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়ার জানা নেই। তাই তিনি এ ব্যাপারে কাট মোশান এনেছেন। এগুলির প্রয়োজন আছে। এগুলি সংগত, এগুলি দিতে হবে, এগুলির একটা রেইট আছে, একটা স্কেইল আছে। আমি আশা রাখি মাননীয় সদস্য এই কাট মোশান উইথড্র করবেন এবং আমার অনুরোধ এই ডিমাণ্ড নং ১২ মেজর হেড ২৫৬ হাউসে সর্বসম্মতিক্রমে পাশ করবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় শিল্প মন্ত্রী।

শ্রীঅনিল সরকার ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, শিল্প দপ্তরের কোন কাট মোশান এখানে নাই, সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি সবটাই এক্সেপ্ট হয়েছে। তবে প্রচার দপ্তর সম্পর্কে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য নগেন্দ্র বাবু ও রতিবাবু কয়েকটি কাট মোশান এনেছেন। নগেন্দ্র বাবুর বক্তব্য আমরা শুনেছি, তার বক্তব্য থেকে বুঝা যায় তিনি এই ৩-৪ বৎসরে বিধান সভায় থেকে মিথ্যা বক্তব্য পরিবেশন করাবার একটা ভাল উস্তাদি শিখে ফেলেছেন। তিনি বলেছেন যে এখানকার স্থানীয় অনেক সংবাদপত্র সাংবাদিক হিসাবে পরিচিতি পত্র পাচ্ছেন না। এটা নাকি আমাদের দোস। প্রথমত আমি বলতে চাই ভারতবর্ষের মধ্যে কোথাও এমন ধরনের কোন কমিটি নাই। এই কমিটিতে জীতেন পাল চেয়ারম্যান, ভুপেন দত্ত ভৌমিক আছেন, নগেন বাবু উনাদের ভাল করেই চেনেন। অনিল ভট্টাচার্য্য আছেন,

অমিয় দেবরায় আছেন, আর আমার বন্ধু গৌতম দাসও আছেন, যিনি বলতে পারেন আমাদের লোক। আর একজন অফিসার আছেন। যিনি জয়েন্ট ডিরেক্টার। আর কমলজিৎ সিন্‌হা আছেন। ওরাই ঠিক করে কে কে সাংবাদিক হিসাবে পরিচয়পত্র পাবে। এই সাত জনের মধ্যে বলতে পারেন নীতিগত ভাবে ৫ জনই তাদের লোক। তারাই বলে দেবেন কে কে পাবে। এডিটরকে অ্যাপ্লাই করতে হয় এই কমিটির কাছে। তারপর তারা ঠিক করে দেয় কে কে পাবে। সেই অনুযায়ী আমরা দেই। (এ) অল ইণ্ডিয়া নিউজ পেপারের অ্যাজেন্ট আছেন, ক্যাটাগরি এ-তে তারা একটা করে প্রত্যেক আইডেন্টিটি কার্ড পাবে। (বি) যাদের সারকুলেশান ৫ হাজার তারা ৬টি করে কার্ড পাবে (সি) আর যাদের ৩ হাজার থেকে ৫০০০ হাজার তাদের ৪টি করে কার্ড দেওয়া হবে। (ডি) আর যাদের দেড় হাজার থেকে ২০০০ তাদের ২টি করে কার্ড দেওয়া হবে। এই পর্য্যন্ত ৩৮ জনকে কার্ড বিতরন করা হয়েছে। আমাদের নিজস্ব কোন ব্যাপার এখানে নাই। তারা যেভাবে এখানে বলে আমরা সেইভাবেই তাদেরকে কার্ড দেই। তাদের দলের লোক থাকা সত্বেও তারা কেন পাচ্ছেন না তা আমরা বলতে পারছি না। তারপর ডেইলি দেশের কথার যে বিজ্ঞাপন সেই সম্পর্কে আর এন, আই-এর থেকে অ্যানকোয়ারী করবার জন্য এখানে এসেছিল, তখন তারা গোপন করেছিল যে আমাদের কোন ফ্যাক্টস নাই। ১৯৭৮ সন থেকে আর এন আইকে বার বার বলছি যারা আজকে বিজ্ঞাপন পাবে তাদের সংখ্যা কত? তোমরা একবার পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখ। তার ভিত্তিতে আমরা বিজ্ঞাপন দেব। এই প্রস্তাব অ্যাডভাইসারী কমিটিতে পরীক্ষা করে এবং তা এক্সেপ্টেড হয়। অ্যানকোয়ারী করার পর তারা যে রিপোর্ট দিয়েছে তার ভিত্তিতে ডেইলী দেশের কথা বিজ্ঞাপন পাচ্ছে। দেশের কথা তখন সাপ্তাহিক ছিল। তখনও ডেইলী হয়নি। বর্তমানে ডেইলী হিসাবে বিলি হচ্ছে। তারপর তারা এক জায়তগায় বলেছেন অপ সংস্কৃতির বিরুদ্ধে গাইডিংস রুল দিয়ে বিজ্ঞাপন বন্ধ করা হয়েছে। খোড়াকে খোড়া বলা যাবে না, কানাকে কানা বলা যাবে না, অন্ধকে অন্ধ বলা যাবে না, চোরকে চোর বলা যাবে না। তাদের গায়ে লেগে যাবে। সেই কমিটি কতগুলি নীতির ভিত্তিতে এগুলি করেন ঃ---(১) সরকার ও সংবাদ পত্রের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা (২) সুষ্ঠু ও জনকল্যাণমূলক, অসাম্প্রদায়িক, জনশিক্ষামূলক জাতীয় সংহতি ও গণতন্ত্রকে টিকে রাখার জন্য সাংবাদিকদের সঙ্গে পরামর্শ করা (৩) সংবাদপত্রের প্রচার (৪) সরকারী বিজ্ঞাপন এর নীতি কার্য্যকরী করা সম্পর্কে উপদেশ দান। প্রথমতঃ এই নীতি আমরা চালু করি। দৈনিক সংবাদের সম্পাদক যে কথা বলেছেন যে ওরা বিজ্ঞাপন কম পায়, কিন্তু ১ পয়সার বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে হলেও তারা বেশী পায়। এই সমস্ত জিনিষ নিয়েই ত ওরা প্রেস কাউন্সিলের কাছে গিয়েছিলেন, অনেক উকালতি করেছেন, বহু টাকা খরচ করেছেন। আমরাও তার জন্য কিছু টাকা দিয়েছি। বলেছি যাও যাতায়াত কর।

কিন্তু ওরা বলছে যে, ভারতবর্ষের কোথায়ও এই ধরনের একটা নিয়ম নীতি নাই। আসামে, সাম্প্রদায়িকতা করার জন্য বিজ্ঞাপন ছাপানো বন্ধ করে দিয়েছে, মনিপুরে ও মিজোরামে বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু আমরা তাকে গাইডিংগস রুল হিসাব করিনি, আমরা তার সম্পর্কে একটা বোঝাপড়া করার চেষ্টা করছি, আবার এটাও তাদের গায়ে লা লাগছে। ওরা বলছে যে, অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে কিছু বলা যাবে না। দম মারো দম, গাওয়া হবে তার জন্য কিছু বলা যাবে না। আমার বাড়ীর চার পাশে মাইক লাগিয়ে কালী পূজা করবে, কিন্তু তার জন্য কিছু বলা যাবে না। এই হল তাদের অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে অভিযোগ। আবার তারাই বলছেন যে, এই সব অপসংস্কৃতি সংবাদ ছাপানোর জন্য দৈনিক সংবাদ বিজ্ঞাপন কম পাচ্ছে। তাদের অন্যান্য বন্ধুরাও বলছে যে, অপসংস্কৃতি, অপকর্ম ও দুর্নীতির কথা থাকার জন্যই তাদের বন্ধুরা বিজ্ঞাপন পাচ্ছে না, তা আমাদের কি করার আছে,

তারপর তারা ডিসপ্লে বিজ্ঞাপন সম্পর্কে বলছে, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের পত্রিকার ক্ষেত্রে আবার কিছু বোয়াল ও পুঁটি মাছ আছে। এখন যারা বড় বিজ্ঞাপন পায় তারা সব সময় আশা করে আরও বড় বিজ্ঞাপন পেতে। আমরা তাদেরকে পরিষ্কার বলে দিয়েছি যে, আমাদের টাকা পয়সা কম, তবুও আমরা যতটুকু সম্ভব পত্রিকাগুলিকে বিজ্ঞাপনের জন্য আর্থিক সাহায্য দেব। আমরা ক্লাসিফাই বিজ্ঞাপনের জন্য একটা নিয়ম নীতি করেছি,

কিন্তু করলে কি হবে আমরা যখন টাকা পয়সা দিতে পারব না, তখন ডিসপ্লে বিজ্ঞাপনের ছোট পত্রিকাগুলির যারা মালিক, তারা এসে একটা আপিল করেছে, তাতে তারা বলেছে, যে দেখুন তাহলে নিয়ম নীতি অনুসারে আমরা ক্লাসিফাই বিজ্ঞাপন কম পাচ্ছি, বিজ্ঞাপনের সারকুলেশান কম। তা বিজ্ঞাপন পাবার ক্ষেত্রে আমরা সবাই ডিসপ্লের ক্ষেত্রে যেন সেইম রেইট পাই সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। আমরাও করেছি তাই, আমরা দৈনিক সংবাদকে যেমন ২০০ টাকা রেইট দিই জাগরণকেও তেমনি ২০০ টাকা রেইট দিই। কিন্তু দৈনিক সংবাদের নাকি তাতে পোশায় না, ওরা এগুলিকে টয়েলেট পেপার হিসাবে ব্যবহার করে। ওরা বলছে যে, এই সব বিজ্ঞাপন আমরা ছাপাবো না। অথচ ক্লাসিফাই বিজ্ঞাপনের মধ্যে যদি বিষ এবং মলমূত্রও থাকে তাহলে সেটাও তারা ছাপায়। আর ডিসপ্লেতে ভাল জিনিষ থাকলেও, তাতে গ্রামীন সংস্কৃতি এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কথা থাকলেও ছাপাবো না। এই গুলিকে দৈনিক সংবাদ টয়েলেট পেপারের মত ইউজ করে। আর এই টয়েলেট পেপারের পক্ষে ওকালতি করছেন নগেন্দ্র বাবুরা, আমাদের কি করার আছে।

তারপর বিরোধী সদস্যরা ফিল্ড পাবলিসিটি সম্পর্কে বলেছেন, তা এই ফিল্ড পাবলিসিটি আগে ছিল মন্ত্রীদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি, ওটার কাজ ছিল কয়েকজন মন্ত্রীর ছবি তোলা, তাদের মনোরঞ্জন করা, কোথাও কোন মন্ত্রী বক্তৃতা দিতে গেলে তার আগেই সেখানে গিয়ে সিনেমা দেখানো, ঐ যাদের দুঃখে এখন বিধান সভায় বসে ওনারা বলছেন যে, সুখময় তুমিনি আমার বন্ধু, আমি নি তোমার হইয়া। আর এরা বলছে যে আমারও নাকি বক্তৃতা দিতে যাবার আগে সিনেমা নিয়ে যাই। কিন্তু তাদের এই কথার উত্তরে আমি বলব যে, আমি কখনও কোথাও বক্তৃতা দিতে যাবার সময় সিনেমা নিয়ে যাই না। বিশেষ করে ওরা যদি আমার নামে এই ৫ বছরের মধ্যে এমন কোন ঘটনার কথা বলতে পারে বা এমন কোন ঘটনাকে প্রমাণ করতে পারে যে, তাহলে আমি আমার সব কথা উড্রো করে নেব। তবে যে সমস্ত যায়গায় সিনেমা যায় না, মিটিং এর পরে শুধু মাত্র সেখানেই আমরা সিনেমা দেখাই, কিন্তু তাই বলে মিটিং এর আগে নয়। আজ আমরা এই ফিল্ড পাবলিসিটিকে এমন জায়গায় নিয়ে গেছি, সেখানে আজকে ৬, ৭টা পত্রিকা বের হয়, যার ফলে গ্রামীণ লোকরঞ্জন শাখার সম্প্রসারণ হচ্ছে, ওরা আজ গ্রামাঞ্চলে যাচ্ছে এবং তার ফলে ট্রাইবেল সম্প্রদায়ের ভিতর থেকে বহু আর্টিষ্ট বেরিয়ে আসছে। একটা অবাক কাণ্ড কি জানেন, আগরতলাতে কিছু দিন আগে একটা এক্জিবিশান হয়েছিল, সেখানে দেড় লক্ষ গ্রামীন শিল্পী এসে গান করছে, আর সেই গান শুনছে দেড় লক্ষ মানুষ। আমি মনে করি এইটা হচ্ছে গ্রামীন সংস্কৃতির নব জাগরণ বা পুন জাগরণ। এখানে আবার একজন রিক্সা ওয়ালা একটা কবিতার বই লিখে দিয়েছে, তা দেখে বাংলা সাসিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখক যারা তারা বলছেন যে, এইটা একটা দ্বিতীয় রেঁনেসাস, বাংলা সাহিত্যের তিনটাই রাজধানী, একটা ঢাকা, আর একটা কলকাতা, কিন্তু তাই বলে আগরতলাকে রাজধানী বলা যায় না, কিন্তু সেই আগরতলার এই কবিতার বই দেখে একজন পণ্ডিত বলেছেন যে এইটা বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টির জগতে একটা দ্বিতীয় রেঁনেসাস হয়েছে। তারপর আমি সেদিন হোলী উৎসবে অমরপুরে গিয়েছিলাম, সেখানে সেই হোলী উৎসবে নগেন্দ্র বাবুর লোকেরাও যোগ দিয়ে ছিলেন এবং কক্‌বরক ভাষায় তারা গান করেছে। আমি সেই হোলী উৎসবের বাংলা ও কক্‌বরক গানগুলি টেপ করেছি। আমি কক্‌বরক ভাল বুঝি না, তবুও আমি দেখেছি যে কক্‌বরক গানের সাউণ্ড এফেক্ট অনেক বেশী সমৃদ্ধ ও সুন্দর হয়েছে।আর আপনারা কি করছেন সেখানে ঐ ভদ্রলোক শিলংএ বা কাশ্মীরে ট্রেন্সফার হয়েছে তার জন্য ওকালতি করছেন, যে, তার অভাবে রেডিওর হিন্দি গানের মেজাজ না কি নষ্ট হয়ে গেছে, সেখানে না কি আজ আর দম মারে দম, লারে লাপ্পা প্রভৃতি গান নাই। এদের কথা বাদ দিয়ে একবার গ্রামে গিয়ে দেখুন, সেখানে ওরা কক্‌বরক ভাষায় কি ভাবে গান রচনা করছে। সেই হোলী উৎসবের দিন আমি ব্রজেন্দ্র কলাই সিংকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, তুমি এখানে কেন এসেছ? সে আমার প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে, মাছির কাছে ঘা ঘা, রাধার কাছে কৃষ্ণ যা,, জনগনের কাছে এই উৎসবও তা। আপনারা কি জানেন যে এই কক্‌বরক গানে সে সেকেণ্ড হয়েছে, সম্ভবত বাংলা হোলী গানের নাম্বার যা তার চেয়ে অনেক বেশী নাম্বার পেয়ে সেকেণ্ড হয়েছে এবং আমি মনে করি এই ভাবেই সে সঙ্গীতের জগতে উদ্দিপনার সৃষ্টি

করেছে। আর সেখানে আপনারা আকাশ বানীতে এনে ইয়ারটি ক্যালচারকে ঢুকিয়েছেন। হাজার হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষের মধ্যে রেজিঅন সঙ্গিতের যে রাগ, তা শুধু দুইটা জায়গায় আছে, একটা হচ্ছে দক্ষিণ ভারতে, আর একটা হচ্ছে পূর্ব ভারতে। আজ আপনারা সেখানে শুষ্ক জলো হাওয়া এনে সেই সুরকে নষ্ট করছেন। উপজাতির সংস্কৃতিকে, ঐতিহ্যকে এবং সঙ্গিতকে উন্নত করতে হলে বা উন্নত করার জন্য যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গিতের দরকার তা গাইবার জন্যও সেই কন্ঠও থাকা দরকার। যা ঐ আলাউদ্দিন খাঁর আছে, যা ঐ বরে গোলাম আলি খাঁর আছে। সেই কন্ঠ না থাকলে ট্রাইবেলদের জন্য ফক্সঙ গাওয়া যায় না। আর আপনারা সেখানে কি শুনতে ভালবাসেন, তারে আমি চোখে দেখি নি নাম শুনে তারে আমি অল্প অল্প ভালবেসেছি, আপনারা এই সব শুনতে চান আপনাদের লজ্জা হয় না। আবার যে নাকি ট্রাইবেলদের ভাষাকে নষ্ট করছে তার জন্য ওকালতি করছেন। আর আমরা যা করছি তার ফলে কক্বরক ভাষার ও সঙ্গিতের জগতে রবীন্দ্র, সুকান্ত ও নজরুলের জন্ম হবে। আর আপনাদের চেষ্টার ফলে সাহিত্যের জগতে চরিত্রহীন যে সমরেশ বসু তার জন্ম হবে, সঙ্গিতের জগতে জন্ম হবে বারবনিতার, যা একটা ভাষাকে ধ্বংস করার পক্ষে যথেষ্ট। আর আমাদের চেষ্টা একটা ভাষাকে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতির জগতে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে সহায়ক হবে। যা আমরা পেয়েছি ব্রজেন্দ্র কলই সিং, রতন রুপিনী ও গান্ধী ত্রিপুরার গানের মধ্যে। আর তাকে ধ্বংস করার জন্য বা একটা ভাষাকে ধ্বংস করার জন্য ইয়ারটি ক্যালচারকে নিয়ে আসা হয়েছে, আর সঙ্গে নিয়ে আসা হয়েছে বন্দুক। এক সঙ্গে ডাকাতি করে জনজীবনকে নষ্ট করা হচ্ছে, আর অন্য দিকে সঙ্গিতের জগতে বা ঘরে মাতাল ও মত্তহস্তিকে প্রবেশ করিয়ে উপজাতি সংস্কৃতির যে সুন্দর পদ্ম ফুলটি আছে তাকে নষ্ট করা হচ্ছে। আজকে আমি যা বুঝেছি ট্রাইবেল সংস্কৃতির জগতে আপনারাই প্রকৃত দুষমন ও অপদেবতা। আর তার জন্য আপনাদেরকে আসামীর কাঠ গোড়ায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে এবং সংস্কৃতির জগতে আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছে মৃত্যু দণ্ড। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে ওনার ডিমাণ্ডের উপর যে কাট মোশান এসেছে তার উপরে বক্তব্য রাখার জন্য আমি অনুরোধ করছি।

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার ডিমাণ্ডগুলির মধ্যে একটি কাট-মোশান এসেছে সেটা হল---

Demand No. 4, Major Head 299,

"That the amount of the demand be reduced by Rs. 100.- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz:.

Failure to control and eliminate wasetful expenditure on Survey and Settlement,

এই একটা কাট মোশান আছে। কাট-মোশান সম্পর্কে একটু আগে মাননীয় জেল মন্ত্রী যে ভাবে বলেছেন তার উপর আর বেশী আমি বলতে চাই না। কিন্তু শুধু এটা বলতে চাই মাননীয় সদস্যদেরকে যে সেটেলমেন্ট ডিপার্টমেন্টের সেটেলমেন্ট ওয়ার্ক এবং রি-সেটেলমেন্ট যে কোন রাজ্যের রেভিনিউ সার্কেল যে ভাবে চলে তার সঙ্গে এক। যে কোন রাজ্যে একটা সাব-ডিভিশন সেটেলমেন্টের কাজ শেষ করে আসতে, সে সেটেলমেন্ট ত্রিপুরা রাজ্যের চাইতে ৩।৪ গুণ বড় তাদেরও অনেক সময় লাগে। সেখানে জোত সংখ্যাটা এভা-রেইজ ৫০টি প্লটে ভাগ করে নেয়। আমাদের ত্রিপুরাতে আমরা ক্ষমতায় আ[illegible]র পর দুঃসাহসিক কাজ আরম্ভ করি যাতে মানুষের হাতে একটা নির্ভুল জরীপের তথ্য তুলে দিতে পারি। স্কীমটি আরম্ভ করতে আমাদের ৩টি বছর যায়। ৩টি বছর পরে [illegible]াগে দাঙ্গা তখন দাঙ্গা বিধ্বস্তদের গ্রামে গ্রামে এবং বাড়ী বাড়ী গিয়ে আরম্ভ হয় তথ্য সংগ্রহ। তারপরে যখন কাজ আরম্ভ হয় তখন প্রতি সপ্তাহে একটা করে বুলেটিন বের হয় যে [illegible]তটা প্লট পর্য্যন্ত জরীপ হয়েছে এবং কোন বিভাগের কতটা প্লট জরীপ হচ্ছে। সে দিক থেকে আমাদের যে খরচ সে খরচ ত আমাদের ধরতে হবে। আমি এ সম্পর্কে ওয়েষ্টবেঙ্গলের

সেটেলমেন্ট অথরিটির সঙ্গে আলাপ করি, মিনিষ্টারের সঙ্গে আলাপ করি এমনকি মাদ্রাজের র্মেন্ট অথরিটির সঙ্গেও আমি আলাপ করি। ত্রিপুরা রাজ্যে প্রকৃতপক্ষে

কংগ্রেস আমলে একটা ফাঁকির সার্ভে হয়েছে তাও হয়েছে ১২ বছরে। কাজেই সেটাকে সংশোধন করে ত আমাদের কাজ শুরু করতে হয়েছে। যেখানে যেখানে মানুষের পুনর্বাসন দিয়েছে আজকে সেখানে একটা মানুষও নাই। সরল জমির জায়গায় আমরা পাই টিলা। নদী উঠে গেছে পাহাড়ের মধ্যে। কাজেই আপনারা যে কি চিন্তা করে এই এক্সপেণ্ডিচার অতিরিক্ত বলেছেন সেটা বুঝা যাচ্ছে না। আপনারা স্পেসিফিকেলি বলুন কোথায় এক্স-পেণ্ডিচারটা বাড়ছে। এটা ত বিধান সভা এখানেই ত সমস্ত কিছু তুলে ধরবেন এবং সমালোচনা করবেন। বিরোধীপক্ষ ত থাকে এর জন্যই। আপনারা যদি বলতে পারেন যে এ জায়গায় খরচটা কমিয়ে ঐ জায়গায় দেন তাহলে পরে ত দেশেরই উপকার হবে। কিন্তু আমরা দেখেছি যে কোথায় বেশী হচ্ছে বা কোথায় কম হচ্ছে সেটা না তুলে শুধু বিরোধীতা করছেন। কাজেই আমি আপনাদের কাছে আবেদন রাখব পরবর্তী সময়ে যদি আমরা আবার এসেম্বলিতে বসতে পারি তাহলে আপনারা নিশ্চয়ই সেটা ধরিয়ে দেবেন। স্পেসিফিক তথ্য দেবেন তাহলে পরে খুব ভাল হবে। তারপরে আমার আরেকটা ডিমাণ্ড আছে যেটা উপর আরেকটা কাট-মোশন আছে। সেটা হল---

Demand No. 15, Major Head 287,

"That the amount of the demand de reduced to Rs. 1. represent disapproval of the policy underlying the demands viz

Disapproval of policy regarding employment exchange for physically handicapped persons.

আমি একটা অনুরোধ করতে চাই যে এটা আমাদের কথা নয়, কেন্দ্রীয় হেণ্ডিক্যাপট্ দপ্তর আমাদের কাছে রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছেন যে কোথায় আমরা কি রকম পারফরমেন্স করতে পেরেছি এবং বেকারদের মধ্যে কোথায় কতটুকু কাজ দিতে পেরেছি তবে এটা সত্যি যে আমরা যে সব এলাকার সব প্রতিবন্ধীদের নাম নথিভুক্ত করতে পারিনি কিন্তু এখন আমরা আবার প্রতিটি পঞ্চায়েত থেকে প্রতিবন্দীদের নাম এনে নথীভুক্ত করছি। আপনারা জানেন যে আমাদের সোশিয়েল এমপ্লয়মেন্ট অফিসার যাকে রাষ্ট্রপতি স্বয়ং পুরস্কৃত করেছেন। পারসেন্টেজে যদি কোথাও ডিস-এবলডদের জন্য বেষ্ট এফোর্ট বা বেষ্ট সার্ভিস দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে তা একমাত্র ত্রিপুরায়ই হয়েছে। এটা দুঃখের বিষয় যে এটার উপরও কাট-মোশন এসেছে। আপনারা খোঁজ করে দেখবেন যে প্রত্যেক গাঁওসভা থেকে যেসব অন্ধদের নাম পাঠানো হয়েছে তাদের প্রত্যেককে ১৩০ টাকা করে মাসিক ভাতা দেওয়ার জন্য চেষ্টা চলছে। গতকাল্য আমরা একটা চিঠি পেয়েছি যে আমাদের পারফরমেন্সের জন্য তারা চেপি। আমাদের এখানে সোশিয়েল ওয়ার্কের জন্য যে প্রপোজাল পাঠানো হয়েছে সেটাকে কেন্দ্রীয় সরকার বিবেচনা করছেন বলেও আমা-দেরকে জানিয়েছেন। । কাজেই হ্যাণ্ডিক্যাপটের ব্যাপারে আমাদের কোন্ নীতিটা পরি-বর্তন করতে চান সেটা উল্লেখ করে বললে ভাল হয়। তাহলে পরে আমরা দিল্লীতে গিয়ে বলব যে আমাদেরকে পুরস্কৃত না করে আমরা যে ভুল করেছি তার জন্য আমাদের শাস্তি দেওয়া হউক। ত্রিপুরা রাজ্যে ফিজিকেলি হ্যাণ্ডিক্যাপট্দের জন্য যে কাজ করা হয়েছে সেরকম কোন কাজ সারা ভারতবর্ষের মধ্যে তারা সারা বিশ্বের মধ্যে হচ্ছে কিনা আমাদের জানা নাই। অবশ্য এশিয়ার কথা আলাদা কারণ সেখানে জন্মগত সুত্রে তাদের অধিকার দেওয়া হয়েছে, তাদের বাঁচার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোন ক্যাপিটালিষ্ট কান্ট্রি বা আমেরিকার মধ্যে এমন নাই। কাজেই এ দিক থেকে আমরা বলতে পারি যে ওনারা না চিন্তা করে এই কাট-মোশান এনেছেন। তাই এরকম না করার জন্য আমি উনা-দেরকে অনুরোধ করছি।

আরেকটা কাট মোশন এখানে আনা হয়েছে।

Demand No.: Major Head 284,

"That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/ represent the economy that can be eflected on the particulars matter viz-

Failure to control and wasteful expenditure on employment exehange."

সেখানে বলা হয়েছে যে ট্রাইবেলদের জন্য আলাদা একটা এক্সেঞ্চ দিতে হবে। এটা শুনে আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম যে শুধু ট্রাইবেলদের জন্য আলাদা একসুচেঞ্জ দেওয়া যায় কিভাবে। তবে নগেনবাবুরা যে বলেছেন যে ট্রাইবেলদের রিজার্ভড্ কোটা পূরণ করা হয়নি তা কিছুটা ঠিক আছে। কারণ এখনো দেখা যোয় যে বিভিন্ন দপ্তরে বহু রিজার্ভড পদ খালি পরে আছে। কারণ ঐ শূন্য পদের জন্য কোন উপযুক্ত ট্রাইবেল কেনডিডেট পাওয়া যাচ্ছে না। এই আমার ডিপার্টমেন্টেই আমি দেখেছি, সেটেলমেন্ট ডিপার্টমেন্টে যেখানে আমাদের ৪০ জন ট্রাইবেল লোকের দরকার ছিল সেখানে আমরা পেয়েছি মাত্র ১০ জন। সুতরাং এটা বলা ঠিক নয় যে, উপযুক্ত ট্রাইবেল কেনডিডেট থাকা সত্বেও ডিপার্টমেন্ট রি রিজার্ভড্ কোটা পূরণ করছেন না। শিক্ষিত বেকার (ট্রাইবেল) ছাড়াও আমরা যারা অতি অশিক্ষিত ট্রাইবেল বেকার আছেন তাদেরও আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগে তো দিচ্ছিই উপরন্তু আমরা কেন্দ্রিয় সরকারের কোন ডিপার্টমেন্ট যেমন ও, এন,জি, সি জিওলিজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া বা বিভিন্ন কনট্রাকটারস্ যারা ন্যাশন্যাল হাইওয়েতে কাজ করান আমরা অফিসার পাঠিয়ে তাদের অনুরোধ করছি যাতে তাদের অশিক্ষিত লোকের দরকার হলে তারা যেন আমাদের জানান এবং সেই অনুপাতে আমরা বহু অশিক্ষিত ট্রাইবেলদের নাম তাদের কাছে পাঠিয়েছি এবং তারা সেখানে কাজও করেছেন।

আমাদের এখানে বেকার রয়েছেন প্রায় দুই লক্ষ। তবে আলাদা ভাবে বিভিন্ন সময়ে প্রশ্নের উত্তর দানকালে আমরা বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছি কোন বিভাগে কত ট্রাইবেল নিযুক্ত হয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের যে নিয়ম নীতি আছে আমরা ট্রাইবেলদের ক্ষেত্রে সে সকল নিয়ম নীতি মানছি। তার চেয়েও আমরা অনেক বেশী করে করছি। বামফ্রন্ট সরকার আসার পর যারা রাস্তায় মাটির কাজ করত কোন দিন কাজ জুটত কোন দিন কাজ জুটত না, যাদের ভরনপোষণের কোন সংস্থান ছিল না যারা কোন দিনই আশা করতে পারেনি যে তাদের চাকুরী হবে, তারাও চাকুরী পেয়েছে। সুতরাং এখানে যে ওয়েষ্টফুল এক্সপেণ্ডিচার বলা হয়েছে তা ঠিক হয় নি।

সার্ভিস এণ্ড এমপ্লয়মেন্ট এর ব্যাপারে বামফ্রন্ট সরকার এর যে একটা নীতি রয়েছে সে নীতিতে যতক্ষণ আমরা সাধারণ মানুষের অগ্রগতি লক্ষ্য করব ততক্ষণ আমরা তা থেকে বিচ্যুত হব না। যদি দেখা যায় যে এই নীতির ফলে কোন উন্নতি দেখা যায় না তবে তখনই প্রশ্ন আসবে নীতি পরিবর্তন করবার এর আগে নয়। আর স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় ভাগ হলে পরে তাতে অন্য রকম ব্যবস্থা তারা নিতে পারবেন। কাজেই মাননীয় সদস্য যে কাট-মোশান এখানে এনেছেন তা তিনি ভালভাবে বিচার বিবেচনা না করেই এনেছেন এবং আমি আশা করব যে তিনি সেটা তুলে নিবেন। এই বলে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এই হাউসে ১৯৮২-৮৩ সালের বাজেট পেশ করবার পর থেকেই আমরা লক্ষ্য করছি যে বাইরের কিছু কিছু পত্র পত্রিকা বিভিন্ন ধরনের বিভ্রান্তিমূলক তথ্য দেবার জন্য চেষ্টা করছেন । তবে সংবাদ পত্রে যে মাঝে মাঝে এই রকম পণ্ডিত মূর্খ দেখা যায় তার অভিজ্ঞতা আমার আছে ১৯৩৪ সাল থেকে। কিন্তু একটা জন-প্রতিনিধিদের সভায় বা এই ধরনের একটা হাউসেও যে এই ধরনের পণ্ডিত মূর্খ থাকতে পারে তা আগে আর বুঝতে পারি নি।[redacted]এই পণ্ডিত[redacted]মূর্খদের কাজ হলো আসল সংবাদকে প্রকাশ না করে মিথ্যে সংবাদ পরিবেশন করে জনগণকে বিভ্রান্ত করা। কিন্তু

এটা সংবাদপত্রের বেলায় করলেও ততটা বাধে না। কারণ সংবাদপত্রের একটা স্বধীন রাইট আছে। কিন্তু একটা জনপ্রতিনিধিদের হাউসে এটা কখনও হতে পারে না। এবং এটা বিপজ্জনকও বটে।

সংবাদপত্রে যে বিভ্রান্তিমূলক সংবাদ বর্তমানে তারা প্রচার করছে তা তারা চারটি ভিত্তির উপর নির্ভর করছে। সেগুলি হলো ----

(১) পি, এ, সি, বাবদ খরচ পত্র রাজস্ব খাতে বা মূলধন খাতে দেখাতে হবে।

(২) তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর দেকে বিভ্রান্তিকর প্রেস রিলিজ দেওয়া হয়েছে।

(৩) বাজেট পুস্তকে ভুলে ভর্তি---২৭টি ভুল সংশোধন করা হয়েছে।

(৪) ১৯৮১-৮২ সালের ওপেনিং ব্যালেন্স এ ১৩,৪০,০০,০০০ টাকা দেখানো হয়েছে।

আমি এখন একটি একটি করে জবাব দিচ্ছি---

প্রথমতঃ সংবিধান এবং একাউন্টস্ কোডে যে নিয়ম রয়েছে সে নিয়ম অনুসারে পি,এ,সি, একাউন্টস্ এর হিসাব রাজস্ব বা মূলধন এর হিসাবে দেখান হয় না।

২নং যেটা বলেছেন বাজেট পেশের পর কোন কোন কাগজ যেটা গ্রস বাজেট তার পরিবর্তে নীট বাজেট প্রকাশ করেছেন এবং তার ফলে আমাদের কাছে সঠিক খবরটা বিভিন্ন তরফ থেকে জানতে চাওয়া হয়েছে। এটা বিভিন্ন কাগজেও মাননীয় সদস্যরা দেখেছেন এবং তার জন্য তথ্য দপ্তর থেকে প্রকৃত তথ্য নেওয়া হয়েছে। ২৪শে মার্চ একটা কাগজের সম্পাদকীয়তে দেখা গেল, তাঁরা বলেছেন ২৩,৪৩,৭১,০০০ টাকা আদায়ীকৃত আয় বাজেটে। এটাও সম্পূর্ণ ভুল। এর বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে। ফিনানসিয়াল স্টেটমেন্ট ১৭ থেকে ২১ পৃষ্ঠা দেখলে এটা বুঝতে পারবেন। সম্পাদকীয়তে পাবলিক অ্যাকাউন্টস্ এ যে ১,৯৩ লক্ষ টাকা উদবৃত্ত হয়েছে তা কনসোলিডেটেড ফাণ্ডের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। এটা বুঝতে পারেন নি। তারপর বলা হয়েছে যে ছাপার ভুল। বাজেট বইটাতে ১৫২ পাতা। সেখানে ছাপার ভুল আছে ২৭টি। যে কোন বাজেটে এটা আছে এবং এটা সর্বনিম্ন ভুল। ৫ নং এ কি ? আসল কথাটা পত্রিকা উদ্দেশ্যমূলকভাবে এই সমস্ত আক্রমণ করছেন। নতুবা ব্যক্তিগত আক্রমন করার তো কোন কারণ নাই। বাজেট উৎথাপন করেছি আমি অর্থমন্ত্রী। কিন্তু আমোদের কর্মচারীদের পর্য্যন্ত আক্রমন করা হচ্ছে। সুতরাং মূল উদ্দেশ্য অন্য জায়গায়। এটা দুঃখজনক। কোন কোন সাংবাদিক কমপিটিশনে নেমেছেন যে কে কতটা অসত্য এবং বিভ্রান্তিমূলক প্রচার করতে পারবেন। আমি সংবাদপত্রগুলিকে বলব যে তাঁরা যেন এইরকম সংবাদ দ্বারা জনগণকে বিভ্রান্ত না করেন এবং তাদের বড় ভাই সেটা পরিবেশন করছেন। তারা যা শিখছেন তাই করছেন।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, যে সব কাট মোশন আনা হয়েছে তার মধ্যে কিছু কনস্ট্রাক-টিভ ভিউ আছে, সেগুলি নিশ্চয়ই আমাদের বিভিন্ন দপ্তরে দেখবেন। কতগুলি আছে যে গুলি বাস্তব। সেগুলি সম্পর্কে আমাদের সরকারের আরও যাতে উন্নতি হয় তার প্রতি আমরা দৃষ্টি দেব। এটা মাননীয় সদস্যদের বুঝা দরকার যে একটা বাজেট করলে সেই বাজেট কার্যকরী করার ক্ষেত্রে, আমি কালকে বলেছি যে একটা পরিকল্পনা থাকা দরকার, বর্তমানে এই যে ধনিক জমিদারদের যে শাসন আজকে কেন্দ্রে চলেছে এবং ধনতন্ত্রের যে পরিবেশ আমাদের দেশে রয়েছে তাতে যে কাজ আমরা এই টাকা দিয়ে করতে চাই সেই কাজ করা খুব কঠিন। এটা একটা সংগ্রামের অংশ। এটা কয়েকজন মন্ত্রী বা এম, এল, এর পক্ষে সম্ভব নয়। এই ত্রিপুরার ২০ লক্ষ মানুষকে যদি সেই সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করাতে পারি তাহলে বাজেট সার্থক করতে পারব।

মাননীয় সদস্য জমাতিয়া বলেছেন যে পুলিশের একস্পানসান হচ্ছে এই বাজেটে। অথচ তারা নিজেরাই বলেছেন যে সন্ত্রাসবাদীরা কাজ করছে, সেই সব জায়গায় পুলিশের হস্তক্ষেপ কম। তা হলে পুলিশ যদি না বাড়ানো যায় তা চলবে কি করে ? আজকে কিছু

কিছু রাস্তা হয়েছে, তাতে জীপ চলে---পুলিশ যদি কোন ঘটনার রিপোর্ট পায় তাহলে এখন অল্প সময়ের মধ্যে সেই জায়গায় যেতে পারবে। আজকে আমরা যে অবস্থায় তাতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ গাড়ী নেই। দাঙ্গার সময় আমাদের কত গাড়ী ভাড়া করতে হয়েছে। আজকে গাড়ী নেই। এক দুই মাইল দূরে যে সব ঘটনা ঘটছে সেই সব জায়গায় ইচ্ছা করলেই গিয়ে পোঁছা যায় না। সেজন্যও টাকা বরাদ্দ করতে হবে। পোস্ট মর্টেম আমরা করতে পারিনা, কলকাতায় পাঠিয়ে দিতে হয়। যার ফলে মামলা বিলম্বিত হয়। তারপরেও মাননীয় সদস্যরা বলছেন যে একস্‌পানসান হচ্ছে। আরও একস্‌পানসান করা দরকার।

ক্যাটল্ লিফটিং সম্পর্কে আমরা বি, এস, এফ কে বলেছি এবং আমাদের দিক থেকে যা করার তা আমরা করছি। মাননীয় সদস্য জমাতিয়া জুডিসিয়ারী সম্পর্কে বলতে চেয়েছেন জানি না, তবে মনে হয় তিনি এই লিগেল এড দেওয়া পছন্দ করছেন না। আজ সুপ্রীম কোর্ট বলছে যে কোন লোক গরীব হয়ে আছে বলে যেন বলতে না পারে যে আমি বিচার পেলাম না। সেজন্য বামফ্রন্ট সরকার হচ্ছে সারা ভারতে প্রথম সরকার যারা প্রথম থেকেই এটা মেনে নিয়েছেন এবং লীগেল এড কমিটি গঠন করেছে, প্যানেল অব লয়ারস্ করেছে। অথচ গ্রামের লোকেরা এর সম্পূর্ণ সুযোগ নিতে পারছে না। তাতে হয়ত কিছু কিছু গলদ আছে। এই যে এতবড় একটা রায়ট হলো, আমরা বলছি যে জামিন নেওয়ার জন্য কোন উকিল নেওয়ার দরকার নেই। মামলা চলা কালে যদি বলে হাকিমের কাছে যে পয়সা নেই, সমগ্র খরচ আমরা বহন করব মাননীয় সদস্যরা বলবেন গ্রামের লোকদের যে যত টাকাই লাগুক না কেন যদি তারা বলেন যে মামলা চালানোর টাকা পয়সা আমাদের নেই, প্যানেল অব লয়ার থেকে তারা লয়ার বেছে নিতে পারেন। বামপন্থী লয়ার নিতে হবে এমন কথা নেই। তারপর বলা হয়েছে যে আমাদের কোর্টগুলি নীচের তলায় না বাড়িয়ে উপর তলায় বাড়ানো হচ্ছে। মাননীয় সদস্য জানেন যে সব আপীলের জন্য আগরতলায় আসতে হয়। সে জন্য অনেক খরচ হয়রানি যাতে না করতে হয় তার জন্য আমরা এটা করছি। নীচের তলাতেও যেখানে যেখানে দরকার আছে সেখানেও হবে।

মাননীয় স্পীকার, স্যার পে-কমিশন সম্পর্কে মাননীয় সদস্য নগেন বাবু বলেছেন, এটা আমার বক্তৃতার মধ্যেও রয়েছে। আমরা বলেছি, যে কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার জন্য যে টাকা এবং দ্বিতীয় পে-কমিশনের যে সুপারিশ করেছেন তার জন্য যে টাকা আমাদের প্রয়োজন হবে, তার সম্পর্কে তারা কি করবেন, সেটা চূড়ান্তভাবে তারা আমাদেরকে জানান নি। কাজেই এই কথা মনে করার কোন কারণ নাই যে আমরা পে-কমিশনের রি-ওয়ার্ড কার্য্যকর করব না। হাউসকে আমি প্রতিশ্রুতি দিতে পারি যে পে-কমিশনের রি-ওয়ার্ড আমরা পরীক্ষা করছি এবং সেটা আগামী ১৫ই এপ্রিলের মধ্যে সবার হাতে আমরা দিতে পারব। মাননীয় সদস্যরাও যদি চান, তাহলে সেটা তারাও পাবেন। এটা প্রপার্টি অব দি পাবলিক। আমরা আপনাদের মতামতও চাই, কর্মচারীদের মতামত চাই, তারপর আমরা এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে সেই সিদ্ধান্তকে কার্য্যকর করব। মাননীয় সদস্য এ, ডি, সি, সম্পর্কেও কিছু বক্তব্য রেখেছেন। আমাদের মনে হয়, মাননীয় সদস্য, সেদিন হাউসে ছিলেন না যখন আমাদের মাননীয় উপজাতি দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীদশরথ দেব, এ, ডি, সিকে কি কি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তার সম্পর্কে বিবৃতি দিয়েছিলেন। আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব, তিনি যেন তার বিবৃতিটা দেখে নেন। তিনি সেখানে বলেছেন যে সাব-প্লেনে যে সমস্ত সেন্ট্রালি স্পনসর্ড স্কীম আছে, সেগুলি তাদের হাতে দিয়ে দেওয়া হবে এবং সেগুলিতে টাকার পরিমাণ হল ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকার মত। এই টাকাটা আমরা তাদের হাত দিয়েই কাজ করব। তাছাড়া জুমিয়া পুনর্বাসনের যে টাকা আছে, সেটাত আমরা তাদের হাত দিয়ে খরচ করাব। এছাড়া প্রাইমারী স্কুল যেগুলি আছে ঐ এলাকার মধ্যে, যদিও তার পুরা হিসাব এখনও আমাদের হাতে নেই, তাহলে টাকার অংকে তার পরিমাণও কিছু কম হবেনা। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের স্টেটমেন্টের সংগে সেটা মিলিয়ে দেখতে হবে। আমি কিছুটা আশ্চর্য্য হয়ে যাই যখন যে মাননীয় সদস্যরা বলেন যে এখান থেকে কাঁচা রাবার নিয়ে যাওয়া যাবে না, অর্থাৎ ট্রাইবেল এলাকায় যে রাবার আছে, সেই রাবার নিয়ে যেতে

দেওয়া হবে না, ট্রাইবেল এলাকায় বিদ্যুৎ নিয়ে যেতে দেওয়া হবে না, ট্রাইবেল এলাকায় এক্স-রে মেসিন নিয়ে যেতে দেওয়া হবে না। আমি প্রশ্ন করতে চাই যে তারা কি ট্রাইবেল এলাকাকে অন্ধকারে রাখতে চান? তাদের ঐ মিসক্রিয়েণ্ট কার্য্যকলাপ চালু রাখার জন্য। আমরা এ, ডি, সিকে সমস্ত ক্ষমতা দিতে চাই, এটা হচ্ছে একটা ডেভেলপমেণ্ট বডি,, যাতে সমান ভাবে ট্রাইবেল এলাকা এবং নন-ট্রাইবেল এলাকার ডেভেলপমেণ্ট হতে পারে। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের মত, অর্থাৎ ইন্দিরা গান্ধীর সরকারের মত ভারতবর্ষকে কোন এলাকা ডেভেলাপমেণ্ট, কোন এলাকা আন-ডেভেলাপ্ড আবার কোন এলাকা একেবারেই ব্যাক-ওয়ার্ড, এই রকম কিছু চান না। ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে ট্রাইবেল এলাকা বলুন আর নন-ট্রাইবেল এলাকাই বলুন, সবটারই সমান ডেভেলপমেণ্ট চাই। ট্রাইবেল এলাকা এলাকাতেও প্রয়োজনে ইণ্ডাষ্ট্রি যাবে এবং ঐ এলাকার উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় ইন্‌ফ্রাসট্রাকচার যাতে গড়ে উঠতে পারে, তার ব্যবস্থাত আমরা করব। মাননীয় সদস্যরা একতা মনে রাখতে পারেন যে ত্রিপুরাতেও যে টিলা ভূমি আছে, সেই টিলা ভূমি কোন কাজে লাগবে না। আপনাদের নিশ্চয় বেশী দূরে যেতে হবে না, এই আগরতলা শহরের কাছেই নাগিছড়াতে যে কৃষি ফার্ম গড়ে উঠেছে, সেখানে কিছু দিন আগেও আমাদের রাজ্যের গভর্ণর বাগি সাহেব গিয়েছিলেন, এবং তিনি সব দেখে শুনে সার্টিফিকেট দিয়েছেন যে সমগ্র উত্তর পুর্বাঞ্চলের মানুষ এসে দেখে যাক, ত্রিপুরাতে হর্টিকালচার সেণ্টারে তারা কি করছে? সেই চিঠিখানি আপনারা অবশ্যই পড়ে দেখতে পারেন, এটা আমাদের এ্যাক্জিবিশনে রাখা হয়েছিল। মাননীয় সদস্যরা সম্ভবতঃ ভুলে গেছেন যে সারা ভারতের মধ্যে ত্রিপুরা হচ্ছে ২০ লক্ষ লোকের একটি রাজ্য কিছুদিন আগে কলকাতাতে যে কৃষি মেলার আয়োজন করা হয়েছিল, তাতে আমাদের এই ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরাও অংশ গ্রহণ করেছিল, এবংআমাদের মণ্ডপ দেখে অনেকে অনেক রকম আলাপ আলোচনা করেছেন, ওরা আমাদের বিষয়ে অনেক অনুসন্ধান করেছেন। তারা আমাদের কৃষি দপ্তরের অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানতে চেয়েছেন যে আপনারা এসব কি করে করলেন? সেখানে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী এসেছিলেন, তিনি সব দেখে শুনে এত মুগ্ধ হলেন যে যাওয়ার সময় একটা সার্টিফিকেট দিয়ে গেলেন। ত্রিপুরা আর্ট, অনেকে দেখে বলেছেন যে এই রকম আর্ট সারা ভারতের মধ্যে আর কোথাও চোখে পড়ে না। আবার অনেকে সন্দেহ করে বলছেন যে নিশ্চয় এর মধ্যে জোড়া থাকতে পারে, কিস অনুসন্ধান করে যখন জানলেন যে সত্যি কোন রকম জোড়া নাই, তখন সত্যি ত্রিপুরার আর্টের কার্য্য কুশলতা দেখে মুগ্ধ হলেন। কারণ তারা নাকি এই রকম কল্পনাও করতে পারেন না। শুধু আর্টের কথাই নয়। কেন আমাদের মণ্ডপ সেকেণ্ড হয়েছে? ২০ লক্ষ লোকের রাজ্য বলে? তা তো নয়, সারা ভারতে আরও তো অনেক রাজ্য আছে, যেগুলির লোক সংখ্যা ৫ থেকে ৮ কোটি পর্য্যন্ত হতে পারে, সেগুলিতে মাথা পিছু কি প্রগতি হয়েছে? কৃষকের মাথা পিছু কত টাকা আয়ের ব্যবস্থা আমরা করতে পেরেছি? তারাই তো মনে করছে যে এই দিক থেকে ত্রিপুরা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করতে পারে। মাননীয় সদস্যরা বলেছেন আমরা অফিসারদের পরামর্শ নেই না, আমাদের সরকার চালাতে হলে তাদের পরামর্শ দিতে হবে, আর তা না হলে আমরা এই জায়গায় পৌছতে পারতাম না। তারপরে বলেছেন ট্রাইবেল রেষ্ট হাউস সম্পর্কে। আমরা দাবী করছি না যে ট্রাইবেল রেষ্ট হাউস যে রকম হওয়া দরকার সেই রকম আমরা করতে পেরেছি। বিশেষ করে আগরতলায় যে ট্রাইবেল রেষ্ট হাউস করার কথা আমরা চিন্তা করছি, কৃষ্ণনগর এবং জি বি, এলাকাতে । জি, বিতে রোগী নিয়ে অনেক ট্রাইবেলদের আসতে হয় এবং তাদের সেখানে থাকার একটা ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন তাই আমরা জি, বি, এলাকায় একটা ট্রাইবেল রেষ্ট হাউস করার চেষ্টা করছি। মাননীয় ট্রাইবেল দপ্তরের মন্ত্রি এক্ষুনি আমাকে বললেন যে সেটার কাজ নাকি আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। তবে এটা স্বীকার করতে হয়, যে আমরা যতটা অগ্রসর হতে চেয়েছিলাম, ঠিক ততটা অগ্রসর হতে পারিনি। কিন্তু সেই সঙ্গে এই প্রশ্নও স্বাভাবিক ভাবে আসে যে আগে কি ছিল? সাব্রুমে একটা রেষ্ট হাউস করা হয়েছে, তাতে ইউটেনসিল থেকে যা কিছু প্রয়োজনীয়, সবই রাখা হয়েছে বলতে গেলে বলতে হয়, যে সেটা

ওয়েল কেয়ার্ড। তাই বলছিলাম, যে এটা কোন দাবী হতে পারে না, যে ট্রাইবেল এলাকায় কোন রাস্তা যাবে না, লাইট যাবে না, বা টিউব ওয়েল করা যাবে না। তারপরে গোমতি সম্পর্কে যেটা বলেছেন, গোমতি হাইডেল প্রজেক্ট করে নাকি আমরা ভুল করেছি, সর্বনাশ হয়ে গেছে। তার ফলে নাকি ত্রিপুরার শক্তি ক্ষুন্ন হয়ে গেছে। আজকে যদি পিছনে তাকিয়ে দেখেন, তাহলে দেখবেন যে পরিকল্পনার মধ্যে ত্রুটি ছিল, সেই ত্রুটি কেন হল, কারা তার জন্য দায়ী, এই সম্পর্কে আমরা উত্তর দিতে পারব না। কারণ এটা যাদের আমলে হয়ে গেছে, তাদেরকে আপনারা জিজ্ঞাসা করে নিতে পারেন, কারণ আপনারা তাদেরকে জানেন। তা সত্বেও এটুকু বলতে পারি যে গোমতি হাইডেল প্রজেক্ট হওয়াতে আমরা এমন একটা জায়গাতে এসেছি যে বিদ্যুৎ বিভ্রাট, আমাদের এখানে সব চাইতে কম হয়। দিল্লী যেটা নাকি ভারতের রাজধানী এবং অন্তত ডেভেলাপড সেখানে ৪ ৫ দিন এক নাগাড়ে অন্ধকারে থাকতে হয়। সেই তুলনায় আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে কম বিদ্যুৎ বিভ্রাট রয়েছে। তারপর মহারাণী ব্যারেজ, মাননীয় সদস্যরা জানেন যে বিদ্যুৎ বিভ্রাট যেটুকু আছে, তা দূর করার জন্য আমরা এই বাজেটেই অর্থ বরাদ্দ রেখেছি। আশা করি যে আমাদের গ্যাস ভিত্তিক থার্মাল প্লেন্ট হয়ে গেলে, আগামী দুই বছরের মধ্যে আমাদের যেটুকু ঘাটতি আছে, সেটুকু পূরণ হয়ে যাবে। মহারাণীতে ব্যারেজ হচ্ছে, সেখানে ব্যারেজ হলে কিছু ট্রাইবেল এলাকার উপকার হবে আবার কিছু নন-ট্রাইবেল এলাকার উপকারও হবে। কিন্তু তা কেন হবে? ট্রাইবেল এলাকায় যা হবে, তা কেন নন ট্রাইবেল এলাকার উপকারে আসবে? কাজেই এটাকে খানচান করে দাও। কিন্তু আমি বলি এই রকম কিছু হতে পারে না। যে এলাকায় যা কিছু হবে, সেই এলাকার লোকেরা তো এর দ্বারা উপকার পাবেই অন্য এলাকার লোকের যদি তা দিয়ে উপকার করা যায়, তাহলে তার ব্যবস্থাও আমাদের করতে হবে। কাজেই সেখানে ব্যারেজ তৈরী হয়ে গেলে, ব্যারেজের মধ্যে জল সংরক্ষণ করে বিভিন্ন এলাকার যে চাষযোগ্য জমি আছে, তাতে জল সেচের ব্যবস্থা করা যাবে, সেটা কিছুটা ট্রাইবেল এলাকা হতে পারে, আবার কিছুটা নন-ট্রাইবেল এলাকাও পড়তে পারে। সেই ব্যারেজের মধ্য দিয়ে কিছু পরিমান বিদ্যুৎ উৎপাদন করার ব্যবস্থাও থাকবে।

ভিজিলেন্স ইনকোয়ারী কমিশন সম্পর্কে একটা কাট মোশান এনেছেন মাননীয় সদস্য দ্রাউ কুমার রিয়াং এখানে নেই তবু আমি মাননীয় সদস্যকে আমি বলতে চাই ভিজিলেন্সকে আমরা কিছুটা শক্তিশালী করেছি। বহু কেস ভিজিলেন্সে গিয়েছে তদন্ত হচ্ছে এই সব নিয়ে মাননীয় সদস্যদের প্রশ্নের উত্তর অফিসে দেওয়া হয়েছে। এবং আমি এই বিষয়ে বলতে পারি আমাদের সরকারের কাছে কি অফিসার, কি কর্মচারী, কি ঠিকাদার যে কোন লোক সম্পর্কে যে কোন মানুষ তথ্য দিয়ে কোন খবর জানালে এমন কি বেনামী চিঠি দিয়েও তথ্য জানালে সঙ্গে সঙ্গে আমরা সেগুলি তদন্ত করে দেখি ও তদন্তের ফলাফল আমরা কাজে লাগাই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :---পশু দপ্তর সম্পর্কে?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :---হ্যাঁ, পশু দপ্তর সম্পর্কেও আমরা তদন্ত করছি এবং তদন্ত শেষ হলে আমরা তদন্তের ফলাফল প্রকাশ্যে কাগজে জানিয়ে দেব, মাননীয় সদস্যগণ এবং জনসাধারণ সেগুলি জানতে পারবেন। শিক্ষা মন্ত্রী অসুস্থ---শিক্ষা মন্ত্রীর পক্ষ থেকে আমি দুই একটি কাট মোশনের উপর মাননীয় সদস্য দ্রাউ বাবুকে বলতে চাই যে তিনি বলেছেন যে ছাত্ররা ষ্টাইপেণ্ড দেরীতে পায় বিশেষ করে শিলং এর ছাত্ররা। এই ব্যাপারে আমরা নজর দিয়েছি যাতে তারা সময় মত ষ্টাইপেণ্ড পায়। চাইল্ড ওয়েলফেয়ারের ব্যাপারে বলা হয়েছে সেখানে যাতে ট্রাইবেল ছেলে মেয়েরা আরও সুযোগ পায় সেজন্য ট্রাইবেল মিনিষ্টার এবং শিক্ষা মন্ত্রী সেদিকে নজর দিবেন। এর একটা বিষয়ে বলেছেন---ট্রিপল ইনজেকশান সম্পর্কে যেটি শুধু আগরতলাতেই দেওয়া হয়। সেই সম্পর্কে বলা হয়েছে যাতে সেই ইনজেকশান ট্রাইবেল এলাকাতেও দেওয়া হয়। এটা খুব ভাল প্রস্তাব বলে আমি মনে করি। আমি মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীকে বলব সেই ইনজেকশান যাতে বাইরে বিশেষ করে ট্রাইবেল এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং অসুবিধা হলে যাতে মোবাইল ইউনিট করেও সেই ইনজেকশান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। আমি মাননীয় সদস্য দ্রাউ বাবুর সঙ্গে আমি একমত যে সেটি ট্রাইবেল এলাকায় নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। তেমনি টিচার্স সম্পর্কে বলেছেন যে

ট্র্যান্সফার ইত্যাদি ক্ষেত্রে এইগুলি অধিকাংশ মামলা মোকদ্দমায় আটকা পরে আছে। মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী আজকে একটা প্রাইমারী শিক্ষক নিযুক্ত করতে পারছেন না আদালতের আদেশে। এর ফলে দীর্ঘ দিন যাবত অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। আদালত আদেশ দেবেন ঠিকই কিন্তু সেই আদেশের ফলে ৬ মাস এক বছর কোন একটা দপ্তর কোন কর্মচারী নিযুক্ত করতে পারবেন না সেটা সব চেয়ে দুঃখজনক ঘটনা। আদালত---সে যে কোন পর্য্যায়ের আদালতই হোক না কেন আমি অনুরোধ করব এই সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করতে সরকারী কাজে বাধা সৃষ্টির জন্য মামলা করে বিভিন্ন মহল থেকে কোর্ট যে তাদের প্রশ্রয় দেবেন না। সরকার, কোর্ট এবং আমাদের পুলিশ তারা একই সরকারের অংশ একটা স্টেটট মিশনারীর অংগ তার মধ্যে এই বিধান সভাও আছে। এই তিনটা আর্ম যদি এক সঙ্গে কাজ না করে তাহলে সরকারী প্রশাসন অচল হতে বাধ্য। কাজেই আইন যারা তৈরি করেন প্রশাসন যারা চালান তারা পরস্পর পরস্পরের সহযোগিতা করে জন-সাধারণের সেবা করার জন্য আমরা যে সব পরিকল্পনা নেই সেগুলি রূপায়নের জন্য সাহায্য করবেন বলে আমি আশা করি। মাননীয় স্পীকার স্যার, তারপর আরও দুই একটি কথা বলেছেন---স্কুলগুলিতে টিচার্স নাই, স্কুল ঘর রিপিয়ার করা হয় না ইত্যাদি। আমি আশা করছি এখন ই, ডি, সি কাজ করবে এবং আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব এবং এখানে আগেও বলা হয়েছে যে আপনারা ছেলেদের বলবেন যাতে কোন স্কুল ঘরে আগুন না লাগে এবং আমরা বাঙ্গালী (ইন্টারাপশান) এই সব ঘটনা না ঘটে এই দিকে নজর রাখতে হবে তাহলে আমরা আমাদের যে কর্মসূচী নিয়েছি তাকে আরও ভালভাবে রূপায়িত করতে পারব। মাননীয় সদস্যদের জানাচ্ছি যে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে টাকা আমরা চেয়েছিলাম তা থেকে দুই কোটি টাকা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই ব্যাপারে মাননীয় সদস্যদের জানাতে চাই যে শুধু ছন দিয়ে মেরামত করতে গেলেই ২০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। এবং চেয়ার টেবিলের কথাতো কল্পনাও করিতে পারি না। আগে একটি বেঞ্চ তৈরী করতে ২৫ টাকা লাগত আজ সেই রকম একটা বেঞ্চ তৈরী করতে দেড়শ টাকার কম হবে না। কাজেই আমাদের শিক্ষা খাতের টাকা শ্রীমতী গান্ধী যদি এই ভাবে কমিয়ে দেন তাহলে আমাদের স্কুল কলেজ বন্ধ করে বসে থাকতে হয়। কিন্তু সেই নীতিতে আমরা চলতে পারি না সেজন্য আমাদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে ত্রিপুরার জনসাধারণের জন্য এবং ত্রিপুরার শিক্ষার উন্নতির জন্য। মাননীয় এই বক্তব্য রেখে আমি মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যদের বলব যে আপনারা আপনাদের কাট মোশানগুলি প্রত্যাহার করুন এবং হাউসকে বলব যে বিনা কাট মোশনে আপনারা ডিমাণ্ডগুলি গ্রহণ করুন।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী।

কক-বরক

শ্রীদীনেশ দেববর্মা, মন্ত্রী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, অর ডিমাণ্ড নং ২৭ এস, আর নি কামনি বিরুদ্ধে বীলাই খীলাইনাইরগ যে অভিযোগ তুবুমানি যে আপত্তি তুবুমানি, আব ত্রিপুরা রাজ্যনি জনসাধারণনি স্বার্থে মারাত্মক বিপদজ্জনক। কারণ, যেখানে ত্রিপুরা রাজ্যঅ শতকরা ৮৫ ভাগ আঁংখা বিগীরা। বামফ্রন্ট সরকার নাইঅ পঞ্চায়েৎ নি মাধ্যমে, বিগীরা বরকনি থানি যুব তাড়াতাড়ি যে সমস্ত সাহায্য আব সগীইরী নানি এবং বররক ন বারি-রীনানি। কিন্তু এই এস, আর ই, পি নি বিরুদ্ধে বরক যে কাট মোশান তুবুমানি আব ত্রিপুরা রাজ্য নি ২০ লক্ষ বরকনি স্বার্থে এবং ত্রিপুরা রাজ্যনি বিগীরা বরকনি স্বার্থে বনি কাট মোশান নি তীব্র বিরোধীতা খীলাইঅ। কারয় বাথানে আংনাইয়া যে ১ কোটি ৬০ লক্ষ ৫০ হাজার। এই রাং বিগীরা বরক নি বাগীই খুব বেশীয়া। কারণ কেন্দ্রীয় সরকারনি আগে যেখানে ফুড ফর ওয়ার্ক নি রাং অগকাইঅ আফুরু অনেক রাং অগকাইঅ। যেখানে কংগ্রেস নি আমল বরক মায় আচায়া থীই অ বামফ্রন্ট অগছই মানি লগে লগে এই সমস্ত বিগীরা বররক নি জাগ অ কে, পাহারী এলাকা, নক জুমিয়া এলাকা, কি বস্তি এলাকা চাঙ প্রত্যেকটি জাগাঅ সংস্থাব খীলাই

মানখা এবং তাবুক যে ভাবেঅ দোক বিভিন্ন দপ্তরনি মাধ্যমে এই বিগীরা বরক সাহায্য বী বীনানি কাজ চালক তংগ।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আপনি পরবর্তী সময়ে সুযোগ পাবেন।

বঙ্গানুবাদ

মাননীয় স্পীকার স্যার,

এখানে ডিমাণ্ড নং ২৭ এস, আর এর কাজের বিরুদ্ধে যুবসমিতির পক্ষ থেকে যে অভিযোগ আনা হয়েছে, যে আপত্তি আনা হয়েছে এটা ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণের পক্ষে মারাত্মক কারণ যেখানে ত্রিপুরা রাজ্য শতকরা ৮৩ ভাগ লোক হলেন দরিদ্র। বামফ্রন্ট সরকার চায় পঞ্চায়েতের মাধ্যমে দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের কাছে সমস্ত রকমের সাহায্য খুব তাড়াতাড়ি পেঁাছে দেন এবং তাদের বাঁচাতে. কিন্তু এই এস, আর, ই, পি র বিরুদ্ধে যে কাট মোশান এখানে আনা হয়েছে তা এই সকল গরীব শ্রেণীর অর্থ ত্রিপুরার ২০ লক্ষ মানুষের স্বার্থে আমি এর তীব্র বিরোধীতা করছি, কারণ যেখানে আমি চেয়েছি ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা, এটা গরীব মানুষের কল্যাণের পক্ষে খুব বেশী নয়। কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের ফুড ফর ওয়ার্ক এর সমস্তও অনেকটা আমাদের হাতে এসেছে। যেখানে কংগ্রেসের আমলে মানুষ না খেয়ে মরেছে, সেখানে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরেই সমস্ত দরিদ্র এলাকায় কি পাহাড়ী এলাকা, কি জুমিয়া এলাকা, কি বস্তী এলাকা যদিও সব এলাকায় পরিপূর্ণ সংস্থান আমরা করতে পারি নি তথাপি সর্বত্র এ ধরনের সাহায্য পেঁাছে দেবার লক্ষে বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে সাহায্যের কাজ চলছে।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আপনি পরবর্তী সময়ে সুযোগ পাবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় মন্ত্রী আজ আমাদের সময় শেষ হয়ে গিয়েছে। আপনি আগামী কাল বক্তব্য রাখার সুযোগ পাবেন। অধিবেশন আগামী শুক্রবার, ২৬শে মার্চ ১৯৮২ ইং, বেলা ১১ ঘঃ পর্য্যন্ত মুলতবী রইল।

ANNEXURE—"A"

Admitted Starred Question No. 11 By—Sri Kshae Mbjumder

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Panchayat Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। পঞ্চায়েত সমিতি আইন রাজ্য বিধানসভায় দীর্ঘদিন আগে পাশ হওয়া সত্বেও রাজ্যে পঞ্চায়েত সমিতি গঠন করা হচ্ছে না কেন ?

২। কবে নাগাদ পঞ্চায়েত সমিতি গঠিত হবে বলে সরকার চিন্তা করছেন ?

উত্তর

১। পঞ্চায়েত সমিতি আইন অনুযায়ী সমস্ত নিয়মাবলীর প্রকাশনার কাজ এখানে চূড়ান্তভাবে শেষ না হওয়ায় রাজ্যে পঞ্চায়েত সমিতি গঠন করা সম্ভব হচ্ছে না।

২। আইন অনুযায়ী সমস্ত নিয়মাবলী চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হওয়ার পর সরকার ?

Admitted Starred Question No. 14 By—Shri Badal Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Industry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কত লোকের কাজের সংস্থান হয়েছে :

২। ইহা কি সত্য রাজ্যের বাঁশ বেতের জিনিষ বিদেশে রপ্তানী হচ্ছে;

৩। যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে কোন্ কোন্ দেশে ঐ সমস্ত জিনিস রপ্তানী হচ্ছে ?

উত্তর

১। ১৭,৪৭৬ জন

২। হ্যাঁ,

৩। প্রধানতঃ আমেরিকা, পশ্চিম জার্মানী এবং ব্রিটেনে রপ্তানী করা হয়।

Admitted Starred Question No. 18 By—Shri Khagen Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনে ত্রিপুরার বিভিন্ন হাসপাতালের জন্য মোট কয়টি এম্বুলেন্স আছে; এবং

২। এর মধ্যে কয়টি সচল অবস্থায় আছে ?

উত্তর

১। ত্রিপুরার বিভিন্ন জেলা হাসপাতাল, মহকুমা হাসপাতাল, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং ভি. এম. হাসপাতাল সহ মোট ৪৭টি এম্বুলেন্স এবং ইউনিসেফ এর গাড়ী আছে।

২। ৩৪ টি সচল অবস্থায় আছে।

Admitted Starred Question No. 23 By—Shri Nagedra Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। নগরাই বাজারের ডিস্পেন্সারীটি সরিয়ে নেওয়ার কারণ কি ?

২। উক্ত ডিসপেনসারীটি পুনরায় নগরাই বাজারে নিয়ে আসার কোন উদ্যোগ নেয়া হয়েছে কি না ?

৩। না হইলে, তার কারণ ?

উত্তর

১। নগরাই বাজারের ডিসপেনসারীটি সরিয়ে নেওয়ার কোন তথ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের জানা নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 33 By—Shri Keshab Majumdre

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Publicity Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বামফ্রন্ট সরকার চার বছরে প্রচার ব্যবস্থার উন্নয়ন ও গ্রামীণ সংস্কৃতি বিকাশে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

২। গৃহীত ব্যবস্থাদির ফলে রাজ্যের কত শতাংশ অধিবাসীর নিকট বিভিন্ন খবর পোঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে?

উত্তর

১। গত চার বছরে বামফ্রন্ট সরকার প্রচার ব্যবস্থার উন্নয়নে যা যা ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন, তা হল:

ক) সমগ্র প্রচার যন্ত্রকে গ্রামস্তর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া এবং এ লক্ষ্যে পৌছাতে গ্রামীণ জনগণকে প্রচার ব্যবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপন করানো।

খ) প্রচার মাধ্যমগুলির বিকেন্দ্রীকরণ।

গ) গণ মাধ্যম হিসাবে সরকারী পত্রিকার প্রকাশন।

ঘ) দুর্গম গ্রামাঞ্চলে-ও রেডিও'র সুযোগ সম্প্রসারণ।

ঙ) সংস্কৃতিচর্চার ব্যাপক প্রসার করে গ্রামীণ সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন।

চ) গ্রামাঞ্চলের মানুষের জন্য ছোট ছোট তথ্যকেন্দ্র স্থাপন ইত্যাদি।

একইভাবে গ্রামীণ সংস্কৃতির বিকাশে বামফ্রন্ট সরকার গত চারবছরে (১) বিভিন্ন গ্রামে মোট ১৯৬টি লোকরঞ্জন শাখা স্থাপন করেছেন।

২) যাত্রা গানের পুনরুজ্জীবন ও প্রসার সাধনের লক্ষ্য।

৩) মহকুমা শহরে ড্রেস ব্যাঙ্ক স্থাপন করেছেন।

৪) হাজার হাজার অবজ্ঞাত ও অজ্ঞাত গ্রামীণ শিল্পীকে লোকরঞ্জন শাখার মাধ্যমে শিল্পীর সম্মান প্রদান করেছেন।

৫) ব্লক-ভিত্তিক, মহকুমা-ভিত্তিক ও রাজ্য-ভিত্তিক লোকসংস্কৃতির প্রতিযোগিতা ও লোকসংস্কৃতি উৎসবের আয়োজন করে এ রাজ্যের অগণিত শিল্পীকে উৎসাহ দিয়েছেন।

৬) আর্থিক সাহায্য দিয়ে গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যাপক প্রসার সাধন করেছেন।

এব্যাপারে সঠিক তথ্য দেওয়া সম্ভব নয়। তবে, বামফ্রন্ট সরকার বিশ্বাস করেন রাজ্যের প্রতিটি মানুষ এমন কি দুর্গম অঞ্চলের অশিক্ষিত ও অতি দরিদ্র মানুষও কোন না কোনভাবে সরকারের জনসংযোগ কাজের সংস্পর্শে এসেছেন।

Admitted Starred Question No. 34 By—Shri Faizur Rahaman.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Publicity Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর মহকুমার কালাছড়া কুর্তি, কদমতলা ও মহেশপুর বাজারে তথ্যকেন্দ্র খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

২। না থাকিলে কারণ?

উত্তর

১। নাই।

২। মহকুমা স্তরে তথ্যকেন্দ্র আগেই খোলা হয়েছিল। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে ও রাজ্যের ব্লক পর্যায়ে একটি করে তথ্যকেন্দ্র খোলেছেন। কাজেই বর্তমান আর্থিক সংকটের মধ্যে নতুন কোন তথ্যকেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা সরকারের নেই।

Admitted Starred Question No. 52 By—Shri Khagen Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় মোট কতটা ইটের ভাঁটা ছিল; এবং

২। ১৯৭৮-৭৯ সাল হইতে ১৯৮১-৮২ সাল পর্য্যন্ত নতুন কয়টা ইটের ভাঁটা খোলা হইয়াছে।

উত্তর

১। ৪০টি।

২। ১৯৭৮-৭৯ইং সন হইতে ১৯৮২ইং সনের ১২ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত মোট ১২৯টি নতুন ইটের ভাঁটা খোলা হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 68 By—Shri Faizur Rahaman.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যের কোন কোন ব্লকে কত রিংওয়েল বসানো হয়েছে এবং উক্ত রিংওয়েল ও টিউবয়েলগুলির মধ্যে চালু অবস্থায় কয়টি এবং অকেজু অবস্থায় কয়টি।

২। যদি অকেজু রিংওয়েল, টিউবওয়েল থাকে তাহলে মেরামত না হওয়ার কারণ কি?

উত্তর

সর্ব্বশেষ তথ্য সংগ্রহানুযায়ী

১। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যের ব্লক ভিত্তিক টিউবওয়েল, রিংওয়েল বসানোর হিসাব (সংখ্যা) নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

দক্ষিণ ত্রিপুরা ব্লকের নাম	টিউবওয়েলের সংখ্যা	রিংওয়েলের সংখ্যা
(১) উদয়পুর	৬০২	১৪৩
(২) অমরপুর	৩৬১	১১১
(৩) রাজনগর	৪৭০	১৩৭

(৪) সাব্রুম	৫২৯	২০৬
(৫) উদয়নগর	৫	৩৯
(৬) বগাফা	৪৭০	১৪৬
	২,৪৪৫	৭৮২

পশ্চিম ত্রিপুরা

ব্লকের নাম	টিউবওয়েলে সংখ্যা	রিংওয়েলের সংখ্যা
(৭) জিরানীয়া	৭২২	১৬০
(৮) তেলিয়ামুড়া	৪৯২	১৪৬
(৯) মোহনপুর	৬৮৯	২১৪
(১০) খোয়াই	৫৪০	১১৫
(১১) মেলাঘর	৬১৬	১৬০
(১২) বিশালগড	৮১৮	১৩৭
	৩৮৮০	৯৩২

উত্তর ত্রিপুরা

(১৩) সালেমা	১৯৪	১৩৮
(১৪) ছামনু	১২৬	১১৬
(১৫) পানিসাগর	৩৪০	১৩৭
(১৬) কাঞ্চনপুর	১	১০৭
(১৭) কুমারঘাট	৪০৩	১১৪
	১,৩৬৪	৬১২
সর্ব্বমোট—	৭,৬৮৯	২,৩২৬

উক্ত টিউবওয়েল ও রিংওয়েলগুলির মধ্যে সবগুলিই চালু রাখার সরকারী ব্যবস্থা আছে। তবে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে উহার একটা অংশ সব সময়ই অকেজো থাকে এবং মেরামত ও হইতে থাকে।

২। রাজ্যের ভিবিন্ন জায়গায় সবসময়ই রিংউয়েল ও টিউবওয়েল একটা অংশ অকেজো অবস্থায় থাকে এবং প্রয়োজন ভিত্তিক এসমস্ত রিংওয়েল ও টিউবওয়েলগুলি মেরামত হইতে থাকে। তাই অকেজো রিংওয়েল ও টিউবওয়েলের খবর সরকারের গোচরে আসিলে মেরামতের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে।

Admitted Starred Question No. 83 By—Shri Matilal Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮১-৮২ সালে ক্ষুদ্র শিল্পকে সাহায্য করার জন্য কি পরিমান অর্থের ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে বা হবে বলে আশা করা যায়।

২। এতে কয়টি শিল্প সংস্থা উপকৃত হবে।

৩। কি কি শিল্পের জন্য এই ঋণ ধার্য্য করা হয়েছে।

উত্তর

১। ১৯৮১-৮২ সালে ক্ষুদ্রশিল্প সংস্থাকে সাহায্য করার জন্য ৫০,০০০,০০ টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হইয়াছে। আর ও ২০,০০০,০০ টাকা মঞ্জুর করা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

২। ৫০,০০০·০০ টাকায় ২৪টি শিল্প সংস্থা উপকৃত হইতেছে এবং ২০,০০০·০০ টাকায় ২২টি শিল্প সংস্থা উপকৃত হইবে।

৩। ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প যেমন—Fishing Rods, Polejablin mannfactnring, Bakery, Shoe making Handirrafts Tailoring, Ready made Garments. Steel Trunk, Furniture Cloth Priuting Battery Charging, Candle manufacturing, Cycle Rickshow repairing, Carpentry, Bidi, Automobile Servicing & repairing, Dyeing & Printing ইত্যাদির জন্য এই ঋণ ধার্য্য করা হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 95 By—Shri Gopal Chandra Das, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister in-charge of Community Development Department be please to state :—

প্রশ্ন

১। সারা রাজ্যে এমন কতগুলি অকেজো টিউবওয়েল রয়েছে যেগুলি মেরামতের প্রয়োজন (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

২। টিউবওয়েল মেরামত করার জন্য ৮০-৮১ ও ৮১-৮২ সালে নন প্ল্যান খাতে বাজেটে কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে ?

উত্তর

১। সারা রাজ্যে যতগুলি টিউবওয়েল আছে তাহার মধ্যে একটা পারসেণ্ট সব সময়ই অকেজো অবস্থায় থাকে ও সরকার কর্তৃক মেরামত হইতে থাকে।

২। বাজেটে নন প্লেন খাতে টিউবওয়েল ও রিংওয়েল মেরামতের টাকা একত্রে নির্দ্দিষ্ট করা থাকে তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

জেলার নাম	বৎসর ভিত্তিক টাকা	বরাদ্দের হিসাব
	১৯৮০-৮১	১৯৮১-৮২
পশ্চিম জেলা	২,০০,০০০/-	১,৭৫,০০০/-
দক্ষিন জেলা	২,৯০,০০০/-	২,০০,০০০/-
উত্তর জেলা	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-
ডিভিশন (আগরতলা)	৪,৭৬,০০০/-	৪,৩৫,০০০/-
	১১,১৬,০০০/-	৯,৬০,000/-

Admitted Satrred Question No. 144 By—Shri Mohan Lal Chakma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Industry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। চটকলে মোট কতজন শ্রমিক কাজ করেন ?

২। এর মধ্যে কতজন শিক্ষানবিশী (ও কতজন নিয়মিত) শ্রমিক আছেন,

৩। মফ: স্বল হইতে আগত নিয়মিত শ্রমিকেরা কোয়াটার পাইতেছে কি ?

৪। ১৯৮১-৮২ ইং সনে আর্থিক বৎসরে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত চটকলের মোট কত আয় হইয়াছে ?

উত্তর

১। ১৮৫৯ জন

২। ক) শিক্ষানবীশ—৬৪৫ জন

খ) নিয়মিত শ্রমিক—৯৪৪ জন

৩। ডোরামিটরীতে থাকার বন্দোবস্ত আছে।

৪। ১৯৮১-৮২ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত চটকলের কোন আয় নাই।

Admitted Starred Question No. 147 By—Shri Nagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health and Family Welfare Depatment be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, সোনামুড়া মহকুমার চটবাজার বাজারের সরকারী ডিসপেনসারীর কম্পাউণ্ডার দীর্ঘদিন ধরে অনুপস্থিত আছেন ?

২। সত্য হইলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। এমন তথ্য দপ্তরের জানা নাই।

২। বিষয়টি অনুসন্ধান করিয়া দেখা হইবে।

Admitted Starred Question No. 152 By—Shri Gopal Chandra Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য হাসপাতালগুলিতে এখনও বর্ণ ধর্ম ধনী গরীব ইত্যাদির জাতপাতের ভিত্তিতে চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় ?

২। যদি সত্য হয় তবে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। সত্য নয়। এটি বামফ্রন্ট সরকারের নীতিও নয়।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 161 By—Shri Ratimohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister charge-in the of Health and Family Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। আগামী আর্থিক বৎসরে কিল্লা বাজারে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। না থাকিলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। আগামী আর্থিক বছরে সারা রাজ্যে আরও ৬টি ব্লকে ১টি করিয়া মোট ৬টি ১০ শয্যা বিশিষ্ট প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপনের কাজ হাতে নেওয়ার কথা। মাতাবাড়ী ব্লক এ এই নতুন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি কিল্লায় স্থাপনের বিষয়টি সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 165 By—Shri Makhan Lal Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Relations & Tourism Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যে কতগুলি উপতথ্য কেন্দ্র, লোকরঞ্জন শাখা ও পল্লীবেতার গোষ্ঠীর সেন্টার খোলা হয়েছে,

২। বামফ্রন্ট সরকার আসার পূর্বে উহার সংখ্যা কত ছিল,

৩। এই সেন্টারগুলির স্পষ্টভাবে পরিচালনার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন,

৪। ইহা কি সত্য যে সরকারী বিল বা অনুদান সময়মত না পাওয়ায় অনেকগুলি সেন্টারে অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে?

এবং

৫। সত্য হলে তাহার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কি ?

উত্তর

বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যে যে যে কেন্দ্রগুলি খোলা হয়েছে তা' নিম্নরূপ :

১। পল্লীবেতার গোষ্ঠী—	২৯৭ টি
২। লোকরঞ্জন শাখা—	১৯৬ টি
৩। উপতথ্য কেন্দ্র—	৩৬৭ টি

আশা করা যাচ্ছে চলতি আর্থিক বৎসরের মধ্যে আরো ২৯ টি পল্লীবেতার গোষ্ঠী, ৫৮ টি উপতথ্য কেন্দ্র এবং ২১ টি লোকরঞ্জন শাখা খোলার কাজ সম্পন্ন হবে।

২। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পূর্বে অচল ও অসংগঠিত অবস্থায় ২৪৫ টি লোকরঞ্জন শাখা, ১৫১ টি উপতথ্যকেন্দ্র ছিল, যার কোন অস্তিত্ব খুজে পাওয়া যায় নাই। ৭৩৫ টি অসংগঠিত পল্লীবেতার গোষ্ঠী ও ছিল।

৩। ক) গাঁওসভা সহ প্রতিটি পল্লীবেতার গোষ্ঠী, উপতথ্য কেন্দ্র, লোকরঞ্জন শাখা পরিচালনার জন্য ১ টি করে কমিটি আছে। কমিটির আহ্বায়ক ও সদস্যরা কেন্দ্র গুলির পরিচালন ব্যবস্থার তদারকি করে থাকেন।

খ) মহকুমা ও ব্লক স্তরে দপ্তরের যেসব কর্মী রয়েছেন তারাও এইগুলির তদারকি করেন।

গ) লোকরঞ্জন শাখার পরিচালনায় ও মাঝে মাঝে অনুষ্ঠান করার জন্য সরকার থেকে অনুদান দেওয়া হয়।

পল্লীবেতার গোষ্ঠীর সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য নির্ধারিত সময়ের পরে রেডিও সেটের জন্য বেটারী সরবরাহ করা হয়ে থাকে এবং মাসিক ১০ টাকা করে আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়।

উপতথ্যকেন্দ্রের জন্য পত্রিকা ও মাসিক অনুদান দেওয়া হয়ে থাকে।

৪। এমন তথ্য নাই—

৫। নিশ্চয়ই,

Admitted-stared Question No. 188.

By—Shri Makhanlal Chakıabourty

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Industry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর শিল্পদপ্তর কোন ব্লকে কতটি কুটির শিল্পের, সেন্টার করেছেন (যেমন তাঁত, বাঁশবেত, চরকা ইত্যাদি ব্লক ভিত্তিক হিসাব);

২) ইহা কি সত্য যে তেলিয়ামুড়া ব্লকে আজ পর্য্যন্ত এই ধরনের কোন সেন্টার খোলা হয় নাই;

৩) না হয়ে থাকলে তার কারণ কি?

উত্তর

১, ২ এবং ৩) তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted-unstared Question No. 3.

By—Shri Keshab Majumder

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Community Development Department be pleased to state—

ANNEXURE—"B"

প্রশ্ন

১। ১৯৮১-৮২ আর্থিক বর্ষে এন, আর, ই, পি ও এস, আর, ই, পিতে কত শ্রমদিবস সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে?

২। উক্ত দুটি প্রো গ্রামে ধার্য্য বরাদ্দের মধ্যে কত খরচ হয়েছে? এবং কি কি উন্নয়ণ মুলক কাজ করা সম্ভব হয়েছে?

৩। ১৯৭৯-৮০ ইং সনের ফুড ফর ওয়ার্ক কর্মসূচীর সাথে এন. আর, ই, পি ও এস, আর ই, পি কর্মসূচীর উন্নয়ন মূলক কাজের তুলনা মূলক হার কি?

উত্তর

১। ১৯৮১-৮২ সালে (ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত) এন আর, ই, পি ও এস, আর, ই, পিতে যথাক্রমে মোট ১১,৪১,৫০০ শত ও ২১,০৩,৬০০ শ্রমদিবস সৃষ্টি করা সম্ভব হইয়াছে।

২। ১৯৮১-৮২ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত এন, আর. ই, পি ও এস, আর ই, পিতে যথাক্রমে মোট ৯০,১৫,৩০০০ টাকা এবং ১,৪১,৮১,৭০০ টাকা খরচ খরচ করা হইয়াছে।

উক্ত দুটি প্রকল্পে যথাক্রমে নিম্নলিখিত উন্নয়ন মূলক কাজগুলি করা সম্ভব হইয়াছে।

ক্রমিক সংখ্যা	কাজের নামের তালিকা	এন, আর, ই, পি	এস, আর, ই, পি
১	২	৩	৪
১।	নতুন রাস্তা তৈয়ারী	১৬৫৩·১৮১ কি. মি	৭৯৮·০৬৩ কি. মি.
২।	পুরাতন রাস্তা সংস্কার ও মেরামত	৩৫৮·১৪৪ কি. মি.	৬৬১.০৩ কি. মি.
৩।	পুকুর খনন	৮০ টি	৮ টি ২৭৫ হেঃ
৪।	খেলার মাঠ নির্মাণ ও সংস্কার	৪৩ টি	৫৭ টি
৫	স্কুল ঘর তৈয়ারী	৭০ টি	৭ টি
৬।	বাজার সংস্কার	১৬ টি	৬ টি
৭।	কাঁচা কূপ খনন	১৫০ টি	৯৩১ টি
৮।	রিজার্ভার	২৭ টি	১১৯ টি
৯।	অফিস প্রাঙ্গন সংস্কার ও উন্নত করা।	১ টি	৮ টি
১০।	জল সেচের ব্যবস্থা	৪৪১·৬৮ হেঃ	—
১১।	বণ্যানিয়ন্ত্রণ বাঁধ	৫০ টি	—

১২ ।	জমির উন্নতির জন্য নালা খনন ।	৭২ কি. মি.	৬৭ কি মি.
১৩ ।	সয়েল এণ্ড ওয়াটার কনজারভেসন্	৪৯৫.৫০ হে:	—
১৪ ।	পঞ্চায়েত গ্রন্থাগার	১০ টি	—
১৫ ।	বাগান সংস্কার	৭৩.৫০ হে:	—
১৬ ।	কালচারেল অপারেশন	—	২৪১৩.৬০ হে:
১৭ ।	মৌসুমী বাঁধ	—	১২৫৯ টি
১৮ ।	বণ্যানিয়ন্ত্রন বাঁধের সাহায্যে ভূমি সংরক্ষণ	—	৪৪০ হে:
১৯ ।	পাট ভিজানোর পুকুর	—	৪ টি
২০ ।	ভূমি সংস্কার	—	৪০৭.৯০ হে:
২১ ।	বাঁধ	—	৯ কি: মি:
২২ ।	কৃষি জমি হইতে বালি সরানো	—	১১৪ হে:
২৩ ।	আর্থ কাটিং	—	৪৫৫৮ কিউবিক মিটার
২৪ ।	ফডার কালটিভেশান	—	২৮ হে:
২৫ ।	জলাশয় সংস্কার	—	৮০,০০০ ফিট
২৬ ।	নারিকেল চারা রোপন ও জমি তৈয়ারী	—	৩০০ টি
২৭ ।	বন পরিস্কার	—	৫.৫ হে:
২৮ ।	লেবার সেড	—	১ টি

৩ । ১৯৮১-৮২ সালে এন, আর, ই, পি এস. আর, ই, পি প্রকল্পে বরাদ্দকৃত অর্থের সাহায্য যথাক্রমে মোট ১২,০০,০০০ লক্ষ ও ৫০,০০,০০০ লক্ষ শ্রমদিবসের কাজ হওয়ার কথা কিন্তু ১৯৭৯-৮০ সালে কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্পে বরাদ্দকৃত খাদ্য শস্য (২২,৬৭৬ মে: টন) দ্বারা মোট ৯৯,৯৭,৬০০ শ্রমদিবসের কাজ করানো হইয়াছে। সুতরাং ১৯৭৯-৮০ ইং সালের কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্পের সাথে বর্ত্তমান এন, আর, ই, পি, ও এস, আর, ই, পি প্রকল্পের হার বা ব্যবধান প্রায় শতকরা ৬২% ভাগ।

Admitted Un starred Question No. 4 By—Shri Khagen Das, MLA.

Will the Hon'ble Minister in-charge of Community Development Department be pleased to state—

প্রশ্ন

ক) ত্রিপুরায় বিভিন্ন ব্লকের অন্তর্ভুক্ত গ্রামগুলিতে পানীয় জল সরবরাহের জন্য ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট কতগুলি টিউবওয়েল ও রিংওয়েল বসানো হয়েছিল ;

খ) বামফ্রন্ট সরকার আসার পর থেকে ১৯৮১-৮২ পর্য্যন্ত বিভিন্ন ব্লকে মোট কতগুলি টিউবওয়েল ও রিংওয়েল দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। ত্রিপুরায় বিভিন্ন ব্লকের অন্তর্ভুক্ত গ্রামগুলিতে ১৯৭২ ইংরাজী সন হইতে ১৯৭৭ ইংরাজী সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ২৫৯৯ টি টিউবওয়েল ও ১১২৬ টি রিংওয়েল বসানো হয়েছিল।

২। বামফ্রন্ট সরকার আসার পর থেকে ১৯৮১-৮২ ইং ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত বিভিন্ন ব্লকে গ্রামীন জল সরবরাহ প্রকল্পে কোট ১০,৮২০ টি টিউওবয়েল ও ২৩৭৩ টি রিংওয়েল কাজ সম্পন্ন করা হইয়াছে।

Admitted Un starred Question No. 8 By—Shri Fayzur Rahaman, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister in-charge of Community Development Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর পানিসাগর ব্লকের বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক খাতে মোট কত টাকা সরকার কর্তৃক দেওয়া হয়েছে (১৯৮২ সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত হিসাব) ; এবং

২। ঐ ব্লকের কোন গাঁওসভাকে উপরোক্ত সময়ে মোট কত টাকা করে ঐ কাজে দেওয়া হয়েছে তার ব্লক ভিত্তিক হিসাব ?

উত্তর

১। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর পানিসাগর ব্লকের বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক খাতে মোট ৭৮,২৭,১৫১ টাকা দেওয়া হইয়াছে।

২। ঐ ব্লকের ৪৪টি গাঁওসভার প্রত্যেক গাঁওসভাকে আনুমানিক ২৭,০০০ (সাতাশ হাজার) টাকা করে দেওয়া হয়েছে এবং বাকী টাকা ব্লকের মাধ্যমে খরচ করা হয়েছে।

Admitted Un starred Question No. 14 By—Shri Drao Kr. Reang

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Relations & Tourism Deparmtent be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৮১-৮২ আর্থিক বর্ষে আদিবাসী সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবন ও উন্নয়ন খাতে বরাদ্দের পরিমাণ কত ; এবং

২। বরাদ্দকৃত অর্থের মোট কত অংশ কি কি খাতে কতটুকু খরচ করা হয়েছে তার বিবরণ ?

উত্তর

১। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর থেকে ১৯৮১-৮২ আর্থিক বর্ষে আদিবাসী সাংস্কৃতি পুনরুজ্জীবনে ও উন্নয়নের খাতে মোট বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ আনুমানিক ১ লক্ষ ৩ হাজার টাকা।

২। উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় মোট ৮৮ টি লোক রঞ্জন শাখা রয়েছে। তথ্য দপ্তরের অধীনে লোকরঞ্জন শাখা খোলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাটক, যাত্রা, আর্থিক অনুদান, লোক-রঞ্জন শাখা পরিচালনা এবং রাজ্যব্যাপী লোকনৃত্য প্রতিযোগিতা ইত্যাদির জন্য এটাকা খরচ হচ্ছে। আর্থিক বছর শেষ হবার পরই শুধু শাখা-ভিত্তিক খরচের হিসেব পাওয়া যাবে।

Admitted un starred Question No. 21 By—Shri Ram Kumar Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। করবুকের তাঁতের ট্রেনিং সেণ্টারটি কোন সাল থেকে চালু হয়েছে ;

২। করবুকের তাঁতের ট্রেনিং সেণ্টার হতে সর্ব্বমোট কতজন ট্রেনিং পাশ করেছে ;

৩। ট্রেনিং প্রাপ্তদের কর্মসংস্থান বিষয়ে সরকারের কোন প্রকল্প আছে কি ;

৪। ট্রেনিং সেণ্টারটির গৃহ নির্মানের কোন পরিকল্পনা আছে কি,

৫। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ নির্মান কাজ সুরু হবে ,

৬। ইহা কি সত্য যে ট্রেনিং সেণ্টারটি বন্ধ করে এটিকে প্রডাকসান সেণ্টার করা হবে ?

উত্তর

১। ১৯৭৮-৭৯ ইংরেজী সন হইতে।

২। ৩১ জন।

৩। উপজাতি কল্যান দপ্তর কর্ত্তৃক পরিচালিত করবুকের তাঁত শিল্প শিক্ষন কেন্দ্রটি বর্ত্তমান শিক্ষাবর্ষের সমাপন্তে বন্ধ করে দেওয়া হইবে। পরিবর্তে উক্ত শিক্ষা কেন্দ্রটির কারখানা গৃহেই তাঁত বস্ত্র উৎপাদনের কার্যসুচী নেওয়া হইয়াছে। প্রাক্তন শিক্ষা প্রাপ্ত ছাত্র ছাত্রীগন উক্ত সংস্থায় Picc rate হিসাবে কাজ করার সুযোগ পাইবে। এই ব্যপারে সরকারের অনুমোদন আছে।

৪। গৃহ নির্মানের পরিকল্পনা আছে।

৫। আগামী আর্থিক বছরে উক্ত কাজ সুরু করার ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হইতেছে।

৬। হাঁ।

———

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

Friday, the 26th March, 1982.

The House met in the Assembly House (Ujjayanta Palace), Agartala at 11 A. M. on Friday, the 26th March, 1982.

PRESENT

Shri Sudhanwa Deb Barma, Speaker, in the Chair the Chief Minister, 10 (Ten) Ministers, the Deputy Speaker and 37 (thirty seven) Members.

QUESTIONS AND ANSWERS.

মি স্পীকার :—আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পাশে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে নাম ডাকিলে তিনি তার নামের পাশে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলিবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানাইলে মাননীয় সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয় জবাব প্রদান করিবেন। শর্ট নোটিশ কোয়েশ্চান শ্রী খগেন দাস।

শ্রী খগেন দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১, পি, ডব্লিউ ডিপার্টমেন্ট।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং, ১ (শর্ট নোটিশ কোয়েশ্চান)

প্রশ্ন

১। আগরতলা শহর ও জি, বি, এলাকাতে বিভিন্ন ধরনের সরকারী কোয়াটারের মোট সংখ্যা কত ;

২। কতজন সরকারী কর্মচারী নিজেদের বাড়ী থাকা সত্বেও সরকারী কোয়াটারে আছেন এবং

৩। অবসর প্রাপ্ত কতজন লোক ঐ ধরনের কোয়াটারে বাস করছেন ?

উত্তর

১। ৪০৫ টি।

২। এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় যে ১৩ জন নিজেদের বাড়ী থাকা সত্বেও সরকারী কোয়াটারে আছেন।

৩। এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় ৬ জন অবসর প্রাপ্ত কর্মচারী সরকারী কোয়াটারে আছেন।

শ্রী খগেন দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, নিজেদের বাড়ী থাকা সত্বেও ওরা সরকারী কোয়ার্টারে আছেন। এরকম অনেক কর্মচারী ও অফিসার আছেন যারা সার্কিট হাউসে আছেন সরকারী কোয়ার্টার পাচ্ছেন না। এই ব্যাপারে সরকার কি উদ্যোগ নিয়েছেন সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—যারা নিজেদের বাড়ী থাকা সত্বেও সরকারী কোয়ার্টার দখল করে আছেন তাদেরকে রুলস ৪৫ (ডি) ধারা অনুযায়ী নোটিশ দেওয়া হয়েছে যে তিন মাসের মধ্যে কোয়ার্টার ছেড়ে দিতে হবে। যদি এই সময়ের মধ্যে তারা কোয়ার্টার না ছাড়েন তাহলে তাদের কাছ থেকে ডাবল ভাড়া আদায় করা হবে।

শ্রী বাদল চৌধুরী :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, রাজ্যের বাইরে চাকুরী করেন অথচ এখানে সরকারী কোয়ার্টার দখল করে আছেন এটা সত্যি কিনা?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—এই রকম কোন তথ্য আমার কাছে নেই।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী ফৈজুর রহমান ও শ্রী মানিক সরকার।

শ্রী মানিক সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ১৯ শে মার্চ এই হাউসে মাননীয় মন্ত্রী এই সমন্ধে উত্তর দিয়েছেন অন্য একজন সদস্য কর্তৃক আনীত প্রস্তাবের উত্তর দিতে গিয়ে। কাজেই আমি আর এটা পার্সু করছিনা।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী মাখন লাল চক্রবর্ত্তী। তিনি অনুপস্থিত। শ্রী সুমন্ত কুমার দাস।

শ্রী সুমন্ত কুমার দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৪৬ ইরিগেশান এবং ফ্লাড কনট্রোল ডিপার্টমেণ্ট।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার কোয়েশ্চান নং ১৪৬।

প্রশ্ন

১। রুদ্র সাগর এরিয়ার কৃষকদের ফসল রক্ষার জন্য উক্ত এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

২। থাকিলে এই পরিকল্পনা কবে পর্য্যন্ত কার্য্যকরী করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। রুদ্রসাগর এরিয়ার বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য নূতন কোন পরিকল্পনা নেই।

২। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন আসে না।

শ্রী সুমন্ত দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, রুদ্রসাগর একটা বিরাট এলাকা সেখানে কৃষকরা নিশ্চিন্তভাবে ফসল উৎপাদন করতে পারছেনা। প্রতি বছর ব্যাপক ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কাজেই এই ব্যাপারে সরকার বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন পরিকল্পনা নেবেন কিনা?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—গুমতী নদীর জল বেকফ্লো করার জন্য যাতে জল রুদ্র সাগরে না ঢোকতে পারে তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সেখানে নোয়া ছড়া নামে একটা ছড়া আছে সেই

ছড়ার জল রুদ্রসাগরে গিয়ে জমা হয় এবং তার ফলে সেখানে কিছু ধানি জমি আছে সেই জমির ফসল রক্ষা করার জন্য মাননীয় সদস্য এই প্রশ্ন করছেন। কিন্তু এখন সরকারের কাছে টাকা নেই। আর্থিক সংস্থান হলে পরে সেটা পুরো পুরি জরিপ করে এটা করার জন্য চেষ্টা করা হবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী মোহন লাল চাকমা।

শ্রী মোহন লাল চাকমা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১০৬। কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেণ্ট।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী অনুপস্থিত। আমি জবাব দেব। কোয়েশ্চান নং ১০৬।

প্রশ্ন

১) জম্পুই অরেঞ্জ গ্রোয়ার কো: অপারেটিভ সোসাইটি লি: এর সভ্য সংখ্যা কত?

উত্তর

১) ২৪১ জন।

প্রশ্ন

২) সমবায় সমিতির নামে কত পরিমাণ জমি এলট আছে ?

উত্তর

২) ২৪৫ দ্রোণ।

প্রশ্ন

৩) সদস্যদের নিজ নিজ নামে জমি এলট করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

উত্তর

৩) সদস্যদেরর নিজ নিজ নামে জমি এলট করার বিষয় সরকারের রাজস্ব বিভাগের বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী ভানু লাল সাহা।

শ্রী ভানু লাল সাহা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৩২। পি. ডবলিউ ডিপার্টমেণ্ট।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৩২।

প্রশ্ন

১) আগরতলা সাব্রুম রাস্তার বিভিন্ন স্থান সংস্কারের অভাবে বিপদজনক অবস্থায় অছে ইহা সরকার অবগত অছেন কি?

উত্তর

১) আগরতলা সাব্রুম রাস্তার কোন কোন স্থানে ছোট খাট গর্ত্তের সৃষ্টি হয়েছে এবং বিশেষ সংস্কারেব প্রয়োজনীতা দেখা দিয়েছে।

প্রশ্ন

২) অবগত থাকিলে উক্ত রাস্তাটিতে মেরামতের কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কি?

উত্তর

২) হ্যাঁ।

প্রশ্ন

৩) হয়ে থাকলে বিশালগড় বাজার এলাকায় উক্ত রাস্তাটি এখনও মেরামত না হওয়ার কারণ ?

উত্তর

৩) সাধারণ মেরামতির দ্বারা বিশালগড় বাজার এলাকায় উক্ত রাস্তাটির উপযুক্ত সংস্কার সম্ভব নয়। ঐ অংশের রাস্তাটির উন্নয়নের জন্য এষ্টিমেট তৈরী করা হইয়াছে। মঞ্জুরী পাইলে কাজটি হাতে নেওয়া হবে।

শ্রীভানুলাল সাহা :—বিশালগড হাসপাতালের কাছ থেকে বিশালগড় দ্বাদশশ্রেণী পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ রাস্তাটিই মেরামতির কাজ দরকার। সেখানে অল্প কিছুটা মেরামতি করে কাজ চালানো হচ্ছে। বর্তমান আর্থিক বছরে এটার সার্বিক উন্নয়ন করার কাজ হাতে নেওয়া হবে কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—হ্যাঁ, মাননীয় স্পীকার স্যার, এই রাস্তার উন্নতির জন্য এষ্টিমেট তৈরী করেছি। আশা করছি ১৯৮২-৮৩ সালের মধ্যে কাজ শেষ করতে পারব।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া।

শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬২।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬২।

প্রশ্ন

১। মহারাণী গোমতী ব্যারেজের ফলে মোট কি পরিমাণ জমি প্লাবিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে ;

২। এতে মোট কত পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হইবে ;

৩। ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতি পূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি ?

উত্তর

১। মহারাণী গোমতী ব্যারেজে নির্মাণ কাজের ফলে জমি প্লাবিত হওয়ার আপাতত গ্রাহ্য কোন সম্ভবনা নেই।

২। প্রশ্ন আসে না।

৩। এ প্রশ্নও আসে না।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—এই ব্যারেজের ফলে কি পরিমাণ জমিতে জল সেচ সম্ভব হবে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ৪,০০০ (চার হাজার) এর উপর হেক্টর এরীয়া জল সেচের ব্যবস্থা করা যাবে বলে আশা করছি।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—এই জমির মধ্যে কি পরিমাণ জমি উপজাতি এলাকা ভুক্ত হবে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আলাদা করে প্রশ্ন করলে আমি বলতে পারব, উপজাতি এবং অ-উপজাতি এলাকার লোক কত পাবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—যেহেতু প্ল্যান করেই ব্যারেজ করা হয়েছে, সেই হেতু উপজাতি অঞ্চলের খুব কম লোকই এই জল সেচের সুবিধা পাবে। কাজেই এই দিকটা আগেই খতিয়ে দেখা হয়েছে কি? আমরা জানি, এই ব্যারেজের পাশাপাশি কিল্লা, এবং মহারাণীর অনেক অঞ্চলের অনেক জমি এই জল সেচের আওতায় আসবে না।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, একটা নদীতে ব্যারেজ করতে গিয়ে টেকনিক্যাল অনেক কিছু দেখতে হয়। কোথা কোথা কতটুকু কাভার করা যাবে এই দৃষ্টি ভঙ্গী নিয়েই করা হয়েছে। তাতে মহারাণীর কতটুকু কাভার করবে আমরা এখনই তা বলতে পারছি না মাননীয় সদস্য যে কথা বলেছেন, তাতে আমি বলতে চাই, আমরা ট্রাইবেল এরীয়ায় কিছু স্কীম হাতে নিয়েছি। এতে ছোট ছোট ডাইভারশান স্কীম দিয়ে যাতে কাজ হতে পারে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—কোয়েশ্চান নং ১২০।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১২০।

প্রশ্ন

১। ৮১-৮২ সালে ল্যাম্পস এর মাধ্যমে কি পরিমাণ কার্পাস ও তিল জুমিয়াদের কাছ থেকে ক্রয় করা হয়েছে;

২। উক্ত পরিমান কার্পাস ও তিল রাজ্যের মোট উৎপাদনের কত শতাংশ?

উত্তর

১। ৮১-৮২ সালে ল্যাম্পস মোট ২৫.৪৪৬ কেজি তিল জুমিয়াদের কাছ থেকে ক্রয় করেছে। কার্পাস ক্রয় করা হয় নাই।

২। উক্ত তিল ক্রয়ের পরিমাণ রাজ্যের মোট উৎপাদনের প্রায় ৩.২ শতাংশ।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—যেহেতু এই কার্পাস জুমিয়াদের এক মাত্র অর্থকরী ফসল, সেহেতু এই কার্পাস যাতে ন্যায্য মূল্য পায় এবং মহাজনদের কাছে যাতে জুমিয়ারা কম দামে বিক্রি করতে না পারেন সে জন্য ল্যাম্পস গুলি এই কার্পাস কিনবে একথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন সময়ে এই হাউসে বলেছেন। তা সত্বেও ল্যাম্পসগুলি কেন এই কার্পাস ক্রয় করে নি তার কারণ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—এটা কেনা হচ্ছে সহায়ক অর্থে। বাজার দর যদি বেশী থাকে, এবং সহায়ক মূল্য যদি কম থাকে, তাহলে জুমিয়ারা ল্যাম্পসে বিক্রয় করবে না। সে জন্যই কেনা সম্ভব হয় নি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—তৈদু এবং ছামনু এলাকায় কার্পাসের দর অত্যন্ত নীচে এবং সে জন্য মহাজনরা কম দরে কিনে নিচ্ছে। এর ফলে জুমিয়ারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় সদস্যদের নিশ্চয়ই জানা আছে, সব জায়গায় আমরা এখনও ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্স করতে পারি নি। কাজেই সমস্ত জায়গায় আমরা কিনতে পারছি না। তবে আমাদের লক্ষ্য রয়েছে, জুমিয়াদের ফসল যাতে সহায়ক মূল্যে ক্রয় করতে পারি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—তৈদু এবং ছামনু উভয় জায়গাতেই ল্যাম্পস আছে গভর্ণমেন্টের ইচ্ছা থাকলে নিশ্চয়ই ক্রয় করতে পারতেন। সংগঠন থাকা সত্ত্বেও কেন ক্রয় করা হল না তার কারণ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, আমার কাছে যে তথ্য আছে তাতে আমি জানাতে পারি যে, বাজার দর যদি বেশী থাকে, তাহলে ল্যাম্পস্ কিনতে চাইলেও জুমিয়ারা বিক্রি করবে না। মাননীয় সদস্য তৈদু এবং ছামনুর কথা কনক্রিট বলেছেন যে, সেখানে বাজার দর কম। এটা আমরা দেখব।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :—কার্পাসের সহায়ক মূল্য কত স্থির করা হয়েছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—কার্পাসের সহায়ক মূল্য প্রতি কুইন্টল ৩০০ টাকা। অর্থাৎ ৩ (তিন) টাকা কেজি। বাজার দর আশা করি এর চেয়ে বেশী।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, এই সহায়ক মূল্য যাতে আরো কিছুটা বাড়ানো যায় তারজন্য চেষ্টা করবেন কি ? কেন না, এই কার্পাস জুমিয়াদের একমাত্র অর্থকরী ফসল। এর উপর জুমিয়ারা নির্ভর করে থাকে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—এটা চিন্তা করে দেখা যেতে পারে। মাননীয় সদস্যরা জানেন, এই কার্পাস আমাদের বাইরে বিক্রি করতে হয়। তবে সাবসিডি দিয়ে কিনতে পারব কিনা তা দেখব।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীরাম কুমার দেববর্মা।

শ্রীরাম কুমার দেববর্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৩।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমরা দেখেছি কোন কোন রাস্তা এক বা দুই নষ্ট হওয়ার এক বা দুই বছর পর যান গাড়ী চলাচল করতে অসুবিধা হয় তখন মেরামতের জন্য এষ্টিমেট করা হয়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে এই ধরনের অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার আগেই মেরামতির জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীবৈদ্য নাথ মজুমদার :—মিঃ স্পীকার স্যার, সব ক্ষেত্রে এ রকম হয় না। সাধারনতঃ আমরা যখন এষ্টিমেট করি, তখন বিভিন্ন ধরনের এষ্টিমেট করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ফাষ্ট ফরমেশান করা হয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ফাষ্ট ফরমেশানের পর মেটেলিং করা হয়, ব্ল্যাক টপিং করা হয়। উল্লিখিত রাস্তাটি অনেক আগেই মেটেলিং হয়ে গিয়েছিল। গত বছর ব্ল্যাক টপিং করার জন্য যে মেটেরিয়েলস লাগে সেগুলির খুবই ছিল, আমরা প্রয়োজনের এক্ দশমাংশও পেতাম না। তবে এই বছর পজিশানটা একটু ভাল হয়েছে। ফলে আমরা কিছু কিছু রাস্তা মেরামত করতে পারছি। আমরা চেষ্টা করি সময় মতন এষ্টিমেট তৈরী করতে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী াম কুমার নাথ।

শ্রীরাম কুমার নাথ :—কোয়েশ্চান নং ১৭৬ স্যার।

শ্রীবৈদ্য নাথ মজুমদার :—কোয়েশ্চান নং ১৭৬ স্যার।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে ধর্মনগর তিলথৈ রোডের উপর দিয়ে ছোট বড় কোন রকমের বাস চলাচল না করার ফলে, তিলথৈ গাঁও সভা, দেওছড়া যুব-রাজ নগর ও উপ্তাখালী গাঁও সভার পশ্চিম অংশের, ডুপি বন্ধ গাঁও সভা এবং রাধাপুর গাঁও সভার জন সাধারণ ধর্মনগর অফিসে, এবং অন্যত্র যাতায়াত করিতে অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করিতেছেন,

২) সত্য হইলে অতি সত্বর এই রাস্তা দিয়া চলাচল উপযোগী বাসের ব্যবস্থা করা হইবে কি ?

উত্তর

১) ধর্মনগর তিলথৈ সড়কটির পুলগুলি বাস চলাচলের উপযোগী বলিয়া পূর্ত বিভাগ কর্তৃক বিবেচিত না হওয়ায় উক্ত রাস্তায় বাস সার্ভিসের জন্য করা যাইতেছে না।

২) আলোচ্য সড়কে বাস চলাচলের উপযোগী হইলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া যাইবে।

শ্রীরাম কুমার নাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই রাস্তার উপর দিয়ে কোন বাস চলাচল করে না। দামছড়া থেকে ধর্মনগর পর্যন্ত বাস চলে। কিন্তু ধর্মনগর থেকে তিলথৈ পর্যন্ত কোন বাস চলে না। কাজেই এই রাস্তাটিতে বাস চলাচলের উপযোগী করার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়-এর নিকট আবেদন রাখছি।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, দুটো পুল খারাপ আছে এবং তারজন্য আমরা এষ্টিমেট তৈরী করছি। মেরামত হলে আশা করছি বাস চলাচল করতে পারবে। তার আগেও এই রাস্তায় বাস চালবার জন্য প্রাইভেট পার্টিকে পারমিট দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তারা বাস নামায় নি।

মি: স্পীকার :— শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার :— কোয়েশ্চান নং ১৩৪ স্যার।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :-- কোয়েশ্চান নং ১৩৪ স্যার।

প্রশ্ন

১। সারা রাজ্যে বিভিন্ন মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির হাতে মোট জলাশয়ের পরিমাণ কত,

২। বর্ত্তমানে (২৮-২-৮২ পর্যন্ত) মৎস্য বিভাগের হাতে জলাশয়ের পরিমাণ কত,

৩। মৎস্য জীবি সমবায় সমিতিগুলি ১৯৮১-৮২ সনের কত পরিমাণ মাছের পোনা উৎপন্ন করেছে, এবং

৪। উক্ত বছরে মৎস্য বিভাগ সারা রাজ্যে কত পরিমাণ মাছের পোনা উৎপন্ন করেছে ?

উত্তর

১। সারা রাজ্যে বিভিন্ন মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির হাতে মোট ২০৩ পরিমাণ সরকারী জলাশয় আছে ।

২। ২৮-২-৮২ পর্য্যন্ত মৎস্য বিভাগের অধীনে জলাশয়ের মোট আয়তন ছিল ১৩৬.০ হেঃ।

৩। ১৯৮১-৮২ সনে মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিগুলি কোন মাছের পোনা উৎপন্ন করেন নাই।

৪। ১৯৮১-৮২ সনে ফ্রেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত মৎস্য বিভাগ কতৃক সারা রাজ্যে ৪৫ লক্ষ ১৭ হাজার পোনা উৎপন্ন হইয়াছে ।

শ্রীকেশব মজুমদার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, রাজ্যে মৎস্য বিভাগ এবং এস, এফ, ডি, এ, এই দুটো সংগঠনের উদ্যোগে নুতন নুতন জলাশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। এবং গত তিন বছরে অনেক জলাশয় সৃষ্টি হয়েছে। পুরানো জলাশয় যা আছে এবং নুতন যে জলাশয় সৃষ্টি হচ্ছে তাতে সারা মাছের পোনা কত পরিমাণ দরকার, মৎস্য বিভাগ কত পরিমাণ উৎপন্ন করছে এবং কত পরিমাণ সাপ্লাই দিতে পারছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই তথ্য আমার কাছে এখন নাই।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এটা ঠিক কিনা যে সরকারী সিদ্ধান্ত থাকা সত্বেও মৎস্য সমবায় সমিতিকে সরকারী ভাবে খাস জলাশয় বা বিভিন্ন দপ্তরে যে সমস্ত জলাশয় আছে সেই জলাশয়গুলি এখনও তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে না । সত্যি হয়ে থাকলে সরকার থেকে এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী : — স্যার, এটা ঠিক কিছু কিছু সরকারী জলাশয় এবং বনদপ্তরের জলাশয় এখনও আমরা মৎস্য জীবিদের হাতে তুলে দিতে পারি নি। এ ব্যাপারে আমরা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

শ্রী কেশব মজুমদার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মৎস্য দপ্তর, বনদপ্তর এবং অন্যান্য দপ্তরের হাতে মাছের চাষ করা যায়, সারা রাজ্যে এ রকম জলাশয় কি পরিমাণ আছে ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, কি পরিমাণ জলাশয় আছে, এ তথ্য এখন আমার কাছে নেই। তবে সেই সব জলাশয়গুলি যাতে মৎস্য জীবিদের হাতে তুলে দেওয়া যায় তারজন্য আমরা ইতিমধ্যেই উদ্যোগ নিয়েছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী বাদল চৌধুরী ।

শ্রী বাদল চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮২।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮২।

প্রশ্ন

১। আগরতলা পর্য্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারনের জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে যে অনুরোধ করেছিলেন কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যাপারে আপত্তি করেছেন কি ;

২। করে থাকলে কি কি কারণে কেন্দ্রীয় সরকার আগরতলা পর্য্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারনে আপত্তি জানাচ্ছেন ;

৩। ধর্মনগর-কুমারঘাট রেল পথের কাজ কবে নাগাদ শেষ হতে পারে বলে রাজ্য সরকার আশা করছেন ?

উত্তর

১। না।

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

৩। ১৯৮৪ সাল নাগাদ উক্ত রেলপথের কাজ সমাপ্ত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

শ্রী বাদল চৌধুরী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই ব্যাপারে আমরা বিধান সভায় প্রস্তাব এনেছিলাম এবং ত্রিপুরা সরকারও বার বার অনুরোধ করেছেন। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে যেভাবে বেকার সমস্যা দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে তাই বলছি রাজ্য সরকার এব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জানিয়েছেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার, রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে বার বার অনুরোধ করেছেন। সর্ব্বশেষে কুমারঘাট হইতে আগরতলা পর্য্যন্ত রেললাইন সম্প্রসারনের জন্য প্রয়োজনীয় সার্ভের কাজ উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলীয় পরিষদের তত্ত্বাবধানে আরম্ভ হইয়াছে। কেন্দ্রীয় রেল দপ্তর (এন. এফ. রেলওয়ে) পূর্বাঞ্চলীয় রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে সার্ভের কাজ যত শীঘ্র সম্ভব সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়াছেন। সার্ভে রিপোর্ট পাওয়ার পর এবং প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান তৎসহ পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদনক্রমে কেন্দ্রীয় রেলদপ্তর আগরতলা পর্য্যন্ত রেললাইন সম্প্রসারনের বিষয় বিবেচনা করিবেন।

মি: —স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী মানিক সরকার।

শ্রী মানিক সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪০।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—মি: স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪০।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় বর্ত্তমানে সর্ব্বমোট অনুমিত বিদ্যুতের চাহিদা কত ;

২। এর মধ্যে কতটা ডোমেষ্টিক কনজাম্সান এবং কতটা কমারসিয়্যাল কনজাম্সান এর জন্য ;

৩। ত্রিপুরায় বর্ত্তমানে মোট কত পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় এবং এর কতটা জল বিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে উৎপন্ন হচ্ছে ;

৪। কত পরিমাণ বিদ্যুৎ অন্য রাজ্য থেকে আনতে হচ্ছে,

৫। অন্য রাজ্যের উপর বিদ্যুতের নির্ভরশীলতা কাটিয়ে উঠবার জন্য রাজ্য সরকার-এর কোন পরিকল্পনা আছে কি ;

৬। থাকিলে তার বিবরণ ?

উত্তর

১। ত্রিপুরায় বর্তমানে বিদ্যুতের চাহিদা ১৭·৮ মেগাওয়াট। বিদ্যুতের অপ্রতুলতা যেহেতু এই চাহিদা ১৪·৮ মেগাওয়াট সীমাবদ্ধ রাখা হইয়াছে।

২। ডোমেষ্টিক চাহিদা আনুমানিক ১০ মেগাওয়াট এবং কমার্শিয়াল চাহিদা আনুমানিক ৩ মেগাওয়াট ও ষ্ট্রিট লাইট, বাল্ব সাপ্লাই ও অন্যান্য খাতে ১·৮ মেগাওয়াট।

৩। ত্রিপুরায় বর্তমানে মোট ৯·৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় এবং এর মধ্যে ৮·৬ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে উৎপন্ন হয়।

৪। আসাম হইতে ৪·৫ মেগাওয়াট আনিতে হয়।

৫। হ্যাঁ।

৬। অন্য রাজ্যের উপর নির্ভরশীলতা কাটিয়ে উঠার জন্য নিম্নলিখিত কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে :—

১। মহারণী ক্ষুদ্র বিদ্যুৎ প্রকল্প।

২। গ্যাস থারমাল বিদ্যুৎ প্রকল্প।

৩। গোমতী ডেম-ইন-টেক স্কীম। এবং ১০ কিলোওয়াট হইতে ১০০ কিলোওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন আরো কিছু প্রকল্পের অনুসন্ধানের কাজ চলছে।

শ্রী মানিক সরকার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বাজেট ভাষনে বলেছিলেন যে ত্রিপুরায় বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়াবার জন্য দুটা থার্মাল প্ল্যান সামনে রেখে কিছু অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে কিন্তু বিভিন্ন আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে এটা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন বা সাহায্য না পেলে হবে না। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই সম্পর্কে কিছু জানাবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—মি: স্পীকার স্যার, আমরা আশা করছি যে এটা এপ্রুভড হবে এবং এপ্রুভড হবার পর ৬১৭ কোটি টাকা লাগবে। আমরা আশা করছি এই ব্যয় কেন্দ্রীয় সরকারই বহন করবেন।

শ্রী নকুল দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ডম্বুর বিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে কত পরিমান বিদ্যুৎ উৎপন্ন হতে পারে এবং দ্বিতীয় টারবাইনটি কবে নাগাদ চালু হবে ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—দ্বিতীয় টারবাইনটি নষ্ট হয়ে আছে। আমাদের ইচ্ছা আছে যাতে ২ টি টারবাইনই এক সঙ্গে চালানো যায়। ডম্বুর প্রকল্প থেকে ৮·৬ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এখানে আমরা উল্লেখ করছি নীচে যে জল থাকে তাকে ধরে কিছু বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে পারি কিনা সেটার জন্য চেষ্টা করছি। যদি পারা যায় তাহলে কিছু বিদ্যুৎ এখান থেকে উৎপন্ন করা যাবে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আসাম থেকে কত বিদ্যুৎ আনতে হয় ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার, দৈনিক ৪ থেকে ৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আনতে হয়।

শ্রী দ্রাউকুমার রিয়াং :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ডম্বুর হাইডেল প্রজেক্ট্ নেবার সময় কত বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা ছিল ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার, যে টারবাইন আছে সেগুলি হচ্ছে ৫ মেগাওয়াট। দুটো টারবাইনএ ৫ মেগাওয়াট হবার কথা কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে ৮·৬ মেগাওয়াট।

শ্রী দ্রাউকুমার রিয়াং :—সাপ্লিমেণ্টার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে, আসাম থেকে যে বিদ্যুৎ আনা হচ্ছে তার জন্য কত টাকা দিতে হচ্ছে ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার, আমাদের কাছ থেকে ওরা বোধ হয় পার-ইউনিট ৫০ পঃ করে নিচ্ছেন এবং এখন ওরা ডিমাণ্ড করেছেন পার-ইউনিট ৭৫ পয়সা করে দিতে হবে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী মতিলাল সরকার।

শ্রী মতিলাল সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫৯।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫৯।

প্রশ্ন

১। ১৯৮১-৮২ সালে মিনি ব্যারেজ তৈরীর জন্য বিভিন্ন ব্লক থেকে কয়টি প্রস্তাব মৎস্য দপ্তরে বিবেচনাধীন রয়েছে,

২। ইহা কি সত্য, এই প্রস্তাবের অনেকগুলিই বিগত আর্থিক বৎসরেই পাঠানো হয়েছিল,

৩। ইহাদের মধ্যে কয়টির ক্ষেত্রে অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছে এবং কয়টির ক্ষেত্রে এই অর্থ এখনো মঞ্জুর করা হয় নাই ?

উত্তর

১। ১৯৮১-৮২ সালে মিনি ব্যারেজ তৈরীর জন্য বিভিন্ন ব্লক থেকে মোট ৬১৮টি প্রস্তাব মৎস্য দপ্তরে পাঠানো হইয়াছে এবং ১০ মার্চ পর্যন্ত ৪৯৩ টির অর্থ মঞ্জুর করা হইয়াছে।

২। এঁর মধ্যে বিগত আর্থিক বছরের ৩৪ টি রয়েছে।

৩। বাকী ১২৫ টির প্রস্তাব পরে আসায় ঐ গুলোরও অনুমোদন দেওয়ার ব্যবস্থা হইতেছে।

শ্রী মতিলাল সরকার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি বিভিন্ন দপ্তরে ১৯৮০-৮১ সনে যে প্রস্তাবগুলি পাঠানো হয়েছিল ১৯৮১-৮২ সনের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত সেগুলি মঞ্জুর হয় নাই। সুপারেণ্টেড অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করলে বলা হয় জয়েণ্ট ডিরেক্টারের অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে এবং জয়েণ্ট ডিরেক্টারের কাছে গেলে বলা হয় সুপারেণ্টেডে'র কাছে পাঠানো হয়েছে এবং এখন পর্য্যন্ত কত বছরের মঞ্জুরী পরে রয়েছে এর কারণ কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, ১৯৮১-৮২ তে আমরা যে কাজ করেছি, শেষের দিকে ফুড ফর ওয়ার্কের কাজ সেটা বন্ধ হয়ে যায় এবং নতুন করে গ্রামীন সংস্থা প্রকল্প চালু হয়। এই দুইটার মধ্যে তারতম্য থাকায়, একটা থেকে আর একটা যেতে কিছু সময়ের দরকার হয়। সেজন্য কাজগুলি করতে বিলম্ব হয়ে যায়।

শ্রীবিমল সিন্‌হা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে মিনিব্যারেজগুলি সেগুলি করার কথা ফিশারী ডিপার্টমেন্টে থেকে, শুধু ফিশারী ডিপার্টমেন্ট নয়, অ্যাগ্রিকালচারের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে একই অসুবিধায় আমরা ভুগছি। প্রথম কথা হচ্ছে এগুলি টেকনিকেলি অ্যাপ্রোভেলের জন্য অ্যাগ্রিকালচারেল ইঞ্জিনীয়ারীং ডিপার্টমেন্ট আছে। তা সে ফিসারী হোক বা অ্যাগ্রিকালচার হোক। এইবার দেখা যায়, গত বৎসরেও একই ব্যাপার হয়েছিল, খরা দুর্গত অঞ্চলে বামফ্রন্ট সরকার ফিশারী করার জন্য, মিনি-ব্যারেজ করার জন্য বিরাট পরিকল্পনা নেন। সমস্ত পরিকল্পনার শতকরা ৩০ ভাগ বানচাল করার জন্য, এই ইঞ্জিনীয়ারিং দপ্তর এবং ফিশারী মধ্যে পরস্পর কো-অর্ডিনেশানের অভাবে প্ল্যানগুলি বাতিল হয়ে যায়। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কোনরকম ব্যবস্থা নেবেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, প্রথমে মাননীয় সদস্য যে জিনিসটা এনেছেন, টেকনিক্যাল সেংশান সেটা দরকার আছে। মিনিব্যারেজটা হচ্ছে পার্ট অফ সয়েল কনজারভেশান অফ ওয়ারক। এর বিজ্ঞান ভিত্তিক যে যে সার্ভে-ওয়াক্-এর দরকার আছে। সেটা করতে একটু দেরী হয় কারণ সার্ভে পারটি এখানে অনেক কম আছে। অনেকগুলি সার্ভে করার পরও আরম্ভ হয়নি সেই তথ্য আমার কাছে আছে। কেন বিলম্ব হচ্ছে এইসব আমরা অনুসন্ধান করছি।

শ্রীনকুল দাস :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে বিভিন্ন মিনি-ব্যারেজ আছে, এই মিনি-ব্যারেজের মধ্যে মাছের পোনা দেওয়ারও পরিকল্পনা আছে। তাই আমি জানতে চাই এখানে কত পরিমাণ মাছের পোনা দেওয়া হয়েছে। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, এই ব্যাপারে আলাদা করে প্রশ্ন করলে আমি জবাব দিতে পারব।

শ্রীমতিলাল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, এখানে ট্যাকনিকেল সেংশানের প্রয়োজন আছে। যখন দপ্তরের সুপারিনটেনডেন্ট যখন এগুলিকে পাঠান সেংশানের জন্য, যারা সেংশান করেন তাদের সেংশান করা সত্ত্বেও ঐ জায়গায় আটকে থাকে। এইটার কারণ টা কি ?

মুখ্যমন্ত্র :—আমি জবাবে এই কথা বলেছি, মাননীয় সদস্য হয়ত এই কথাটা খেয়াল করেন নি। সেংশানের পরে কোন কোন জায়গায় কিভাবে বিলম্বত হচ্ছে এই রিপোর্ট এখন আমাদের কাছে নাই। তবে আমরা অনুসন্ধান করে দেখছি কেন বিলম্বিত হচ্ছে।

শ্রীনকুল দাস :—এখানে এইরকম কতগুলি দপ্তরে পড়ে আছে, তা পর্যবেক্ষকেরা জানেন কিনা সেই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না ?

মুখ্যমন্ত্রী :—এর উত্তর আমি জবাবী ভাষণে দিয়ে দিয়েছি।

প্রশ্ন

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসুমন্ত কুমার দাস।

শ্রী সুমন্ত কুমার দাস :—অ্যাডমিটিড কোয়েশ্চান নং ১০২।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—কোয়েশ্চান নং ১০২।

প্রশ্ন

১। সোনামুড়া বিশ্রামগঞ্জ ভায়া তক্ছা পাডা রাস্তার কাজ কত বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ করা হয়েছিল ?

২। এই রাস্তার কাজ শেষ হইতে এত বিলম্ব হওয়ার কারণ কি ?

৩। কবে পর্য্যন্ত ঐ রাস্তার কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

উত্তর

সোনামুড়া হইতে বিশ্রামগঞ্জ ভায়া কদমছড়ি, তক্সাপাডা রাস্তাটির এষ্টিমেট ১৯৬৭ এবং ১৯৬৮-৬৯ আর্থিক বর্ষে দুইটি গ্রুপে মঞ্জুর করা হয়।

বিশ্রামগঞ্জ-হইতে তকসাপাড়ার কাজ যথাসময়ে আরম্ভ হয় এবং ফরমেশন ওয়ার্ক সময়ত শেষও হইয়া যায়। ২১।৮।৮০ ইং তারিখে এই অংশের সোলিং মেটেলিং এর কাজ ধরা হয় এবং মেটেলিং ও শেষ হইয়াছে। তকসাপাড়া হইতে সোনামুডা অংশের কাজ প্রয়োজনীয় জমি না পাওয়া যাওয়ায় ১৯৭৩ইং এর পূর্ব্বে ধরা যায় নাই। বর্ত্তমানে মাটির কাজ শেষ হইয়াছে। কিন্তু কালভার্ট বর্ত্তমানে বসানোর কাজ বাকী আছে।

২। প্রয়োজনীয় জমি না পাওয়া যাওয়ার জন্য সোনামোডা হইতে তক্সাপাড়া অংশের কাজ বিলম্বিত হয়।

৩। বিশ্রামগঞ্জ হইতে তক্সাপাডা অংশের কার্পেটিং এর কাজ ১৯৮২-৮৩ আর্থিক বর্ষে শেষ হইবে বলে আশা করা যায়। সোনামুডা হইতে তক্সাপাড়া অংশের ফরমেশন ওয়ার্ক (ব্রীজ এবং কাল ভার্টসহ) ১৯৮২-৮৩ আর্থিক বর্ষে শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীতরণী মোহন সিন্হা।

শ্রীতরণী মোহন সিন্হা :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৭১ স্যার,

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—কোয়েশ্চান নং ১৭১।

প্রশ্ন

১। বামফ্রন্ট প্রতিষ্ঠীত হওয়ার পর কয়টি নতুন রাস্তা ইট সলিং করে বাস চলাচলের উপযোগী করা হইয়াছে এবং আরো কয়টি ১৯৮২ সনের মধ্যে সলিং-এর কাজ আরম্ভ হবে ও কবে নাগাদ শেষ হইবে ?

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী মোহন লাল চাক্মা।

শ্রীমোহন লাল চাক্মা :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৫৬

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—কোয়েশ্চান নং ১৫৬।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে কতজন ড্রাইভার সরকারী গাড়ীতে কাজে নিযুক্ত আছেন ?

২। ইহাতে তপশীল জাতি ও উপজাতি ড্রাইভারের সংখ্যা কত ?

৩। এই পদে নিয়োগের সময় কোটা পূরণের যথাযথ নিয়ম নীতি রক্ষা করা হইতেছে কি ?

উত্তর

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— ১, ২, ৩ — তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— কোয়েশ্চান নং—১১৬

প্রশ্ন

১। আলু উৎপাদকের কাছ থেকে সহায়ক মূল্যে আলু কিনবার কোন সরকারী পরিকল্পনা আছে কি ;

২। থাকলে ত্রিপুরার কোথায় কোথায় এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ,

৩। বিশালগড়ে এই সুযোগ সম্প্রসারিত করা হয়েছে কি ,

৪। না হলে অতি সত্বর তা করা হবে কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ সরকারের নির্দ্দেশে ত্রিপুরা এপেক্স মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ সহায়ক মূল্যে আলু ক্রয় করিতেছে।

২। বিলোনীয়া মহকুমায় ১০টি ক্রয় কেন্দ্র হইতে আলু ক্রয় করা হইতেছে যথা (১) জোলাই বাড়ী, (২) মধ্যপিলাক, (৩) দেবদারু, (৪) কলসী, (৫) বাইখোরা, (৬) মহুরীপুর, (৭) লাউগাঙ, (৮) শান্তির বাজার, (৯) সোনাইছড়ি, (১০) বীরচন্দ্র মনু।

৩। না।

৪। না।

শ্রীভানুলাল সাহা : —মাননীয় স্পীকার স্যার, বিশ্রামগঞ্জের চড়িলামে অনেক আলু উৎপন্ন এবং তার সহায়ক মূল্য যেটা সরকার জানেন যে বড়টা ১১০ টাকা আর ছোটটা ১০০ টাকা কুইন্টাল প্রতি। আমরা দেখেছি যে, সেখানে ৭০-৮০ টাকা কুইন্টল দরে আলু বিক্রী করা হচ্ছে। তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে বলছেন যে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবেনা। তাহলে এখানকার ইচ্ছুক চাষীদের আলু রাখার জন্য হিম ঘরের ব্যবস্থা করা হবে কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, আমাদের আলু কেনার অসুবিধা হচ্ছে হিম ঘরের, দপ্তর থেকে আমরা যে জায়গা সংগ্রহ করতে পেরেছি তা আলু রাখার পক্ষে খুবই কম জায়গা। তাই আমাদেরকে অলু কিনে আগরতলা বা উত্তর ত্রিপুরাতে বিক্রয় করতে হয়। সেই দিক থেকে আগরতলাতে এনে আলু বিক্রী করার পক্ষে সুযোগ সুবিধার খুব কম কারণ এখান থেকে অলু উৎপাদন হওয়ার ফলে আলুর দাম কমে যেতে পারে সেই দিক থেকে আমরা দুরবর্তী অঞ্চল থেকে সাবসিডি দিয়ে আলু কিনার ব্যাবস্থা করেছি। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে ব্যবসায়ীরা সেসব জায়গা থেকে আলু কিনে এনে আগরলাতে বিক্রী করতে পারেন, এই সব অসুবিধারকথা চিন্তা করেই আমরা আলু ক্রয়ের ব্যবস্থাকে সীমাবদ্ধ রেখেছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে দুরবর্তী অঞ্চল থেকে সাব সিডি দিয়ে আলু কিনা হচ্ছে তা সেটা কি দামে কিনা হচ্ছে এবং গত বছর বত পরিমাণে আলু কিনা হয়েছে এবং কোন কোন জায়গা থেকে আলু কিনা হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, কোন কোন জায়গা থেকে আলু কিনা হয়েছে সেটা আমি বলেছি এবং সেটার দাম হয়েছে প্রতি কুইন্টল-এ বড়গুলি ১২০ টাকা, আর ছোটগুলির দাম হচ্ছে ১০০ টাকা। আর এই ব্যাপারে সাবসিডি যটা দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট সাবসিডি। তবে গত বছর কি পরিমাণ আলু কিনা হয়েছে সে তথ্য এখন পর্যন্ত সংগ্রহ করা যায় নি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরতী মোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া : কোশ্চেয়ান নং—১১৮।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং—১১৮।

প্রশ্ন

১। ডম্বুর জলাশয়ের মাছ দিয়ে সিদল তৈরী করার পরিকল্পনা আছে কি,

২। না থাকিলে তার কারণ কি?

উত্তর

১। না।

২। ডম্বুর জলাশয়ে পুঁটি মাছের উৎপাদন এতই নগন্য যে সিদল তৈরীর পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায় না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— আমরা জানি যে আগে পুঁটি মাছের সিদল বাজারে বিক্রি করেছে, তখন সিদলের চাহিদা ছিল, কিন্তু এখন চাহিদা কম অথচ সিদলের দাম বেশী প্রতি কেজি ৩০ টাকা করে এখন দাম নেওয়া হচ্ছে। ডম্বুরে প্রচুর পরিমাণে পুঁটি, মলয় মাছ রয়েছে, সেগুলি এনে সিদল করা সম্পর্কে সরকার কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কি না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, মলয় মাছের সিদল হয় কি না আমার জানা নাই। তা মাননীয় সদস্যই জানেন যে মলয় মাছের সিদল তৈরী করলে মানুষ সেটা কিনবে কি না। তবে

সেখানে যে সব ছোট মাছ পাওয়া যাচ্ছে সেটাকে শুটকি করা হচ্ছে পশুর খাদ্য হিসাবে। পুটি মাছের ব্যাপারে সিদল করার চেষ্টা করা হবে। এ ব্যাপারে অ্যাপেক্স কোপারেটিভ উদ্যোগ নিয়েছে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের বাজারে যে সমস্ত সিদল বিক্রি হচ্ছে সেগুলিকে বাহির থেকে আমদানী করানো হয়। এই সমস্ত সিদলকে বাহির থেকে আমদানী করতে গিয়ে যে মূল্য দিতে হচ্ছে সেটা যাতে আর দিতে না হয়, তার জন্য সরকার অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কি না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এই ব্যাপারে আমরা যে অ্যাপেক্স কোপারেটিভ সোসাইটি রয়েছে তারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে চেষ্টা করছে যাতে স্বল্প মূল্যে সিদল এনে আগরতলায় সরবরাহ করা যায় তার জন্য। তাদের এই প্রচেষ্টা পূরণ হলে সরকার দেখবেন কি করা যায়।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে, বিশেষ করে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে খাওয়ার অযোগ্য সিদল বিক্রী করা হচ্ছে এবং দাম আগরতলার বাজার থেকে অনেক বেশী নেওয়া হচ্ছে। তা সেখানে সরকারী দোকানের মাধ্যমে সিদল বিক্রী করার জন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—আমরা সিদল সংগ্রহ করতে পারি, মাননীয় সদস্যরা জানেন যে, সিদল শুধু উপজাতিরাই খায় না বাঙ্গালীরাও খায়। তাই আমাদের যে, ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্স্ আছে তার মাধ্যমে আমরা সিদল বিক্রি করতে পারি। এইটা সংগ্রহ করার পর আমরা অ্যাপেক্স কো-অপারেটিভ কে অনুরোধ করব এই কাজটা হাতে নেওয়ার জন্য। মাননীয় সদস্য যে কথাটা বলেছেন সেটা খুবই সত্য কথা, গ্রামাঞ্চলে বাজারে খুবই নিম্ন মানের সিদল বিক্রী করা হয় এবং এইটা স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই বিপদজনক। সেই দিক থেকে আমরা চেষ্টা করব ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্স-এর মাধ্যমে সিদল বিক্রী করতে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—কোয়েশ্চান নং—১১৯।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৯।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৯।

প্রশ্ন

১। ১৯৮১-৮২ আর্থিক বছরে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে মৎস্য চাষের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে কোন বিশেষ অর্থ সাহায্য রাজ্য সরকার পেয়েছেন কিনা ?

২। পেয়ে থাকলে তার পরিমাণ কত ?

৩। এবং উক্ত অর্থ কি ভাবে ব্যয় করা হয়েছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ পেয়েছেন।

২। ১২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।

৩। (ক) চারা পোনা সরবরাহের জন্য ৫৩,৫০০ টাকা।

(খ) ক্ষুদ্র বাঁধ নির্মাণের জন্য ১১ লক্ষ ৩৭ হাজার ৫০০ শত টাকার মজুরী দেওয়া হইয়াছে।

(গ) জিওল মাছ চাষের জন্য ৩৭,৫০০ টাকা।

প্রশ্ন হাওয়ার শেষ হল। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেইগুলোর লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্ন গুলোর উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি। (ANNEXURES—"A" & "B")

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল আমি নিম্নলিখিত সদস্যর নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :—

"গত ৯ই মার্চ বক্সনগর (সোনামুড়া) হাই-স্কুলের ৫ম শ্রেণী বিশিষ্ট একটি স্কুলঘর অগ্নি কাণ্ডে ভস্মীভূত হওয়া সম্পর্কে"।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী সুমন্ত কুমার দাস মহাশয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপরাগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, উক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর ৩০ শে মার্চ একটি বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ৩০ শে মার্চ বিবৃতি দেবেন। সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল :—

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী কামিনী দেববর্মা মহাশয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :—"গত ১৪ ই মার্চ কৈলাশহর থানার অন্তর্গত উনকোটি লক্ষীছড়া গ্রামে শ্রীআনন্দ রিয়াংকে কতিপয় ডাকাত দা দ্বারা আঘাত করে অনেক টাকা পয়সা ও রূপার অলংকার ও অন্যান্য জিনিষপত্র লুটপাট করা সম্পর্কে"।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী কামিনী দেববর্মা মহাশয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি উক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশরটি উপর আগামী ৩০শে মার্চ্চ একটি বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল—

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহার নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল—

"গত ১৫ই মার্চ্চ বিশালগড ব্লকাধীন সুতারমুড়া গ্রামে শ্রীসুবোধ দেববর্মার বাড়ীতে ডাকাতি এবং ডাকাত কর্তৃক গুলিবদ্ধ হয়ে শ্রী দেববর্মার আহত হওয়া সম্পর্কে"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি উক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর আগামী ২৯শে মার্চ্চ একটি বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল—

আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :—

"গত ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে লক্ষীছড়ার পীডরাই বাড়ীতে (বাইখোড়া থানা এলাকাধীন) যোগেন্দ্র রিয়াং এর বাড়ী ঘর পুড়ে দেওয়ার ঘটনা সম্পর্কে"।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ১৭-২-৮২ইং রাত্রি ১২টার সময় কতিপয় অপরিচিত দুষ্কৃতকারী শ্রীযোগেন্দ্র রিয়াং পিতা মৃত অনুরাম রিয়াং, সাং—পীতরাইবাড়ী (মুহুরীপুর রিজার্ভ ফরেষ্ট)-এর বসত ঘরে আগুন লাগায়। শ্রী রিয়াং স্থানীয় লোকের সহায়তায় আগুন আয়ত্বে আনেন।

অভিযোগকারী শ্রীযোগেন্দ্র রিয়াং-এর অভিযোগক্রমে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৩৬ ধারা অনুসারে বাইখোরা থানায় ৬(২)৮২ নং মোকদ্দমা নথিভুক্ত করা হয়।

বিগত ২২/২৩-২-৮২ইং রাত্রি ১টার সময় আবার কতিপয় অপরিচিত দুষ্কৃতকারী শ্রীযোগেন্দ্র রিয়াং-এর মাটির দেওয়াল ঘরে আগুন দেয়। ঘরটি সম্পূর্ণ পুড়িয়া যায়। শ্রীযোগেন্দ্র রিয়াং-এর অভিযোগমূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৩৬ ধারামূলে বাইখোরা থানায় আর একটি মামলা নং ১০(২)৮২ নথিভুক্ত করা হয়। উক্ত ঘটনায় মোট ক্ষতির পরিমাণ ৩০০০ টাকা। পুলিশ তদন্তকালে দুইব্যক্তি শ্রীগণিরাম রিয়াং পিতা শ্রীত্রিশ্বরায় রিয়াং এবং বিক্রম রিয়াং, পিতা শ্রীদেবেন্দ্র রিয়াং সাং পিতরাই বাড়ীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ এখন জেল হাজতে আছে। এখনও ঘটনা দুটির তদন্ত চলছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে পিতরাই, দেবীপুর প্রভৃতি জায়গায় গত কয়েক মাসে সেখানে দুষ্কৃতকারীরা ৪/৫টি হত্যা-কাণ্ড সংঘটিত করেছে এবং সেখানে হরনাথ মজুমদার এবং জনৈক মুণ্ডাকে গত কয়েক মাস আগে ধরে নিয়ে খুন করেছে। পরবর্তী সময়ে রাবণ ত্রিপুরাকে ধরে নিয়ে তারা আবার খুন করেছে। তার পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন সেখানে একটি পুলিশ আউট-পোষ্ট খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তারজন্য দুষ্কৃতকারীরা তাদের হুমকি দিয়েছে এবং কলোনীতে বার বার আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে যাতে পুলিশের আউট-পোষ্ট না করা যায় এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা ঠিক যে এই অঞ্চলে এই ধরণের কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে তবে সেই দুষ্কৃতকারীরা যে এই ঘটনার সাথে জড়িত বা দায়ী সেরকম কোন তথ্য এখন সরকারের কাছে নেই। তবে সেখানে সিকুরিটি পোষ্ট স্থাপনের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং দুষ্কৃতকারীদের গ্রেপ্তার করার জন্য কিছু কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা যে গত কয়েক দিন আগে কাঁঠালছড়া, দেবীপুর, বগাফা পথে তারা লোকদেরকে ধরে নিয়ে ১৭ হাজার টাকা আদায় করেছে এবং তার পরেও আরও লোককে তারা ধরে নিয়ে যায় এবং টাকা আদায় করে। মাত্র কয়েক দিন আগে পূর্ব বগাফাতে তারা নোটিশ দিয়েছে আগামী ২০শে চৈত্রের মধ্যে বলেন্দ্র বিশ্বাস যিনি মাননীয় সদস্য শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং-এর গত-বারের ইলেকশনের এজেন্ট ছিলেন তার কাছে টাকা জমা দিতে নতুবা আগে যেমন ধরে নিয়ে হত্যা করা হয়েছে ঠিক তেমনি তাদের ভাগ্যেও হবে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এ সম্পর্কে তদন্ত করে দেখা হবে।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, এই অগ্নিকাণ্ড এবং লোটপাট যখন চলছিল তখন উপজাতি যুব সমিতি সেখানে এক জনসভা করছিলেন এবং এই হাউসে যারা উপস্থিত আছেন তারাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। দুষ্কৃতকারীরা লুটপাট করার পর দ্রাউ কুমার বাবু এবং নগেন বাবুর নিকট যায় এবং তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে। এ সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কিছু জানেন কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার এখানে যে বিধায়কদের জড়িত করে অভিযোগ আনা হয়েছে সে সম্পর্কে আমার কিছুই জানা নেই, তবে এটা ছিল যে. এ বাজারে আগুন লেগেছিল এবং বহু জিনিসপত্র পুড়ে যায় এবং লুটপাট হয় এতে ব্যবসায়ীদের প্রচুর পরিমাণে ক্ষতি হয়।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এখানে বাদল বাবু যে অভিযোগ এনেছেন তা সম্পূর্ণ অসত্য। তবে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়-এর জানা আছে কি যে ঐ অগ্নিকাণ্ডে বাদল বাবু এবং শ্রীব্রজ মোহন জমাতিয়া দুষ্কৃতকারীদের পরিচালনা করছিলেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, এখানে দক্ষিণ ত্রিপুরার একটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাকে কেন্দ্র করে মাননীয় বিধায়করা ব্যক্তিগতভাবে দোষারূপ করছেন।

মিঃ স্পীকার :—হ্যাঁ, মাননীয় সদস্য এটা হয় না।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—স্যার, উক্ত এলাকাতে এখনও দুষ্কৃতকারীরা তাদের দুষ্কার্য্য চালিয়ে যাচ্ছে সে সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী কিছু জানেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, আমি আগেই বলেছি যে এই এলাকাতে বহু দুষ্কৃতকারী এখনও রয়েছে এবং তারা তাদের দুষ্কার্য্য করছে। এদের দুষ্কার্য্য বন্ধ করবার

পুলিশ বিভিন্ন ব্যবস্থা নিচ্ছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, মনু, কাঠালিয়া প্রভৃতি স্থানে আইন শৃঙ্খলার দারুণ অবনতি ঘটেছে এবং যারা দুষ্কৃতকারী তাদের ধরবার জন্যে যখন পুলিশ যায় তখন প্রকৃত দোষীকে না ধরবার জন্যে মাননীয় বিধায়ক শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া পুলিশকে বাধা দেন এবং পক্ষান্তরে উপজাতি যুবসমিতির বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করার জন্য পুলিশকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। এবং তার পরামর্শ কার্য্যকর না করার জন্য তিনি পুলিশের উপর ক্ষুব্দ হয়ে আছেন। এ সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এটা সম্পূর্ণ অসত্য। এবং এই ধরণের কোন খবর মাননীয় বিধায়ক শ্রীব্রজমোহন জাতিয়ার বিরুদ্ধে নেই।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :— স্যার, এটা কি সত্য যে কাঠালিয়ার ঘটনার আসামীকে মাননীয় এম, পি, শ্রীবাজুবন রিয়াং এর বাড়ি থেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এটা ঠিক যে, যে কোন আসামী যদি কোন এম, পি, বা এম, এল, এ, দের নিকট আত্মসমর্পণ করে তবে তাকে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে দেওয়া কর্ত্তব। আমি মাননীয় শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াংকেও বলব যে তাদের কাছেও যদি কোন আসামী আত্ম সমর্পণ তবে তারা যেন তাকে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের কাছে দিয়ে দেন। এতে আমরা খুবই খুসি হব।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :— স্যার, এটা কি সত্য যে, আসামীরা প্রথমেই মাননীয় শ্রীব্রজ মোহন জমাতিয়ার কাছে যায়। কিন্তু ব্রজবাবু ভয় পেয়ে তাকে নিয়ে যান এম, পি, সাহেবের কাছে। আর এম, পি, সাহেব সেই আসামীকে নিয়ে যান পুলিশ মন্ত্রীর ঘরে এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার এটা ঠিক নয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, যে আসামীকে এম, পি,র বাড়ী থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে রাজনৈতিক দিক দিয়েও সে আসামী একজন সি, পি, এম, কর্মী এবং এম, পির সঙ্গে তার ঘনিষ্ট যোগাযোগ রয়েছে সে সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিছু জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার এই ধরণের কোন তথ্য আমার জানা নেই। তবে মাননীয় সদস্যের এটা জানা উচিত যে, আসামী সি, পি, এম, এর কর্মী হলেও তাকে শাস্তি অবশ্যই পেতে হবে।

মিঃ স্পীকার : সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :—

"১৯৮২-৮৩ সালের আর্থিক বছরের ব্যয় বরাদ্দের উপর আলোচনা এবং ভোট গ্রহণ।"

গতকালকের অসমাপ্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর আলোচনা প্রথমে আরম্ভ হবে। তার পর আলোচনা শেষে সমস্ত ডিমাণ্ডগুলির উপর ভোট গ্রহণ আজকে শেষ করতে হবে। আমি প্রথমে ছাটাই প্রস্তাবগুলো ভোটে দেব এবং তারপর মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব।

আমি এখন মাননীয় মন্ত্রী শ্রীদেববর্মাকে অনুরোধ করছি উনার আলোচনা আরম্ভ করবার জন্য।

কক্ বরক

শ্রীদীনেশ দেববর্মা, মন্ত্রী, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় S. R. E. P. নি যে কাজ চিনি ত্রিপুরা রাজ্য নি শতকরা ৮০ ভাগ বিগীরা বরক। বরকনি নগনি থানি দাতি মানাই সগাইরীনা বাগাই পঞ্চায়েৎ নি ইয়াগতাই খীলাই আং সামুং তাংগ। কাজেই যে খীলাইনাইরগ বরক সানাই যে আর রাং বেশী আংনা বা উর্দ্ধ আরংখা। আব খরচ খীলাইগ মানলিয়া কিন্তু মিয়া আং অর বিধান সভাঅ প্রথম report বঅ বু অঞ্চল বাসাক রাং খরচ আংখা বু সময় লেবারগ সামুং খীলাইখা আব আং সমস্ত হিসাব দাখিল খীলাইখা। কিন্তু বনি আসল উদ্দেশ্য তাম? বনি আসল উদ্দেশ্য আংখা যে বিগীরা বরক যাতে তাইব বিগীরা আংখাং বরক চীর কাল ন কুসুবুই চালাক তংমুঙনি রাং গীনাবরগ বাই আব বনি উদ্দেশ্য। কাজেই বরক জাগা জাগা অ খাংগাই লামা তাননাইরগ ন বাধা রাই অ আর। লামা তা তাননি। কাজেই চাঙ হীনমানি সুবিধা আংয়ানু। কুয়া খুরনানি খাংনানরগ নব বলং তীলাং নাং বীথারাই অ। কাজেই এই দিকে যেবামফ্রন্ট সরকার বরক কোন কিছু কাজ খীলাই মানয়া। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার এই সমস্ত বিগীরা বরক ন যখন কাজ খীলাই তংগ বরকনি উন্নতিনি বাগাই সামুং খীলাই তংগ। পুষ্করিনী খুর নানি বাধা রীনানি বিশেষ খীলাই এই যে করভুগ, তাইদু অঞ্চলে এবং রইস্যা বাড়ী এলাকাঅ যনন চাং থাংখা আথক আরনি বররক চাংন সানা আব আকুনি সিমিয়া বেবাক বামফ্রন্ট সরকার কাজন তা তাংদি হীনাই বরক মিটিং খীলাই সানাই অ যে এলাকানি উন্নতি আং লাহা হীনখে বামফ্রন্ট সরকার তেইব উন্নতি আংনাই বনি পক্ষে তেইব বরক কাইনাই তেইব হামজাক নাই। কাজেই, যাতে অজাক তাংখা খীলাই মাননানি বাগাই বরক নানা রকম সিকিরি সকর খীলাই তংগ। এই কিছু দিন সীকাং আং যখন গঙ্গানগর এলাকা অ থাংগ আফুরু পরিস্কার আনিখানি নালিশ খীলাইকাইবাইখা অরনি বররক যে তিনি অর হর খাবাই থাংনাইরগ, বরক বীথারনাইরগ চিনি ইয়াংতাই লামা লাইসুই তংগ। কাজেই. চিনি ইয়াংতাই হীনখে সাংঘাতিক কিরিজাগাই তংবাইখা। চাংন পুলিশ ক্যানা রকি। কাজেই, এইভাবে বামফ্রন্ট সরকারীনি সামুং মানয়া লোকারগণ কাজ বীনাকে যে পরিকল্পনা খানা, আর বিগীরা রক ন কিছা যে কাজ রীনানি, সাহায্য খীলাইনানি S R E P বনি কাজ বরক বানচাল খীলাই খানি নাই তংগ। কাজেই, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আং পরিষ্কারভাবে বরক ন সানা খাইঅ যে সমস্ত সামুং সিতীরা তাংমানি এই সামুং রগ অতি সত্বর সরকারনি থামি কাই অই মিলিকাই বলংনি অংনরাই বরকনি বীথানি যে শান্তি গ্রামীন যে শান্তি আবন রক্ষায় খীলাইখীং হীনাই আং চিন্তা খলাইঅ। এবং আবনি বাগাই আনি বাজেট নি যে ছাটাই প্রস্তাব তুবুমানি অ ছাটাই প্রস্তাবনি বিরোধীতা খীলাই আনি যে বায় ববাদ আবন সমর্থন খীলাই আনি বক্তব্য পাইরীখা।

বঙ্গানুবাদ

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, S. R. E. P. র যে কাজ, ত্রিপুরা রাজের শতকরা ৮০ ভাগ লোক দরিদ্র। তাদের কাছে তাড়াতাড়ি সাহায্য সহায়তা পৌছে দেবার জন্য আমি পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কাজ করি। কাজেই. উপজাতি যুব সমিতির সদস্যগণ বলছেন যে এটা টাকায় বেশী হয়েছে। এটা সম্পূর্ণ খরচ করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু গতকাল আমি বিধান সভায় বলেছি Report দিয়েছি কোথায় কোন এলাকায় কত সময় লেবাররা কাজ করেছে এবং কত টাকা খরচ

হয়েছে। কিন্তু তার আসল উদ্দেশ্য কি? তার আসল উদ্দেশ্য হলো গরীব মানুষ যাতে আরো গরীব না হয়ে পড়ে, চীরদিন ধনিক শ্রেণী দ্বারা শোষিত না হয়। কাজেই, তারা জায়গায় জায়গায় গিয়ে যারা রাস্তা তৈরীর কাজ করছেন তাদের বাঁধা দিচ্ছেন রাস্তা তৈরী করো না, কূপ খননের কর্মীকে বনে নিয়ে গিয়ে খুন করেছে। এই কারণে বামফ্রণ্ট সরকার কিছু করতে পারছে না। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার এই সমস্ত দরিদ্র শ্রেণীর জন্য যখন কাজ করে চলছেন, তাদের উন্নতির জন্য কাজ করে চলছেন। পুকুর খননের কাজে বাঁধা দেয়া বিশেষ করে এই যে করভুগ, তইদু অঞ্চলে এবং রইস্যাবাড়ী এলাকায় যখন আমরা সেখানে গেছি, সেখানকার লোকেরা আমাদের বলেছে। শুধু তাই নয় বামফ্রন্ট সরকারের সমস্ত কাজ করবো না বলে তারা মিটিং করছে এই কারণে যে, যদি কাজ করো তাহলে বামফ্রন্ট সরকার আরো জনপ্রিয় হবে শক্তিশালী হবে, তার পক্ষে আরো মানুষ আসবে তাকে আরো ভালবাসবে। কাজেই, যাতে এই কাজ না হয় তারজন্য ভয় ভীতি প্রদর্শন করে চলেছেন। এই কিছু দিন আগে যখন আমি গঙ্গানগর সফরে যাই, তখন সেখানকার কতিপয় আমার কাছে পরিষ্কারভাবে নালিশ করেছে. যারা রাতে চলাফেরা করে, যারা মানুষ খুন করে তারা আমাদের এদিক দিয়ে চলাফেরা করে। কাজেই, আমাদের এখানকার লোকেরা খুব ভীত হয়ে পড়েছেন। আমাদের এখানে পুলিশ ক্যাম্প দিন। এভাবে বামফ্রন্ট সরকারের বেকারদের কাজ দেবার যে পরিকল্পনা, গরীব মানুষদের সাহায্য দেবার জন্য যে S.R B.P. এগুলো বানচাল করার চেষ্টা করছেন। কাজেই, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পরিষ্কার করে তাদের বলতে চাই, যে সমস্ত অপকাজ তারা করছেন তারা যেন বন জঙ্গল ছেড়ে এসে সরকারের সঙ্গে মিলে সারা রাজ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য চেষ্টা করেন। এবং এর জন্য বাজেটের উপর যে ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন এ সবের বিরোধীতা করে এখানকার ব্যয় বরাদ্দ করে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— এখন আমি মাননীয় পূর্ত মন্ত্রীকে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য দ্রাউকুমার রিয়াং আমার ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৫ এর অ্যাগেন্সটে একটি কাট মোশান এনেছেন। ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৫ এর মেজর হেড ৩০৬ আমি এতে ৩০,৫০,০০০ টাকা চেয়েছি। এটা আমি চেয়েছি এই জন্য যে, যে সমস্ত মাইনর ইরিগেশান স্কীম চালু আছে এবং আগামীতে যে সমস্ত স্কীম চালু করব সেই সব স্কীম চালু রাখার জন্য যারা যে অপারেটর এবং তার সহকারী, তারপর ইলেকট্রিক বিল, অর্থাৎ এইগুলি মেনটেন করার জন্য এবং কাজ চালু রাখার জন্য যে খরচ দরকার সেটা খুব লোয়ার সাইডে ধরেছি টাকাটা। এর চেয়ে বেশী রাখা দরকার এখানে ১২২টা লিফট ইরিগেশান স্কীম এবং আগামীতে আরও ১৮টা স্কীম চালু হবে। এই সেগুলি চালু রাখার জন্য আমি এই টাকাটা চেয়েছি। মাননীয় সদস্যদের জানা আছে যে আমরা এই চার বছরের মধ্যে কোন কোন স্কীমের কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা সত্বেও আমরা অনেক বেশী স্কীম চালু করেছি। কাজেই আমি মনে করি এই যে কাটমোশান এনেছেন সেটা টেকে না।

২ নং এ আর একটি কাটমোশান এনেছেন ২৭৮ এ। এই ব্যাপারে উদয়পুর পাবলিক

লাইব্রেরীর মেনটেনেন্স এর আগেন্সটে এনেছেন। কিন্তু সেটা যখন মেজর রিপেয়ার হয় তখন সেটা অরিজিন্যাল ওয়ার্কের মত ধরা হয়। ২৭৮ এর মধ্যে এডুকেশান ডিপার্টমেন্টের একস্‌পেনডিচার এবং আমরা এখানে মেনটেনেন্স নরম্যালী যেট করি, সাধারণতঃ গভর্ণমেন্টের যে সমস্ত বিলডিং আছে সেগুলি করি এবং অরিজিন্যাল ওয়ার্ক করতে গেলে অনেক টাকার প্রয়োজন হয়। ১০,০০০ টাকার প্রভিশান রাখা হয়েছে অরিজিন্যান মাইনর ওয়ার্ক হিসাবে। আমি মনে করি মেকার সেটা রাখা প্রয়োজন।

ডিমাণ্ড নং ৪৩, মেজর হেড ৫৩৪। এখানে মাননীয় সদস্য নগেনবাবু বলেছেন ডিস-অ্যাপ্রোভ্যাল অব পলিসি রিগার্ডিং আর, ই, সি, স্কীম। এখানে তিনি এক টাকা রিডিউস করার জন্য কাট মোশন এনেছেন। আমি গত ১৯ তারিখে বলেছি যে রুর‍্যাল ইলেক্‌ট্রিফিকেশানের ক্ষেত্রে আমরা ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কতটা গ্রামে কি ইলেকট্রিকেশান ছিল এবং এই সময়ের মধ্যে আমরা এক হাজারের উপর গ্রামে ইলেকট্রিফাই করেছি এবং এই দিক থেকে গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুত সরবরাহের কাজে আমরা অনেকখানি অগ্রসর হয়েছি। যেটা ৩০ বছরে ২৬৩টি গ্রামে করেছিল এবং আমরা এই সময়ের মধ্যে ১৬৭টি গ্রামে বিদ্যুত লাইন নিয়ে গেছি। কাজেই মাননীয় সদস্য যে কাটমোশন সেটা এনেছেন ধোপে টেকে না, কাজেই এই তিনটা কাটমোশন আমি মনে করি গ্রহণ যোগ্য নয়। এবং আমি আমার ডিমাণ্ডকে সমর্থন করে সামগ্রিকভাবে এই যে বাজেট উত্থিত করা হয়েছে তাকে সমর্থন করে এবং কাটমোশনগুলির বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সমবায় মন্ত্রী।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহাশয় ডিমাণ্ড নাম্বার ২৭ মেজর হেড ২৯৮ এ একটি ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছে। আমি এই ছাঁটাই প্রস্তাবের বিরোধীতা করছি। তিনি বলেছেন —ডিস-এপ্রভোলী অবপারসি জন গ্র্যান্ট ইন এড। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা এই সরকারে আসার পর এই সমবায়টাকে ত্রিপুরার একেবারে গ্রামস্তরে পর্য্যন্ত, এমন কি জুমিয়াদের নিকট পর্য্যন্ত নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। এই সমবায় আজকে ত্রিপুরার শতকরা ৬০ ভাগ মানুষের মধ্যে নিয়ে যেতে পেরেছি এই চার বছরের মধ্যে এবং তার টাকার একটা হিসাব আমরা দেখি ১৯৭৬-৭৭ সালে এই দপ্তরে মূল বাজেট ছিল ৩০ লক্ষ টাকা। তার মধ্যে খরচ এ' সময়ে হয়েছে মাত্র ২৬,৪৪,০০০ টাকা। ১৯৮২ সালে এসে এই দপ্তরের বাজেট বরাদ্দ আজকে এক কোটি পাঁচ লক্ষ টাকার মধ্যে গিয়ে পৌচ্ছে। এই চার বছরের মধ্যে বিরাট এই ব্যবধান। এই কথা আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি যেখানে ৩০ লক্ষ টাকাও কংগ্রেস সরকার খরচ করেনি সেখানে এক কোটি ৫ লক্ষ টাকার মত এই আর্থিক বৎসরে আমরা খরচ করেছি। শুধু তাই নয়, এই ক্ষেত্রে সেনট্রাল পনসর্ড প্রভৃতি মিলিয়ে এর পরিমাণ হবে এক কোটি সাতাশি লক্ষ টাকার মত।

কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখেছি এই সরকার আসার পর প্যাকস্‌ অ্যাণ্ড ল্যাম্পস্‌ এর মাধ্যমে আমরা

প্যাক্স এবং ল্যাম্পসগুলির মাধ্যমে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব কৃষক, জুমিয়া কৃষক এবং অন্যান্য সকল অংশের মানুষকে এই সব সমবায়গুলির আওতায় এনে তাদেরকে সময় মত ঋণ দান করা, তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রগুলি সময় মত পৌঁছায়ে দেওয়া এবং গুদাম ইত্যাদি নির্মাণ করার ক্ষেত্রে সাব-সিডি দিয়ে যাচ্ছি, তা সত্বেও মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা বলছেন, আমরা যে সাব-সিডিগুলি দিচ্ছি, তা অপব্যবহার করছি। কিন্তু আমি বলব যে আমরা কোন রকমের অপব্যহার করছি না। বরং একথা বলা যেতে পারে যে আমাদের তাদের জন্য আরও বেশী কিছু করার দরকার ছিল, কিন্তু তা আমরা করতে পারিনি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে মোট জনসংখ্যা শতকরা ২৯ ভাগ রয়েছে জুমিয়া এবং শতকরা ১৩ ভাগ রয়েছে তপশীলি জাতি। এছাড়াও আরও এমন লোক রয়েছেন, যারা ভূমিহীন। আমরা এই সরকারের আসার আগে অর্থাত ১৯৭৬-৭৭ সালে ত্রিপুরাতে মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের সমবায় সমিতি ছিল মাত্র ১৫টি, তার মধ্যে রুদ্র সাগর সমবায় সমিতিটিও ছিল এবং এটা ১৯৫১ ইং সনে রেজিষ্টি হয়। আমরা সরকারে এসে রুদ্রসাগর মৎজীবি সমবায় সমিতি নির্ব্বাচন করে যে নূতন কমিটি তৈরী করি, সেই কমিটি তার পুরাতন কমিটির কাছ থেকে মাত্র ৩১.৩০ টাকা ব্যালেন্স পেয়েছিল, আজকে কিন্তু সেই সোসাইটির প্রায় ১ লক্ষ টাকা ব্যংকে জমা আছে। কাজেই সেই সোসাইটিকে সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে সরকার থেকে যে সমস্ত ব্যবস্থাগুলি নেওয়া হয়েছে, আমরা আশা করেছিলাম আমাদের বিরোধী পক্ষ থেকে অন্তত: একটু প্রসংশা পাওয়া যাবে, কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল যে প্রসংশা তো দূরের কথা, তারা ভাল কাজ করার জন্যও সমালোচনা করছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, শুধু তপশীলিই নয়, তাঁত শিল্পীর সংখ্যাও এই রাজ্যে কম নয়। আমরা দেখেছি যে এই রাজ্যে ১৯৭৬-৭৭ সালে তাঁত শিল্পীর মোট সমবায় সমিতি ছিল ৬৬টি এবং সেগুলির অধিকাংশই ছিল মৃত, সজীব কোনটাই ছিল না। সেই সব সমবায় সমিতির তখনকার পরিচালকগন তাদের যে পুঁজি ছিল, সেটাও লুঠপাঠ করে আত্মসাত করে নিয়েছেন। আমরা সরকারে এসে তাদের হাতে সমবায় সমিতিগুলি পরিচালনা করার দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছি, ফলে সেগুলির সংখ্যা এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২৬ টি এবং তাতে বেশ কয়েক হাজার তাঁত শিল্পী এগুলির সদস্য হয়েছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা এই সরকার আসার পর সমবায়ের মাধ্যমে রাজ্যের গরীব কৃষক, মাঝারী কৃষক, তাঁত শিল্পি এবং মৎসজীবি জনগণকে এই সব সমবায়ের মধ্যে নিয়ে এসেছি। শুধু তাই নয়, রিকসা শ্রমিক, ইট বাটুরা শ্রমিক, চা শ্রমিকদিগকে এক চেটিয়া মালিকদের শোষণ থেকে কি করে রক্ষা করা যায় এবং তারা কি ভাবে নায্য মজুরী পাওয়া যায় অথবা তাদের কি ভাবে চা বাগানের অংশীদার করা যায়, সরকার তার চেষ্টা করে আসছেন। তাই আমি নগেন বাবুকে একটা প্রশ্ন করতে চাই যে গত বৎসর ধরে শ্রমিকদের মালিকদের শোষণ থেকে সরিয়ে আনার জন্য এই সরকার যে চেষ্টা করেছে তার জন্যও ওদের তরফ থেকে আমরা নানা রকমের বাধা পাচ্ছি। যেমন বড় কাঁঠালিয়ার সমবায়ের ম্যানিজিং ডারেক্টারকে হুমকি দেওয়া হয়েছে যে সে যদি চাঁদা না দেয়, তাহলে তাকে সেখানে সমবায় করতে দেওয়া হবে না। মহারাণী, জম্পুই এলাকায় যে সমস্ত কনজিউমার্স স্টোসগুলি রয়েছে, সেগুলিকে জালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। নগেন্দ্র

বাবুরা মাঝে মাঝে গ্রামাঞ্চলে বক্তৃতা দিয়ে উপজাতি জনগণকে বলছেন, যে তোমরা সমবায় থেকে টাকা নিয়েছে, সেগুলি ফেরত দিতে হবে না, কারণ ঐ টাকা কেন্দ্রের ইন্দিরা গান্ধি সরকার তোমাদের দিয়েছে, বামফ্রন্ট শুধু তোমাদের কাছে টাকা বিলি করছে মাত্র। এগুলি কেন্দ্রের টাকা, বামফ্রন্টের টাকা নয়, কাজেই তোমাদের এই টাকা ফেরত দিতে হবে না, এই ধরনের প্রচার তারা করছেন। ফলে টাকা আদায় করার সময় দেখা গিয়েছে যে টাকা ঠিক মত আদায় হচ্ছে না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখেছি যে অনেক জুমিয়া এবং ভূমিহীন আছে, যারা নিজেদের টাকা দিয়ে সমবায় সমিতিগুলির সদস্য হতে পারেন না, তাই আমাদের সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে সমবায়ের সদস্য হওয়ার জন্য সরকার তাদেরকে টাকা দিয়ে সাহায্য করবেন। তাই ল্যাম্পসগুলিতে প্রতি পরিবার পিছু ৪০ টাকা করে এখন পর্যন্ত সরকারের ২৩ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা খরচ হয়েছে সদস্য হওয়ার জন্য যদিও এটা সাব-সিডিরই একটা অংশ। তা সত্ত্বেও বিরোধী পক্ষের সদস্যরা বলছেন যে টাকা অপব্যবহার করা হচ্ছে, এটা আদৌ ঠিক নয়। (শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া টাকা দিয়েছেন, না নিজেদের লোকদের নামে বে-নামীতে খরচ করছেন, কে বলবে ?) দেখুন বেশী কিছু বলবার চেষ্টা করবেন না, তাহলে আমি হাঁটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দেবো, মনে রাখবেন এটা আপনারা ভোগ করতে পারবেন না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আগে সমবায়ের সভ্য হওয়ার যে পদ্ধতি ছিল, সেটা হল একই পরিবারের বেশ কয়েক জনের নামে বা বে-নামীতে সমবায় সমিতি গঠন করে, সরকারী পাওনাটা আত্মসাৎ করার নামান্তর ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু আমরা সরকারে আসার পর এই পদ্ধতির পরিবর্তন করেছি। ফলে বে-নামীতে কারোরই সদস্য হওয়ার উপায় নাই। স্যার, মাননীয় সদস্য সম্পর্কে আমি একটা কথা না বলে পারছি না, কারণ উনারা গরীবের দরদী সাজতে চান। নগেন্দ্র বাবুর বাড়ী হচ্ছে তোতাবাড়ীতে, দাঙ্গার পর তিনি সেখানে একটা নিয়ম করার চেষ্টা করলেন। তিনি সবাইকে বুঝাইলেন যে আগে আমরা বাঙ্গালীদের বাড়ীতে কাজ কর্ম করার জন্য যেতাম, কিন্তু এখন তো আর তাদের কাজ কর্ম করতে যেতে পারি না। কাজেই আমাদের যদি একটা ফাণ্ড থাকে, তাহলে আর বাঙ্গালীদের বাড়ীতে আমাদের আর কাজ কর্ম করতে যেতে হবেনা। তাই পরিবার পিছু কারো ১০০ টাকা আবার কারো ২০০ টাকা করে আদায় করে একটা ফাণ্ড তৈরী করলেন। সেই ফাণ্ডের টাকার পরিমাণ হল ১৪ হাজার টাকা এবং তার জ্যাঠতুত ভাই ললিত জমাতিয়াকে ক্যাশিয়ার করে তার হতে সমস্ত টাকাটা গচ্ছিত রাখলেন !

কিছুদিন পর দেখা গেছে যখন গ্রামের মানুষ এসে বলল যে এখন আমাদের কাজ নাই এখন আমরা কি করব ....

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— অন পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, এই অভিযোগ খুবই অসত্য এবং উনি ....

মি: ডে: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এটা পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না। আপনি বসুন।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— এটা ফ্যাক্ট যখন টাকা চাওয়া হল তখন বলা হল যে সেই টাকা মামলা মোকদ্দমার খরচা হয়ে গেছে তোমরা আরও টাকা দাও। তাছাড়া দাঙ্গায় যারা

ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল—সরকার থেকে যাদের সাহায্য করা হয়েছিল চাষের জন্য গরু দেওয়া হয়েছিল সেই গরু পাওয়ার জন্য দরখাস্ত লিখার জন্য কত টাকা আপনারা রোজগার করেছিলেন সেই হিসাব কি আপনাদের কাছে নেই? মাননীয় সদস্য রতি মোহন জমাতিয়ার জানা আছে যে আগরতলায় মিছিলে নিয়ে আসার জন্য ৩০ হাজার টাকা চাঁদা উঠান হয়েছিল, কিন্তু সেই টাকা থেকে মাত্র ১ হাজার টাকা খরচা করা হয়েছিল সেই টাকা ছিল উনারই মাসতুতু ভাই মোহনসিং জমাতিয়ার কাছে তিনি কুপিলং গাঁওসভার উপপ্রধান (ইণ্টারাপশান)।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় মন্ত্রী যে ভাবে বক্তব্য রাখছেন ইহা কাটমোশানের বিষয়বস্তু নয়—উনি কি কাটমোশানের উত্তর দিচ্ছেন (ইণ্টারাপশান)।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি বসুন ....

শ্রী অভিরাম দেববর্মা :— স্যার, উনারা বলছেন বলেই আমাকে বলতে হচ্ছে কি ভাবে মানুষের মাথায় লাঠির বাড়ি দিয়ে ডুবে ডুবে জল খাচ্ছে এবং মনে করছেন যে একাদশীর বাবাও দেখতে পাবে না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই ভাবে যদি আমরা সমবায়কে নিয়ে যেতে পারি এবং আপনারাও আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন তাহলে নিশ্চয় এই রাজ্যের গরীব মানুষদের মহাজনদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারব। আর শ্রীমতী গান্ধীর কল্যাণে জিনিষ পত্রের দাম যে ভাবে বাড়ছে সেই সম্পর্কে উনারা একটা কথাও বলছেন না কিন্তু আমরা এই অবস্থায় গ্রামে পাহাড়ে জিনিষ পত্র পৌছে দেবার জন্য জিনিষ পত্র ক্যারিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা সাবসিডি দিচ্ছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার দপ্তরের জন্য এই বাজেটের টাকা পায়সা যাদের জন্য ধরা আছে তার প্রতিটি পয়সা আমরা তাদের হাতে তুলে দিতে চাই। সেইজন্য আমি এই সব আসার কাটমোশানের বিরোধীতা করছি এবং ডিমাণ্ডগুলির হাউস সমর্থণ পাবে এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— মাননীয় বনমন্ত্রী মহোদয়।

শ্রীআরবের রহমান :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, রাজ্য সরকারের বনায়নের বিরুদ্ধে যে সব কাটমোশান এসেছে সেগুলির বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। বর্তমান রাজ্য সরকারের বনায়ন নীতি ত্রিপুরার বাস্তব পরিস্থিতি ভাল এবং সমস্যাগুলি বিচার বিবেচনা করিয়া নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে।

ত্রিপুরার ১০,৪৯১ বর্গ কিলোমিটার ভূখণ্ডের অধিকাংশ পাহাড়ী অঞ্চল যাহার অববাহিকাগুলি ত্রিপুরার নদীগুলির উৎস। বিগত ৩০—৪০ বছর পাহাড়ী এবং অন্যান্য অঞ্চলে প্রায় নিশ্চিন্হ হইয়া গিয়াছে। তাহার প্রধান কারণ উদ্বাস্তুজনিত সমস্যায় ত্রিপুরার লোকসংখ্যার অভূতপূর্ব বৃদ্ধি। তাছাড়া ক্রমবর্ধমান উপজাতি জনসংখ্যা বৃদ্ধি, যাহাদের অধিকাংশ এখনও জুম চাষ করিয়া কোনক্রমে অনাহারে, অর্ধাহারে জীবন যাপন করেন। ক্রমবর্ধমান জুম চাষের ফলে জুম চাষের জায়গা ক্রমান্বয়ে সংকুচিত হইয়া গিয়াছে এবং কিছু স্থান ৩—৪ বছর পর পর জুমচাষ করাতে ফসল উৎপাদন ও অবিশ্বাস্যভাবে কমিয়া গিয়াছে। বর্তমানে জুমে যে ফসল হয় তাহাতে উর্ধে তিন অথবা চার মাসের একটি জুমিয়া পরিবারের খোরাকী

হয় কি না সন্দেহজনক। বছরের বাকী ৭—৮ মাস প্রতি জুমিয়া পরিবারকে দিন মজুরী করিয়া বা অনাহারে দিনাতিপাত করিতে হয়।

বর্তমান ত্রিপুরার লোকসংখ্যা প্রায় ২১ লক্ষ। এই বিরাট জনসংখ্যার জ্বালানীকাঠের ঘর বাড়ী তৈরী করা বনজ সম্পদ উন্নয়ন মূলক প্রকল্পগুলিতে বাড়ীঘর, পুল, ইলেক্ট্রিক খুঁটি ইত্যাদির জন্য প্রচুর পরিমাণ গাছ এবং অন্যান্য বনজ সম্পদ ব্যবহৃত করিতে হয়। যাহার ফলে বাঁশ, জ্বালানী কাঠ, মূল্যবান কাঠের গাছ দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্মূল্য হইয়া যাইতেছে।

বন নিশ্চিহ্ন হইয়া যাওয়ার পরিনাম ত্রিপুরার জমি, জলবায়ু, আবহাওয়ার উপর বিশেষ ভাবে প্রতিফলিত হইতেছে। পাহাড়ী অঞ্চলে বনানীতে আচ্ছাদিত না থাকার দরুন ভূমি ক্ষয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। নদীগুলি বালিতে ভরিয়া যাইতেছে। বন্যা হইয়া যে জমিতে ফসল হয় সেগুলিতে বালি পড়িয়া নষ্ট হইয়া যাইতেছে। বৃষ্টিপাত কমিয়া গিয়াছে এবং অনিয়মিত হইতেছে, খরাতে ফসল নষ্ট হইতেছে। বনে পশু পাখী যাহা উপজাতিদের প্রধান প্রোটিন খাদ্য এককালে ছিলো তাহা প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে।

ত্রিপুরাতে মোট সংরক্ষিত বনাঞ্চলের পরিমাণ ৩৫৭১ বর্গ কিলোমিটার। প্রস্তাবিত সংরক্ষিত বনের পরিমাণ ২৯৩ বর্গ কিলোমিটার এবং রেকর্ড ভূক্ত রক্ষিত বনাঞ্চলের পরিমাণ ১০৫৭ বর্গ কিলোমিটার অর্থাৎ প্রায় ৫৮২১ বর্গ কিলোমিটার অথবা ত্রিপুরার মোট ভূমির ৫৫.৪ শতাংশ বনানঞ্চল। ১৯৭৪ সালের সমীক্ষাতে ত্রিপুরাতে প্রায় ১১০০ বর্গ কিলোমিটার বাঁশ বন এবং ৩৭২ বর্গ কিলোমিটার প্রাকৃতিক বন ছিল। অর্থাৎ বনাঞ্চল ৫৫.৪ শতাংশ হইলেও প্রাকৃতিক বন মাত্র ৩.৪ শতাংশ ভূমিতে অবশিষ্ট আছে। অর্থাৎ একথা বলা অনুচিত হইবেনা যে এরূপ পরিস্থিতি চলতে থাকিলে আগামী ২০ বছরে ত্রিপুরা মরুভূমিতে পরিণত হইবে। অন্যান্য বনাঞ্চলে নিম্নমানের উদ্ভিদ, বিক্ষিপ্তভাবে বাঁশ এবং কিছু কিছু গাছ অবশিষ্ট আছে। জুমচাষের ফলে বাঁশ বনের বিরাট অংশ ইতিমধ্যেই ধ্বংসের পথে। পরিস্থিতি এমনই হইয়াছে যেখানে জুমিয়া ভাইগণ প্রায় সবই অনাহারে থাকেন অন্যদিকে ত্রিপুরার উর্দ্ধমুখী জনসংখ্যার খাদ্য শষ্য বৃদ্ধির প্রচেষ্টা ব্যাহত হইতেছে। সরকার এমন নীতি গ্রহন করিয়াছেন যাহাতে রিজার্ভ ফরেষ্ট আইন মতে জুমচাষ নিষিদ্ধ হইলেও যে সকল অঞ্চলে বনায়ন হইয়াছে তাহা ব্যতীত অন্যস্থানে জুম করিবার জন্য কোন আপত্তি করিতেছেন না। কারন মানুষ কিছু ফসল সংগ্রহ করে বাঁচতে দিতেই হবে। এবং যে অঞ্চলে বনায়ন প্রকল্প বছরে বছরে হইতেছে তাহা স্থানীয় নেতা এবং জনসারণের সম্মতি লইয়া করা হইতেছে এবং যেখানে তাহারা আপত্তি করিতেছেন সেখানে বনায়ন করা হইতেছে না। রাজ্য সরকার স্থানীয় জন সাধারণ সহযোগিতাতেই বনায়ন করিতে চান সংঘর্ষে নহে। আমরা এরূপ একটি বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছি সেখানে উপজাতি বিশেষ করিয়া জুমিয়াদের সহযোগিতায় কিংবা তাহাদের যথা সম্ভব দৈনন্দিন কাজ দিয়া বনায়ন এবং বন উন্নয়ন প্রকল্প গুলি রূপায়িত করা। ত্রিপুরাতে ১৯৮১ পর্যন্ত মোট ৭২০ বর্গ কিলোমিটার বনায়ন করা হইয়াছে এবং ফরেষ্ট কর্পোরেশন ৩০.০ হেঃ রাবার বাগান করিয়াছেন। বনায়ন ত্রিপুরার মোট ভূমির মাত্র ৬.৮ শতাংশ। অতএব বনায়ন হওয়াতে জুমচাষের অঞ্চল সংকুচিত হইয়া গিয়েছে, এই প্রশ্ন অবান্তর। ত্রিপুরার যে জমিতে ফসল হয় সেগুলির উর্বরতা বৃদ্ধি করা ভূমি ক্ষয় বন্ধ করা, বন্যা খরা নিয়ন্ত্রিত করা

জনসাধারনের চাহিদা এবং অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য দুর্গম অঞ্চলে গরীব উপজাতী জনসাধারণকে বুঝাইয়া রাখার জন্য বনায়ন এবং রাবার বাগান আরও দ্রুতভাবে প্রসার করার প্রয়োজন বিশেষভাবে আছে। বনায়ন করিতে হইলে বন উন্নয়ন মূলক অন্যান্য প্রকল্পগুলিও যথা রাস্তা, ঘর জলাশয়, জুমিয়া পুনর্ব্বাসন চালু থাকে। অন্যথায় এই সকল প্রকল্প রূপায়িত করা হইবে না। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে বনবিভাগ সেই সব দুর্গম অঞ্চলে উন্নয়ন-মূলক কাজকর্ম করেন যেখানে উপজাতিগণ অবস্থান করেন এবং অন্য কোন বিভাগে এই সব স্থানে অন্য কোন প্রকার উন্নয়ন প্রকল্প নিতে পারে না। এই সব অঞ্চলে জুমিয়া-দের যখন জুমচাষ থাকেনা তখন তাহারা এই সব প্রকল্পের কাজ করিয়া মজুরী পান, এবং খাদ্য প্রকল্পের চাউল ইত্যাদি পাইয়া জীবন ধারন করেন। এই সব বনায়ান প্রকল্প চালু না থাকিলে উপজাতিদের জীবন ধারনের সমস্যা আরও তীব্রতর হইত। ইহা ছাড়া বন বিভাগ জুমিয়াদের পুনর্ব্বাসনের কাজ করিতেছে। আজ পর্য্যন্ত ১০৬০ জুমিয়া পরিবারকে বিভিন্ন প্রকল্পে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হইয়াছে। আরও ৫০০ পরিবারকে ৬ষ্ঠ পরিকল্পনাতে পুনর্বাসন দেওয়ার পরিকল্পনা আছে। ১৯৮০-৮১ সাল হইতে বন বিভাগে সামাজিক বনায়নে ক্ষুদ্র মাঝারী কৃষক, পঞ্চায়েতদের বিনামূল্য চারা গাছ, বাঁশের মূল এবং অধিক সাহায্য দিয়া তাহাদের নিজেদের জমিতে বাঁশ, জ্বালানী কাঠ, কাজু বাদামের মতন অর্থকরী ফসল করিতে উৎসাহিত করিতেছেন। ৮১-৮২ সালে ২১১০ টি কৃষক পরিবার ৯০২ হেঃ জমিতে এইরূপ সামাজিক বনায়ন করিয়াছেন। ১৯৮২-৮৩ সালে ১২০০ হেঃ কৃষকদের নিজেদের জমিতে সামাজিক বনায়ন রূপায়নের পরিকল্পনা আছে। ৫৭ হেঃ পঞ্চায়েত জমিতে সামাজিক বনায়ন করা হইয়াছে। এই বছর এই প্রকল্প কৃষকদের ১০.৬৫ লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়া হইবে। ১৯৮১-৮২ সালে বন উন্নয়ন মূলক প্রকল্পগুলিতে আনুমানিক ২৮ লক্ষ দিনের কাজ হইবে যাহার মধ্যে প্রায় ৫.৪৯ লক্ষ শ্রম দিবস এবং চালের বিনিময়ে করা হইবে। ইহা ছাড়া এন, আর, ই, পি, প্রকল্প পর্য্যন্ত ৮৫৯৮৪ শ্রমদিবসের কাজ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া বন কর্পোরেশন প্রতিদিন প্রায় ৩০০০ হইতে ৫০০০ লোকের কর্ম সংস্থান করিয়া দিতেছে। পরিকল্পনা প্রকল্পগুলিতে ৮১-৮২ সালে বন বিভাগের প্রায় ২৯১.৮৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে ৮২-৮৩ সালে তিন কোটির উর্দ্ধে ব্যয় হইবে। যাহা দ্বারা দুর্গম অঞ্চলের জনসাধারণ উপকৃত হইবেন। অতএব রাজ্য সরকারের বনায়ন প্রকল্পের নীতির বিরুদ্ধে কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে। আমার আরেকটা ডিমাণ্ডের উপর কাট মোশন এসেছে। সেটা হল ডিমাণ্ড নং ৩১, মেজর হেড ৩০৭, এটাকে আমি বিরোধীতা করি। আমাদের ডম্বুর হাইড্রোইলেকট্রিক সেনট্রাল গভর্ণমেন্টের টাকায় হয়েছে। এই প্রজেক্টের সামনে যে জলাধার আছে তার পাশেই টীলাভূমি রয়েছে এবং টীলাভূমিতে যদি গাছ না থাকে তাহলে আগামী ২০ বছরের মধ্যে এই প্রকল্প নষ্ট হয়ে যাবে। এই প্রকল্প থেকে আমরা প্রায় ১৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাচ্ছি। কাজেই এই প্রকল্পকে রক্ষা করার জন্য আমরা সাড়ে ৫শ হেঃ জমি ব্যাপিয়া রাবার বাগান করার জন্য পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি। এতে টীলা ভূমিতে মাটির ক্ষয় রোধ হবে এবং এই বাগান থেকে আমরা প্রচুর আয় করতে পারব। কাজেই ডিমাণ্ড নং ৩০৭ এর উপর যে কাট মোশন আনা হয়েছে আমি সেটার বিরোধীতা করি এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন সেটাকে আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :—এই সভার কাজ বেলা দুটো পর্য্যন্ত মুলতুবি রইল।

AFTER RECESS AT 2 P.M.

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয়কে এই হাউসে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, শিক্ষা সংক্রান্ত বাজেট বরাদ্দে যে সব বক্তব্য রাখা হয়েছে মোটামুটি সাধারণ আলোচনায় আমি তা বলেছি। এখানে কিছু কাট মোশান আছে। সব গুলি কাট মোশানের বিরোধীতা করে আমি কয়েকটা বক্তব্য রাখছি। প্রথমতঃ আমি সে দিনও বলেছি যে, বামফ্রন্ট সরকারের নীতি হচ্ছে, যত দূর সম্ভব শিক্ষাকে সম্প্রসারিত করা। কাজেই শিক্ষাকে সম্প্রসারন করতে গিয়ে যে কিছু অসুবিধার সম্মুখীন যে হচ্ছে না, তা নয়। সেই অসুবিধা সামনে রেখেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। শিক্ষার জন্য ত্রিপুরাবাসীরা একটু নিশ্চিত আছে। এর আগে শিক্ষা জগতে যে বিশৃঙ্খলা হতো মোটামুটি এ বিশৃঙ্খলা কেটে গেছে। দুদিন আগে মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। সম্পূর্ণ শান্তি পূর্ণ ভাবেই শেষ হয়েছে। আজ থেকে ১২ (বার) ক্লাস পরীক্ষা শুরু হয়েছে। এখন পর্যন্ত কোন এলাকা থেকে বিশৃঙ্খলার খবর আসে নি। আশা করি, শান্তি পূর্ণ ভাবেই দ্বাদশ (বার) ক্লাসের পরীক্ষা শেষ হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই যে কাট মোশান এনে বিরোধীতা করা হয়েছে তাতে আমি অবাক হয়ে যাই। কাট মোশানে বলা হয়েছে, ষ্টাইপেণ্ড নাকি অপচয়। জানি না, যারা এই সব কাট মোশান আনেন তাঁরা কি হিসাবে আনেন। সরকারের সমালোচনা হউক এটা আমরা চাই। কারণ, গঠন মুলক সমালোচনা সব সময় সরকারকে সাহায্য করে। এটা অলওয়েজ ওয়েলকাম। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব ছেলে মেয়েরা বিশেষ করে সিডুাল কাষ্টস্ এবং সিডুাল ট্রাইবস্ ছেলে মেয়েদের ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়। সেটা অপচয় কোথায় দেখলেন ? যারা কাটমোশন এনেছেন তারাই তো মাঠে ময়দানে চিৎকার করে বেড়ান এদের উন্নতি করতে হবে। আর হাউসে এসে বলছেন ষ্টাইপেণ্ড বন্ধ করুন বাজেট বরাদ্দ কমান। গত বছর আমরা ১৯৮১-৮২ সালে ৮ লক্ষ টাকা বাজেট ধরেছিলাম। এবার ১৯৮২-৮৩ সালে বাজেট বরাদ্দ ধরে ১০·৫০ লাখ টাকা। আমরা ২.৫০ (আড়াই লাখ) লাখ টাকা বেশী ধরেছি। কারণ হলো, এর আগে পর্য্যন্ত দৈনিক ৩ টাকা করে ষ্টাইপেণ্ড দিতাম। এই বার থেকে দৈনিক ৪ (চার) টাকা করেছি। অর্থাৎ মাসে ৯০ টাকার জায়গায় ১২০ টাকা করেছি। স্বাভাবিক ভাবেই টাকার অঙ্ক বাড়বে। কাজেই এই যে ২.৫০ লক্ষ টাকা গত বছর থেকে বেশী বাড়ানো হল এটাও আমার পক্ষে কম হয়েছে। যদি আরো বেশী বাড়াতে পারতাম, তাহলে আরো বেশী ছাত্রদের ষ্টাইপেণ্ড দিতে পারতাম। মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া এখানে আরো একটি কাট মোশান এনেছেন। কাট মোশানটি হচ্ছে, "ফেইলুর টু কন্ট্রোল অ্যাণ্ড ইলিমিনেট ওয়েষ্টফুল অ্যাকস্পেণ্ডিচার অন আদার চার্জেস"। এখানে আদার চার্জেস কোনটা ? কোনটাকে কন্ট্রোল করব, আর কোনটাকে রিডিউস করব ? আমাদের স্কুলের ছেলে মেয়েরা ন্যাশনাল গেমসে অংশ গ্রহণ করে। শুধু মাত্র ত্রিপুরা স্টেটেই নয় ত্রিপুরার বাইরেও অংশ গ্রহণ করে। খেলা ধূলায় অংশ গ্রহণ করতে গেলে সুযোগ সুবিধা দিতে হয়। এর জন্য টাকা লাগে, ট্রেনিং দিতে হয়। গ্রামাঞ্চলের প্রতিটি স্কুলে আমরা খেলার মাঠ তৈরী করার কর্মসূচী নিয়েছি এবং ইণ্টার স্কুল গেমস্ গ্রামে করার ব্যবস্থা করেছি/

এছাড়াও জোর করে ৩১৪ টা গাঁও সভার স্কুলের ছেলে মেয়েদের একস্থানে এনে খেলা ধুলার শিক্ষার জন্য ১০।১২ দিনের একটি ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করেছি বছরে একবার করে। এই সব বাবদ খরচ লাগবে। তবে স্কুল কলেজে জিমনাষ্টিক খেলার যন্ত্র পাতির বড অভাব। আমরা প্রয়োজন মত দিতে পারি নি। তাছাড়া, ডিষ্ট্রিকট লেবেল, মহকুমা লেবেন, ষ্টেট লেবেলে প্রতি বছর খেলা ধুলার ব্যবস্থা করছি। আগরতলা উদয়পুর এবং কৈলাসহরে ৩ (তিন) টি ষ্টেডিয়াম করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এতে টাকা দেওয়া হয়েছে। কোথাও মাটি কাটা হচ্ছে, কোথাও কাটার কাজ আরম্ভ হচ্ছে। এইগুলি চালাতে গেলে টাকার আরো প্রয়োজন। কাজেই শিক্ষার ক্ষেত্রে আমার চার্জেস্ যা কমাতে বলা হয়েছে, তা কোনদিনই সম্ভব নয়। আমরা এটাকে আরো বাড়াতে চাই। এখানে টাকার অংক কমাবার জন্য যে কথা বলা হয়েছে তা ঠিক নয়। আর একটা কাট মোশান এখানে আছে। সেটি এনেছেন মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়া। মোশানট হচ্ছে, ফেইলুর টু কনটেইন অ্যাণ্ড ইলিমিনেট ওয়েষ্টফুল অ্যাকসপেণ্ডিচার অন প্রাইমারী। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা রাজ্যে প্রাইমারী স্তর পর্য্যন্ত শিক্ষা কম্পালসারী করতে পারলে আরো ভাল হত। প্রত্যেকেই যাতে নিজের ছেলে মেয়েকে বাধ্যতামূলক ভাবে পড়াতে পারে আইন মত সেটা আমরা করতে পারছি না। প্রতিটি গ্রামে প্রাইমারী স্কুলের প্রয়োজন আছে। এটা যদি করা না যায়, তাহলে নিরক্ষরতাকে দূর করা সম্ভব হবে না। প্রাইমারী স্কুলে ছাত্র সংখ্যা ১৯৭৯-৮০ সালে ২,৫৭,৫০০ ছিল। ১৯৮০-৮১ সালে ২,৭৩,৩৯০ এবং ১৯৮১-৮২ সালে ৩,১২,০০০ এ দাঁড়িয়েছে। ১৯৮২-৮৩ সালে এই সংখ্যা আরো বাড়বে এটা আমাদের ধারনার মধ্যে আছে। বাজেটে এইবারও আমরা প্রাইমারী হেডে সেন্ট্রাল স্কীমের সাবপ্ল্যান হেডে ৩০০টি স্কুল মঞ্জুর করেছি এবং জেনারেল হেডে (সাবপ্ল্যান ছাড়া) ৭৩টি স্কুল করব বলে বাজেট বরাদ্দ হয়েছে। কাজেই প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা বাড়ানোর ব্যাপারে অ্যাকসপেণ্ডিচার কন্ট্রোলের প্রশ্ন উঠে না। ত্রিপুরায় অনেক স্কুল ঘর রিপেয়ার করতে হবে অনেক স্কুলের নূতন কনস্ট্রাকশান করতে হবে, অনেক ফার্ণিচার নাই। কোন কোন জায়গায় ফ্লোরে বসে পড়া শুনা হচ্ছে, কোথাও চাটাইয়ের উপর বসে ক্লাস হচ্ছে। কোন কোন জায়গায় মাষ্টার মহাশয়কে বসার জন্য একটি চেয়ার-টেবিল দিতে পারছি না। কাজেই এখানে যে বাজেট বরাদ্দ করেছি তা খুবই কম। বাড়াতে না পারলেও প্রাইমারী হেডে টাকার অংক কমানোর প্রশ্ন উঠে না।

প্রাইমারী শিক্ষা খাতে যে বরাদ্দ করা হয়েছে তার উপর ছাটাই প্রস্তাব এনে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা বিশ্বব্যাপী নিরপেক্ষতা দূরীকরণে যে অভিযান চালানো হচ্ছে তার প্রয়োজনীয়তাকেই অস্বীকার করছেন। মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়ার আনীত ছাটাই প্রস্তাব আরও অদ্ভুত। মিড-ডে মিলের টাকার বরাদ্দ কমাতে হবে। উনার এই ছাটাই প্রস্তাব আবসুলেটলী আননেসেসারী। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ক্লাশ ওয়ান-টু ফাইভ ২ লক্ষ ৫ হাজারের মত ছাত্রছাত্রী আছে। সেই সমস্ত গরীব ছেলেমেয়েদের খাবার দেবার জন্য এই স্কীম আমরা চালু করেছি। ১ লক্ষ ৮৩ হাজার ছাত্রছাত্রীকে খাবার দেওয়া হচ্ছে এবং আরও দেবার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। শহরাঞ্চলের স্কুলগুলিতে আমরা খাবার দিতে পারছি না, কিন্তু এখানেও তো গরীব ছেলেমেয়ে আছে। এমনকি গ্রামেও আমরা সবটা কাভার করতে পারছি না অর্থের অপর্য্যাপ্তার জন্য। সিনিয়ার বেসিক স্কুলগুলিতেও এই স্কীম চালু করা উচিত কিন্তু আমরা তা চালু করতে

করতে পারছি না অর্থের অসংকুলানের জন্য। আমাদের এই স্কীম চালু হবার পর স্কুলে ছাত্র সংখ্যা অনেক বেড়েছে, তার হিসাব আমি অনেক আগেই মাননীয় সদস্যদের দিয়েছি। কাজেই এই বরাদ্দের উপর উনার আনীত কাটমোশান অত্যন্ত দুঃখ জনক এবং গ্রামাঞ্চলে গরীব ছেলে-মেয়েদের স্বার্থের পরিপন্থী। মাননীয় সদস্য শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং স্কলারশীপ এ্যাণ্ড ষ্টাইপেণ্ড-এর উপর একটা কাট মোশান এনেছেন। এখানে তিনি টাকার অংক রিডাকশনের কথা বলেছেন। স্যার, সিডুয়েল কাষ্ট এবং সিডিউলড ট্রাইব স ছাত্রছাত্রাদের জন্য সেন্ট্রাল গভার্ণমেন্টর একটা মেরীট স্কলারশীপ আছে। এই স্কলারশিপের উপর ওদের একটা মাসোহারা ছিল সেটা ওরা উঠিয়ে দিয়েছে। ইঞ্জিনীয়ারীং, মেডিকেল প্রভৃতি উচ্চ শিক্ষার্থীদের মেরীট হিসাবে আমরা ষ্টাইপেণ্ড দিচ্ছি। সে ষ্টাইপেণ্ড আরও বাড়ানো দরকার, কমানোর কোন প্রশ্নই আসে না। এই ষ্টাই পেণ্ড যদি বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে সিডুয়েল কাষ্ট এ্যাণ্ড সিডুয়েল ট্রাইবস ছেলেমেয়েরা উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে পারবে না। কারণ অনেক সিডুয়েল কাষ্ট এবং সিডুয়েল ট্রাইব স ছেলে-মেয়ের পিতামাতার ষ্টাইপেণ্ড ব্যাতিরেকে খরচ দিয়ে পড়ানোর মত আর্থিক সংগতি নেই। কাজেই মাননীয় সদস্য শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং মহোদয়ের স্টাইপেণ্ড রিডাকশনের আনীত কাট মোশান এটাই প্রমাণ করে যে সিডুয়েল কাস্ট এবং সিডুয়েল টাইবসদের আর্থিক অবস্থা অনু-ধাবন করতে পরছেন না। মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া, অটোনমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলের উপর বরাদ্দ করে এখানে যে বাজেট উপস্থিত করা হয়েছে, সেটাকে তিনি ডিসএ্যাপ্রোভড করেছেন। অটোনমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল এলাকাধীন অনেক প্রাইমারী স্কুল আছে। সেই সমস্ত স্কুলে ট্রাইবেল ছেলেমেয়েদের এডুকেশানের ভার ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল কেই নিতে হবে। কাজেই এই বরাদ্দকে যে তিনি ডিসএ্যাপ্রোভড করেছেন, সেটা ঠিক না। অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলকে আমরা আরও শক্তিশালী করতে চাই এবং তার ক্ষমতা ও সুযোগ সুবিধা আরও বাড়াতে চাই। অনেক দপ্তরের অনেক কাজকর্ম এই ডিষ্ট্রিক্ট কউন্সিলের নিকট হস্তান্তরিত করতে হবে এবং সেটা যাতে ভাল ভাবে করা যায় সে দিকে সরকার সচেতন। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য যারা ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলের উপর কাটমোশান এনেছেন তাদেরকে আমি অনুরোধ করছি তারা যেন ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলকে সর্বতো ভাবে সহযোগিতা করেন। উনারা আরেকটা ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন চাইল্ড এণ্ড ফেমিলী ওয়েল-ফেয়ারের উপর। উনাদের বক্তব্য হচ্ছে শিশু কল্যাণের উপর যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে সেটা অপচয়। কিন্তু এটা অপচয় নয়। ত্রিপুরা রাজ্যে ১১৬৫টি বালোয়ারী শিক্ষা কেন্দ্র চালু আছে। সেগুলিতে এই সমস্ত শিশুরা পড়াশুনা করছে। কিন্তু সমস্ত বালোয়ারী শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে অনেক গুলিতেই আমরা শিশুদেরকে খাবার দিতে পরছি না। কারণ আমাদের আর্থিক সংগতি অপর্যাপ্ত। বালোয়ারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির একটা অংশ যেগুলিতে আগে থেকেই মিড-ডে মিল চালু হয়েছে সেগুলিতেই আমরা এখন খাবার দিচ্ছি। তারপর অনেক অনাথ শিশু আছে, যারা আশ্রয়হীন হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াত এমন অনেক শিশু-দেরকে সারা রাজ্যে ১৪টা শিশু সদনে আশ্রম দেওয়া হয়েছে। সেখানে ৬০০ শিশু আছে। তাদের জন্য আগে দৈনিক ৩ টাকা করে মাথপিছু দেওয়া হত, তারপর ৪ টাকা করা হয় এবং এখন ৫ টাকা করে দেবার জন আমাদের সিদ্ধান্ত আছে। তাছাড়া অনেক ট্রাইবেল এলাকাতেও অনেক ট্রাইবেল অনাথ শিশু আছে, তাদের জন্যও অনাথ আশ্রম করতে হবে। এই বাবদ

প্ল্যানে ৪৫ লক্ষ ১১ হাজার টাকা এবং নন্-প্ল্যানে ১১ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা বাজেটের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই পরিমাণ বরাদ্দ দিয়ে আমরা আমাদের লক্ষ্য পূরণ করতে পারব না। এই চাইল্ড ওয়েলফেয়ার খাতে বরাদ্দকৃত টাকার অংক অপর্যাপ্ত, এই খাতে টাকার অংক আরও বাড়ুক এটাই আমরা চাই। কাজেই মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা এখানে যে ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন তার মধ্যে কোন যৌক্তিকতা নেই। বামফ্রন্ট শিক্ষার জগতকে আলোকিত করার জন্য যে পরিকল্পনা নিয়ে এই বাজেট প্রনয়ন করেছেন, তার বিরোধীতা করার অর্থই হচ্ছে ত্রিপুরার সামগ্রিক আগ্রগতির বিরোধীতা করা। অতএব. উনাদের সঙ্গে আমরা নিশ্চয়ই একমতাবলম্বী হতে পারি না এবং ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষও উনাদের এই সমস্ত প্রস্তাবকে সমর্থন করবেন না। এই দৃষ্টিকোন থেকে আমি হাউসের মাননীয় সদস্যদের নিকট এই আবেদনই রাখছি যে, আপনারা সমস্ত ছাঁটাই প্রস্তাবগুলি বাতিল করুন, এবং আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ মন্ত্রী মহোদয় হাউসে যে বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেকে আমি পুরোপুরি সমর্থন করছি এবং আশা করছি এই বাজেট আগামী এক বছরে ত্রিপুরাতে অগ্রগতির ক্ষেত্রে এক অভুতপূর্ব জোয়ার আনবে, গড়ে উঠবে সুখী ও সমৃদ্ধ ত্রিপুরা। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—The debate on Demands is over. Now I am putting the Demands to vote seperately, one after another. Of course, I shall first put to vote the Cut motions if any, relating to the aforesaid Demands.

Next question before the House is the Cut Motion moved by Shri Ratimohan Jamatia on Demand No. 9 "That the amount of the Demand be reduced by Rs. 10 000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz "Failure to control and eliminate wsateful expenditure on office expenses."

(The motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :—There is a cutmotion on Demand No. 9 Major Head 265 moved by Shri Drao Kr. Reang. "That the amount of the demand be reduced by Rs. 1000/- to preecnt the economy that can be effected on the particular matter viz.

Failure to control and eliminate wasteful expenditure on vigilance."

(It was put to voice vote and lost.)

Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Finance Minister that a further sum not exceeding Rs. 1,00,13,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1983 in respect of Demand No. 9 (Major Head 252 Secretariat General Services Rs. 84,15,000. Major Head 265 other Administrative Services Rs. 15,16,000 and Major Head 295 other Social and Community Services Rs. 82,000)

(It was put to voice vote and passed.)

There is a Cut motion on Demand No. 11 Major Head 265 moved by Shri Ratimohan Jamatia.

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to present the economy that can be effected on the particular matter viz

Failure to control and eliminate wasteful expenditure on Homeguard".

(It was put to voice vote and lost)

There is a cutmotion on Demand No. 11 Major Head 255 moved by Shri Ratimohan Jamatia. "That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to present the economy that can be effected on the particular matter viz. Failure to control eliminate wasteful expenditure on Criminal investigation and vigilance.

(It was put to voice vote and lost.)

There is a Cut Motion on Demand No. 11. Major Head 255 moved by Shri Drao Kr. Reang. "That the amount of the demand be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effect on the particular matter viz. Failure to Control and eliminate wasteful expenditure on mobile task fource".

(It was put to voice vote and lost.)

Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Finance Minister that a further sum not exceeding Rs. 8,72,47,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1983 in respect of Demand No. 11 (Major Head 255 Police Rs. 6,73,30,000. Major Head 260 Fire pretection and Control Rs. 72,60,000. Major Head 265 other Administrative Services Rs. 1,13,68,000 and Major Head 344—other Transport and Communication Services Rs. 42,89.000.

(It was put to voice and passed.)

Mr. Speaker :—The Cut Motion of Shri Drao Kr. Reang on Demand No. 13, Major Head—258.

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.—

Failure to control and eliminate wasteful expenditure on Printing, storage and distribution of forms".

(It was then put to voice vote and lost).

Mr. Spraker :— The cut Motion of Shri Drao Kr. Reang, Demand No. 13, Major Head—265,

That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particula matter viz.

Failure to control and eliminate wasteful expenditure on machinery and equipments/rools and plants. Cost of machine, monometal fright charges".

(It was then put to voice vote and lost).

Mr. Speaker :—Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 8,02,:9'000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1983 in respect of Demand No. 13 (Major Head 247—other Fiscal Services Small Savings Rs. 1,48,000, Major Head 265—Other Administrative Services Rs. 5,01,07,000 Major Head 268—Misc. General Services State Lottery Rs. 2,00,00,000. Major Head 288—Social Security and Welfare Rs. 3,000 and Major Head 288—Social Security and Community Services Rs. 1000, 266 pension and other Retirment Benefit Rs. 1,00,00,000/-.

(The Demand was Passd by voice vote.)

Mr. Speaker :—Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 70,56,000/-, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1983 in respect of Demand No. 13 (Major Head 258—Stationery and Printing Rs. 70,56,000).

(The Denmand was Passed by voice vote).

Mr. Speaker :—Now the question before the Houes is that a sum not exceeding Rs. 23,75,000 (exclusive of charged expenditure of Rs. 39,000), he granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1913 in respect of Demand No. 1 Major Head 211—Parliament/State/Union Territory Legislature Rs. 21,75,000 and Major head 288—Social Security and Welfare Rs. 2,00,000).

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :—Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 6,95,000 (exclusive of charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1983 in respect of Demand No. 2 (Major Head 213—Council of Minister

(The Demand was put to voic vote and passed).

Mr. Speaker ;—The Cut Motion of Shri Nagendra Jamatia, on Demand No. 3, Major Head 214.

"That the amount of the Demand be reduced to Re. 1 as presenting dis-approval of the policy underlying the Demand viz.

Dis-approval of policy on re-organising of judiciary".

(It was then put to voice vote and lost).

Mr. Speaker :—The Cut Motion of Shri Nagendra Jamatia on Demand No. 3. Major Head 214.

"That the amount of Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.

Failure to control and eliminite wasteful expenditure on legal advisors and councils".

(It was then put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :—Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 96,85,000 (exclusive of charged expenditure of Rs. 604,000), be granted to defray the charges which come in course of payment during the year ending on the 31st March. 1983 in respect of Demand No. 3 (Major Head 214—Administration of Justice Rs. 59,90,000 215—Election Rs. 36,90,000 and Major Head 266 - Other Administrative Services Rs. 5000).

(Then the Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :—The Cut Motin of Shri Nagendra Jamatia, on Denand No. 7, Major Head. 254

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :—

Need to establish Sub-treasuries".

(It was then put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :—Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 15.24,000 (exclusive of charged expenditure of Rs. 4,09,14,000) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1983 in respect of Demand No. 7, (Major Head 254—Treasury and Accounts Administration Rs. 15,24,000).

(Then the Demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :—Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 6,20,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1983 in respect of Demand No. 28 (Major Head 314—Community Development Rs. 6,20,000).

(The Demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :—Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 6,32.83,000 be granted to defray the charges which which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1983 in respect of Demand No. 29 (Major Head 299—Special & Backward Areas Rs. 23,89,000, Major Head 305—Agriculture Rs. 4,34,000 Major Head 307—Soil and Water Conservation Rs. 96,34,000 and Major Head 314—Community Development Rs. 63,00,000).

(The Demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :—Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 1,88,00,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1983 in respect of Demand No. 41 (Major Head 505—Capital Outlay on Agricnlture Rs. 1,88,00,000).

(The Demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :—Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 2,47,50,000 (exclusive of charged expenditure of Rs. 18,13,10,000), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982 in respect of Demand No. 48 (Major Head 766 loans to Government Servants Rs. 2,47,50,000).

(Demand was passed by voice vote).

Now the question before the House is toat a sum not exceeding Rs. 7,00,000/- (Exclusive of charged expenditure of Rs. 18,31,10,000/-), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1982 in respect of Demand No. 48 (Major Head 508 Investment in General Financial & Trading Institution Rs. 70,00,000/-.

(Demand was passed by voice vote).

Now the question before the house is that a sum not exceeding Rs. 2,50,000/-, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1983 in respect of Demand No. 25 (Major Head 268 —Miscellaneous General Services Rs. 2,50,000/-).

(The Demand was put to voice vote and passed).

Now the question before House is that a "Cut Motion" moved by Shri Ratimohan Jamatia to Demand No. 16, Major Head 277,

"That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :—

Need to establish SecondarySchools at Atharabola in Udaipur, Ananda Baza at Dharmanagar, Nagari in Amarpur, Ratannagar in Rashiabari in Amarpur."

(The Cut Motion was lost by voice vote)

Now the question before the House is that a "Cut Motion is moved by Shri Ratimohan Jamatia to Demand No. 16, Major Head –278."

"That the amount of the demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy under lying the demand viz.—

"Disapproval of policy on Archives and Museum."

(The Cut Motion was lost by voice vote)

Now the question before the House is that a Cut Motion is moved by Shri Drao Kr. Reang to Demand No. 16, Major Head 277 :—

"That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.—

"Failure to control and eliminate wasteful expenditure on Boarding House stipend".

(The Cut Motion was lost by voice vote)

Now the question before the House is that a "Cut Motion" is moved by Shri Ratimohan Jamatia to Demand No. 16, Major Head 277.—

"That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.—

Failure to control and eliminate wasteful expenditure on Primary".

(The Cut Motion was lost by voice vote).

Now the question before the House is that a "Cut Motion is moved by Shri Nagendra Jamatia to Demand No. 16, Major Head 309.

"That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.—

Failure to control and eliminate wasteful expenditure on other charges".

(The Cut Motion was lost lost by voice vote).

Now the question before the House is that a Cut Motion is moved by Shri Ratimohan Jamatia to demand No. 16, Major Head 277.

"That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.—

Failure to control and eliminate wasteful expenditure on other charges".

(The Cut Motion was lost by voice vote).

Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 18,28,85,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1983 in respect of Demand No. 16 (Major Head 265—Other Administrative Services Rs. 73,000/- Major Head 277—Education Rs. 16,96,62,000/-, Major Head 278—Art and Culture Rs. 11,50,000/-, Major Head 299—Special & Backward Areas Rs. 20,00,000/- and Major Head 309—Food Rs. 1,00 00,000/-).

(The Demand was passed by voice vote).

Now the question before the House is that a "Cut Motion" is moved by Shri Drao Kr. Reang to Demand No. 17, Major Head 283/-.

"That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.—

Failure to control and eliminate wasteful expenditure on Family & Child Welfare".

(The Cut Motion was lost by voice vote).

Now the question before the House is that a Cut Motion' to the Demad No. 17, Major Head-288 moved by Shri Nagendra Jamatia, "That the amount of the demand be reduced by Rs 100/- to represent the economy that can be effected on the parttcular matter viz-

"Failure to coutrol and eliminate wasteful expenditure on other charges"

(The Motion was lost in voice vote)

Now the question befor the House is that a CUT MOTION to the demand No. 17 Major Head-288-Sri Drao Kr. Reang.

'That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to reperesent the economy the can be effected on the particular matter viz.

"Failure to control and eliminate wasteful expenditure on Family and Child Welfare"

(The Motion was lost in voice vote)

Now the question before the House is that the Demand No. 17 moved by Hon'ble Minister in-charge for Education, that a sum not exceeding Rs. 2,87,94,000/-, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1983 in respect of Demand No. 17 (Major Head 277- Education Rs. 1,36,85,000, Major Head 278-Art and Culture Rs. 10,70,000 and Major Head 288- Social Security and Welfare Rs. 1,40,39,000).

(The Motion was passed by voice vote)

Now the question before the House is that a CUT MOTION to the Demand No. 23, Major Head-288 moved by Shri Nagendra Jamatia-

"That the amount of the demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of policy underlying demand viz-

Disapproval policy regarding grant in aid/contribution to Autonomous District Council"

(The Motion was lost in voice vote)

Now the question before the House is that a Cut Motion moved by Shri Drao Kr. Reang, to the Demand No. 23, Major Head 288 is that-

"That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz-

Failure to control and eliminate wasteful expenditure on scholarship and Stipend"

(The Motion was lost in voice vote)

Now the question before the House is that the Demand No. 23 moved by the Hon'ble Minister-in-charge for Education-

"That a sum not exceeding Rs. 5,59,39,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st. March 1983 in respect of Demand No. 23 (Major Head 276-Secretariat Social and Community Services Rs. 2,19,000, Major Head 288-Social Security and Welfare Rs. 5,15,40,000, and Major Head 309-Food Rs. 41,80,000/-).

(The Demand was passed in voice vote)

Now the question before the House is that a CUT MOTION tothe demand No. 24. Major Head 288 moved by Shri Drao Kr. Reang.

"That the amount of the demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of policy underlying the demand viz.-

Diaspproval of the policy regarding Civil Supply.

(The Motion was lost in voice vote)

Now the question before the House is that the Demand No, 24 moved by the Hon'ble Education Minister—

"That a sum not exceeding Rs. 54,50,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1983 in respect of Demand No. 24, Major Head-288-Social Security and Welfare Rs, 7,90,000 and Major Head 309 Food Rs, 46,60,000/-)

(The Demand was passed in voice vote)

Now the question before that the House is that the Demand No. 40 moved by the Hon'ble Education Minister—

"That a sum not exceeding Rs. 5,000/—be granted defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st. March, 1983 in respeet of Dsmand No. 40 (Major Head 677.Loan for Education Art and Culture Rs. 5,000/).

(The Demand was passed in voice vote)

Now, the question befor the House is that the Demand No. 42 moved by the Hon'ble Education Minister—

"That a sum not exceeding Rs. 15,04,00,000/—, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1983 in respect of Demand No. 42 (Major Head 509, Capital Outlay on Food Rs. 15,04,00,000/,).

(The Demand was passed in voice vote)

Now the question before the House is that a Cut Motion moved by Sri Rati Mohan Jamatia to the Demand No. 4, Major Head 229.

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/ to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.

Failure to control and eliminate wasteful expenditure on Survey and Settlement."

(The Motion was lost in voice vote)

Now the question before the House is that the Demand No. 4 moved by the Hon'ble Revenue Minister—

"That a sum not exceeding Rs. 1,16,67,000/-, be granted to defray the charges which which which will come in couse of payment during the year ending on the 31st. March, 1983 in respect of Demand No. 4 (Majot Head 220-Collection of Taxes on Income and Expenditures Rs. 1,06,000, Major Head 299—Land Revenue Rs. 97,04,000/-, Major Head 230—Stamp. and Registration Rs. 10 22,000/- and Major Head 240- Sale Taxes 8,15,000/-).

(The Demand was passed in voice vote).

Now the question before the House is that a Demand No. 5 moved by the Hon'ble Revenue Minister—

"that a sum not exceeding Rs. 3,70,000/-, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st, March, 1983 in respect of Demand No. 5. (Major Head 239-State excise Rs. 3,70,000/-).

(The Demand was passed in voice vote)

Now the question before the House is that the Demand No 10 moved by the Hon'ble Revanue Minister-

"That a sum not exceding Rs. 1,36,59,000/,. be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand 10 (Major Head 253 District Adminis, tration Rs. 82,52,000/ .

(The Demand was passed in voice vote).

The question that the Cut Motion moved by Shri Nagendra Jamatia on Demand No. 15 Major Head—287

"That the amount of the demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the Policy under-lying the demands viz :—

Disapproval of policity regarding employment exchange for physical handicapped persons"

(The motion was put to voice vote and lost).

Shri Jamatia again demanded vote on this Motion but Mr. Speaker urned down his demand.

There was another Cut Motion of Shri Jamatia on this Demand No. 15, Major Head—237:

"That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.—

Failure to control and wasteful expenditure on employment exchange".

(It was put and lost by voice vote).

Now the question before the House that the Demand No. 15 moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 1,36,59,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1983 in respect of Demand No. 15 (Major Head 259—Public Works Rs. 88,000, Major Head 284—Urban Development Rs. 1,10,55,000, Major Head 287—Labour and Employment Rs. 24,29,000 and Major Head 338—Road and Water Transport Services Rs. 75,000.

(The Demand was put to voice vote and passed).

Now the question before the House that the Demand No. 22 moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 30,55,000/- be granted to defray the charges will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1983, in respect of Demand No. 22 (Major Head—283 Housing Rs. 20,00,000, Major Head 288—Social Security and Welfare Rs. 5,55,000 and Major Head 288—Social Security and Welfare Resettlement of Agri-Labourers Rs. 5,00,000.

(The Demand was put and PASSED by voice vote).

Now the question before the House that the Demand No. 26 moved by the Hon'ble Minister that sum not exceeding Rs. 78,40,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1983 in respect of Demand No. 26 (Major Head 289—Relief on Account of Natural Calamities Rs. 18,00,000, Major Head 295—Other Social and Community Services Rs. 2,90,000 and Major Head 304—Other General Economic Services Rs. 57,50,000).

(The Demand was put to voice vote and passed).

Now, the question before the House that the Cut motion moved by Shri Nagendra Jamatia on the Demand No. 28, Major Head 304.

"That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.—

Failure to control and eliminate wasteful expenditure of office expenses"

(The motion was put and LOST by voice vote).

Now, the question before the House that the Demand No. 28 moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 7,25,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1983 in respect of Demand No. 28 (Major Head 304—Other General Economic Services—Regulation of Weights and Measures Rs. 7,25,000.

(Then the Demand was put to voice vote and passed).

Now, the question before the House that the Demand No. 37 (Major Head 482) moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 40,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1983 in respect of Demand No. 37 (Major Head 482—Capital outlay on Public Health, Sanitation and Water Supply Rs. 40,00,000).

(The Demand was put to voice vote and Passed).

Mr. Speaker :—Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister in-charge that a sum not exceeding Rs. 9,49,000/-, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1983 in respect of Demand No. 39 Major Head 483—Capital cutlay on Housing Rs. 84,00,000/-, (Major head 499 Special and Backward Areas Rs. 1,74,90,000/- and Major head-437 Capital Outlay on Roads & Bridges Rs. 6,91,000/-),

(The Demand was put to voice vote and passed).

Next question before the House are the cut motions on Demand No. 43 moved by Shri Nagendra Jamatia that (i) "the amount of the demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz—

Disapproval of policy regarding R. E. C. Schemes".

(It was put to voice vote and lost).

(ii) that "the amount of the demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy regarding Gumti Hydroelectric Project",

(It was put to voice vote and lost).

Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister in-charge that "a sum not exceeding Rs. 13, 32, 77,000/-, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1983 in respect of Demand No. 43 (Major head 506—Capital Outlay on Minor Irrigation, Soil Conservation and Area Development Rs. 2, 55, 77, 000/-, Major head 533—Capital Outlay on Irrigation, Navigation, Drainage & Flood Control Projects Rs. 4, 18, 00, 000/- and Major head—534 Capital Oultay on Power Projects Rs. 6, 59, 000/-)

(then the Demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :—Next question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister in-charge that "a sum not exceeding Rs. 59, 25, 000/-, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 1983 in respect of Demand No. 42 (Major head 538—Capital Outlay on Road and Water Transport Services Rs. 59, 25, 000/-), (the Demand was put to voice vote and passed).

Next question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister in-charge that "a sum not exceeding Rs. 5. 41, 000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1983 in respect of Demand No. 6 (Major head 241—Taxes on Vehicles Rs. 3, 11, 000/- and Major head 344—Other Transport and Communication Services Rs. 2, 30, 000/-), (the Demand was put to voice vote and passed).

Next question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister in-charge that " a sum not exceeding Rs. 2, 56, 92, 000/-, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1983 in respect of Demand No. 20 (Major head 283—Housing Rs. 47, 94, 000/- Major head 284—Urban Development Rs. 2, 98, 000/- and Major head 37—Roads and Bridges Rs. 2, 06, 00, 000/-)", (the Demand was put to voice vote and passed).

Next question before the House is the cut motion on Demand No, 35 moved by Shri Drao Kr. Reang that the amount of the demand be reduced to Rs. 100/- to represent the econo ny that can be effected on the particular matter viz. Failure to control and eliminate wasteful expenditure on running the maintenance of completed schemes", (It was put to voice vote and lost).

Next question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister in-charge that "a sum not exceedding Rs. 2,92,59,000/-, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1983 in respect of Demand No. 35 (Major head 245—Other Taxes & Duties Rs. 3, 04, 000/-, Major head 306—Minor Irrigation Rs. 41, 05,000/-, Major head 333—Irrigation, Navigation, Drainage & Flood Control Projects Rs. 35, 40, 000/- and Major head 334 Power Projects Rs. 2, 13, 10, 000/-)", (then the Demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :— Now the Questions before the House that a Cut motion moved by Shri Ratimohan Jamatia on Demand No. 14, Major Head 277— "that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that : 'Need to repair the following Government Secondary School—Taidu High School, Noa Bari High School, Gamaria High School.'

(It was put to voice and lost.)

Now the question before the House that a Cut motion moved by Shri Ratimohan Jamatia on Demand No. 14, Major Head 277—that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that "need to repair the following Primary Schools—Helenpur Primary School, Tulshiram Primary School, Thandachara Junior Basic School, Daria Bagma Junir Basic School".

(It was put to voice vote and lost.)

Now question before the House that a Cutmotion moved by Shri Drao Kr. Reang on demand be reduced by Rs 100/- to ventilate the specific grievance that "need to repair Udaipur Public Library."

(It was put to voice vote and lost.)

Now the question before the House that a sum not exceeding Rs. 8,75,46,000/- (exclusive of Charged expenditure of Rs. 1,01,000/-), be granted to defray the charges which will come in course of payment during year ending on the 31st March, 1983 in respect of Demand No. 14 (Major Head 259-Public Works Rs. 8,08,58,00/- Major Head 277-Education Rs. 4,30,000/- Major Head 278-Art & Culture Rs. 48,000/- Major Head 280-Medical Rs. 1,05,000/- Major Head 281-Family welfare Rs. 50,000/-

Major Head 282-Public Health, Sanitation & Water Supply Rs. 48,45,000/- Major Head 287-Labour & Employment Rs. 60,000/- Major Head 288-Social Security & Welfare Rs. 60,000/- Major Head 299-Special and Backward Areas Rs. 5,15,000/- Major Head 310-Animal Husbandry Rs. 4,20,000/- Major Head 311-Dairy Development Rs. 50,000/- Major Head 312-Fisheries Rs. 5,000/- and Major Head 321-Village and Small Industries Rs. 1,00,000/-).

(It was put to voice vote and passed).

Now the question before the House that a sum not exceeding Rs. 3,01,40,000/- be granted to defrary the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1983 in respect of Demand No. 36 (Major Head 459-Capital Outlay on Public Works Rs. 65,00,000/- Major Head 477-Capital Outlay on Education, Art & Culture Rs. 31,00,000/- Major Head 480-Capital outlay on Medical Rs. 44,20,000/- Major Head 481-Capital Outlay on Family Welfare Rs. 50,000/- Major Head 482-Capital Outlay on Public Health Sanitation & Water Supply Rs. 1,30,000/- Major Head 488-Capital Outlay on Social Security and Welfare Rs. 2,00,000/- Major Head 510-Capital Outlay on Animal Husbandry Rs. 8,50,000/- Major Head 511-Capital on Dairy Devlopment Rs. 3,00,000/- Major Head 512-Capital Outlay on Fisheries Rs. 20,000/- and Major Head 521-Capital Outlay on Village & Small Industries Rs. 17,00,000/-).

(It was put to voice vote and passed).

Now the question before the House that a sum not exceeding Rs. 12,37,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1983 in respect of Demand No. 28 (Major Head 287—Labour & Employment-Training of Craftsman Rs. 12,37,000/-).

(It was put to voice vote and passed.)

Now the question before the House that a sum not exceeding Rs. 2,83,17,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1983 in respect of Demand No. 34 (Major Head 299—Special & Backward Areas—N.E.C. Rs. 59,07,000/- Major Head 320—Industries Rs. 7,00,000/- Major Head 321—Village and Small Industries Rs. 2,17,10,000/-).

(It was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :—Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 14,00,000/– be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st. March, 1983 in respect of Demand No. 38 (Major Head 483-Capital Outly on Housing-Subsidised Housing Rs. 7,00.000/- and Major Head 500-Investment in General Financial and Trading Institution–Industries Rs. 7,00,000).

(Then the Demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker:—Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 89,00,000/-be granted to defray the charges which will come in course of during the year ending on the 31st March, 1983 in respect of Demand No. 44 (Major Head 526 Capital Outlay on Consumer Industries-Jute Mill etc. Rs. 81,00,000/- and Major Head 530-Investment in Industrial Financial Institution Rs. 8,00,000).

(Then the demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :—Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 27,60,000/-be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1983 in respect of Demand No. 47 (Major Head-498 Capital outlay on Co-operation Rs. 6,00,000,- , Major Head-698- plans for Village and Small Industries Rs. 11,78,000 .

(Then the Demand was put to voice vote and passed).

Now the question before the House is that the cut motion moved by Shri Drao Kr. Reang, Demand No. 21, Major Head—285 that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz—failure to control and eliminates wasteful expenditure on field publicity.

(Then the cut motion was put to voice vote and lost).

Mr. Speaker :—Now the question before the House is that the cut motion moved by Shri Drao Kr. Reang, Demand No. 21, Major Head—339 that the amount of the demand be reduced by Rs. 1/- to represent disapproval of policy under lying demand viz—disapproval of policy regarding selection of tourist centres.

(Then the cut motion was put to voice vote and lost).

Mr. Speaker :— Now the question before the House is that the cut motion moved by Shri Nagendra Jamatia, Demand No. 21, Major Head-285 that the amount of the demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of policy under lying the demand viz--disapproval of policy on advertising and visual publicity.

(Then the cut motion was put to voice vote and lost).

Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 60, 40, 000/- be granted to defray the chargs which will come in course of payment duing the year ending on the 31st March, 1983 in respect of Demand No. 21 (Major Head--285 Information & Publicity Rs. 55, 53, 000/- and Major Head 339 Tourism Rs. 4, 47. 000/-).

(Then the demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :—Now the question before the House is that the cut motion moved by Shri Nagendra Jamatia, demand No. 12 Major Head--256 that the amount of the demand be reduced by Rs. 1,00,000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz-failure to control and eliminate wasteful expenditure on other charges".

(Then the cut motion was put to voice vote and lost).

Mr. Speaker :—Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 30,00,000/-- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1983 in respect of Demand No. 12 (Major Head 256--jail Rs. 30,00,000).

(Then the demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :—Now the question before the House is that the cut motion moved by Shri Nagendra Jamatia, Demand No. 27 Major Head—298 that the amount of the demand be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy under lying the demand viz—disapproval of policy on grants-in-aid.

(Then the cut motion was put to voice vote and lost).

Mr. Speaker :—Now the question before the House is that the cut motion moved by Shri Drao Kr. Reang, Demand No. 27, Major Head--314 that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz failure to control and eliminate wasteful expenditure on-grants-in-aid to Panchayats for carriyng out S.R.E.P. etc.

(Then the cut motion was put to voice vote and lost).

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Panchayat Minister that a sum not exceeding Rs. 1,60,50,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1983 in respect of Demand No. 27 (Major Head 314—Community Development—Panchayat Rs. 1,60,50,000).

(It was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Co-operative Minister that a sum not exceeding Rs. 1,05,22,000/-, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year on the 31st March, 1983 in respect of Demand No. 27 (Major Head 298—Co-operation Rs. 1,05,22,000).

(It was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Panchayat Minister that a sum not exceeding Rs. 2,84,35,000/- be granted to defray the charges which will come in eourse of payment during the year ending on the 31st March, 1983 in respect of Demand No. 32 (Major Head) 314—Community Development Rs. 2,84,35,000).

(It was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Panchayat Minister that a sum not exceeding Rs.2,27.40,000/-, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1983 in respect of Demand No. 33 (Major Head 314—Community Development Water Supply and Sanitation Rs. 2.27,40,000).

(It was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Panchayat Minister that a sum not exceeding Rs. 13,75,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1983 in respect of Demand No. 45 (Major Head 683—Loans for Housing Rs. 13,75,000).

(It was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker ;—Now the question before the Hause is the motion moved by the Hon'ble Co-operative Minister that a sum not exceeding Rs.2,51,70,000/ be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1983 in respect of Demand No. 30 (Major Head 299—Special and Backward Areas—N. E. C. Rs. 18,79,000, Major Head 310—Animal Husbandry Rs. 1,86,00,000 and Major Head 311—Dairy Development Rs. 46,91,000).

(It wos put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Fishery Minister that a sum not exceeding Rs. 94,50,000/-, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1983 in respect of Demand No. 29 (Major Head 312—Fisheries Rs. 94,50,000).

(It was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker—Now the question before the House is the motion moved hy the Hon'ble Co-opcrative Minister that a sum not exceeding Rs. 1,19,92,000/-, be granted to defray the charge which wiil come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1983 in respect of Demand No. 40 (Major Head 498—Capital Outlay on Co-operation Rs. 63,45,000 and Major Head 698— Loans to Co-operative Societies Rs. 56,47,000).

(It was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker—There is a Cut Motion on Demand No. 31 Major Head 307 moved by Shri Drao Kr. Reang.

"That the amount of the demand be reduced by Re. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular mattar viz.—

Failure to control & eliminate wasteful expenditure on afforestation in catchment areas and re-settlment landless Tribal Jhumias (Tribal area sub-plan)."

(It was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker—There is a Cut Motion on Demand No. 31 Maior Head 313 moved by Shri Nagendra Jamatia.

"That the amount of the demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy under lying the demand viz ;—

Disapproval of policy on plantation Scheme"

(It was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker—Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Forest Minister that a sum not exceeding Rs. 4,03,48,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st Masch, 1983 In respect of Demand No. 31 (Major Head 299—Special and Backward Areas Rs. 15,95,000 Major Head 307—Soil and water Conservation Rs. 69,55.000 and Major Head 313—Forest Rs. 3,17,98,000)

(Then the Demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :—Next question before House is the Motion moved by the Hon'ble Minister is that "a sum not exceeding Rs. 2,00,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1983 in respect to Demand No. 37 (Major Head 500--Investment in General and Trading Instiution. Rs. 2,00,000, (The Demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :—Next the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Nagendra Jamatia in respect of Demand No. 18, Major Head—280 "That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/-- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz--

Failure to control and eliminat wasteful expenditure on machinery equildment (including cost X-Ray machinery)". (The motion was put to voice vote and lost.).

Mr Speaker :—Next the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Drao Kr. Reang in respect of Demand No. 18, Major Head—280 "That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/-- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz—

Failure to control and eliminate wasteful expenditure on other charges', (The Motion was to voice ovte and lost).

Mr. Speaker :—Next the question before the House is the Cut motion moved by Shri Drao Kr. Reang in respect of Demand No. 18, Major Head...282 "That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/-- to reprssent the economy that can be effected on the particular matter viz—

Failure to control and eliminate wasteful expenditure on national Malaria Eradication Programme", (The motion was put to voice vote and lost).

Mr. Speaker :--Next question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister that "a sum not exceeding Rs. 5,26, 03,000/-, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1983 in respect of Demand No 18 (Major Head 265--Other Administrative Services Rs. 2,02,000, Major Head 280 Medical Rs. 3,85,51,000, Major Head 282--Public Health, Sanitation and Water Supply Rs. 1,10,48,000, Major Head 295--Other Social and Community Services Rs. 2,000 and Major Head 299--Special and Backward Areas Rs. 28,00,000), (The Demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :—Next question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister that "a sum not exceeding Rs. 36,80,000/--, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1983 in respect of Demand No. 19 (Major Head 281–Family Welfare Rs. 36,80,000). (The Demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :—Next question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister that "a sum not exceeding Rs. 24,51,000/–, be granted to defray the charges wnich will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1983 in respect of Demand No. 12 (Major Head 296—Secretariat Economic Services Rs. 2,87,000 and Major Head 304—Other General Economic Services Rs. 21,64,000) (The Demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :—Next question before the House is the Cut Motion moved by Shri Ratimohan Jamatia on Demand No. 25 Major Head—288 "That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/--to represent disapproval of the policy underlying the demand viz--Disapproval of policy regarding Bangladesh evacuees". (The motion was put to voice vote and lost).

Mr. Speaker :—Next question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister that "a sum not exceeding Rs. 5,47,000/-, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1983 in respect of Demand No. 25 (Major Head 288—Social and Security Affairs—Relief and Rehabilitation Rs. 5,47,000). (The Demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :—Members are informed that I have fixed the following programme for election of Members to the Committee on Public Accounts, Committee on Estimates, Committee on Public Undertakings and Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the financial year 1982-83.

1. Date & time for submission of nomination papers.	:— 27.3 82. up to 12 Noon.
2. Date of scrutiny of nomination papers.	:— 27.3.82, at 3 P.M.
3. Date time for withdrawal of nomination papers.	:— 27.3.82 up to 4 P.M.

4. Date of election if necessary will be intimated later on.

Government Bills

সরকারী বিল উত্থাপন

অধ্যক্ষ মহাশয় :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :— "The Tripura Appropriation Bill (Tripura Bill No. 5 of 1982)".

আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

Shri Nripen Chakraborty— Mr Speaker Sir, I beg to move for leave to introduce "The Tripura Appropriation Bill' 1982 (Tripura Bill No. 5 of 1982)."

অধ্যক্ষ মহাশয় :—এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো :— "The Tripura Appropaiation Bili, 1982 (Tripura Bill No. 5 of 1982)"

এই সভায় উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক।

(এই সভা অনুমতি দিয়েছেন কাজেই বিলটি উত্থাপিত হলো)।

সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :—"The Tripura Appropriation (No. 41) Bill ১৯৮২ (Tripura Bill No. 6 of 1982).

আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

Shri Nripen Chakraborty—I beg to move for leave to introduce "The Tripura Appropriation (No. 4) Bill, 1982 (Tripura Bill, No. 6 of 1982)"

অধ্যক্ষ মহাশয় :— এখন মননীয় মুখ্যমন্ত্রী কত্তৃক উত্থাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি।

মোশানটি হলো :— "The Tripura Approprition (No. 4) Bill, 1982 (Tripura Bill No. 6 of Tripura).

এই সভায় উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক।

(সভা কর্ত্তৃক মোশানটি গৃহীত হয় এবং বিলটি উত্থাপিত হয়)।

প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিউলেশ্যান

অধক্ষ্য মহাশয় :— সভার পরবর্তী কর্যসূচী হলো :— "প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজি-উলেশ্যান" গত ১৯.৩.৮২ইং মার্চ্চ, শুক্রবার, সভার সর্বশেষ কার্যসূচীটি ছিল মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত একটি "প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিউলিশ্যান"। এখন ঐ রিজিউলশ্যানটির উপর আলোচনা আরম্ভ হবে। রিজিউলিশ্যানটির বিষয়বস্তু হলো :— "Tripura Legislative Assembly requested the Central Government to introduce suitable Centrally Sponsored scheme fully financed by Central Government to provide jobs for the Educated unemployed of Tripura". এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রিজিউলিশ্যানটির উপর আলোচনা আরম্ভ করার জন্য।

শ্রীমানিক সরকার :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি গত ১৯শে মার্চ্চ এই সভার সামনে যে প্রস্তাব উপস্থিত করেছিলাম তার স্বপক্ষে সংক্ষেপে কয়েকটি বিষয় এই সভার সামনে রাখতে চাই। এই প্রস্তাবটা উপস্থিত করার দুটি লক্ষ্য আমরা সামনে আছে। একটা, বেকার যারা তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ যেমন সম্প্রসারণের বিষয়টি যেমন এই প্রস্তাবের সঙ্গে সম্পকযুক্ত। সাথে সাথে এই কর্ম সংস্থানের মধ্যে দিয়ে আমাদের রাজ্যের যে শ্রমশক্তি আছে যা যে কোন দেশের পক্ষে সমাজ এবং সভ্যতার অগ্রগতির প্রশ্নের অন্যতম বাহন এবং তাই সেই শ্রম শক্তিকে কাজে লাগাবার জন্য যে উদ্যোগ এবং পরিকল্পনা গ্রহণ করার দরকার সেটাও করতে হবে। এই দুটি কথা বলে আমি যে বিষয়গুলি বিবেচনার জন্য উপস্থিত করতে চাই আমার এই প্রস্তাবের পক্ষে তা হলো যে, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে অর্থাৎ ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত আমি যতটুকু জানি এই ত্রিপুরা রাজ্যে যারা সরকারী অফিসে বা আদালতে কাজ করতেন সেই কর্মচারীর সংখ্যা ৩৫ হাজারের বেশী ছিল না। আর এখন পর্য্যন্ত বামফ্রন্ট সরকার এই চার বছর সময় অতিক্রান্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে যে তথ্যটা আমাদের হাতে বিভিন্নভাবে এসেছে তা থেকে আমরা দেখছি যে এই সংখ্যা ৭০ হাজারের বেশী হবে। এই থেকে একটা জিনিষ খুব পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে পুর্বতন শাসক

দল অর্থাৎ কংগ্রেস সরকার যারা ৩০ বছর ধরে কেন্দ্রে এবং রাজ্যে একটানা শাসন করেছেন তাঁরা ৩৫ হাজারের বেশী লোকের কর্মসংস্থান করেননি। কিন্তু সেই একই সমাজিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে থেকেই এবং কেন্দ্রীয় সরকার বিমাতৃসুলভ যে আচরণ এই রাজ্যের সরকারের প্রতি প্রথম থেকেই দেখাবার চেষ্টা করছেন তার মধ্যেও বামফ্রন্ট সরকার এই চার বছরের মধ্যে ৩৫ হাজারের বেশী যুবক-যুবতীকে কাজের সংস্থান করে দিয়েছেন। তবে এটা ঠিক যারা চাকুরী পেয়েছেন এই সরকারের আমলে তাদের সকলের বেতনের হার হয়তো সমান নয়। মুখ্যমন্ত্রী বাজেট ভাষণে যে প্রস্তাব রেখেছেন সেই প্রস্তাবের বিতর্কের জবাব দিতে গিয়ে তিনি খুব সঠিক জবাব দিয়েছিলেন যে, "আমরা শিক্ষিত বেকারদের তাদের কম বেতন দিয়েও যাতে তারা গ্রামের দরিদ্র মানুষকে শিক্ষিত করে তুলতে পারে তার জন্য চেষ্টা করছি এবং শিক্ষিত বেকাররাও আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করছে।" তার মধ্যে দিয়ে একটা জিনিষ খুবই পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে, যারা বেকার তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ যাতে বেশী বৃদ্ধি করা যায় তার জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। এই বিধানসভার মধ্যে আমাদের পঞ্চায়েত দপ্তরের মন্ত্রী উনার প্রশ্নোত্তরের সময় বলেছেন যে যখন আমাদের রাজ্যে ফুড ফর ওয়ার্কের কর্মসূচী চালু ছিল তখন ১ কোটির বেশী শ্রম দিবস সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছিল। এর অর্থ হচ্ছে আমাদের রাজ্যে শতকরা ৮৩ জন দরিদ্র সীমার নীচে বাস করে এবং তাদের অধিকাংশ হচ্ছে ভূমিহীন, জুমিয়া এবং দরিদ্র কৃষক। তারা বিভিন্ন সময়ে ব্লক অফিসের মধ্যে, এস. ডি. ও অফিসে এবং বি. ডি. ও অফিসে যেত টেষ্ট রিলিফের কাজের জন্য দাবী জানাতে। তার জন্য তদানীন্তন সরকারের হাতে তাদের নির্যাতিত হতে হয়েছে এমন কি জেল পর্যন্ত খাটতে হয়েছে। জেলখানায়ও তাদের নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে। এই এক কোটি শ্রম দিবসের মধ্যে দিয়ে গ্রামের যারা বেকার, যারা কৃষক বছরের প্রায় অর্ধেকের বেশী দিন কাজ পেত না তাদের জন্য এখন কাজ সৃষ্টি করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার ফুড ফর ওয়ার্কে কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন এবং নুতন নামাকরণ করেছেন এন. আর ই. পি কারণ জনতার সরকার ফুড ফর ওয়ার্কের নামাকরণ করেছিলেন তাই ইন্দিরা সরকার নুতন নামাকরণ করলেন। এই রাজ্যের ফুড ফর ওয়ার্কের জন্য যে বরাদ্দ ছিল সেটা কমিয়ে দিয়েছেন কারণ সেই ফুড ফর ওয়ার্কের কাজের মধ্যে দিয়ে যে শ্রম দিবস সৃষ্টি করা হয়েছিল এই এন. আর পি. চালু করে সেই পরিকল্পনাকে কেন্দ্রীয় সরকার নস্যাৎ করে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষে বিভিন্ন দপ্তর থেকে টাকা কাট-ছাট করে এনে ৬০ লক্ষ শ্রম দিবস সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে।

এই বিধানসভার বিগত অধিবেশনে আমরা জানতে পারি, ৭০ হাজার শিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষিত বেকারের নাম এ্যামপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে রেজিষ্টার্ড হয়ে আছে। এই সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে এবং ভবিষ্যতেও বাড়বে। এটাই স্বাভাবিক। এই যে বেকার তাদের কাজের সংস্থান করতে হবে। এটাই হচ্ছে আজকে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। এই প্রশ্নকে সামনে রেখেই আমি এই প্রস্তাব আজ সভার সামনে উপস্থিত করেছি। এই বেকার সমস্যার সমাধানকে দুটো দিক দিয়ে বিচার করতে হবে। আমি ব্যাক্তিগত ভাবে বিশ্বাস করি, বিশেষ করে আমরা যারা বামপন্থী গন আন্দোলনকে বিশ্বাস করি, তারা সবাই বিশ্বাস করে যে একটা চাকুরীর মধ্যে দিয়ে একটা লোকের শুধু ক্ষুন্নি বৃত্তির সমস্যারই সমাধান হয়না। যিনি অফিসে কাজ করেন তিনি হয়ত

মাসের শেষে ৩০০ টাকা, বা ৪০০ টাকায় বেতন নিয়ে মাসের শেষে বাড়ীতে ফেরেন। যিনি অফিসে কাজ করেন, সেটা কি ব্যক্তিগত কাজ? সেটা তার ব্যাক্তিগত কাজ নয়। যিনি স্কুলের মাষ্টার মশাই, তিনি হয়ত মাসের শেষে ৫০০ টাকা নিয়ে বাড়ীতে ফেরেন। তার এই কাজের মধ্য দিয়ে শুধু তার ক্ষুন্নি বৃত্তিরই সমাধান হচ্ছে আমি ব্যক্তিগত মনে করি না। তার এই কাজের মধ্যে দিয়ে সমাজকে, সভ্যতাকে গড়ে তোলার জন্য যে শ্রম সেই শ্রমের বিনিয়োগ ঘটাচ্ছেন। অফিসের কেরানিরা যদি কাজ না করেন, মাষ্টারমশাইরা যদি কাজ না করেন, তাহলে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের গড়ে তোলার কাজটা কে করবে? কাজেই এটা শুধু ক্ষুন্নি বৃত্তির প্রশ্ন নয়, সমাজকে গড়ে তোলার জন্য, সভ্যতাকে গড়ে তোলার জন্য, বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটানোর জন্য এই শ্রম অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ। আজকে রকেট যাচ্ছে চন্দ্রলোকে। একটা রকেটকে তৈরী করতে যেমন সেখানে একজন বৈজ্ঞানিকের দরকার আছে তেমনি একজন সাধারন শ্রমিকের যে লেখাপড়া জানেনা তারও দরকার আছে। রকেটটা তৈরী করতে গেলে খনি থেকে যে কয়লা উর্ত্তোলন করতে হয়। তারপর সেই যে লোহা সেই আকরিক লোহা গলিয়ে সেখানে ইস্পাত তৈরী করতে হয় যার দ্বারা স্ক্রু, নাট বলটু তৈরী হয়। সুতরাং একটি রকেটকে পুনাঙ্গ রূপ দিতে গেলে একজন অশিক্ষিত দিনমজুর থেকে শুরু করে একজন ইঞ্জিনীয়ার পর্য্যন্ত দরকার হয়। কাজেই সেইদিক থেকে বেকার সমস্যা সমাধানের যদি কোন বাস্তব-সম্মত পরিকল্পনা একটা সরকারের না থাকে এই সমস্যার সমাধান যেমন হবেনা তেমনি এই সমস্যাগুলির গভীরতা ও তাৎপর্য্যগুলিও উপলব্ধি করা সম্ভব হবেনা। এটাই হল কথা। এই হল ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিষময় পরিণতি। সেই সমাজের মধ্যে মানুষের আসল সভ্যতাও জ্ঞান বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য কাজে লাগানোর প্রশ্নে যে বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা গ্রহন করা দরকার সেই পরিকল্পনা ধনতান্ত্রিক সমাজে গ্রহন করেনা। সেই কারনে শুধু ভারতবর্ষে নয়, সারা পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখুন, ধনতান্ত্রিক দুনিয়াকে মডেল হিসাবে উপস্থিত করা হয়, যেমন আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মেনে সেই দেশগুলিতে বেকার সমস্যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার দিকে যদি তাকানো যায় যেমন সোভিয়েত রাশিয়া, কিউবা, কোরিয়া, ভিয়েতনাম সেখানে বেকারী নেই এবং সেখানে মানবের যে শ্রমশক্তি, সেই শ্রমশক্তিকে কাজে লাগানোর জন্য সরকার প্রতিনিয়ত সুস্থ বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা গ্রহন করার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে আজকে আমরা যারা ভারতবর্ষের নাগরিক, আজকে ত্রিপুরার মত একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে শিল্প নেই, পরিবহন নেই এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া রাজ্য, যার মধ্যে শতকরা ৮৩ ভাগ লোক দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি অংশ হচ্ছে উপজাতি, জুমিয়া যাদের সংখ্যা লক্ষাধিক হবে। সেই এই রাজ্যের পক্ষে তার সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে একক বা বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই সমস্ত সমস্যা সমাধানের কোন রাস্তা খোলা সম্ভব হবেনা। এই ব্যাপারে যদি কেন্দ্রীয় সরকার তার দায়িত্ব পালন না করেন তাহলে সমস্যা সমাধানের রাস্তা খুজে বের করা অসম্ভব। সেইদিক থেকে আমরা লক্ষ্য করেছি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রাজ্য সরকারের দিক থেকে অনেক বাস্তব সম্মত সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন প্রস্তাব যতবার উপস্থিত করা হয়েছে ততবার কেন্দ্রীয় সরকার তার বিরোধীতা করেছেন। আমি এইখানে উল্লেখ করতে চাই জরুরী অবস্থার

সময়ে, কংগ্রেস দল ক্ষমতায় ছিল। ১৯৭৪ সালে, জরুরী অবস্থার আগে উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলে একটা অনুন্নত পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে ২ টি কাগজকল স্থাপন করার জন্য প্রস্তাব করা হয়। সেই অনুযায়ী ত্রিপুরা এবং কাছাড়ের মধ্যে দুইটি প্রজেক্ট রিপোর্ট করতে বলা হল। এবং প্রজেক্ট রিপোর্ট করা হল। ত্রিপুরার প্রজেক্ট রিপোর্ট করার পর দেখা গেল ১৪ লক্ষ টাকা ইতিমধ্যে খরচ হয়ে গেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কাগজকল স্থাপন করার জন্য প্রস্তাব পেশ করা হল। কিন্তু দেখা গেল, ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় যাওয়ার পর, সেই জনতা পার্টির সরকার যেখানে বলেছিলেন যে, তোমরা আমাদের আরও ১-২ বৎসর সময় দাও। আমরা নিশ্চয় ত্রিপুরায় কাগজ কল দেব। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী ক্ষমতায় আসার পর দেখা গেল, তিনি এক কলমের খোঁচায় লিখে দিলেন যে, না ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে কাগজকল হবে না। যুক্তি দেওয়া হল, ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে কাগজকল তৈরী করতে গেলে পরে যে পাওয়ার বা শক্তির প্রয়োজন হবে সেটা সৃষ্টি করতে গেলে যে কয়লার দরকার সেটা ত্রিপুরা রাজ্যে নেই। কিন্তু এটা ত তিনি অনেক আগেই জানতেন। একটা রাজ্যের মধ্যে এমন কোন শিল্প গড়ে উঠেনা বা উঠতে পারে না, সেই শিল্পকে সামগ্রিকভাবে গড়ে তুলতে যে জিনিষপত্রের বা কাঁচামালের উপর নির্ভর করতে হয় সেই জিনিষগুলির জন্য সেই রাজ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ। এটা হতে পারে না। ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা রাজ্যে কি সমান পরিমাণে চাল, সমান পরিমানে গম, চিনি পাওয়া যায়। কাজেই যে জায়গায় যে জিনিসটার অভাব থাকবে সেটা অন্য রাজ্য যেখানে ঐ জিনিষ যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদন হয় সেখান থেকে সাপ্লাই দেবে। এ ছাড়া আশু সমস্যার সমাধান হবে না। সুতরাং এই রাজ্যে কয়লা নেই। প্রজেক্ট রিপোর্টে যেটা ১৪ লক্ষ টাকা খরচ হল সেটা কার টাকা? ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের টাকা ভারতবর্ষের মানুষের টাকা। আমাদের থেকে ট্যাক্স বসিয়ে সেই টাকাগুলি নিয়ে খরচ করা হয় এই টাকা খরচ করার অধিকার তার নাই। তার একটা অবিমৃষ্যকারী দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য টাকা খরচ হবে তারজন্য তার ফল ভোগ করবে, তা হতে পারেনা। পরবর্তী সময়ে রাজ্য সরকার থেকে প্রস্তাব করা হয়েছে এখানে প্রচুর পরিমাণে গ্যাস পাওয়া গেছে। এই অঞ্চলের যিনি প্রজেক্ট ম্যানেজার তিনি এসেছিলেন। তিনি আমাদের অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর সংগে আলাপ করেছেন। তিনি সেখানে বলেছেন, যে গ্যাস এখানে পাওয়া গেছে তার থেকে থার্মাল প্লাণ্ট হবে। এর মধ্যে যে পাওয়ার পাওয়া যাবে তা দিয়ে কুমারঘাটের যে কাগজকল, সেই কাগজকলের মণ্ড তৈরী করতে গেলে যে তাপের দরকার তা সম্ভব হবে এবং তার পরেও সাধারণ মানুষের যে চাহিদা তা পুরণে এগিয়ে আসা যাবে। এই প্রস্তাবও সেখানে উপস্থিত করা হয়েছে। কিন্তু দেখা গেছে এখানে কাগজকল করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ঐক্যমত পোষণ করছেন না। এটা হল কেন্দ্রীয় সরকারের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী। যে রাজ্যের মধ্যে একটি বামপন্থী সরকার তার বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা দিয়ে জনগণের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করছেন, বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা করছেন, সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার বিরোধীতা করছেন। এই প্রস্তাবগুলি কার্য্যকরী করার জন্য এই সরকার সারা রাজ্যের মানুষকে সমবেত করার চেষ্টা করছেন। যদি এই প্রস্তাবগুলি কার্য্যকরী হয় বা সমস্যা সমাধান হয় তাহলে মানুষের মধ্যে সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া হবে এবং তাতে সারা ভারতবর্ষের মানুষও উদ্দীপিত হবে। কাজেই সেটা দেওয়া যায় না। এখানে চটকল হতে পারে। চটকলের জন্য যে কাঁচামালের দরকার সেগুলি এখানে পাওয়া যায়। চটকলের যারা বিশেষজ্ঞ আছেন,

তারা আগরতলায় এসেছিলেন। তারা বলেন ত্রিপুরা রাজ্যে, বর্ত্তমানে আগরতলায় যে চটকল আছে এইরকম চটকল আরও অন্তত: দুইটি হতে পারে। রাজ্য সরকার যখন চটকল করার জন্য প্রস্তাব করে তখন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেন ভারতবর্ষে আরও দু একটা চটকল করার পরিকল্পনা আছে ঠিকই কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে নয়। কাজেই এই পরিস্থিতির মধ্যে সমস্যা সমাধানের পথ কোথায়? আজকে শুধু অফিসের মধ্যে কিছু করণিকের কাজ দিয়ে, কিছু ৪র্থ শ্রেণীর ভাই বোনকে চাকুরীর ব্যবস্থা করে কিছু মাষ্টার মশাই-এর চাকুরী দিয়ে এই সমস্যার সমাধান হবেনা। বেকার সংখ্যা যেহেতু প্রতিনিয়ত বাড়ছে; এদের ভবিষ্যৎ যেহেতু অন্ধকারের দিকে তাদের জন্য বিকল্প রাস্তা খোলা দরকার। কাজেই সেখানে যদি কাগজ কল না হয়, চটকল যদি না হয়, গ্রামের যে কুটির শিল্প সেই শিল্পকে সম্প্রসারিত করার যদি কোন ব্যবস্থা না থাকে আমাদের যে সমস্যা সে সমস্যা কোন সময়ই সমাধান হবে না। কুমারঘাট পর্য্যন্ত নয়, ধর্মনগর থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত রেলপথ চাই, গ্রামের মধ্যে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া চাই, কৃষির উন্নতি চাই, কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রিজ-এর ডেভেলাপমেন্ট চাই। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যখন এই প্রস্তাবগুলি পাঠানো হয় তখন দেখব, দেখছি, দেখা যাক কি হয় এই সমস্ত হচ্ছে তাদের ভাষ্য। এখানে পেপার মিল, জুট মিল ছাড়া মডার্ণ বেকারীর জন্যও প্রস্তাব পাঠানো হয়। আমরা দেখছি আমাদের রাজ্যের মধ্যে কিছু কিছু ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিস্কুট ও কেক তৈরী করার কারখানা তৈরী হয়েছে। সাধারণ মানুষের এগুলির প্রতি একটা আকর্ষণ আছে। এখানে মর্ডান বেকারী করার জন্য প্রস্তাব পাঠানো হয় তাতে তারা কোন মতামত করছেন না। স্পিনিং মিল-এর ব্যাপারে যে প্রশ্ন সেখানে আমরা দেখেছি আমাদের শিল্পমন্ত্রী তার উত্তর দিয়েছেন। এই প্রশ্নে যে উদ্যোগগুলি প্রাথমিক পর্য্যায়ে গ্রহণ করা দরকার তা রাজ্য সরকার গ্রহণ করেছে, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার কি করবেন তার উপর নির্ভর করছে স্পিনিং মিল স্থাপন হবে কি হবে না।

ত্রিপুরা রাজ্যে একটি স্পিনিং মিলও করা যেতে পারে এই তার জন্য ত্রিপুরা সরকার উদ্যোগও নিয়েছেন, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের দিক থেকে এই ব্যাপারে কোন উদ্যোগ নাই। অথচ কোন শিল্প রাজ্যে স্থাপন করাতো শুধু রাজ্য সরকারের একার উদ্যোগে সম্ভব নয় তার জন্য প্রয়োজন অনেক অর্থের, আর তার জন্য প্রয়োজন কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যের। অথচ এই সব ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন সাড়া নাই। তারপর এখানে একটা সিমেণ্ট প্রডিউসিং সেন্টার হতে পারে। তবে যে ধরনের উন্নত মানের সিমেণ্ট অন্য রাজ্য থেকে আনা হয়, হয়তো সেই ধরনের উন্নত মানের সিমেণ্ট এখানে তৈরী করা যাবে না। কিন্তু তার চেয়ে কম শক্তি সম্পন্ন সিমেণ্টতো রাজ্যে করা যেতে পারে এবং তার জন্য যে ধরনের র-মেটেরিয়েলস্ দরকার সে গুলি ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আছে। তা ছাড়া এখানেতো পোটারীও করা যেতে পারে। কাপ প্লেইট সব কিছু অন্য স্থান থেকে এখানে কেন আনতে হবে। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের পক্ষে এইটা করা সম্ভব নয়, নিশ্চয়ই ত্রিপুরার মানুষের পক্ষে সম্ভব। তার জন্য একটা সুষ্ঠ পরিকল্পনা গড়ে তোলা চাই। কিন্তু কে নেবে তার উদ্যোগ। এ ছাড়া হাউজিং মেটেরিয়েলস্ গুলি আমাদের রাজ্যের বাহির থেকে আনতে হয়, কিন্তু কেন? এইটাকি ত্রিপুরা রাজ্যে করা যায় না, এখানে কি আপনার টালি তৈরী করা যায় না, টালি তৈরী করার জন্য ইণ্ডাষ্ট্রি গড়া যায় না। টালি তৈরী করার মেটেরিয়ালস কি ত্রিপুরা রাজ্যে নেই।

তারপর দেখুন তাঁত শিল্পের ব্যাপারে তাঁত শিল্প বামফ্রন্ট সরকার আসার আগে ত্রিপুরা রাজ্যে মৃত প্রায় অবস্থায় ছিল। বামফ্রন্ট সরকার আসার পর এই ৪ বছরের মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ তাঁত আবার সজীব হয়েছে। অনেক আগে যখন আমরা ক্লাস (৪)(৫) এ পড়তাম তখন গ্রামের পথ দিয়ে স্কুলে যাওয়ার সময় গ্রামের ঘরে ঘরে তাঁতে কাপড় তৈরীর একটা সুন্দর শব্দ আমরা শুনতাম, কিন্তু তার পরে তা ধীরে ধীরে এক সময়ে বন্ধ হয়ে যায়। আজ বহু বছর পরে আবার গ্রামের পথ ধরে চলায় সময় সেই মন মাতানো শব্দ শুনা যায়। কিন্তু এই তাঁত শিল্পকে অরও উন্নত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগের প্রয়োজন আছে। কিন্তু গ্রামের কুটির শিল্পকে উন্নত করার মাধ্যমে গ্রামেব বেকারদের কর্মের সংস্থান করার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন উদ্যোগই লক্ষ্য করা যায় না। অথচ মুখে মুখে তাদেরকে শুধু গান্ধীবাদের কথা বলতে শুনা যায়, গান্ধী প্রেমের কথা বলতে শুনা যায়। কাজের বেলায় কিছুই করতে দেখা যায় না। আমাদের গ্রামঞ্চলে বিধবা মা ও বোনেরা যারা আছেন তারা লোকের বাড়ীতে কাজ করে খায়। অথচ তাদেরকে যে সরকার একটা কাজ দেবেন তার কোন ব্যবস্থা নাই, কারণ অফিসে চতুর্থ শ্রেণীর কাজ দিতে হলে তাতেও অন্তত এইট পাশ হতে হয়। তাই যদি এই সকল নিউ মডেল চরকা চালু করা যায় তাহলে মা বোনদেব একটা অংশকে পরের বাড়ীতে কাজ করে খেতে হত না। তারা স্বাধীনভাবে নিউ মডেলের চরকার কাজ করে নিজের পেট চালাতে পারত। আমি জগৎপুরে গিয়ে দেখেছি সেখানে যে নিউ মডেলের চরকা কেন্দ্রটি চালু আছে, তাতে প্রায় শতাধিক মহিলা কাজ করে, অথচ সে ঘরটা একদম ভেঙ্গে গেছে। আমি এই ব্যাপারে শিল্প মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছি, তিনি বলেছেন এর জন্য কেন্দ্র থেকে টাকা পাঠাতে হয়, অথচ কেন্দ্র কোন টাকা পাঠায় না। যার ফলে আমাদেরকে অন্য জায়গা থেকে টাকা কেটে এইটাকে মেরামত করাতে হয়। তাহলেই বুঝুন যে কেন্দ্র আমাদের জন্য কতটুকু করেছেন। আর আমাদের রাজ্য সরকারের উদ্যোগ কতখানি। কিন্তু শুধু রাজ্য সরকারের সদইচ্ছা থাকিলেই তো চলবে না, তার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের সদইচ্ছা থাকতে হবে। এই রাজ্যের বেকার সমস্যার সমাধান আজ বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এই সমস্যা ভারতবর্ষের সমস্ত মানুষের সমস্যা। এই শ্রম শক্তিকে বাদ দিয়ে আমরা সমাজ, সভ্যতা ও দেশের উন্নতির কথা ভাবতে পারি না। আমাদের দেশে আজ এক তৃতীয়াংশ বেকার কাজ চায় কিন্তু তাদের সামনে আজ কোন কাজ নেই। এই যে দেশের অবস্থা সে দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার, এই ভাবে আজ ভারতবর্ষের সর্বত্র শ্রম শক্তি বিনষ্ট হচ্ছে। বেকারদের এই কাজের দাবিকে একমাত্র মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি'ই সংবিধানে অন্যতম অধিকার হিসাবে অন্তর্ভুক্তির দাবী করেছে এবং বার বার তার জন্য আন্দোলন সংগঠিত করেছে। এই দাবীর জন্য আমরা দীর্ঘ দিন ধরে লড়াই করে এসেছি আজও এই বিধান সভা থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই দাবীই জানাচ্ছি এবং ভবিষ্যতেও আমরা এর জন্য লড়াই করব। প্রয়োজন হলে এর জন্য ত্রিপুরার সমস্ত জনগনকেও টেনে আনব। ত্রিপুরার সমস্ত মানুষকে আমরা সমবেত করব। আমি আশা করি ত্রিপুরার বেকারদের সমস্যার সমাধানের জন্য এখানে যে প্রস্তাব আনা হয়েছে সরকারী সদস্যরা এর পক্ষে নিশ্চই বলবেন এবং বিরোধী বন্ধু যারা আছেন তারাও ত্রিপুরার আর্থিক অবস্থার দিকে বাস্তব দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে এই প্রস্তাবের স্বপক্ষে দাঁড়াবেন। তাই আমি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বলতে চাই যে বিধান সভা থেকে প্রস্তাব পাঠিয়েই আমরা চুপ করে থাকবো না।

কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি বলতে চাই যে যতদিন পর্যন্ত আমাদের এই দাবী পূরণ না হবে তত দিন পর্যন্ত আমরা এই দাবী আদায়ের জন্য লড়াই করে যাব এবং লড়াইয়ের মাধ্যমে আমরা আমাদের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করব। এই কথা বলেই আমি আমার বক্তব্যকে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদার।

শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং :—স্যার, আমার একটা প্রাইভেট মেম্বার্‌ রিজিউলিশান্‌ আছে সেটা নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ পাব কি না।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, আমি বলছি যে, যেহেতু সময় কম সেই জন্য বিরোধী দল থেকে যদি কেহ কিছু বলেন তাহলে তার পর প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হউক।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য কম সময় নিয়ে একটু বলুন।

শ্রী কেশব মজুমদার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি শুধু প্রস্তাবের সমর্থনে একটু বলবো। মাননীয় সদস্য শ্রী মানিক সরকার যে প্রস্তাবটি হাউসের সামনে উপস্থাপিত করেছেন আমি সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করতে গিয়ে শুধু একটু বলতে চাই। এখানে দেওয়া হয়েছে :—

"Tripura Legislative Assembly requests the Central Government to introduce suitable centrally sponsored scheme fully financed by the Central Government to provide jobs for the educated un-employed of Tripura."

এখানে যা বলা হয়েছে, তা ত্রিপুরা রাজ্যে এডুকেটেড আন-এপ্লয়েড যেমন আছে, তেমনি গ্রামাঞ্চলে লক্ষ্য লক্ষ্য ইলিটারেট বেকার লোকও আছে। তার পর এই প্রস্তাবের আলোচনায় মাননীয় সদস্য মানিক সরকার যা বলেছেন যে, আমাদের দেশটা যে অবস্থায় পড়ে আছে তাতে এখানে একটা শিল্প গড়ে তোলা রাজ্য সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়, তা করতে হলে কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতার দরকার আছে। এই ব্যাপারে আমিও তার সঙ্গে একমত এবং এই প্রস্তাবকে সমর্থন করতে গিয়ে বলতে চাই যে, ত্রিপুরার এডুকেটেড বেকারদের সঙ্গে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারকে ইলিটারেট বেকারদের কথাও ভাবতে হবে। এই কথা বলে এবং এই আশা রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের মধ্যে কেউ কিছু বলবেন কি, না বললে অপজিশান গ্রুপ থেকে যদি কেউ বলতে চান, তাহলে বলুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ক্ষমতাশীল দলের বন্ধু মানিক সরকার যে প্রস্তাব এনেছেন এটা সম্পর্কে আমি কিছু বক্তব্য রাখতে চাই যে এখানে সেণ্ট্রাল স্পন্সরড স্কীমে আমরা দেখি যে ৭ কোটি ৬৬ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে যদিও সেণ্ট্রাল গভার্ণমেণ্টের কাছে ৮৩ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা লক্ষ্য করে এসেছি, আমাদের বন্ধু মানিক সরকার বলেছেন যে সমাজ-তান্ত্রিক দেশে মানুষের বেকার সমস্যা থাকেনা, সেখানে আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা থাকেনা। আমাদের এখানেও ত কমিউনিষ্ট রাজ্য কিন্তু এখানে আপনারা টি. আর. টি. সি. তে দেখবেন সেখানে কিভাবে জাতীয় সম্পদ লুটপাট হচ্ছে। এখানে কোন নিয়ম বিধি দেখা যায়না। আত্মীয়

বাড়ীতে বেড়াতে যাবে ক্যালকাটায় তাও সরকারী টাকায় যায়। এখানে সম্পদ সৃষ্টি হবে না, সম্পদ সৃষ্টি হতে পারেনা। আর যে সম্পদ সৃষ্টি হচ্ছে সেটাও দুর্নীতি বাজেদের হাতে চলে যাচ্ছে। এখানে ইণ্ডাষ্ট্রিজ খোলার জন্য যে টাকা দেওয়া হয়েছে সেখানে আমরা দেখেছি কিভাবে দল বাজি হচ্ছে, কিভাবে আত্মসাৎ হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার তার দলীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য এসব লোকদের মদত দিয়ে যাচ্ছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য মানিক সরকার সমালোচনা করেছেন যে বিগত ৩০ বছরে কোন ইণ্ডাষ্ট্রিজ কংগ্রেস সরকার করতে পারেনি। কোন চাকরি দিতে পারেনি। আজকে তারা ক্ষমতায় এসে বলছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার এত কম টাকা দিচ্ছেন যে আমরা কিছুই করতে পারছিনা। কিন্তু তখন এখনের চাইতে অনেক কম টাকা আসত আর তখনের অবস্থা ত এখনের চাইতে অনেক অনুন্নত ছিল। কিন্তু এখন বলা হচ্ছে যে টাকার অভাবে চাকরীর ব্যবস্থা হচ্ছেনা, সরকারের পক্ষে কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে যদি বৃহৎ শিল্প গড়ে তোলা না যায় তাহলে পরে এখানে যে কাঁচা মাল আছে তার অপচয় হবে এবং বেকারের সমস্যা সমাধান হবেনা। এখানে যে কাঁচা মাল আছে তা দিয়ে বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়া সম্ভব। তাহলে পরে আমরা কি দেখছি, আমরা দেখছি কংগ্রেস আমলে যে ভূমিকা ছিল বামফ্রন্ট সরকারও সেই একই ভূমিকা নিয়েছেন। তাই আমাদের টি ইউ. জে. এস মনে করে এ রাজ্যে কমিউনিষ্ট বা কংগ্রেস কারোর দ্বারা রাজ্য শাসন করা সম্ভব না। তাই আমি বলছি যে পরস্পরকে দোষারোপ না করে যাতে সমস্যার সমাধান হয় তার বাস্তবোচিত উদ্যোগ নেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী:—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীমাণিক সরকার যে প্রস্তাবটি এনেছেন তার সঙ্গে আমাদের সরকার দ্বিমত পোষণ করেননা। কাজের জন্য যে সমস্ত রেজিষ্ট্রিকৃত বেকার দীর্ঘদিন যাবৎ কাজের জন্য অপেক্ষা করছেন তাদেরকে ধন তান্ত্রিক দেশেও বেকার ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। গত সপ্তাহের টাইমস্ পত্রিকা খুলিলে মাননীয় সদস্যরা দেখতে পাবেন যে ৩০ লক্ষ বেকার খোদ বিলাতে রয়েছে অথচ কেন্দ্রীয় সরকার আমাদেরকে বলছেন যে তারা ভাতা দেওয়ার বিরুদ্ধে। যাতে কর্ম সংস্থান করা যায় তার ব্যবস্থা করতে; তার অর্থ এই না যে গ্রামে যারা শিক্ষিত আছে তারা বেকার না। আমাদের এখানে ফুড ফর ওয়ার্ক-এর কাজ ছিল কিন্তু সেটাও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এন. আর. ই. পি. এবং এস. আর. ই. পি-তেও তাদেরকে কাজ দেওয়া যাচ্ছেনা আবার এই শিক্ষিত বেকারদেরকে আমরা ভাতাও দিতে পারছিনা এবং কর্ম সংস্থানেরও কোন সুযোগ আমরা পাচ্ছিনা। সেইজন্য এই রেজিষ্ট্রিকৃত বেকারদেরকে ভাতা দেওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। মাননীয় সদস্যরা জানতে চেয়েছেন যে সরকারী কর্মচারীর সংখ্যা কত। পূজাতে এক্সগ্রেশিয়া ১ লক্ষ লোককে দেওয়া হয়েছে, তাতে অবশ্য পার্ট-টাইম, ও ডেইলি-রেটেড কর্মীরা রয়েছে, তাতে বুঝতে পারেন যে কত কর্মচারী রয়েছে। এরকম আরও ১ লক্ষ লোক আছে এবং আমাদের ছেলে মেয়েরা লেখাপড়া শিখছে, পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে বছরের পর বছর চাকরির জন্য অপেক্ষা করছে। এটা বাঞ্ছনীয় বলে আমরা মনে করিনা কারণ এর ফল অশুভ, এতে সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। তাই আমরা বেকারদেরকে কাজ দিতে চাই। মানুষের জীবন-জীবিকা উন্নততর হউক, মানুষ শান্তিতে বসবাস করুক এই কল্যাণ সবাই কামনা করুন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার :—শ্রীমানিক সরকার কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটির উপর সাধারণ আলোচনা শেষ হয়েছে। আমি এখন প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি।

(প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়)।

সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হল প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজলিউশন। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী বাদল চৌধুরীকে উনার প্রস্তাবটি সভায় উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার প্রস্তাবটি হচ্ছে :—

"The Tripura Legislative Assembly requests the Central Government to provide 50% transport subsidy for supply of essential commodities to all parts of Tripura through the public distribution centres and at the same time also to supply essential commodities at cheaper price.

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি প্রস্তাবটি এনেছি এই কারণে যে ত্রিপুরা রাজ্যের বর্তমানে যে অবস্থা, যেখানে শতকরা ৮২ জন লোক দারিদ্র সীমার নীচে বাস করেন সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার আজকে বড় আকারের ট্যাক্স বসিয়ে যাচ্ছেন। এটা আজকে মানুষের পক্ষে অত্যন্ত দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। কেন্দ্রীয় সরকার এবার যে বাজেট করেছেন সেখানে নূতন নূতন ট্যাক্স বসিয়েছেন।

১৯৮০ সনের জুন থেকে ১৯৮১ সনের জুলাই পর্য্যন্ত ১৪ মাসে তিন তিন বার পেট্রোলের দাম ডিজেলের দাম বাড়ানো হয়েছে। ১৯৮০ সনে কর বসানো হয়েছে ২,৭৬৮ কোটি টাকা এবং ১৯৮১ সনে বসানো হয়েছে ১,০৭০ কোটি টাকা। এটা পরবর্তী কালে লোকসভায় উল্লেখ করা হয়নি। আমরা দেখেছি যে এই বাজেটের মধ্যে অত্যন্ত সুকৌশলে ২৬৬ কোটি টাকা কর বসানো হয়েছে এবং গত ডিসেম্বর মাসে বসানো হয়েছে ৩০০ কোটি টাকা। আর গত তিন মাসে রেলের ভারা বাড়িয়েছে ৫৬৫ কোটি টাকা ঘাটতি তুলা হয়েছে। এই ভাবে ঘাটতি মিটাবার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার বার বার রেলের ভাড়া বাড়িয়ে চলছে। আর এর ফলে আঘাত আসছে এই ছোট ত্রিপুরার জনগণের উপর। রেলের ভাডা বাড়ানোর ফলে জিনিষপত্রের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে চলছে। বিশেষ করে আই, এম, এফ, থেকে যে লোন নেওয়া হয়েছে তার চুক্তি অনুযায়ী এই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তা ছাড়া আগে খাদ্য-দ্রব্যের উপর যে সাবসিডি দেওয়া হত তাও তুলে নেওয়া হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—স্যার, আমাদের একটা প্রাইভেট মেম্বার্স' রিজলুসন আছে, এটা কখন তোলার সময় দেবেন।

মি: স্পীকার :—এটা শেষ হউক, তারপরে আপনারটি তোলা হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—কিন্তু এখন সময় আর নেই। আর মাত্র কয়েকমিনিট আছে। তারপর আপনি হঠাৎ সভা মুলতবী ঘোষণা করে উঠে যাবেন। সুতরাং আপনাকে এখনই কথা দিতে হবে যে আমাদের প্রাইভেট রিজলুসনটি কখন তুলবেন? এখন সময় আছে আর মাত্র পাচ মিনিট, আপনি হাউসের সময় বাড়ান।

মি: স্পীকার :—কিন্তু সময় তো বাড়াবেন হাউস ঠিক আছে আমি সময় বাড়ানোর জন্য হাউসে অনুমতি নেব। যদি সময় বারানো হয় তবে আপনারটি তোলা হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—না, এটা হবে না, আপনাকে এখনই আমাদের সময় দিতে হবে। আপনি উদ্দেশ্যমূলকভাবে আমাদের রিজল্যুসনটি সভায় আনতে দিচ্ছেন না। আপনি বলুন কখন আমাদের সময় দিবেন। নতুবা আমরা সভার কাজ চলতে দিব না।

(সদস্যরা টেবিল চাপরাতে থাকেন, সেম্ সেম্ ধ্বনি দেন)

মি: স্পীকার :—আমি তো বলেছি, যে, সময় বাড়াবে হাউস। সুতরাং আমি সময় বারানোর জন্য হাউসের অনুমতি চাইছি।

(হাউস সময় বাড়াতে অসম্মত হয়)

মি: স্পীকার :—যেহেতু হাউস সময় বারাননি, সুতরাং অদ্যকার সভা আগামী ২৯শে মার্চ, ৮২ ইং সোমবার বেলা ১১টা পর্যন্ত মুলতবী ঘোষনা করছি।

ANNEXURE—"A"

Admitted Starred Question No. 90.

By—Shri Makhanlal Chakraborty

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। কল্যানপুর পাণীয়জল সরবরাহ কেন্দ্রটির সম্প্রসারনের পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। থাকিলে বর্তমান আর্থিক বৎসরেই করা হবে কি না ?

উত্তর

১। আপাতত নাই।

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 97

By—Shri Sumanta Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সোনামুড়ার বগাবাসা গাঁও সভায় কাচি গাঙ্গের উপর সেতু নির্মাণের জন্য এলাকা বাসীর নিকট হইতে কোন আবেদন পত্র সরকারের নিকট দেওয়া হইয়াছে কি না ;

২। দেওয়া হইলে ঐ আবেদন মূলে সেখানে সেতু নির্মাণের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ;

৩। ইহা কি সত্য গত ৪ বৎসর পূর্বে উপরি উক্ত বাঁশের সেতু পার হওয়ার সময় একজন শিশু নদীতে পড়ে গিয়ে মারা গিয়াছে।

উত্তর

১। হ্যাঁ, একটি আবেদনপত্র পাওয়া গিয়েছে।

২। কাচি গাঙ্গের উপর সেতু নির্মাণের জন্য মঞ্জুরী দেওয়া হইয়াছে।

৩। পূর্ত্ত বিভাগের জানা নাই।

Admitted Starred Question No. 98

By—Shri Mohan Lal Chakma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. D. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। কাঞ্চনপুর হইতে পুলভংচই পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ সম্প্রসারণের পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

২। থাকিলে কবে পর্য্যন্ত কাজ শুরু হইবে?

৩। না থাকিলে তাহার কারণ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। ১৯৮২-৮৩ সালে কাজ আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

৩। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 117

By—Shri Bhanulal Saha.

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার কয়টি ব্লক কেন্দ্রে পানীয় জল সরবরাহ কেন্দ্র আছে?

২। সবগুলি চালু আছে কি?

৩। বিশালগড় ব্লক কেন্দ্রের পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা চালু আছে কি?

৪। না থাকলে কবে নাগাদ তা চালু হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। মোট ১২ টি ব্লক কেন্দ্রে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তার ব্লক ভিত্তিক নাম দেওয়া হল:—

(ক) মোহনপুর।

(খ) জিরানীয়া।

(গ) বিশালগড়।

(ঘ) মেলাঘর।

(ঙ) তেলিয়া মুড়া।

(চ) বগাফা (শান্তির বাজার)

(ছ) অমরপুর।

(জ) মাতাবাড়ী।

(ঝ) সালেমা।

(ঞ) ডুম্বুরিঘাট।

(ট) পানী সাগর।

(ঠ) সাতচাঁদ।

২। এর মধ্যে ৩টি ব্লকে জল সরবরাহ আপাততঃ বন্ধ আছে। তার নাম নিম্নে দেওয়া হল।

(ক) বিশালগড়।

(খ) বগাফা (শান্তির বাজার)

(গ) সাতচান্দা বিশালগড় বাজার এলাকায় পানীয় জল সরবরাহ চালু আছে। কিন্তু ব্লক এলাকায় সরবরাহ ব্যবস্থা আপাতত বন্ধ আছে?

৩। "না"

(৪) ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে এ এলাকায় জল সরবরাহ চালু করা হবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No. 129

By—Shri Ram Kr. Nath.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Animal Husbandry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। গরু, মহিষের চিকিৎসা করার জন্য প্রত্যেকটি গাঁওসভায় গো চিকিৎসালয় আছে কি?

২। যদি না থাকে তাহা হইলে প্রত্যেকটি গাঁওসভায় একটি করে গো চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

উত্তর

১। না, নাই।

২ হ্যাঁ, আছে।

Admitted Starred Question No. 135

By—Shri Badal Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-harge of the fishery Department be pleased to state—

১। সারা রাজ্যে মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি কয়টি এবং সরকার ১৯৭২ সালের জানুয়ারী থেকে ২৮-২-৮২ পর্য্যন্ত এ সমস্ত সমবায়গুলিতে কতটাকা সাহায্য দিয়েছেন।

২। ইহা কি সত্য সরকারের সিদ্ধান্ত থাকা সত্বে অনেক সরকারী দপ্তর তাদের জলাশয়গুলি মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিগুলিকে লিজ দিচ্ছেন না;

৩। সত্য হলে সরকারের কোন কোন দপ্তর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিগুলিকে তাদের জলাশয় গুলি লিজ দিতে আপত্তি জানিয়েছেন ; এবং

৪। সরকার এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন ?

উত্তর

১। ৩১ শে জানুয়ারী ৮২ পর্য্যন্ত সারা রাজ্যে ১০২ টি মৎস্য জীবি সমবায় সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং মৎস্য বিভাগ কর্তৃক ১ টি এপেক্স সহ ৭ টি মৎস্য সমবায় সমিতিকে ২,২৩,৯৯৬ টাকা মূলধন হিসাবে আর্থিক সাহায্য দিয়েছে ও ১,২৫১৫০ টাকা জাল, নৌকা ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য ভর্ত্তুকী হিসাবে দেওয়া হইয়াছে।

২। এই তথ্য সরকার অবগত আছেন।

৩। কোন দপ্তরই লিখিত ভাবে আপত্তি জানায় নাই।

৪। বিভিন্ন দপ্তরের দখলীকৃত জলাশয় হস্তান্তর ত্বরান্বিত করার জন্য মৎস্য বিভাগ কর্তৃক অনুরোধ করা হইয়াছে এবং হইতেছে।

Admitted Starred Question No. 137
By—Shri Fayzur Rahaman.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর মহকুমার গোবিন্দপুর, কালাছড়া, ৪০ দ্রোণ, মাঠে জল সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে কি ;

২। না হইয়া থাকিলে উক্ত মাঠগুলিতে কত দিনের মধ্যে জল সেচের ব্যবস্থা করা হইবে বলিয়া আশা করা যায় ;

৩। ধর্মনগর মহকুমার ইছাইলাল ছড়ার লিফট ইরিগেশন স্কিমের দ্বারা কত একর জমি চাষ করা সম্ভব হয়েছে ?

উত্তর

১। উক্ত মাঠে জল সেচের জন্য B. D. C. মারফত একটি প্রস্তাব গত জানুয়ারী মাসে পাওয়া গিয়াছে। প্রস্তাবটির পরীক্ষা নিরীক্ষা চলিতেছে।

২। এ সম্বন্ধে এখনই কিছু বলা সম্ভব নয়।

৩। কোন চাষ হয় নাই।

Admitted Starred Question No. 138
By—Shri Fayzur Rahaman

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর মহকুমার কাঞ্চনপুর হইতে ফুলদুংসাই পর্য্যন্ত এবং কুর্ত্তি হইতে ধর্মনগর শহর পর্য্যন্ত টি. আর, টি, সি, বাস চালু করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ;

২। যদি না থাকে, তবে কবে পর্যন্ত বাস সার্ভিস দেওয়া হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :—পরিবহন মন্ত্রী।

১। বর্তমানে টি, আর, টি, সির, ঐরূপ কোন পরিকল্পনা নাই।

২। কাঞ্চনপুর—জম্পুই মিনি বাস চালু করা যায় কিনা সরকার বিবেচনা করে দেখছেন। কুর্তি—ধর্মনগরের দূরত্ব প্রায় ২০ কিঃ মিঃ। টি, আর, টি, সি বাস এ রাস্তায় এখনি চালান সম্ভব হবে না।

Admitted Starred Question No. 139

By—Shri Manik Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। কুমারঘাট থেকে সাগরতলা পর্যন্ত রেলপথ স্থাপনের ব্যাপারে সার্ভের কাজ হাতে নেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কি রাজ্য সরকারকে কিছু নির্দেশ দিয়েছেন;

২। নির্দেশ দিয়ে থাকলে রাজ্য সরকার সার্ভের কাজ শুরু করেছেন কি;

৩। এখনো শুরু না হলে কবে নাগাদ তা শুরু হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :—পরিবহন মন্ত্রী।

১। না।

২। |
| ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।
৩। |

Admitted Question No. 166

By—Shri Ram Kumar Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ধর্মনগর-এর পদ্মবিল গ্রামে ১৯৮০ সনে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য খুঁটি বসাইয়া লাইন করা সত্বেও আজ পর্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় নাই;

২। সত্য হইলে এত বিলম্ব হওয়ার কারণ কি?

উত্তর

১। না।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 172.

By—Shri Swaraijam Kamini Thakur Singh.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। চলতি আর্থিক বর্ষে কত কিলোমিটার রাস্তার সোলিং ও মেটেলিং এর কাজ সম্পন্ন

করার লক্ষ্যমাত্রা স্থিরীকৃত হয়েছিল এর মধ্যে এ পর্যন্ত কত কিলোমিটার রাস্তায় সোলিং ও মেটেলিং এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে, বিভাগ ভিত্তিক হিসাব ;

২। ইহা কি সত্য কোন কোন রাস্তায় মেটেলিং এর জন্য ১৯৭৯ হইতে রাস্তার উভয় পার্শ্বে মেটেল রাখা হচ্ছে, অথচ আজও মেটেলিং-এর কাজ আরম্ভ হচ্ছে না ?

উত্তর

The Minister in-charge of the P. W. D.—Shri Baidyanath Majumder.

১। মোট ২০৩·৭৫ কিঃ মিঃ এবং ৮৮৭·৮৪ কিঃ মিঃ রাস্তার মেটেলিং এর কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা স্থিরীকৃত হয়েছিল তন্মধ্যে মোট ১৬০·৬০ কি: মি: সোলিং ও ১৬২·২৮ মি: কি: মেটেলিং এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

		লক্ষ্য মাত্রা স্থিরীকৃত	লক্ষ্যমাত্রা স্থিরীকৃত	সম্পন্ন হইয়াছে	
		সোলিং	মেটেলিং	সোলিং	মেটেলিং
১।	আগরতলা ১নং ডিভিসন	—	৭	—	৪·৫
২।	আগরতলা ২নং ডিভিসক	২৫	৩০	২৭	৩৭
৩।	আগরতলা ৪নং ডিভিশন	২০	১৩	১৯	২৪
৪।	তেলিয়ামুড়া ডিভিসন	১২	১৫	১৩·৫	১৩
৫।	অমরপুর ডিভিসন	৮	৮	৮·৫	৮৫
৬।	উদয়পুর ১নং ডিভিসন	২৩	২৮·২	২১	১৩
৭।	শান্তির বাজার ডিভিসন	২০·৯৫	১৩	১৭·৪৫	৮
৮।	উদয়পুর ৩নং ডিভিসন	—	৩৩	—	২·৫
৯।	ধর্ম্মনগর ডিভিসন	৩৫.৭	২৭.৫০	৩৯.৭৫	১৯.৫০
১০।	আমবাসা ডিভিসন	৮.২৫	২৪.৬৪	৫.৫	১৫.৯৮
১১।	কুমারঘাট ডিভিসন	৪৮.১০	২·৪	২.২০	১.০
১২।	কাঞ্চনপুর ডিভিসন	৯.৭	১৮.৫	৮.৭	১৫.৩
		২০৮.৭৫	১৮১.৮৪	১৬০.৬০	১৬২.২৮

Admitted Starred Question No. 173

By—Shri Swaraijam Kamini Thakur Singh.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য খোয়াই সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয়ের সম্মুখ ভাগ থেকে উত্তর দিকে খোয়াই তেলিয়ামুড়া রাস্তার যে অংশটি বর্ষায় অধিকাংশ সময় প্রায় এক মিটার জলের তলে যায় সে অংশটিকে প্রায় ৩ ফুট উচু করার দাবী উপেক্ষিত হয়ে আসছে ;

২। সত্য হইলে ইহার কারণ ; এবং

৩। কবে পর্য্যন্ত উক্ত রাস্তায় এই অংশটি উচু করা হবে ?

উত্তর

১। খোয়াই হইতে তেলিয়ামুড়া রাস্তার উল্লেখিত অংশে ডবল লেয়ার মেটেলিং এবং পাকা কালভার্ট সংযোগে উন্নতি করার পরিকল্পনা আছে। পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হইলে রাস্তা কিছু উচু হইবে এবং পরিকল্পিত পাকা কালভার্ট নির্মান সম্পূর্ণ হইলে তথাকথিত অংশটিতে জল আবদ্ধ থাকার যে অসুবিধা হয় ইহার সিংহ ভাগ হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

২। ১নং প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

৩। এই রাস্তার আংশিক উন্নতি বিধানের জন্য ১৯৮২-৮৩ সনে আর্থিক বরাদ্দ চাওয়া হইয়াছে। আর্থিক বরাদ্দ পাওয়া গেলে ১৯৮২-৮৩ সনে সম্পন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়

Admitted Starred Question No. 174.

By—Shri Makhanlal Chakraborty

Will the Hon'ble' Minister-in-chagre of the Cooperative Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় কয়টি ল্যাম্পস এবং প্যাকস্ এর নিজস্ব গোদাম ঘর আছে ;

২। যে সমস্ত ল্যাম্পস ও প্যাকস্ এখনও গোদাম ঘর নাই সেগুলিতে গোদাম করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ,

৩। ইহা কি সত্য যে দীর্ঘ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অমরপুর ল্যাম্প চালু হবার পরও এখন পর্য্যন্ত ল্যাম্পের অফিস, গোদাম ঘর ইত্যাদি কিছুই হয় নাই যার ফলে এলাকার কৃষক জনগণ নানাবিধ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন ;

৪। যদি সত্য হয়, তবে এ ব্যাপারে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কি ?

উত্তর

১। ১০ টি

২। হ্যাঁ, যে সমস্ত ল্যাম্প ও প্যাকস্ এর গোদাম ঘর নাই সেইগুলিকে গোদাম ঘর তৈরী করার জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে।

৩। আমপুরার উপজাতি কল্যাণ ল্যাম্পস এর নিজস্ব অফিস এবং গোদাম ঘর নাই।

৪। হ্যাঁ।

Admitted Starred Question No. 175.

By—Shri Manik Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। উত্তর ও দক্ষিণ ত্রিপুরায় কোন কোন স্থানে মোটর শ্রমিকদের জন্য যে দুটি বিশ্রামাগার স্থাপনের পরিকল্পনা ছিল এবং সেই দুটি স্থাপনের কাজ কতটুকু অগ্রসর হয়েছে ;

২। যদি কাজ শেষ না হয়ে থাকে তা হলে তা কবে নাগাদ সম্পূর্ণ হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। উত্তর ত্রিপুরার বাগবাসা (ধর্মনগর) ও ডলুবাড়ী অথবা আমবাসায় (কমলপুর) বেসরকারী মটর শ্রমিকদের জন্য ২টি বিশ্রামাগার নির্মাণ করার জন্যে ত্রিপুরা ট্রাক ড্রাইভারস সিণ্ডিকেট সরকারের নিকট দাবী পেশ করেছেন এবং সরকার নীতিগত ভাবে এই দাবী মেনে নিয়েছেন. তবে এই কাজে এখনও হাত দেওয়া যায় নাই। দক্ষিণ ত্রিপুরার জন্যে এইরূপ কোন দাবী নেই।

২। আগামী বৎসরে অর্থের সংকুলান করে কাজে হাত দেওয়ার চেষ্টা করা হবে।

Admitted Starred Question No. 177.
By—Shri Ram Kumar Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। আগরতলা হইতে শিলাছড়ি রোডে একটি ত্রি টি, আর. টি, সি বাস ছাড়া অন্য কোন বাস যে চালু নাই তাহা সরকার অবগত আছে কি ;

২। যদি অবগত থাকেন তবে অতিরিক্ত বাস সার্ভিস চালু করার জন্য সরকার কোন পরিকল্পনা আছে কি ;

৩। আগরতলা হইতে করবুক পর্যন্ত আর একটি টি, আর, টি, সি, বাস চালু করার জন্য স্থানীয় জনসাধারণের নিকট হইতে কোন আবেদন পত্র সরকার পাইয়াছেন কি ;

৪। যদি পাইয়া থাকেন তবে সরকার কবে নাগাদ বাস সার্ভিস চালু করার ব্যবস্থা করবেন বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভার প্রাপ্ত মন্ত্রী :—পরিবহন মন্ত্রী।

১। হ্যাঁ।

২। এই road এ আরও একটি টি, আর, টি, সি, বাস বৃদ্ধির প্রস্তাব আছে।

৩। হ্যাঁ।

৪। করবুক, যতনবাড়ী ও শিলাছড়ির মধ্যে অবস্থিত। সুতরাং শিলাছড়ি পর্যন্ত আর একটি সার্ভিস বৃদ্ধি হলে, করবুকও কাভার করবে।

Admitted Starred Question No. 179
By—Shri Makhan Lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্তমান আর্থিক বৎসরে কল্যাণপুর টি, আর, টি, সি, অফিস করার কাজ সরকার গ্রহণ করবেন কি ,

২। এবং তেলিয়ামুড়া, খোয়াই টি, আর, টি, সির, লোক্যাল সার্ভিস চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ;

৩। না থাকিলে তাহার কারণ ?

উত্তর

পরিবহণ বিভাগের ভার প্রাপ্ত মন্ত্রী :—পরিবহন মন্ত্রী।

১। বর্তমানে এরূপ কোন পরিকল্পনা নাই।

২। বর্তমানে কল্যাণপুর হইয়া আগরতলা—খোয়াই এর মধ্যে ১১টি আপ ও ১১টি টাউন বাস সর্ভিস সরাসরি চালু আছে।

৩। কল্যানপুরের দূরত্ব খোয়াই হইতে ২০ কি: মি: এবং তেলিয়মুড়া হইতে ১২ কি: মি:।

Admitted Starred Question No. 185

By—Shri Nagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agricnlture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বিগত চারিটি আর্থিক বৎসরে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় সর্ব্বমোট কয়টি ক্ষুদ্র ও মাঝারী সেচ প্রকল্প রূপায়িত হইয়াছে ; এবং

২। উক্ত এলাকায় বিভিন্ন সেচ প্রকল্পে বিশেষ ভাবে সিজনাল বাঁধ, লিফট ইরিগেশন, ডিপ টিউব ওয়েল ইরিগেশন ইত্যাদির সংখ্যা কত ? (তাহার পৃথক পৃথক হিসাব)

উত্তর

১। বিগত চারিটি আর্থিক বৎসরে বাস্তবায়িত ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের মোট সংখ্যা ২৫টি, মাঝারি সেচ প্রকল্প নাই।

২। লিফট ইরিগেশন—২১টি। ডিপ টিউবওয়েল—৩টি। ডাইভারশন—১টি। সিজনাল বাঁধের তথ্য ১০টি ব্লক হইতে পাওয়া গিয়াছে। তাহার সংখ্যা ৪৭৮। বাকী ৭টি ব্লক হইতে এখনও তথ্য পাওয়া যায় নাই।

ANNEXURE— "B"

Admitted Starred Question No. 13.

By—Shri Badal Choudhury.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Department be pleased to state:—

প্রশ্ন

১। যে সমস্ত সরকারী অফিসার আগরতলা শহরে নিজেদের বাড়ী থাকা সত্ত্বেও সরকারী বাড়ী দখল করে আছেন অথবা আগরতলার বাইরে বা রাজ্যের বাহিরে চাকুরী করছেন অথচ আগরতলা শহরে সরকারী বাড়ী দখল করে আছেন, রাজ্য সরকার এদের ঐ সমস্ত সরকারী বাড়ী থেকে উচ্ছেদের জন্য কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন ;

২। কোন্ কোন্ সরকারী অফিসার এধরণের সুযোগ সুবিধা ভোগ করছেন ;
(তাদের নামের তালিকা)

৩। যদি সরকার কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন সেটা কবে নাগাদ কার্য্যকরী করা হবে ?

উত্তর

১। সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে সরকারী বাড়ী খালি করার জন্য দখলকারীদের তিন মাসের নোটিশ জারী করিতে হইবে অন্যথায় ফাণ্ডামেন্টাল রুল ৪৫ এর বি ধারা অনুযায়ী নোটিশ জারীর তারিখ হইতে বাড়ী ভাড়া ধার্য্য করিতে হইবে এবং যারা আগরতলা শহরে রাজ্যের বাহিরে চাকুরী করিতেছেন তাদের ক্ষেত্রে হাউস এলটমেন্ট রুল অনুযায়ী ষ্টাণ্ডার্ড লাইসেন্স দ্বিগুণ ধার্য্য করিতে হইবে।

২। এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যাদের—নিজস্ব বাড়ী আছে অথচ বাড়ী দখল করে আছেন তাদের তালিকা :—

		কোয়াটার নং	স্থান
১)	শ্রী এস, এম, দাস, এস, ই, (প্লেনিং)	টাইপ—২।১৫	কুঞ্জবন টাউনশীপ।
২)	শ্রী সি, আর, দাস, এ্যা. ডাইরেক্টর. ইণ্ডাষ্ট্রি	টাইপ—৪।৮	ঐ
৩)	শ্রী বি, কে, ভট্টাচার্য্য (একাউণ্টস অফিসার ?)	এ, জি, অফিস—সি, ২।৭	গান্ধীঘাট।
৪)	ডাঃ ডি, এ, চৌধুরী জি, বি, ও ডি, এম,	ডি—৬	রবীন্দ্রপল্লী।
৫)	শ্রীরামানুজ ভট্টাচার্য্য। এস, পি, (ক্রাইম)	৩।১১	ঐ
৬)	শ্রীত্রিপুরেন্দ্র ভৌমিক, প্রিন্সিপ্যাল	মিস—৭	রবীন্দ্রপল্লী।
৭)	শ্রীরাধিকা মোহন সিং, ডি, এস, পি, (এস, বি) নন্	টাইপ—৩	পুরাতন কালীবাড়ী রোড।
৮)	শ্রীনারায়ণ দেব, ষ্টেনোগ্রাফার, আই, এস, সি,	২।১১৪	কুঞ্জবন টাউনশীপ।
৯)	শ্রীমতি মিলন ঘোষ দস্তিদার, ট্রেসার, ইনভেষ্টিগেশন ডিভিশন	২।১৬	মেলারমাঠ।
১০)	শ্রীমতি দীপ্তা ভট্টাচার্য্য (দেববর্মা) ইন্সপেক্টর কোপারেটিভ	ওসি-৮	রবীন্দ্রপল্লী।
১১)	শ্রীতরুন কুমার চক্রবর্ত্তী, মেকানিক্স পি, ডাব্লিও, ডি,	২।২০	মেলারমাঠ।
১২)	শ্রীচন্দন চক্রবর্ত্তী, ইউ, ডি, সি, আই, এস, সি,	২।১৯	ঐ
১৩)	শ্রীমতি বুলু মুখার্জি	২।৯৮	কুঞ্জবন টাউনশীপ

এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যাহারা আগরতলা শহরের বাইরে আছেন অথচ আগরতলায় সরকারী বাড়ী দখল করে আছেন তাদের তালিকা।

১)	শ্রীপরিমল দাস, ওভারসীয়ার,	সি, ৬ রবীন্দ্র পল্লী	(মাতাবাড়ী ব্লক)
২)	শ্রীনীহার রঞ্জন রায়চৌধুরী,	৩।৫	কুঞ্জবন টাউনশীপ।
৩)	শ্রীপ্রেমাংশু সাহা, ওভারসীয়ার, পূর্ত্তবিভাগ—	১।৩	ঐ
৪)	শ্রীজন নকু, শিল্প বিভাগ—	২।১৭	ঐ
৫)	শ্রী এন্, সি, দাস, ডিষ্ট্রিক্ট। সেসন জজ এস, সি,	২।৬	গান্ধীঘাট।

এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যাহারা রাজ্যের বাইরে আছেন অথচ সরকারী বাড়ী দখল করে আছেন তাদের তালিকা।

১)	শ্রীঅমিয় মাধব ভট্টাচার্য্য—মুখ্যসচিবের নিজস্ব সচিব	সি—৫	রবীন্দ্রপল্লী।
২)	শ্রী এ, বি বোস, তদানীন্তন এস, পি (ক্রাইম)	এম, ডি-২	মেলারমাঠ।

৩) ১৯৮২ইং সনের মে মাস হইতে কার্য্যকরী হইবে।

Admitted Starred Question No. 17

By—Shri Gopal Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় চাষযোগ্য মোট ভূমির পরিমাণ কত ; (ব্লক ভিত্তিক আলাদা হিসাবে)

২। তার মধ্যে কত জমি জল সেচের আওতাভুক্ত হইয়াছে ; (জানুয়ারী ১৯৮২ পর্যন্ত হিসাব)

৩। এর মধ্যে কি কি সেচ প্রকল্প সরকারী ও বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় জল সেচের সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে ; (ব্লক ভিত্তিক আলাদা হিসাব)

৪। ১৯৮২-৮৩ আর্থিক বছরে জল সেচের সুযোগ সম্প্রসারণের জন্য কোন কোন জায়গায় কি ধরণের নূতন স্কীম চালু করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ; (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। ত্রিপুরায় চাষ যোগ্য মোট ভূমির পরিমাণ আনুমানিক ২,৩৭,০০০ হেক্টর। ব্লক ভিত্তিক হিসাব অত্র সঙ্গে দেওয়া হলো।

২। সরকারী ব্যবস্থাপনায় স্থায়ী সেচ প্রকল্পের আওতা ভুক্ত জমির পরিমাণ নিরূপন করা হইয়াছে। মরশুমী বাধ, পঞ্চায়েত পাম্প এবং বে-সরকারী ব্যবস্থাপনায় জল সেচের অওতাভুক্ত জমির সঠিক তথ্য সরকারের জানা নাই। তবে আনুমানিক হিসাবে ১৯৮২ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত সব রকম সেচ প্রকল্পের সমবেত প্রচেষ্টায় মোট ৩০,৭৭৫ হেক্টর জল সেচের আওতাভুক্ত হইয়াছে।

৩। সরকারী স্থায়ী প্রকল্প :—

ক) গভীর নল কূপ—	৭৭০	হেক্টর।
খ) রিভার লিফট—	৭২৭৭	,,
গ) ডাইভারশন (স্থায়ী বাঁধ)—	১০৮০	,,
ঘ) অগভীর নলকূপ—	৩৬৩	,,
	৯৬৮৭	হেক্টর।

২। পঞ্চায়েত পাম্প আনুমানিক—	১২৯২	,,
৩। অস্থায়ী মরশুমী বাঁধ অনুমানিক—	১৩৮১৩	,,
৪। বে-সরকারী পাম্প এবং ওভার ফ্লো আনুমানিক—	৫৯৮৩	,,

ব্লক ভিত্তিক হিসাব অত্র সঙ্গে দেওয়া হলো।

৪। ১৯৮২-৮৩ আর্থিক বছরে জল সেচের সুযোগ সম্প্রসারণের জন্য নূতন ২০টি গভীর নলকূপ, ১৪টি রিভার লিফট, ৯টি ডাইভারশন, ১টি ক্ষুদ্র জলাশয় গ্রহণ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। যে গুলি ১৯৮২-৮৩ সালে চালু নাও হইতে পারে।
ব্লক ভিত্তিক হিসাব দেওয়া হলো।

২নং এবং ৩নং প্রশ্নের ব্লক ভিত্তিক উত্তর

ব্লকের নাম	চাষযোগ্য জমির পরিমাণ (হেক্টর)	জমির পরিমাণ হেক্টরে ১৯৮২ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত জল সেচের আওতায় আসা জমির পরিমাণ				অগভীর নলকূপ	মরশুমী বাঁধ	পাম্প, ওভারফ্লো, কূপ ইত্যাদি	
		গভীর নলকূপ	লিফট	স্থায়ী বাঁধ	মোট			পঞ্চায়েত পাম্প	প্রাইভেট পাম্প ওভার ফ্লো (সারা ত্রিপুরায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
পানিসাগর	২২,০০০	৯০	৭০০	—	৭৯০	—	৫১৬	৮৪	
কাঞ্চনপুর	৮,০০০	—	৯৪	—	৯৪	—	৬০০	৯৮	
কুমারঘাট	১৮,০০০	—	৭৪১	—	৭৪১	—	১২১৬	১০৪	
ছামনু	৭,০০০	—	১২৪	—	১২৪	—	৬৬০	৬৪	
সালেমা	১৩,০০০	১২০	৯৮৪	৩৪০	১৪৪৪	—	১১৩২	৮০	
খোয়াই	১৯,০০০	৩০	১৫০	—	১৮০	—	২৬০	৬৪	
তেলিয়ামুড়া	৭,০০০	৯০	১৪০২	-	১৪৯২	—	৩২০	৭৪	৫,৯৮৩
জিরানীয়া	২৩,০০০	৪৮	৩৯২	১২০	৫৬০	২১৬	১৪০০	৭৮	
মোহনপুর	২১,০০০	১৯৮	—	১৬০	৩৫৮	—	১১৪৪	৬৬	
বিশালগড়	২৮,০০০	১১৪	৪৩৬	—	৫৫০	৫৪	১৩৮০	১৪৮	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
মেলাঘর	১৮,০০০	২০	৪০৮	—	৪২৮	৩৯	৮৬২	৯৮	
মাতাবাড়ী	১৮,০০০	১১০	৫৩৮	২২০	৮৬৮	—	১১৪৮	১১০	
বগাফা	১১,০০০	৩০	২১২	১২০	৩৬২	—	৬০০	৪১	
রাজনগর	১০,০০০	৯০	২১১	৮০	৩৮১	২৭	৮৪৮	৫০	
সাতচান্দ	১২,০০০	৩০	৪৩৫	—	৩৬৫	২৪	৯০৩	৯২	
অমরপুর	৯,০০০	—	৪৫০	৪০	৫৯০	—	৬৩২	১১৮	
ডম্বুরনগর	৩,০০০	—	—	—	—	—	১৯২	১৬	
	২,৪৭,০০০	৯৭০	৭,২৭৭	১,০৮০	৯,৩২৭	৩৬০	১৩,৮১৩	১,২৯২	৫,৯৮৩

(মোট ৩০,৭৭৫ হেক্টর)

৬নং প্রশ্নের উত্তর

নূতন স্কীম চালু করার পরিকল্পনার ব্লক ভিত্তিক হিসাব :—

ব্লকের নাম	নূতন কাজ চালু করিবার স্থান			নূতন কাজ গ্রহণ করিবার স্থান		
	গভীর নলকূপ	রিভারলিফট	ডাইভারশন	গভীর নলকূপ	রিভারলিফট	ডাইভারশন মিনি রিজারভার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
পানিসাগর	কুর্তি	—	—	উত্তর পদ্মবিল বাধাপুর	উত্তর পূর্ব্ব পানিসাগর রামনগর	—
কাঞ্চনপুর	রাধামাধবপুর	কাঞ্চনপুর লক্ষীপুর ২নং	—	—	অরিছড়া	—
কুমারঘাট	—	বলেহার কুকিডহর	—	একটি স্থান নির্বাচিত হইবে	সোনাইমুড়ি নিভেভি মানিকপুর	ডেমডুম
ছামন্থ	ময়নারমা	—	—	—		—
সালেমা	—	ডুরাইশিব বাড়ি বলরামছড়া	—	নেলহাপারা চলুবাড়ী	—	কুলাইছড়া পুর্ব্বডলুছড়া জহরনগর
খোয়াই	সমতল পদ্মবিল	—	—	চামুবস্তি নেকষা	—	—
তেলিয়ামুড়া	ডুমকি হাওয়াই বাড়ী	—	—	—	হাওয়াই বাড়ী	সর্ব্বংছড়া
জিরানিয়া	গুনমনি ঠাকুরপাড়া	দুর্গানগর	—	কৃষ্ণকুবড়া মাতনবাড়ী	মাধববাড়ী	ধনাই

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
মোহনপুর	মধ্যভুবনবন বিজননগর তারানগর	—	আথালিয়াছড়া	লেফুঙ্গা শর্মালুঙ্গা	সোনাইবাজার	—
বিশালগড়	টাকারজলা ব্রজপুর নাগিছড়া আডালিরা	জম্পুইজলা	—	মধুপুর গৌতম নগর মধুবন	নারায়ণ খামার	—
মেলাঘর	কালীকৃষ্ণনগর	পদ্মডেপা গ্রামতলী বড়দোয়াল কামরাঙ্গাতলী	কুরুলিয়াছড়া	একটি স্থান নির্বাচিত হইবে	কমলনগর	কামাইছড়া
মাতাবাড়ি	তুলামুড়া কুপিলং কৱইদুড়া	দক্ষিণ মহারাণী পিত্যা	—	হোলাক্ষেত	তহি[illegible]	—
বগাফা	মধ্য পিলাক	—	—	লক্ষীছড়া	—	লব ভাদুরি পাথরছড়া
রাজনগর	মতাই রাধানগর	—	নলুয়াছড়া	একটি স্থান নির্বাচিত হইবে	—	ঘোড়াছড়া
সাতচান্দ	মেরুছড়া	আমলিঘাট	—	একটি স্থান নির্বাচিত হইবে	বেতাগা	—
অমরপুর	—	রাঙ্গামাটি কাওডামারা একছড়ি	—	—	একটি স্থান নির্বাচিত হইবে	একজনছড়া
ডম্বুরনগর	—	—	—	—	রৈস্যাবাড়ী	—

Admitted Starred Question No. 18.

By—Shri Mati Lal Sarkar

প্রশ্ন

১। ১৯৭৭ সালে ১লা জানুয়ারী হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সারা ত্রিপুরায় কয়টি গভীর নলকূপ ও কয়টি অগভীর নলকূপ ছিল?

২। ১৯৭৮ সালের জানুয়ারী হইতে ১৯৮২ সালের ১৫ই মার্চ পর্য্যন্ত কয়টি গভীর নলকূপ ও কয়টি অগভীর নলকূপ বসানো হয়েছে বা বসানো হচ্ছে?

৩। এতে বর্ত্তমানে কত জমি জলসেচের আওতায় এসেছে?
(নীচু জমিও টিলা জমির পৃথক হিসাব)

৪। কি কি কারণে অনেকগুলি নলকূপ থেকে প্রাপ্ত জমিতে জল দেওয়া সম্ভব হয় না?

৫। এই কারণ গুলি দূর করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন?

উত্তর

১। সেচের জন্য মোট ১৬১ গভীর নলকূপ ছিল কোন অগভীর নলকূপ ছিল না।

২। ১৯৭৮ সালের জানুয়ারী হইতে ১৯৮২ সালের ১৫ই মার্চ পর্য্যন্ত ৪৬টি গভীর নলকূপ ও ৩২১টি অগভীর নলকূপ বসানু হইয়াছে

৩। এতে বর্ত্তমানে মোট ১০২০ হেক্টর জমি জলসেচের আওতায় এসেছে এবং ৯৬০ হেক্টর নীচু জমি, ৬০ হেক্টর উচু জমি।

৪। বিদ্যুৎ সরবরাহ, যান্ত্রিক গোলযোগ ও অপর্য্যাপ্ত জলের দরুন জমিতে জল দেওয়া সম্ভব হয় না;

৫। বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু, যান্ত্রিক গোলযোগ সরানো এবং অপর্য্যাপ্ত জলের ক্ষেত্রে নূতন করে কূপ খননের ব্যবস্থা হইতেছে।

Admitted un-starred question No. 19

By—Shri Drao Kumar Reang.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the PWD Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বেসরকারী বিদ্যুৎ গ্রাহক কত জন আছেন?

২। তাদের মধ্যে কতজন তপশীল এবং কত জন উপজাতি আছেন?

উত্তর

১। তথ্যাদি সংগ্রহাধীন।

২। গ্রাহকের হিসাব উপজাতি ও অ-উপজাতী হিসাবে রাখা হয় না। অপরপক্ষে গ্রাহকের হিসাব ডোমেষ্টিক, কমার্শিয়াল, এগ্রিকালচারেল, ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল, ওয়াটার সাপ্লাই, ষ্ট্রিট লাইট, ও বাল্ক কন্‌জিউমার্স ভিত্তিক রাখা হয়।

——

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVITIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

MONDAY, 29TH MARCH, 1982.

The House met in the Assembly House (Ujjayanta Palace) Agartala at 11 A. M. on Monday, the 29th March, 1982.

PRESENT

Shri Sudhanwa Deb Barma, Speaker in the Chair, the Chief Minister, 10 Ministers, the Deputy Speaker and 42 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্য-দিগের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলিবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানাইলে মাননীয় সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী জবাব প্রদান করিবেন। শ্রীকেশব চন্দ্র মজুমদার।

শ্রীকেশব চন্দ্র মজুমদার :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৬।

শ্রীযোগেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৬।

প্রশ্ন

১। সারা রাজ্যের বিভিন্ন কারাগারে বর্ত্তমানে বন্দীর সংখ্যা কত (২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮২ পর্য্যন্ত হিসাব) ;

২। উক্ত বন্দীদের মধ্যে সাজা প্রাপ্ত বন্দীর সংখ্যা কত এবং বিচারাধীন বন্দীর সংখ্যা কত ?

উত্তর

১। সারা রাজ্যে কারাগারে বন্দীর সংখ্যা ৩৭৭ (২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮২ পর্য্যন্ত)।

২। সাজা প্রাপ্ত বন্দীর সংখ্যা ৩৭ বিচারাধীন সংখ্যা ৩৪০।

শ্রীকেশব মজুমদার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে জেলের ভিতরে থাকা-কালীন বন্দীদের মানসিকতা বিকাশের কি ব্যবস্থা আছে এবং জেল থেকে বেরিয়ে আসার পরে কোন রকম সামাজিক বা অর্থনৈতিক বিকাশের ব্যবস্থা তাদের জন্য আছে কিনা ?

শ্রীযোগেশ চক্রবর্ত্তী :— এই সম্পর্কে পরিকল্পনা আছে। জেলে থাকা কালে মানবিক ব্যবহার তারা লেফট ফ্রন্ট আমলে কংগ্রেস আমলের চেয়ে ভাল পায়। পলিসিও তাই এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশও তাই। বামফ্রন্ট সেগুলি খুব সতর্কতার সঙ্গে

পালন করেছেন এবং জেলের বিভিন্ন রকমের উন্নতির চেষ্টা করছেন মানবিক দিক থেকে এবং শিক্ষার দিক থেকে। জেল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর সেই সব আবাসিকদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পুন: প্রতিষ্ঠার দিকে আমরা লক্ষ্য রাখি।

শ্রীকেশব চন্দ্র মজুমদার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে যারা বিচারাধীন বন্দী আছে এবং যারা সাজা প্রাপ্ত বন্দী আছে, জেলের অভ্যন্তরে তাদের সমানভাবে সুযোগ সুবিধা দেওয়া দেওয়া হয় কিনা এবং আগেকার তুলনায় সেই সমস্ত সুযোগ সুবিধার পরিমাণ বাড়িয়েছেন কিনা এবং বাড়ালে মাথা পিছু কি পরিমাণ বাড়িয়েছেন ?

শ্রীযোগেশ চন্দ্র চক্রবর্তী :— আমরা বাড়িয়েছি তবে কি পরিমাণ বাড়িয়েছি সেটা এখন দিতে পারব না। তবে জেলের ভিতরে আইনের যতটুকু পাওয়ার কথা আম ! তার সমস্ত-টাই দিচ্ছি। আমরা আশা করি এই সম্পর্কে কোন সাপ্লিমেন্টারী কোয়েশ্চান বিরোধী দল থেকে আসবে না। কারণ তারাও জেলে ছিলেন এবং তারও জানেন। আমি জানি না তাঁরা কংগ্রেস আমলে জেলে ছিলেন কিনা।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, যে সময়ের হিসাব উনি দিয়েছেন এই সময়ের মধ্যে বন্দী অবস্থায় আপনার জেলখানায় কতজন বন্দীর মৃত্যু ঘটেছে এবং তারা কি অবস্থায় আছে ?

শ্রীযোগেশ চক্রবর্তী :—এটা আর একটা প্রশ্ন আছে। সেটার উত্তরের সময়ে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—জেলখানায় যে সমস্ত খাদ্য সরবরাহ করা হয় সেই খাদ্য অনেক সময় অখাদ্য বলে প্রমাণ হয়, এর সঙ্গে অনেক কিছু সরবরাহ করা হয়ে থাকে। যেমন আমরা যখন ছিলাম তখন একবার একটা বালতিতে বিষ ছিল। ঐ বালতিতে আমাদের খাদ্য সরবরাহ করা হয়েছিল। ফলিডল ছিল সেই বালতিতে। এছাড়া বিভিন্ন বন্দীরা একবারেই খাদ্য পান না এই ধরণের রিপোর্ট আপনি পান কি না ?

শ্রীবীরেন দত্ত :—স্যার, এই রকমের প্রশ্ন এলাউ করা ঠিক নয়।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে জেলখানায় সরকারীভাবে যতরকম সুযোগ সুবিধা আছে সবই দেওয়া হয়েছে। আমি জানতে চাই যে জেলখানায় কি কি সুযোগ সুবিধা আছে।

শ্রীযোগেশ চন্দ্র চক্রবর্তী :— এই সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন নাই। থাকলে আমি জবাব দিতাম। প্রশ্ন কর্তা জানতে চেয়েছেন সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে কিনা। আমি বলেছি দেওয়া হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৯।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশান নাম্বার ১০৯।

প্রশ্ন

১। ৬০ বৎসরোর্ধ কৃষকদের জন্য মাসিক কৃষি পেনসন চালু করার ব্যাপারে সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি?

২। থাকলে কবে নাগাদ এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীগোপাল দাস ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা যে ত্রিপুরাতে কৃষিকার্যের সঙ্গে জড়িত ৬০ বৎসরের বৃদ্ধরা অত্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়েন। এই অবস্থায় তাদের জীবন জীবিকায় একটা অনিশ্চিত অবস্থার সৃষ্টি হয়। কাজেই এই সম্পর্কে পরিকল্পনা নেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অর্থ বরাদ্দের দাবী জানানো হবে কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—পরিকল্পনা খাতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ৮০ বছরের বেশী যারা তাদের জন্য আমরা অর্থ বরাদ্দ পাই। কাজেই পরিকল্পনা খাতে আমাদের যে অর্থ বরাদ্দ আছে সমাজ কল্যাণের জন্য তাদের ৮০ বছরের উপর যারা বৃদ্ধ আছে তাদের অধিকাংশ কৃষক, তাদের আমরা সবাইকে আথিক সাহায্য দিতে পারছি না।

মি: স্পীকার ঃ—শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—প্রশ্ন নং ১২৬।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, প্রশ্ন নং ১২৬।

প্রশ্ন

১। সরকারী, আধা-সরকারী ও সরকার নিয়নত্রিত শিল্প কল--কারখানায় নিযুক্ত মোট কতজন কর্মচারী জুনের দাঙ্গায় গ্রেপ্তার হয়েছেন, এবং

২। তাদের মধ্যে কতজনকে সাসপেনশান করা হয়েছে?

৩। সাসপেনশন এর পর মোট কতজন কর্মচারী পুনারায় স্ব স্ব পদে বহাল হয়েছে?

৪। সর্বশেষ সাসপেনডেড কর্মচারা সংখ্যাই বা কত?

উত্তর

১। ত্রিপুরা সরকারী এবং ত্রিপুরা সরকার নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন সংস্থায় মোট ৫৬জন কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

২। ৫৬ জনকে সাসপেনশন করা হয়েছিল।

৩। মোট ১১ জন কর্মচারীকে স্ব স্ব পদে বহাল করা হয়েছে।

৪। ৪৫ জন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলেছেন যে মোট ১১ জন কর্মচারীকে স্ব স্ব পদে বহাল করা হয়েছে। তাদের কিসের ভিত্তিতে পুনর্বহাল করা হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—যাদের বিরুদ্ধে প্রাইমা-ফেসী কেস এষ্টাব্লিষ্ড হয়েছে তাদেরকে বহাল করা হয়নি, আর বাকীদের সবাইকে বহাল করা হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—যে ১১ জনকে বহাল করা হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে যে রকম প্রাইমা-ফেসী কেইসগুলি পরীক্ষা করা হয়েছে, অন্যদের ক্ষেত্রেও সেই রকম প্রাইমা-ফেসী কেসগুলি পরীক্ষা করা হয়েছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—আমরা সবার ক্ষেত্রে একই নিয়মে পরিচালিত হয়েছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—স্যার, আমি এমন একজনকে জানি যিনি অমরপুরে পুলিশ কাষ্টডিতে ছিলেন, তারপর তাকে আগরতলায় বাণীবিদ্যাপিঠে নিয়ে আসা হয়েছিল এবং তারপর পুলিশ কর্তৃপক্ষ তাকে বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, তাকেও পরে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকমের অভিযোগ এমন কি খুনের অভিযোগও সাজান হয়েছে। কাজেই এই সব থেকে বুঝা যাচ্ছে, যে তার বিরুদ্ধে কোন রকম প্রাইমা-ফেসী কেইস পরীক্ষা করে দেখা হয় নি। তাই আমি মাননীয় মন্ত্রী মশাইর কাছে জানতে চাই যে এই রকম ক্ষেত্রে প্রাইমাফেসী কেইসগুলি পরীক্ষা করে দেখবেন কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, বিশেষ কোন ক্ষেত্রে যদি আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহলে আমি তার জবাব দিতে পারব না। কিন্তু এখানে প্রশ্নের মধ্যে যাদের কথা বলা হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে প্রাইমা-ফেসা কেইস এষ্টাব্লিষ্ড হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—আমরা দেখেছি যে বহু উপজাতি কর্মচারী দাঙ্গার সময়ে ঠিক মত অফিস কাছারীতে হাজিরা দিতে পারে নাই, তাদের মধ্যে অনেককে আগরতলায়ও এনে রাখা হয়েছিল, তারা ঐ সময়ের জন্য বেতন ভাতা পায় নাই, এটা মাননীয় মন্ত্রী মশাই অবগত আছেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এই রকম কোন ঘটনা হয় নি। কারণ যারা আশ্রয় শিবিরে আশ্রয় পেয়েছিলেন, তারা সবাই বেতন ভাতা পেয়েছেন। যারা ঐ সময়ে অফিসে হাজিরা দিতে পারেন নি, তাদের সেই সময়টা ছুটি হিসাবে ট্রিট করা হয়েছে, আর যাদের কোন ছুটিই ছিল না, তাদের ক্ষেত্রেও অগ্রিম ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—এমন অনেক কেইস আছে, যাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই ছিল না। যেমন আমি বলতে পারি যে তোতাবাড়ীতে সুখময় জমাতিয়া বলে একজন আছেন, যিনি দাঙ্গার সময়ে গ্রামেই ছিলেন এবং সেখানে দাঙ্গাই ঘটেনি। কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে দেখা গেল যে তার বিরুদ্ধে কতগুলি কেইজ সাজিয়ে তাকে এখন পর্য্যন্ত কোর্টে হাজিরা দেওয়ার জন্য বাধ্য করা হয়েছে। তাই আমি মাননীয় মন্ত্রী মশাইর কাছে থেকে জানতে চাই যে তাঁর বিরুদ্ধে প্রাইমা-ফেসী কেইসটা কি ইন্কোয়েরী করে দেখবেন কি,

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এই রকম কোন একটা বিশেষ কেইস নিয়ে প্রশ্ন করলে সেটার উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবাদল চৌধুরী।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—প্রশ্ন নং ১৪২।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, প্রশ্ন নং ১৪২।

প্রশ্ন

১। আগরতলায় ইউ, পি, এস, সি, পরীক্ষা কেন্দ্র চালু করার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কোন অনুরোধ করেছেন কি?

২। যদি করে থাকেন, তাহলে এখন পর্যন্ত তার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে?

৩। ইহা কি সত্য, পশ্চিম বাংলা, কেরালা, ত্রিপুরা রাজ্যসহ বিভিন্ন রাজ্যের বামপন্থী ছাত্র যুবকদের কেন্দ্রীয় সংস্থায় চাকুরীতে না নেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার তার বিভিন্ন দপ্তর এবং সরকারগুলিকে গোপন সার্কুলার জারী করেছেন?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। ১৯৮১ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে ইউ, পি, এস, সি, আগরতলায় তাদের নূতন পরীক্ষা কেন্দ্র চালু করেছে।

৩। এই রকম একটা খবর কলিকাতার দৈনিক পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছিল।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—কেন্দ্রীয় সরকার এই ধরনের সার্কুলার ইস্যু করার সংবিধান বহির্ভূত এবং তারা এটা করতে পারেন না। কাজেই আমাদের রাজ্য সরকার এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন কিনা এবং করে থাকলে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে এই ব্যাপারে কি বক্তব্য জানিয়েছেন, মাননীয় মন্ত্রী মশাই আমাদেরকে জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয় নির্দেশ দিয়েছেন যে বামফ্রন্ট সরকার চালিত রাজ্যগুলির মধ্যে যারা এক বছর ধরে বসবাস করছেন, তাদের সরকারী কাজে নিতে যাতে একটু সর্ত্ত আরোপ করা হয়—সিক্রনিং ইত্যাদির ক্ষেত্রে। তারা ১৯৮১ সালের ২৩শে জানুয়ারী তারিখে এই সার্কুলারটা পাঠিয়েছেন মেমোরেণ্ডাম নং ১৮০১১/৬, এস/৭৮/এষ্টাব্লিসমেণ্ট (বি) তাং ২৩/১/৮১ ইং। আমরা রাজ্য সরকার থেকে ইউনিয়ন হোম মিনিষ্ট্রির কাছে জানতে চাই যে এটা সত্য কিনা। তারা এই ব্যাপারে আমাদের চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করেছেন কিন্তু এই সম্পর্কে আর কোন খবর আমাদেরকে জানান নি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মশাই এখানে যে তথ্য দিয়েছেন, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আমি মনে করি যে এটা অত্যন্ত অন্যায় এবং এভাবে বেকার যুবকদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। কাজেই এই সম্পর্কে আমাদের রাজ্য সরকারের নীতি কি, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য, এটা কোন প্রশ্নই হতে পারে না

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—কোয়েশ্চান নং ১৫১।

প্রশ্ন

১। বিচারাধীন এবং পলাতক আসামীদের মধ্যে উপজাতি ও অ-উপজাতি সংখ্যা কত?

২। তাদের বিরোদ্ধে কি কি অভিযোগ রয়েছে?

উত্তর

১।	বিচারাধীন আসামী	পলাতক আসামী
	উপজাতি—১১৫২	উপজাতি—২৩৯৪
	অ-উপজাতি—২৫৭	অ-উপজাতি—৩১৮

২। খুন, অপহরণ, দাঙ্গা হাঙ্গামা, লুঠতরাজ, অগ্নি সংযোগ, মারপিট করে গুরুতর আহত করা, অস্ত্র আইনে অপরাধ ইত্যাদি।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং—এখানে মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী বলেছেন যে গত জুনের দাঙ্গায় উপজাতি আসামীর গ্রেপ্তারের সংখ্যা ১১৫২ এবং পলাতকের সংখ্যা ২৩৯৪—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি অ-উপজাতি আসামীর সংখ্যা কম হওয়ার কারণ কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার, স্যার, পুলিশের কাছে যে সব অভিযোগ এসেছে সেই সব অভিযোগের ভিত্তিতেই এইগুলি হচ্ছে। ট্রাইবেলদের কাছ থেকে অভিযোগ পুলিশের কাছে কম এসেছে সে জন্যই এটা কম হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, পুলিশের কাছে অভিযোগ করা হয়েছে ঠিকই জনসাধারণের পক্ষ থেকে। কিন্তু পুলিশ বহু নিরপরাধ ব্যাক্তির বিরুদ্ধে কেস সাজিয়েছে আবার বহু প্রকৃত অপরাধীদের বিরুদ্ধে পুলিশ কেস গ্রহন করেন নাই। এই অবস্থায় বিচার বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা করে সরকার জুনের দাঙ্গায় প্রকৃত আসামীদের শাস্তির ব্যবস্থা নেবেন কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্যের এদের বিরুদ্ধে আদালতেই কেস দায়ের করা হয়েছে—বিচার বিভাগীয় তদন্তে খুনের আসামীদের শাস্তি দেবার কোন বিধান নেই।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় পলাতক আসামীর ক্ষেত্রে বলেছেন যে উপজাতির সংখ্যা ২৩৯৪ এবং অ-উপজাতির সংখ্যা ৩১৮ জন তাদের গ্রেপ্তারের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী —মাননীয় স্পীকার, স্যার, তাদের বিরুদ্ধে হুলিয়া জারী করা হয়েছে আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব যে যারা এখনও পলাতক আছেন তারা যাতে হাজির হন—এবং তাদের যদি জামিন হওয়ার আর্থিক সংগতি না থাকে বা মামলা চালাবার মত আর্থিক সংগতি না থাকে তাদের জন্য সরকার সমস্ত রকম খরচা বহন করবে। কিন্তু পলাতক থাকাটা ঠিক নয় তাতে অন্যান্য মামলাগুলির সুরাহা হতে বিলম্বিত হচ্ছে। কারণ

কোন একটা মামলার আসামীদের মধ্যে যদি কেউ পলাতক থাকে তাহলে সেই মামলার বিচার করা সম্ভব নয়। এই ব্যপারে আমরা আগেও জানিয়ে দিয়েছি আমি আর একবার জানিয়ে দিচ্ছি তারা যেন হাজির হয়ে মামলাগুলি নিষ্পত্তির কাজে সাহায্য করেন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, যারা হাজির হয় বিশেষ করে উপজাতিদের কথা বলছি তাদের প্রতিটি কেসের তারিখে ১০০/১৫০ টাকা করে খরচা করতে হয় এবং এই জন্য তারা তাদের গরু বাছুর বিক্রী করে জমি বন্ধক দিয়ে টাকার জোগাড় করতে হয় এটা মাননীয় মন্ত্রীর জানা আছে কি না।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি মাননীয় সদস্যকে আমি আগেও বলেছি তারা চাইলেই সরকারী সাহায্য পাবেন এই জন্য তাদের গরু বাছুর বিক্রী করার প্রয়োজন নাই। এইভাবে তারা মানুষকে ঘুষ দিয়ে সর্বস্বান্ত হওয়ার দরকার নাই আমি জানি না যে এই ভাবে তারা মাননীয় সদস্যদেরও ঘুষ দেন কিনা। বিচার চাইবার অধিকার মানুষের মৌলিক অধিকার সেই অধিকার চাইবার জন্য তাদের গরু বাছুর বিক্রী করার দরকার দরকার নাই। এর জন্য যতটুকু খরচা করা দরকার সে জন্য সরকার সাহায্য করবেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, অমরপুরে ৩০টি এবং আগরতলায় বহু কেসে এই রকম সাহায্যের জন্য দরখাস্ত আছে। তৈদু থেকে অমরপুর আসা যাওয়া করতে ১০ টাকার কমে হয় না, তার জন্য একটি টাকাও সাহায্য দেওয়া হয়েছে কি না এবং উকিলের ফিস ২০/৩০ টাকা করে দিতে হয় তার মধ্যে একটি টাকাও তাদের সাহায্য করা হয়েছে কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটার জন্য মুখ্য মন্ত্রীকে লিখলে হবে না আদালতে আমাদের প্রতিনিধি আছে যারা মামলা চালাবার খরচ বহন করতে সক্ষম নয় তাদের সাহায্য করার জন্য আদালতই নির্দেশ দেবেন। সেখানে প্যানেলে আছে ল-ইয়ারদের।

শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, পলাতক আসামীদের মধ্যে এম. এল. এ. আছেন কি না?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা আমার জানা নাই।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী মতিলাল সরকার।

শ্রী মতিলাল সরকার :—কোয়েশ্চান নং ১৬০।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—কোয়েশ্চান নং ১৬০।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্ত এলাকায় বি. এস. এফ. এর কয়টি ক্যাম্প আছে?

২। স্থানীয় জনসাধারণের সাথে পরামর্শ করে এবং সহযোগিতা নিয়ে কাজ করার জন্য সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর উপর কর্তৃপক্ষের নির্দেশ দেয়া হয়েছে কি?

৩। ইহা কি সত্য যে ডাকাত দল বি. এস. এফ. এর এলাকা ভেদ করে ক্যাম্পের নিকট দিয়েই পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে?

৪। ১৯৭৮ইং সনের জানুয়ারী হইতে ১৫ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত কয়টি ঘটনায় বি. এস. এফ. ডাকাত দলকে ধরতে পেরেছে?

উত্তর

১। মোট ৮১টি ক্যাম্প আছে।

২। সীমান্তরক্ষী বাহিনীর উপর কর্তৃপক্ষের এরূপ কোন সরকারী নির্দ্দেশ নাই, তবে স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতা নিয়েই তাহাদের কাজ করিতে হয়।

৩। এমন কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

৪। ঐ সময়ের মধ্যে বি. এস. এফ. কোন ডাকাত দলকে ধরিতে সক্ষম হন নাই।

শ্রীমতিলাল সরকার :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বি, এস, এফ, ক্যাম্প সম্পর্কে মাঝে মাঝে এই রকম অভিযোগ উঠে যে এলাকার কিছু নিরীহ লোক হয়তো একজন রাইস মিল আছে ধান ভাঙ্গতে গেল বা হাট বাজার থেকে ফিরতে দেরী হয়ে গেল, রাত্রি আটটা নয়টা বেজে গেছে সেখানে তাকে রাস্তার মধ্যে ধরে বি, এস, এফ মারপিট করে এইভাবে গ্রামের নিরীহ মানুষেরা অসুবিধায় পড়ছেন। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমাদের সীমানা খুবই বড় এবং বি, এস, এফ এই সীমানায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে এতবড একটা সীমান্ত এলাকার মধ্যে দিয়ে হয়তো আমাদের এখান থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ বাংলাদেশে চালান হতে পারে। কারণ বাংলাদেশে এখন দুর্ভিক্ষের মত একটা অবস্থা চলছে। চাউল কিছু কিছু চালান হচ্ছে। বি, এস, এফ কিছুদিন আগে সীমান্ত এলাকায় ট্রাক বোঝাই করা চাউল আটক করেছে। কাজেই মাননীয় সদস্যদের এটা বুঝতে হবে যে এই ক্ষেত্রেতে কিছু নির্দোষ ব্যক্তি হয়রানী হতে পারে। কারণ আমাদের এখান থেকে কিছু লোকের সহায়তায় এই সমস্ত চোরা চালান, ডাকাতি এই রকম বিভিন্ন ধরণের কাজ হচ্ছে। আমাদের এখানে সীমান্ত এলাকার কিছু দুষ্কৃতকারী বাংলাদেশের দুষ্কৃতকারীদেরকে সাহায্য করছে। তবুও বি, এস, এফের হয়তো ভুল ত্রুটি হতে পারে। কাজেই মাননীয় সদস্যরা বি, এস, এফ এবং জনসাধারণের মধ্যে যাতে সম্প্রীতি নষ্ট না হয় সে দিকে আশা করি নজর দেবেন। কিছু কিছু ঘটনা যেমন খোয়াই ও বিলোনীয়ায় হয়েছে। সেখানে বি, এস, এফ বলছে যে আমরা নির্দোষ ব্যক্তিকে কিছু করি নি। দুষ্কৃতকারীদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে বর্ডারের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই পরিস্থিতিকে সামনে রেখে আমি মাননীয় সদস্যদেরকে অনুরোধ করছি যে বি, এস, এফ এর সঙ্গে সহযোগিতা করুন।

শ্রীমতিলাল সরকার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বি, এস, এফের সঙ্গে সহযোগিতার কথা বলেছেন। আমরা গ্রামের লোক সহযোগিতা করছি কিন্তু এই বিষয়টা বি, এস, এফের কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে এই রকম কোন সহযোগিতা না চাওয়ার ফলে কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষত: সীমান্ত এলাকার মধ্যে। গাঁও প্রধান, পাঞ্চায়েত ওরাই বি, এস, এফকে বেশী সাহায্য করছে। জনসাধারণের সাহায্য পাওয়ার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার বি. এস. এফ কর্তৃপক্ষকে এই রকম কোন নির্দেশ দিয়েছেন কি না সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই ব্যাপারে বি, এস, এফ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করা হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কিছু কিছু ঘটনা ঘটেছে এবং আমি নিজেও জানি কিছু রাজনৈতিক দল এবং যারা দলীয় কর্মী তারা এই সমস্ত চোরা চালানের সঙ্গে যুক্ত এবং তারা বি, এস. এফ এর কাজে বাধার সৃষ্টি করছে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— এই রকম খবর আমার জানা নেই।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্ত্তী :—সাপ্লিমেনটারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে বর্ডার এলাকায় বি, এস, এফের ক্যাম্পের দূরত্ব ১০ কি, মি, বা তারও উপরে। কিন্তু আমরা লক্ষ করেছি এই সীমান্ত এলাকার অবস্থা আরও উদ্‌বেগজনক। এই পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকার সীমান্ত এলাকায় লোহার তারের বেড়া, বা ওয়াল দেওয়ার কথা চিন্তা করছেন কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, লোহার তারের বেড়া বা ওয়াল দেওয়ার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার আসাম আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন কিন্তু আমাদের কাছে এই রকম কোন নির্দে'শ আসে নি। তবে অফিসারদের সঙ্গে আলোচনার সময় আমরা বলেছিলাম যে সীমান্ত এলাকায় যেখানে ঘনবসতি সেখানে তারা কাঁটা তারের বেড়া দিতে পারেন। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বলেছি আরও এক ব্যাটেলিয়ন বি, এস, এফ পাঠাতে। কারণ সীমান্তের প্রশ্নে এখানে বি এস এফের সংখ্যা বাড়ানো দরকার এবং এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা হয়েছে এবং তিনি বলেছেন যে এই ব্যাপারে বিবেচনা করছেন।

মি: স্পীকার :—শ্রীরাম কুমার দেববর্মা।

শ্রীরাম কুমার দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৬৩ এগ্রিকালচার ডিপার্ট'মেণ্ট।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—কেয়েশ্চান মাম্বার ১৬৩।

প্রশ্ন

১। ১৯৮১--৮২ ইং আর্থিক বছরে অমরপুর বিভাগে সরকার ভূমি সংরক্ষণের কাজ আরম্ভ করেছেন কি ?

২। যদি করে থাকেন তবে উপরোক্ত সময়ে এই বিভাগে কত কাজ হয়েছে তার এলাকা ভিত্তিক হিসাব এবং ঐ কাজে মোট কত খরচ হয়েছে তার বিবরণ,

৩। ইহা কি সত্য যে গত ৪।৫ মাস পূর্বে করবুক গাঁও সভায় কৃষি দপ্তর কর্তৃক ভূমি সংরক্ষণের জন্য সার্ভে করা সত্বেও এখন পর্য্যন্ত ঐ কাজ আরম্ভ করা হয় নি ;

৪। সত্য হলে তার কারণ ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। বর্ত্তমান আর্থিক বছরের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত ভূমি সংরক্ষণ প্রকল্পে যে পরিমাণ কাজ হয়েছে এবং যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে তাহার গাঁওসভা ভিত্তিক হিসাব নীচে দেওয়া হলো :—

ব্লকের নাম	গাঁও সভা	কাজের বিবরণ	যে পরিমাণ কাজ হয়েছে এস. আর ই. পি.	যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে (টাকা হিসাবে)
ডম্বুরনগর	১। গণ্ডাছড়া	জলাধার নির্মাণ	২টি	১০,০১০
		ও ভূমি উন্নয়ন	৮ হেক্টার	৮৬০৪
	২। জগবন্ধু পাড়	জলাধার নির্মাণ	২টি	১৪,০৯৯
	৩। রতননগর	জলাধার নির্মাণ	২টি	১০,৯০৫
		ভূমি উন্নয়ন	৯ হেক্টার	৯০২৬
	৪। রামনগর	জলাধার নির্মাণ	১টি	৪৩৪০
	৫। শর্মা	জলাধার নির্মাণ	১টি	২৮০০
		ভূমি উন্নয়ন	৯ হেক্টার	৮৬০৫
	৬। ভগীরথ পাড়া	জলাধার নির্মাণ	১টি	৩৮৯৫
	৭। পোটাছড়া	জলাধার নির্মাণ	১টি	৫০৬০
		ভূমি উন্নয়ন	৪ হেক্টার	৩৯৩১
	৮। ধলাপাতি পাড়া	জলাধার নির্মাণ	২টি	৬২৩৮
	৯। তৈছাকমা	জলাধার নির্মাণ	১টি	৮,৬৭২
	১০। রইস্যবাড়ী	ভূমি উন্নয়ন	১২টি হেক্টার	১৩,৬৭৯
অমরপুর	১। কুর্মা	জল নিকাশ প্রনালী	১টি	৩১০৭
	২। নূতন বাজার	ভূমি উন্নয়ন	৮ হেক্টার	৯৭৪০
	৩। পাহাড়পুর	জলাধার নির্মাণ	১টি	৫১১৩
	৪। করবুক	জলাধার নির্মাণ	৩টি	২০,৭০৪
		ভূমি উন্নয়ন	৭ হেক্টার	৯৭৪৯
	৫। উত্তর এছড়াই	ভূমি উন্নয়ন	৮ হেক্টার	৭৯৪৯.৫০

ইহা ছাড়া দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় শতকরা ১০০ ভাগ ভর্তুকীতে ভূমি উন্নয়নের কাজ ও করা হয়েছে। এই কাজের গাঁও সভা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

ব্লকের নাম	গাঁও সভা	১০০ ভাগ ভর্তুকীতে দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্থ এলাকার যে পরিমাণ ভূমি উন্নয়নের কাজ হয়েছে। (হেক্টার হিসাবে)	ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত যে পরিমাণ টাকা ব্যয় হয়েছে (টাকা হিসাবে)
অমরপুর	১। রামপুর	— ৬	
	২। রাঙ্গামাটি	— ৮	
	৩। দেব বাড়ী	— ৭	

৪।	বীরগঞ্জ	—২৫	
৫।	সরবং	—১০	
৬।	গার্জিয়া	—২.৫	
৭।	রাংকাং	— ৭	
৮।	রাজ কাং	— ৫	
৯।	কুর্মা	— ৫	৮১,৫০০
১০।	দুলুমা	—১০	
১১।	পাহাড় পুর	— ৫	
১২।	মালবাসা	—১২	
১৩।	চেলাগাং	—১০	
১৪।	তৈদু	— ৫	
১৫।	অম্পি	—১০	
১৬।	নগরাই	— ৫	
১৭।	সোনাছড়া	— ৩	

মোট :— ১৩৫— ৫ হেক্টার

শ্রীনকুল দাস :—ডম্বুর বাঁধের ফলে আমরা দেখেছি, বিভিন্ন লুঙ্গায় জল প্রবেশ করেছে। এখন সেই লুঙ্গার মধ্যে বাঁধ দিলে মাছের চাষ করা যায়। এতে মৎস চাষের উপকার হবে। সরকার এ ব্যাপারে চিন্তা করছেন কি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—যদিও এটা মৎস চাষের ব্যাপার, তবু বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী রাম কুমার নাথ।

শ্রী রাম কুমার নাথ :— ১৬৭।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৭।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য কোন কোন গাঁও সভায় ভি. এল. ডাব্লিও না থাকায় কৃষকের নানাবিধ বিধ অসুবিধা হইতেছে ; এবং

২। সত্য হইলে প্রতিটি গাঁও সভায় ভি. এল. ডাব্লিও দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে কি?

উত্তর

১। সব গাঁও সভায় এখনও ভি. এল. ডাব্লিও দেওয়া সম্ভব হয় নাই। ইহাতে কৃষক গণের অসুবিধা হইতেছে ইহা সত্য।

২। হ্যাঁ। আমরা প্রত্যেক গাঁও সভায় ১ (এক) জন করে ভি. এল. ডাব্লিও দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

শ্রী রাম কুমার নাথ :—আমরা লক্ষ্য করেছি, ৩ (তিন) টি গাঁও সভায় ১ (এক) জন করে ভি. এল. ডাব্লিও থাকায় কৃষকদের অসুবিধা হচ্ছে। এর জন্য তাদের ৩।৪ মাইল যেতে হয়। প্রতিটি গাঁও সভায় একজন করে ভি. এল. ডাব্লিও দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—এই অসুবিধার কথা আমরা স্বীকার করি। খুব তাড়াতাড়ি যাতে প্রতিটি গাঁও সভায় একজন করে ভি. এল. ডাব্লিও দিতে পারি সে চেষ্টা আমরা করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—কোন্ কোন্ গাঁও সভায় ভি. এল. ডাব্লিও একেবারেই নেই তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—এই তথ্য আমার কাছে নেই।

মি: স্পীকার :—শ্রীভানুলাল সাহা।

শ্রী ভানুলাল সাহা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৯৮।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৯৮।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় বর্ত্তমানে কয়টি অ্যাগ্রিকালচারেল প্রডিউস মার্কেট আছে ?

২। উক্ত বাজার গুলির পরিচালনার ভার কাদের উপর ন্যস্ত আছে ?

৩। উক্ত বাজার গুলিতে কৃষকের নির্বাচিত কোন কমিটি আছে কিনা ; এবং

৪। না থাকিলে কবে কৃষকদের নির্ব্বাচিত কমিটি গঠন করা হবে ?

উত্তর

১। ত্রিপুরায় সম্প্রসারিত 'দি বোম্বে অ্যাগ্রিকালচারেল প্রডিউস মার্কেট একটের আওতায় মোট ৪টি বাজার আছে।

২। উক্ত বাজার গুলির মধ্যে ৩টির পরিচালন ভার সরকার মনোনীত মার্কেট কমিটির উপর ও ১ টির পরিচালন ভার সরকার নিযুক্ত এডমিনিষ্ট্রেটরের উপর ন্যস্ত আছে।

৩। না।

৪। আইনে কেবল মাত্র কৃষকদের দ্বারা নির্ব্বাচিত কমিটি গঠন করার কোন বিধান নেই।

শ্রীজিতেন সরকার :—এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, ৩টি মার্কেট পরিচালনার ভার সরকার মনোনীত কমিটির উপর। কিন্তু আমি জানি, তেলিয়ামুড়া মার্কেট পরিচালনার ভার এখনও কমিটির হাতে দেওয়া হয় নি ? এর কারণ কি তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—তেলিয়ামুড়া, মেলাঘর এবং সাব্রুম বাজার-এর পরিচালনার ভার মনোনীত কমিটির উপর ন্যস্ত। মাননীয় সদস্য এখানে যে প্রশ্ন করেছেন সেই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে বলতে পরি, আমরা বিধান সভায় 'দি অ্যাগ্রিকালচালের প্রডিউস মার্কেট বিল পাশ করেছি। বর্ত্তমানে তা গভর্ণরের অনুমোদনের সাপক্ষে আছে। গভর্ণরের অনুমোদন পেলে পরই তা নির্ব্বাচিত কমিটির উপর ন্যস্ত করব।

শ্রীভানুলাল সাহা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, বিশালগড়ের বাজরটি প্রশাসনের পরিচালনাধীন আছে। ফলে বাজারে অবৈধ দোকানঘর তৈরী হচ্ছে এবং সেগুলি ব্যবসায়ীদের স্বার্থের পরিপন্থী হচ্ছে। তাই বাজার আইন. যেটা করা হয়েছে সেটা সম্মতিপাওয়া সাপেক্ষে সেখানে সরকার এমন কোন উদ্যোগ নেবেন কিনা যাতে বাজার সুষ্ঠ ভাবে পরিচালিত হতে পারে, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মি: স্পীকার স্যার, এই আইনটা গভর্ণরের কাছে গিয়েছে, তাঁর অনুমোদন এলে পরে আমরা চেষ্টা করব যত তাড়াতাড়ি এই আইনটা চালু করা যায়।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী মানিক সরকার ও শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীমানিক সরকার :—কোয়েশ্চান নং ২০৮ স্যার।

শ্রীযোগেশ চক্রবর্ত্তী :—কোয়েশ্চার নং ২০৮ স্যার।

প্রশ্ন

১। বামফ্রণ্ট সরকার যে জেল রিফর্মস কমিশন গঠন করেছিলেন তাহার কোন রিপোর্ট সরকারের নিকট পেশ করা হইয়াছে কি ?

২। হয়ে থাকলে রিপোর্ট-এর মূল বিষয়বস্তু গুলি কি ;

৩। ইহা কবে নাগাদ কার্য্য কর হবে আশা করাযায় ;

৪। যদি এখনও কোন রিপোর্ট পেশ করা না হয় তবে তাহার কারণ কি ?

উত্তর

১। হঁ্যা,

২। জেল রিফর্মস কমিশন ১লা মার্চ ১৯৮২ ইং তাহাদের রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন যাহা বর্ত্তমানে পরীক্ষাধীন আছে। কমিশন রিপোর্টে বর্ত্তমানে প্রচলিত বেঙ্গল জেল কোড-এর কিছু ধারা বাদ দিয়া সময় উপযোগী সংযোজনের সুপারিশ করিয়াছেন যাহা জেল বন্দীদের অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধার অনুকুল। রাজনৈতিক বন্দী ও বিনাবিচারে আটক বন্দীদের সামাজিক পদ মর্য্যাদার ভিত্তি.ত শ্রেনী বিভক্ত করার সুপরিশ ও এতে আছে। এই সংযোজন বিচারাধীন রাজনৈতিক বন্দীদের সুষ্ঠ জীবন যাপনের সহায়ক। তাছাড়া সর্ব্বরকমের বন্দীর শিক্ষা, অবসর সময় খেলাধুলা, পড়াশুনার ব্যবস্থা ও উন্নতর চিকিৎসার বন্দোবস্ত ও করা হইয়াছে। কমিশন তাদের সুপারিশে অবিলম্বে এই রাজ্যে "সাপ্রেশন অব ইমমরেল ট্রাফিক ইন উইমেন এণ্ড গার্ল এ্যাক্ট, ১৯৫৬" চালু ও তৎপরিপ্রেক্ষিতে যে সব স্ত্রীলোক ও মেয়ে ঐ আইন অনুযায়ী বন্দী জীবন-যাবন করিবে তাহাদের জন্য উপযুক্ত রক্ষা, যত্ন, ও প্রশিক্ষণের সুপারিশ করিয়াছেন যাহাতে তাহাদের উন্নততর জীবন যাপনের সহায়ক হয়। তাহা ছাড়া দপ্তরের প্রশাসনিক উন্নতির ও কর্মচারীদের বাসস্থানের ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার সুপারিশও করা হইয়াছে।

৩। কমিশনের প্রতিবেদন পরীক্ষা নিরীক্ষার পর রাজ্য সরকারের সীমিত আর্থিক সঙ্গতির মধ্যে বিশেষ প্রতিবেদনগুলি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চালু করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, জেল রিফর্মস কমিশন তাহাদের রিপোর্ট রাজ্য সরকারের কাছে পেশ করেছেন। সরকার এই রিপোর্ট হাউসের কাছে পেশ করবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার. আপনার অনুমতি নিয়ে আমি বলছি যে এই রিপোর্ট এই মাত্র আমাদের হাতে এসেছে। মন্ত্রীসভা এই রিপোর্ট এখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেনি। পরীক্ষা নিরীক্ষার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে বিশেষ প্রতিবেদনগুলি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চালু করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু মন্ত্রীসভা যখন এই প্রতিবেদনটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন নি, সে ক্ষেত্রে মন্ত্রী মহোদয় কিসের ভিত্তিতে এই উত্তর দিয়েছেন এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, কমিশন আমরা গঠন করেছি কয়েদীদের অবস্থার উন্নতির জন্য, জেল ব্যবস্থার উন্নতির জন্য। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই কথা বলেছেন। ঠিক গুনগত কোন বিষয় কতটা আমরা গ্রহণ করব সে বিষয়ে কোন প্রতিশ্রুতি তিনি দেন নি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই জেল রিফর্মস কমিশনের চেয়ারম্যানের নাম কি, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রীযোগেশ চক্রবর্তী :-- এই কমিশনের চেয়ারম্যানের নাম শ্রীঅপূর্ব্ব কাঞ্চন দত্ত, এ্যাডভোকেট।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই অপূর্ব্ব কাঞ্চন দত্ত কোন সালে ত্রিপুরায় এসেছেন, বাংলাদেশের যুদ্ধের সময় তিনি কেন বাংলাদেশে ছিলেন এবং ইন্দিরা মুজিব চুক্তি অনুযায়ী কোন পক্ষে কাজ করেছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই তথ্য জানাবেন কিনা?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার এই প্রশ্নের জবাব মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। শ্রীবাদল চৌধুরী।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— কোয়েশ্চান নং ১৯, ১৮৯ স্যার।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— কোয়েশ্চান নং ১৮৯ স্যার।

প্রশ্ন

১। স্বণাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচনের পর রাজ্যে কতটি চুরি ডাকাতি এবং জোর জুলুম

করে চাঁদা আদায়ের ঘটনা ঘটেছে ;

২। এখন পর্য্যন্ত এই সমস্ত ঘটনার সঙ্গে যুক্ত কতজনকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে ;

৩। যারা গ্রেপ্তার হয়েছেন তার মধ্যে কোন রাজনৈতিক দলের কর্মী বা সমর্থক আছে কি ?

উত্তর

১। ডাকাতির ঘটনা—৫৩ টি।
চুরির ঘটনা—২৫৬টি ।
জোর জুলুম করে চাদা আদায়ে ঘটনা— এরূপ সুনির্দ্দিষ্ট অভিযোগের সংখ্যা এখন বলা সম্ভব নয়।

২। ডাকাতর ঘটনায় যুক্ত—	১২৪ জনকে।
চুরির ঘটনায় যুক্ত—	৩৪ জনকে।
চাদা আদায়ের ঘটনায়—	একজনও না।

৩। একমাত্র ডাকাতির ঘটনায় গ্রেপ্তারীকৃত ব্যক্তিদের মধ্যে উপজাতি যুব সমিতির কয়েক জন কর্মী বা সমর্থক বলিয়া জানা যায়।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, বিভিন্ন জায়গা, বিভিন্ন গ্রামকে ভিত্তি করে জোর করে টাকা আদায় করার জন্য চিঠিপত্র দেওয়া হচ্ছে। টাকা না দিলে খুন করা হবে বলে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এই ঘটনা সম্পর্কে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এ ধরনের কিছু চিঠি ছাডা হচ্ছে. এ বিষয়টি নিয়ে হাউসে আলোচিত হয়েছে। নির্দ্দিষ্ট টাকা পয়সা সংগ্রহ করার পর যাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে তারা পুলিশে গিয়ে নির্দ্দিষ্ট কোন অভিযোগ দায়ের করতে অনেক খানি ইতস্তত: করছেন। সম্ভবত: এই জন্যই সুনির্দ্দিষ্ট অভিযোগ আমাদের কাছে আসছে না। আমি আশা করব মাননীয় সদস্যরা, যাদের কাছ থেকে জোর জুলুম করে চাঁদা আদায় করছে তাদেরকে যেন সুনির্দ্দিষ্ট অভিযোগ দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে করতে বলেন যাতে আমরা দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি। এ ছাড়া নিরাপত্তার জন্য যেটুকু ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন সেগুলি আমরা নিচ্ছি।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক দল, বিশেষ করে স্বশাসিত জেলাপরিষদ নির্বাচন সংঘটিত হওয়ার পর এই ধরনের ঘটনা সংঘটিত কিনা, রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা বিপন্ন করতে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে, রাজ্য সরকার এটা মনে করেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এটা বলা খুব কঠিন। তবে নির্ব্বাচনের পরাজিত হইলে হতাশাগ্রস্থ ব্যক্তিরা সন্ত্রাশের সৃষ্টি করে। এ ক্ষেত্রে তাই হচ্ছে কিনা আমরা লক্ষ্য করছি।

মি: স্পীকার স্যার :—যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি সেই গুলোর লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্নিত বিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

(ANNEXURES—"A" & "B")

REFERENCE PERIOD

অধ্যক্ষ মহাশয় :—এখন সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :—"রেফারেন্স পিরিয়ড" আমি গত ২৩.৩.৮২ইং তারিখে মাননীয় বিধায়ক শ্রীশ্যামল সাহা মহোদয় হইতে একটি নোটিশ পেয়েছি। সেই নোটিশটির পরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্নোলিখিত বিষয়টি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি এবং ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অদ্য বিষয়টির উত্তর দানের স্বীকৃতি দিয়েছেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তুটি হলো :—

"গত ৪ দিন যাবৎ আগরতলা শহরের কোন কোন অঞ্চলে জল সরবরাহ অনিয়মিত এবং অপ্রতুলতা সম্পর্কে"।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—বিষয়

"গত ৪ দিন যাবত আগরতলা শহরের কোন কোন অঞ্চলে জল সরবরাহ অনিয়মিত এবং অপ্রতুলতা সম্পর্কে"।

আগরতলার শহরের পৌর এলাকার মধ্য গত ১৯শে মার্চ হইতে ২২শে মার্চ ১৯৮২ ইং পর্য্যন্ত পানীয় জল সরবারহ সম্পর্কে নিম্নলিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়। আগরতলা শহরের মধ্যে কৃষ্ণবন, অরুন্ধুতিনগর, শিশু বিহারের নিকট মহাত্মাগান্ধী মেমোরিয়াল স্কুলের নিকট এই চারটি স্থানে অভিযোগ জ্ঞাপনের কেন্দ্র আছে। গ্রাহকদের কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবে যথাক্রমে গত ১৯শে মার্চ ১১টি, ২০শে মার্চ ৬টি এবং ২২শে মার্চ ১০টি অভিযোগ আসে এবং সেগুলি ঐ দিনগুলিতেই সারাই করে সরবরাহ করা হয়।

গত ২৩শে মার্চ সকাল ৬ ঘটিকায় কলেজটিলাস্থিত পাবলিক হেলথ্ ইঞ্জিনীয়ারিং ১নং সাব-ডিভিশনের ব্রাস: ইঞ্জিনীয়ারের কাছে বিধানসভা সেক্রেটারিয়েট থেকে একটি অভিযোগ আসে। এই অভিযোগে বলা হয় যে উত্তর আগরতলার বেণুবন বিহারের পাশে অবস্থিত বিধান-সভার সদস্যদের আবাসগৃহে পানীয় জলের সরবরাহে ত্রুটি দেখা দিয়েছে। বেণুবন বিহার এলাকায় পানীয় জল সরবরাহের ত্রুটি ২৩শে মার্চের আগের থেকে থাকলেও ঐ ত্রুটির কথা ২৩শে মার্চ বিধানসভার সেক্রেটারিয়েটে অভিযোগ আসার পরেই জানা যায়। উক্ত অভিযোগ জানার সাথে। সাথে সংশ্লিষ্ট এসি: ইঞ্জিনীয়ার ঐ দিনই বেলা ৯ ঘটিকায় ঐ ত্রুটির কারন বের করতে সচেষ্ট হন। সারাদিন প্রচেষ্টার ফলে অবশেষে রাত্রি ৮ ঘটিকায় উক্ত ত্রুটি সারাই করা সম্ভব হয় এবং রাত ৮টা থেকে ৯টা পর্য্যন্ত ঐ এলাকাতে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়।

আগরতলা শহরের পানীয় জল সরবরাহের আরও কিছু তথ্য এখানে পরিবেশন করলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলে মনে করি।

আগরতলা শহরের পানীয় জল সরবরাহের পরিকল্পনা ১৯৬৬ সালের জনসংখ্যা ৬৭ হাজার ধরে করা হয়েছিল। এই জন সংখ্যা বর্ত্তমানে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার এসে দাড়িয়েছে। আগরতলা শহরের পানীয় জল সরবরাহের জন্য ভূউপরিস্থিত এবং ভূগর্ভস্থিত জলাধার আছে। কিন্তু বর্ত্তমানে আগরতলা শহরের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এই ব্যবস্থা অপ্রতুল। আগামী ৩০ বছরের জন্য এই সমস্যার সমাধান কল্পে আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি ও পাবলিক হেল্থ ইঞ্জি: ডিপার্টমেন্ট বিষয়টির প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব দেন। এই বিবেচনায় বৃহত্তর আগরতলা শহরের জন্য একটি "মাষ্টার প্লেন" তৈরীর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। কালকাতা মেট্রোপলিটন ডেভলাপমেন্ট অথরিটির কারিগরী সহযোগিতায় এই দপ্তর মাষ্টার প্লেন তৈরীর কাজে হাত দেন। ইতিমধ্যে উক্ত সংস্থা হইতে একটি অন্তঃবর্ত্তীকালিন রিপোর্ট আসে এবং রিপোর্টের বাকী অংশটিকিছু দিনের মধ্যে আসবে বলে আশা করা যায়। অন্তঃবর্তী রিপোর্ট আশা মাত্রই এটাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য দপ্তর অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজে হাত দিয়েছেন। উদাহরন স্বরূপ বলা যায়, শিশুবিহারের নিকট একটি ভূউপরিস্থিত ১ লক্ষ ৪৪ হাজারের গেলন ক্ষমতা সম্পন্ন আর, সি, সি জলাধার এবং ১ লক্ষ গেলন ক্ষমতা সম্পন্ন আরও একটি আর, সি, সি জলাধার গান্ধী মেমোরিয়্যাল স্কুলের নিকট তৈরী করা হচ্ছে এবং আশা করা যায় আগামী ১ মাসের মধ্যে এর কাজ শেষ হবে। অন্তঃবর্তী রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে আগরতলা শহরের ১০ হাজার মিটার পাইপ পরিবর্ত্তনের সিদ্ধান্তক্রমে ইতিমধ্যে ৭ হাজার মিটারের বড় ডায়মিটারের পাইপ দিয়ে পরিবর্তন করা হয়েছে। বাকী ৩ হাজার মিটারের কাজ এগিয়ে চলছে। আরও কয়েকটি বিশুদ্ধ পানীয় জলের উৎস খুজে বের করার কাজ পাবলিক হেল্থ দপ্তর হাতে নিয়েছেন। আগরতলার দক্ষিণে সরকারি ছাপাখানার পাশে দুই ধারে (২ মিলিয়ন গ্যালন + ২ মিলিয়ন গ্যালন) ৪ মিলিয়ন গ্যালনের একটি ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের প্রজেক্ট তৈরীর কাজ হাতে নিয়েছেন। ২ মি: গ্যালনের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছিল এবং যে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছিল এবং যে দরপত্র পাওয়া গেছে তা অতি উচ্চ মূল্যের হওয়ায় পুনরায় দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। এই প্রস্তাবিত ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের কাজ শেষ হলে আগরতলা শহরের দক্ষিণ অংশে এবং মূল শহরের ডিপটিউবওয়েলের মাধ্যমে সরবরাহকৃত জলের সমস্যা এড়ানো যাবে। এটার প্রয়োজন এত জরুরী এই কারনে যে ডিপটিউবওয়েল-এর মাধ্যমে মূল আগরতলা শহর এবং দক্ষিণ অংশের সরবরাহকৃত জলের মধ্যে লোহার ভাগ অত্যন্ত বেশী। এমন কি এই জল হইতে লোহা দূরীকরন প্ল্যান্টের সাহায্য নিয়েও যে জল পাওয়া যায় তাতেও লোহার পরিমান বেশী থাকে। বর্ত্তমানে যে সব জলের উৎস আছে সেগুলি যথাসম্ভব পুরোপুরি কাজে লাগানো হচ্ছে এবং নিম্নলিখিত উৎসগুলি হইতে জল সরবরাহ করা হয় :—

১। কলেজটিলা ট্রিটমেণ্ট প্ল্যাণ্ট	প্রত্যহ ১২ লক্ষ গ্যালন।
২। মূল আগরতলা শহরে অবস্থিত ৪টি ডিপটিউবওয়েল হইতে	প্রত্যহ ৫ লক্ষ গ্যালন।
৩। আগরতলার দক্ষিণ অংশে অবস্থিত ২টি টিউবওয়েল হইতে	প্রত্যহ ৩ লক্ষ গ্যালন।
৪। আগরতলার উত্তর অংশে অবস্থিত ৫টি ডিপটিউবওয়েল হইতে	প্রত্যহ ৫ লক্ষ গ্যালন
	২৫ লক্ষ গ্যালন।

দক্ষিণ অংশের ট্রিটমেণ্ট সম্পূর্ণ হলে যে জল পাওয়া যাবে তার দ্বারা উত্তর অংশের জল সরবরাহ করা সম্ভব নয়। তাই উক্ত অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ উৎসের সাহায্যে জল সরবরাহ করা হবে। অধিকন্তু ইহাও উল্লেখযোগ্য যে আগরতলার উত্তর অংশে ভূগর্ভস্থ জলের লোহার ভাগ অনেকাংশে কম।

সুতরাং উপরোক্ত ২টি আর, সি, সি রিজারভার এবং ১০ হাজার মিটার পাইপ লাইনের পরিবর্ত্তনের কাজ সম্পূর্ণ হইতে বর্তমান ট্রিটমেণ্ট প্ল্যাণ্ট (কলেজটিলাস্থিত) মধ্যে যে পানীয় জল সরবরাহ আরও ৩ লক্ষ গ্যালন বাড়ানো সম্ভব হবে এবং তখনই আগরতলা শহরের পানীয় জল সরবরাহ আরও পরিচ্ছন্ন হবে। আশা করা যাচ্ছে বর্দ্ধিত ৩ লক্ষ গ্যালন জল ৬ মাসের মধ্যেই সরবরাহ করা সম্ভব হবে। অনতিবিলম্বে আসান দেওয়ার জন্য দপ্তর আরও অধিক সংখ্যক গভীর কূপ খননের চেষ্টা নিয়েছেন। ইতিমধ্যে ধলেশ্বরে আরও ১টি ডিপটিউবওয়েলের কাজ চলছে এবং শীঘ্রই এটার কাজ শেষ হবে। এ ছাড়া ৪ বছরে মধ্যে ৫টি নূতন ডিপটিউবওয়েল খনন করা হয়েছে। দক্ষিণ আগরতলার ট্রিটমেণ্ট প্ল্যাণ্ট তৈরী করতে মোটামুটি ৩ বৎসর লাগবে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে আগরতলা শহরের মধ্য ভাগে যে ৪টি ডিপটিউব ওয়েল আছে তার ভূগর্ভস্থ রিজারভারের ক্ষমতা ৮০ হাজার গ্যালন থেকে ১ লক্ষ ৪০ হাজার গ্যালনে বর্দ্ধিত করা হয়েছে।

দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ

মাননীয় অধ্যক্ষ :—আমি মাননীয় সদস্য শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা মহাশয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—"মাছ চাষের উন্নতির জন্য এক্ষুনি পুকুর সংস্কার ও জলাশয় তৈরীর জন্য এফ-এফ. ডি. এ ও ল্যাম্পস্ এর পাঠানো ঋণের দরখাস্তগুলি কিছু কিছু শাখা ব্যাঙ্ক গুরুত্ব না দেওয়া সম্পর্কে"।

মাননীয় শ্রমমন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীবীরেন দত্ত :—মি স্পীকার স্যার, ৩০-৩-৮২ ইং তারিখ আমি এই সম্পর্কে উত্তর দেব।

মি: স্পীকার :—আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রী মানিক সরকারের নিকট হইতে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল "পশ্চিমবাংলার কয়েদী শ্রীউপেন্দ্র ভৌমিকের আগরতলা সেন্ট্রাল জেলে গত ২৬শে মার্চ রাত্রিতে মৃত্যু সম্পর্কে"।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী মানিক সরকার কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষনী প্রস্তাবটি উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি।

আমি মাননীয় কারামন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আমি আপনার অনুমতি নিয়ে একটি বিবৃতি দিতে চাই। গত ২৬শে মার্চ ১৯৮২ ইং রাত্রি ৭-৪৫মি: কেন্দ্রীয় জেইলের ৪ নং ওয়ার্ডে মোট ২৫ জন কয়েদী লক্ আপে ছিলেন। এদের মধ্যে কয়েদী উপেন্দ্র নাথ ভৌমিক ওরফে উপেন ভৌমিক কিছুক্ষন অন্য কয়েকজনের সাথে তাস খেলা পর তাহার সিটে ঘুমাইতে যায়। ঐ সময় হঠাৎ পড়িয়া যায় এবং তাহার শ্বাস কষ্ট হইতে থাকে, মুখে কিছু রক্তও উঠে। সঙ্গে সঙ্গে কয়েদী বাবুলাল গৌর পাহারারত ওযার্ডারকে ডাকিয়া কয়েদী উপেন্দ্র ভৌমিকের ঐ অবস্থার কথা বলিয়া তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে বলে। উক্ত ওয়ার্ডারের নিকট হইতে সংবাদ পাওয়া মাত্র জেইলার এবং কম্পাউণ্ডার ৪ নং ওয়ার্ডে আসেন এবং ফটক খুলিয়া অসুস্থ ভৌমিককে জেইল হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য স্থানান্তরিত করেন। সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালের ডাক্তার তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া উপেন্দ্র ভৌমিক রাত্রি ৮-২৫ মি: জেইল হাসপাতালে প্রানত্যাগ করেন।

যেহেতু জেইলে তাহার মৃত্যু হয় সেইহেতু এস. ডি. এম এবং থানা কর্তৃপক্ষকে এই সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া হয়। রাত্রি ১১-৪৫ মি: সময় এস ডি, এম পূর্ব্ব থানার একজন পুলিশ অফিসার সহ জেইল হাসপাতালে আসেন এবং ময়না তদন্তের জন্য উপেন্দ্র ভৌমিকের মৃতদেহ নিয়া যান।

বর্ত্তমানে বিষয়টি পুলিশের তদন্তাধীন আছে। এই সম্পর্কে জেইল সচিব স্বয়ং কেন্দ্রীয় জেইলে যান, প্রাথমিক তদন্ত করেন এবং তদন্তকালে ৪ নং ওয়ার্ডে উপেন্দ্র ভৌমিকের থাকাকালীন তার সঙ্গীয় কয়েদীদের এই ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া উক্ত বিবরনের সত্যতা নির্ণয় করেন। এই সম্পর্কে, মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এখানে বলতে চাই গত ২৮।৩।৮২ ইং তারিখের দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পূর্ণ অসত্য, উদ্দেশ্যমূলক এবং এই সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য একটি জঘন্য কৌশল।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, যেমন এই জেলখানায় রেনু দেববর্মা, চৈত্র মোহন জমাতিয়া অমানুষিক নির্যাতনে জেলখানায় মারা যায়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় পোষ্ট মর্টেম রিপোর্ট সহ বলেছিলেন যে এই মৃত্যু স্বভাবিক মৃত্যু!

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী :—পয়েন্ট অব অর্ডার, মাননীয় স্পীকার স্যার, এই হাউসে বার বারই

আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে প্রশ্নে একটা উদ্দেশ্যমূলকভাবে সরকারের হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য অসত্য অভিযোগ এনে এই রকম ক্ল্যারিফিকেশান এখানে অ্যালাউ হবে কিনা।

মাননীয় স্পীকার :—তা হতে পারে না। কারন এটার সংগে আপনার ক্ল্যারিফিকেশান রিলেটেড্ নয়। এখানে যে ষ্টেইটমেট দেওয়া হয়েছে এই সম্পর্কে যদি আপনি কোন তথ্য চান অথবা ক্লিয়ার হতে চান তাহলে ক্ল্যারিফিকেশানের জন্য প্রশ্ন করতে পারেন। আর একটা প্রশ্ন এটার সংগে জড়িত করতে পারেন না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার স্যার, জেলখানায় যে দুর্নীতি চলছে এটাকে বন্ধ করতে হবে এবং উপেন্দ্র ভৌমিক সম্পর্কে তার আত্মীয়স্বজনরা তারা স্থিরভাবে জানতে পেরেছেন তার উপর অমানুষিক নির্য্যাতন করে মারা হয়েছে। কাজেই এই সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্ত করা হবে কিনা।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী :—মাননীয় সদস্য বার বার রেনু দেববর্মার প্রশ্নটা আনেন। অথচ মাননীয় সদস্য জানেন এই সম্পর্কে ম্যাজিষ্ট্রেট পর্য্যায়ে তদন্ত হয়েছে এবং তাদের অভিযোগ অসত্য বলে প্রমানিত হয়েছে। তেমনি মাননীয় সদস্যদের আমি বলতে চাই যে পোস্ট মর্টেমে এটা গেছে এবং সরকার যদি মনে করে এটা স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, এই রকম কোন তথ্য আছে নিশ্চয়ই এটা জেলাশাসক দিয়ে তদন্ত করানো হবে। কারন জেলখানার মধ্যে যে কোন মৃত্যু অত্যন্ত অস্বাভাবিক মৃত্যু। কাজেই যদি কোনরকম সন্দেহ সরকারের থাকে যে এখানে অস্বাভাবিক কোন ঘটনা ঘটেছে তাহলে নিশ্চয়ই জেলাশাসকের পর্যায়ে আমরা তদন্ত করব। এই ব্যাপারে এখন পর্য্যন্ত যে তথ্য পাওয়া গেছে তাতে এইরকম কিছু নেই এবং সেইজন্য মাননীয় সদস্যদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কোন কারণ নেই। জেলের মধ্যে মৃত্যু সম্পর্কে আমরাও অত্যন্ত সতর্ক রয়েছি সতর্ক দৃষ্টি আমাদের থাকবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে বলেছেন যে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট পর্য্যায়ে তদন্ত করা হবে। আমি জানতে চাই এখানে জুডিশিয়েল আনকোয়ারী হবে কি না। যেহেতু আমরা দেখেছি জেলের মধ্যে নির্যাতনের ফলে অনেকে মারা গেছে। এইভাবে জল্লাদ জেলে পুষিয়ে রাখা যায়না। এই ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিচার বিভাগীয় তদন্ত বসাতে সাহসী হবেন কিনা, রাজী আছেন কিনা।

মাননীয় স্পীকার :—এই ধরনের প্রশ্ন করা আমি অ্যালাউ করতে পারি না।

(গণ্ডগোল)

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী :—মাননীয় স্পীকার, ওদের বলুন বাইরে গিয়ে চেঁচামেচি করতে। এটা চেঁচামেচি করার জায়গা নয়।

(গণ্ডগোল)

মাননীয় স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনারা বসুন। আমি জানতে চাই চেয়ারের নির্দেশ মানতে রাজী আছেন কি না। আপনারা এখানে যে প্রশ্ন এনেছেন সেটা এখানে হতে

পারে না। এটা তার সংগে যুক্ত না। এইভাবে আপনারা আর একটা দাবী চাইতে পারেন না।

(গণ্ডগোল)

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, ওদের তো পরিষদীয় গণতন্ত্রে কোন আস্থা নাই। পরিষদীয় কোন আইনকানুন তারা মানছেননা। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, ওনারা আইনকানুন মানবেন কিনা।

মাননীয় স্পীকার ঃ—আমি মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল দাশ মহাশয়ের নিকট হইতে একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হব :—গত ২৬.৩.৮২. ইং প্রায় ৭-৩০ ঘটিকায় উদয়পুর রমেশ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীহরেকৃষ্ণ আচার্য মহাশয়ের বাড়ীতে কিছু সংখ্যক দুস্কৃতিকারী কর্তৃক হামলা এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনা সম্পর্কে। আমি মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী :—স্যার, এই নোটিশের উপর আমি ৩০শে মার্চ বিবৃতি দিতে পারব।

(গণ্ডগোল)

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী :—আমি জানতে চাই ওনারা আপনার আদেশ মানবেন কিনা। তা না হলে এইভাবে হাউসকে অবমাননা করা চলবেনা। এইভাবে তারা যদি হাউসকে অবমাননা করতে থাকে তাহলে উনাদের বিরুদ্ধে শাস্তির প্রস্তাব আনতে বাধ্য হব।

(গণ্ডগোল)

মাননীয় স্পীকার :—আমি জানতে চাই আপনারা চেয়ারের নির্দেশ মানবেন কিনা। আপনারা বসবেন কিনা আমি জানতে চাই।

(গণ্ডগোল)

শ্রীদশরথ দেব :—পয়েন্ট অফ অর্ডার স্যার, সংসদের কিছু নিয়ম কানুন আছে। একটা ইস্যু ডিসকাশান হয়ে যাওয়ার পরে চেয়ার যখন আর একটা সাবজেক্টে চলে যান, তখন অটোমেটিকেলী আগের বিষয়ে কিছু বলা যায়না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ষ্টেইটমেন্টের উপরে অনেক ক্লারিফিকেশান করেছেন এবং আপনারাও তা করেছেন। তারপর মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে আর একটা কলিং এটেনশান মোশানের উপর বলার জন্য অনুরোধ করেছেন। আর তার পরেই আপনারা আগের প্রসঙ্গ নিয়ে আবার প্রশ্ন করতে শুরু করেছেন এবং তা নিয়ে হইচই করছেন। এইভাবে আপনারা স্পীকারের কথা মানছেন না, আবার বলছেন যে আমরা স্পীকারের কথা মানছি এবং সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়িয়ে হইচই করছেন। এখানে মানার প্রশ্ন না, মাননীয় সদস্যরা যদি এমন করেন তাহলে আমাদের পক্ষ থেকে আমরা বাধ্য হব হাউসের নিয়মকানুন অনুযায়ী এখানে শাস্তির জন্য প্রস্তাব আনতে। তবে আমি আশা করব মাননীয় সদস্যরা হাউসে এই ধরনের প্রস্তাব আনার জন্য যেন বাধ্য না করেন।

(গণ্ডগোল)

মি: স্পীকার :—উনি ঠিকই বলেছেন। উনি কোন অভিযোগ করেন নি, উনি শুধু সাংবিধানিক নিয়মের কথা বলেছেন। আপনারা বলেছেন আপনারা চেয়ারের কথা শুনবেন, মাননীয় সদস্যরা বসুন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার স্যার, উনি আমাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেছেন তা ঠিক নয়। আমরা হাউসে স্বাধিকার ভঙ্গ করিনি, আমরা শুধু মুখ্যমন্ত্রী মুখ থেকে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন সম্পর্কে শুনতে চেয়েছি।

মি: স্পীকার :—আমি আগেই বলেছি যে ক্ল্যারিফিকেশান যা দেওয়ার মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছে। কিন্তু আপনারা যে দাবী করেছেন সে দাবী এখানে হয়না। কারন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে বিবৃতি দিয়েছেন তার বাহিরে কোন দাবীর প্রতিশ্রুতি দেওয়ার প্রশ্ন উঠে না। আপনারা সবাই বসুন আমি এই সম্পর্কে আর কাউকে কোন কথা বলতে দেবনা।

আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী যাদব মজুমদার মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :—

"বিগত ২০শে মার্চ ১৯৮২ ইং রাত্রে আমতলী থানার অধীন চারিপাড়া গ্রামের শ্রীরেবতী মোহন সরকারের বাড়ীতে ডাকাতি হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ঘটনার বিবরনে প্রকাশ গত ২০,২১,৩০ ৮২ ইং তারিখ রাত্রি প্রায় ১ ঘটিকার সময় ১২,২০ জনের অপরিচিত দুষ্কৃতকারীর দুইটি দল দা, লাঠি, বর্শা সহ মারাত্মক অস্ত্রসস্ত্র নিয়া চারিপাড়া গ্রামের শ্রী রেবতী সরকার ও তাহার ভাই-এর বাড়ীতে একই সঙ্গে ডাকাতি করে। উভয়বাড়ী একই সীমানায় ভীতর অবস্থিত। ডাকাতরা কাঠের ঢেঁকি দ্বারা দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া ২১৫০. টাকা নগদ, ৩½ ভরি স্বর্ণ ও কাপড় চোপড় সহ মোট ৮০০০ টাকা ডাকাতি করে। ডাকাতরা বাড়ীর লোকজনের উপরও অত্যাচার করে এবং ফলে তাহারা আহত হন। এই ঘটনাটি শ্রীরেবতী মোহন সরকারের অভিযোগমূলে আমতলা থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫,৩৯৭ ধারায় মোকদ্দমা নং ২(৩)৮২ গত ২১.৩.৮২ ইং তারিখ নথীভুক্ত করা হয়।

তদন্তকালে ভারপ্রাপ্ত অফিসার বাধাঘাটের শ্রী অবনী মোহন সরকার—পিতা মৃত মহেন্দ্র চন্দ্র সরকার এবং দেবেন্দ্র দাস নামে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া কোর্টে চালান দেন। এর সঙ্গে বাংলা দেশের ডাকাতদলের যোগাযোগ রয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

ঘটনাটির তদন্ত কার্য্য চলিতেছে।

মি: স্পীকার—আরেক দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি

তিনি যেন মাননীয়সদস্য শ্রীসুনিল চৌধুরী কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :—

"সাতচাঁদ (কলাছড়ায়) গত ২১ শে মার্চ কং (ই) কর্মী মতিলাল দাসের নেতৃত্বে স্বপন ত্রিপুরাকে (ছাত্র) মারপিট করিয়া আহত করা সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, পুলিশ রিপোর্টে প্রকাশ গত ২০-৩-৮২ ইং রাত্রি প্রায় ১০ ঘটিকায় স্বপন ত্রিপুরা সাব্রুম মনুতে তাহার কাকার বাড়ী হইতে যখন তাহার নিজ বাড়ীতে ফিরিতেছিলেন তখন জনৈক মতি দাস এবং আরও ৪ জন মিলিয়া স্বপনত্রিপুরাকে আক্রমণ করে ও ভোতা অস্ত্র দ্বারা আঘাত করিয়া আহত করে। আহত শ্রী ত্রিপুরা বর্তমানে মনু প্রাথমিক চিকিৎসালয়ে চিকিৎসাধীন আছেন। শ্রীস্বপন ত্রিপুরার অভিযোগমূলে সাব্রুম থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮।১৪৯।৩২৫।৩৭৯ ধারা বলে মামলা নং ১৪(৩)৮২ নথীভুক্ত করা হয় এবং তদন্ত কার্য্য শুরু হয়। এই ঘটনায় এখনও কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। অভিযুক্ত ব্যক্তি কংগ্রেস (ই) দলের সমর্থক বলিয়া জানা যায়। তদন্ত কার্য্য চলিতেছে।

শ্রীসুনিল চৌধুরী :—পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে মতি লাল দাস ব্যাতীত আরও ৪ জন মিলে আক্রমণ করেছিল তাহলে ঐ ৪ জনকে এখন পর্যন্ত গ্রেপ্তার না করার কারণ কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, পুলিশ তাদেরকে গ্রেপ্তার করার জন্য চেষ্টা করছে তবে এখন পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা যায় নি।

মি: স্পীকার :—আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী রাম কুমার নাথ কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :—

"গত ১৮ ই মার্চ ১৯৮২ ইং সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় পূর্ব চেবরী গাঁওসভার জুনিয়ার বেসিক স্কুল গৃহটি ঝড়ে ভূপাতিত হওয়া সম্পর্কে"।

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ১৮-৩-৮২ ইং তারিখে পূর্ব চেবরী গাঁওসভার বিদ্যামোহন ঠাকুরপাড়া জুনিয়ার বেসিক স্কুলের একটি ঘর ঝড়ে ভূপাতিত হয়। উক্ত ঘরটি পুনর্নির্মাণ করার জন্য ১০০০ (এক হাজার) টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে এবং ঐ স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষককে নির্মাণকার্য্য সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

শ্রীরাম কুমার নাথ :—পয়েন্ট অব ক্লোরিফিকেশান স্যার, ১৮ মার্চের এই সামান্য ঝড়ে ঘরটা পড়ে গেল এটা কি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের গাফিলতি নয়? এটা গাফিলতি বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। তাই এরকম যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ঝড় সামান্য কি বেশী এটা পরিমাপ করা যায়না। ঘরটি যদি রিপেয়ার না হয়ে থাকে তাহলে পরে অল্প ঝড়েও পড়ে যেতে পারে।

মিঃ স্পীকার :—আমার নোটিশ দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীমাণিক সরকার কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :—

"গত ২৩শে মার্চ ১৯৮২ ইং রাত প্রায় সাড়ে সাতটায় সদরের সিধাই থানার অন্তর্গত (মোহনপুর ব্লক) তমাকারি গ্রামে সি. পি. আই (এম) সদস্য রতি রঞ্জন দেববর্মার খুন হওয়া সম্পর্কে"।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ২৩-৩-৮২ ইং তারিখে ৭ টা ১৫ মিঃ হইতে ৭টা ৩০ মিঃ-এর মধ্যে ৮।১০ জন অপরিচিত উপজাতি যুবক সিধাই থানাধীন মোহন্ত পাড়ার (তমাকারী) গ্রামের শ্রী রতি রঞ্জন দেববর্মার বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং বাড়ীর সকলের উপস্থিতিতে ঘরের বারান্দা হইতে রতি দেববর্মাকে ধরিয়া জোর পূর্বক বাড়ীর উত্তর পূর্ব কোণে লইয়া যায় এবং তথায় ধারালো অস্ত্রের আঘাতে তাহাকে গুরুতর আহত করিয়া বাড়ীর পূর্বদিকের টিলা পার হইয়া চলিয়া যায়। দুষ্কৃতকারীরা ককবরক ভাষায় কথা বলিতেছিল এবং বাড়ীর লোকজনদের ককবরক ভাষায় সতর্ক করিয়া দেয় যেন তাহারা ঘরের ভিতরে থাকেন। গ্রামের লোকজনও বড়কাঁঠাল ক্যাম্পের সি আর. পি. এফ সদস্যের সহায়তায় আহত শ্রী দেববর্মাকে মোহনপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠানো হয়। সেখানে তিনি ৯-৫৫ মিঃ-এ হাসপাতালে মারা যান। গুরুতর আহত হইয়া সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হইয়া পরায় তাহার নিকট হইতে কোন প্রকার মৃত্যুকালীন বিবৃতি নওয়া সম্ভাপর হয় নাই। স্থানীয় পুলিশ সকল প্রকার অনুসন্ধানের কাজ চালাইয়াছে এবং ঘটনাটি বর্তমানে গোয়েন্দা শাখার তত্ত্বাবধানে আছে।

মোহন্ত পাড়া (তমাকারী) গ্রামের শ্রী চিত্র দেববর্মার অভিযোগক্রমে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২।৩৪ ধারা বলে ২৩-৩-৮২ ইং তারিখে রাত্রি ১০ ঘটিকায় সিধাই থানায় ১৪(৩)৮২ নং মোকদ্দমা নথিভুক্ত হয়। নিহত রতি দেববর্মা তমাকারীর সি. পি. আই (এম) পার্টির লোক্যাল কমিটির একজন সদস্য ছিলেন এবং স্থানীয় উপজাতি যুব ফেডারেশনের সংগঠনিক কাজ নিয়া ব্যাস্ত ছিলেন। এখন পর্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা যায় নাই ঘটনাটি তদন্তাধীন আছে।

শ্রীতাহুলাল সাহা :—পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, ১৪ ইং ফেব্রুয়ারী সি. পি. আই (এম) তথা উপজাতি গণ মুক্তি পরিষদের আঞ্চলিক নেতা শ্রী টিকেন্দ্র দেববর্মাকে টি. ইউ. জে. এস এর সদস্যরা প্রকাশ্য দিবালোকে বড়কাঁঠাল তমাকারী সংলগ্ন এলাকার কোন এক জায়গায় কোন এক জায়গায় তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে বলপূর্বক নিয়ে কয়েক ঘটা ধরে অকথ্য নির্যাতন করার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশের কাছে ডায়েরি দায়ের করা হলে পুলিশ হেমাঙ্গ দেববর্মাকে গ্রেপ্তার করে এবং এ গ্রেপ্তার রতি রঞ্জন দেববর্মার ডায়েরিমূলে হয় বলে হেমাঙ্গ দেববর্মা ছাড়া

পেয়ে রতি রঞ্জন দেববর্মাকে প্রকাশ্য দিবালোকে ধমক দেয় যে এর জন্য তাকে চরম মুল্য দিতে হবে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এ হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তদন্ত হচ্ছে। আমাদের সদস্যদের কাছে কোন তথ্য থাকলে সেগুলি দিলে সুবিধা হবে তবে বর্তমানে আমাদের কাছে এসব কোন তথ্য নেই।

শ্রীভানু লাল সাহা :—পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, স্থানীয় একজন জনৈক পুলিশ অফিসার সিধাই এলাকার অন্তর্গত বাগবাড়ী এলাকার নোয়াগাঁওর পুর্বতন কংগ্রেসী গাঁও-প্রধান টি. ইউ. জে. এস. সদস্য মগরাম দেববর্মা, আসরাম দেববর্মা, দোমরাবাড়ী গাঁও-সভার কুমারিয়া দেববর্মার সাথে গোপন বৈঠক করেছিল এ তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এ ধরণের সংবাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। আমরা তদন্ত করে দেখব।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা :—পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, উগ্রপন্থীদের হাতে নিহত এই রতি রঞ্জন দেববর্মা উপ-জাতি যুব ফেডারেশনের তথা মার্কস্‌বাদী কমিউনিষ্ট পার্টির লোকাল কমিটির সদস্য কিনা বা অন্য কোন দলের সদস্য কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আগেই বলেছি যে উপজাতি যুব ফেডারেশনের, সি পি, আই, এম, লোকাল কমিটির সদস্য।

শ্রীকেশব মজুমদার :—পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে খগেন জমাতিয়া নামে একজন উপজাতি যুব সমিতির সদস্য যে নিজেকে এ, টি পি, এল, ও-র হোম মিনিষ্টার বলে পরিচয় দেয়। সেই খগেন জমাতিয়া নিজ নামে সই করে একটি কাগজ লোক মারফতে রতি রঞ্জন দেববর্মা'র বাড়ীতে পাঠিয়ে ছিল যাতে লিখেছিল যে তাকে খুন করা হবে, শাস্তি দেওয়া হবে, যারফলে সে গত ১ মাস ধরে বাড়ী-ঘরে যাচ্ছে না। এরকম তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ;—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই ঘটনার কয়েকদিন আগে কিছু দুষ্কৃতকারী রতি রঞ্জন দেববর্মা'র বাড়ীতে যায় এবং তার স্ত্রীকে ভীতি প্রদর্শন করে, সে দিন রতি রঞ্জন দেববর্মা বাড়ীতে ছিল না এই তথ্য রয়েছে। আসামীদের খোঁজা হচ্ছে তবে আসামীরা এখনও পলাতক আছে।

মি: ডে: স্পীকার—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণ নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো:

'গত ১৫ ই মাচ' বিশালগড় ব্লকাধিন সুতার মুড়া গ্রামে শ্রী সুবোধ দেববর্মার বাড়ীতে ডাকাতি এবং ডাকাত দল কর্তৃক গুলিবিদ্ধ হয়ে শ্রী দেববর্মার আহত হওয়া সম্পর্কে'

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় উপধ্যক্ষ মহোদয়, ঘটনার বিবরণে প্রকাশ গত ১৪।১৫-৩-৮২ তারিখ রাত্রি প্রায় ১২টা হইতে ১,৩০ মিঃ এর মধ্যে ১৪।১৫ জনের অপরিচিত একটি দুষ্কৃতকারীর দল দেশী বন্দুক, বল্লম, লাঠি, দা ইত্যাদি অস্ত্র শস্ত্র নিয়া বিশালগড় থানাধীন রামনগর চন্দ্ররাম কোবরাপাড়ার শ্রীরাজমঙ্গল দেববর্মার বাড়ীতে ডাকাতি করে এবং ১১টি গরু ২টি বাসার থালা ও অন্যান্য জিনিষ পত্র মোট মুল্য ৪১০০ টাকা নিয়া যায়। ডাকাত দলটি ফিরিয়া যাওয়ার সময় শ্রীরাজমঙ্গল দেববর্মা তার আত্মীয় স্বজন এবং গ্রামবাসীগণ সহ ডাকাত দলের পিছু পিছু ধাওয়া করেন। দুষ্কৃতকারীগন তখন বন্দুক হইতে গুলি ছোড়ে ফলে শ্রী অরুন দেববমা এবং খগেন দেববর্মার বা-পায়ে গুলির আঘাত লাগে। দুষ্কৃতকারীগণ ডাকাতির পর সুতার মুড়ার দিকে অগ্রসর হয় এবং পথে সুতার মুরার তিলক ঠাকুর পাড়ার শ্রী সুবোধ দেববমার পিতা কৃষ্ণ দেববর্মার বাড়ীতেও ডাকাতি করে এবং তিনটি গরু নিয়া যায়। দুষ্কৃত কারীগণ শ্রী সুবোধ দেববম্মার হাতে গুলি করে।

এই ঘটনাটি রামনগর চন্দ্ররাম কোবরা পাড়ার শ্রী রাজমঙ্গল দেববর্মা ও সুতারমুড়া তিলক ঠাকুর পাড়ার শ্রী সুবোধ দেববর্মার অভিযোগ মুলে বিশালগড় থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫।৩৯৭ ধারামুলে মোকদ্দমা নং ৭(৩) ৮২ নথিভুক্ত করা হয়। এবং তদন্ত-কার্য্য আরম্ভ করা হয়।

তদন্তকালে ভারপ্রাপ্ত অফিসার নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে গ্রেপ্তার করিয়া আদালতে চালান দেন —

১। বিনোদ দেববর্মা, পিতা শ্রী নারায়ন দেববর্মা, মরগাংপাড়া।

২। সজল দেববর্মা, পিতা শ্রী রতন দেববর্ম্মা, সুতারমুড়া।

৩। আবদুল রসিদ, পিতা মৃত- হরমোজ মিঞা মুরবিন্দা, কলমছড়া।

৪। ফরিদ মিঞা, পিতা মৃত মুকসুদ আলি, মুবিন্দা, কলমছড়া।

৫। আবদুল মমিন, পিতা মৃত কাঞ্চনা মিঞা, মুরবিন্দা, কলমছড়া।

৬। তাহের মিঞা, পিতা মৃত হারমুজ আলী, মুরবিন্দা, কলমছড়া।

৭। সেরু মিঞা, পিতা হারমুজ মিঞা, মুবিন্দা কলম ছড়া।

আহত শ্রী অরুন দেববর্মা, খগেন্দ্র দেববর্মা ও শ্রী সুবোধ দেববর্মাকে চিকিৎসার জন্য জি, বি হাসপাতালে ভর্ত্তী করা হয়েছে। তাঁহারা বর্ত্তমানে আরোগ্য লাভ করিতেছেন। ঘটনাটি পশ্চিম ত্রিপুরার এ্যাডিশন্যাল পুলিশ সুপারের তত্বাবধানে তদন্ত চলিতেছে।

শ্রী ভানুলাল সাহা :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের এটা জানা আছে কিনা যে, এই যে বুলেট ডাকাতরা ব্যবহার করেছে তাতে বিদেশের

ছাপ রয়েছে? এবং বিশাল গরের দক্ষিণ দিক থেকে সুতারমুড়া থেকে সোনামুড়া পর্যন্ত যারা গরু পাচার করছে বাংলাদেশী ডাকাতদের সঙ্গে তাতে ত্রিপুরা উপজাতি যুবসমিতির লোকেরা জড়িত আছে. এ সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিছু জানাবেন কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী:—স্যার, এটা ঠিক যে এই সকল ডাকাতির ঘটনায় বাংলাদেশী ডাকাতরা রয়েছে এবং তাদের সঙ্গে ভারতের অনেক দুষ্কৃতকারীরাও জড়িত রয়েছে। আর এই রকম বিদেশী ছাপ দেওয়া কার্তুজ পাওয়া গেছে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া:—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, ত্রিপুরার বিভিন্ন সীমান্তে বাংলাদেশী ডাকাতরা এবং দুষ্কৃতকারীরা বার বার ডাকাতি, খুন রাহাজানি করছে এবং তাদের ভারতীয় কিছু কিছু দুষ্কৃতকারীরা সাহায্য করছে অথচ দেখা যায় যে, পুলিশ এই সকল দুষ্কৃতকারীদের ধরতে পারছেনা কেন এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি!

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী:— স্যার, পুলিশ তার কর্তব্য যথাযথ পালন করছে। আমি মাননীয় নগেন বাবুদের অনুরোধ করব তাঁরা যেন তাদের ডিউটি পালন করেন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া: - স্যার, ত্রিপুরার যে দীর্ঘ সীমান্ত এলাকা রয়েছে, সেখানে আমরা প্রায়ই দেখেছি যে খুন রাহাজানি, ডাকাতি, চুরি ইত্যাদি ক্রমশ: বাড়ছে অথচ রাজ্যের পুলিশ সে সকল ডাকাতি বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছে এ সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী:—স্যার আমি বহুবার এর আগে হাউসে বলেছি যে সীমান্ত নিরাপত্তার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। সুতরাং মাননীয় সদস্যদের এটা জানা উচিত। আমরা বার বার কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়েছি যে সীমান্তে নিরাপত্তার ব্যবস্থার যেন তারা অতি সত্বর করেন। কিন্তু আমরা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে কোন সাড়া পাচ্ছি না। আর ত্রিপুরা সরকারের নিজস্ব পুলিশ দিয়ে এই সীমান্ত রক্ষা করা সম্ভব নয়। বর্তমানে যেভাবে বাংলা দেশে অস্থিরতা চলছে তাতে আমাদের বর্ডার এলাকায় আরো জোর সিকিউরিটির ব্যবস্থা করার জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া:—স্যার, সোনামুড়া সীমান্ত অঞ্চলে যে সকল গরু বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে তাতে সি পি, এম সমর্থিত গ্রাম প্রধান জড়িত রয়েছেন এ সম্পর্কে মাননীয় মহোদয় কিছু জানেন কি না ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী: স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য কোন প্রকার স্পেসিফিক প্রমাণ না দেখে একজন গ্রাম প্রধান এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন তাকে অবমাননা করার জন্য। আমি এর বিরোধিতা করছি। উনার মত একজন জন প্রতিনিধির পক্ষে এই রকম অভিযোগ আনা উচিত হয়নি।

মিঃ ডে: স্পীকার Honourable Members :

We have received a supplementary List of Business which interalia, in

page No. 2 under item No. 2(b) includes discussion tobe raised by Shri Ratimohan Jamatia and Sri Gopal Chandra Das,

"রাজ্যে ভয়াবহ খাদ্য সম্পর্কে।

But as notices of both by Shri Ratimohan Jamatia and Shri Gopal Das have been bracked, the subject matter of the discussion to be raised should be as follows under the same item of the agenda—

"ত্রিপুরার খরা পরিস্থিতি মোকাবিলা, গ্রামের গরীবদের কর্ম সংস্থানের অপ্রতুলতায় এবং খরা দুর্গত এলাকা গুলোতে খাদ্যের অপ্রতুলতা ও সংকট সম্পর্কে।

সভার পরবর্তী কার্যসূচি হলো বিভিন্ন কমিটীর প্রতিবেদন পেশ। আমি প্রথমে কমিটি অন্ এ্যাবসেন্স অব্ মেম্বারস্ ফ্রম দ্যা হাউস এর চেয়ারম্যান মাননীয় শ্রী জীতেন্দ্র সরকারকে অনুরোধ করছি কমিটির রিপোর্ট পেশ করার জন্য।

Shri Jiten Sarkar—Mr. Deputy Speaker, Sir, I present before the House the 16th Report of the Committee on absence of members from the aitting of the House.

Mr Deputy Speaker—The Committee on Absence of Members from the Sitting of the House has recommended that leave of absence be granted to Shri Harinath Deb Barma, M.L.A.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো—"গভর্ণমেন্ট এ্যাসুরেন্স কমিটির ত্রয়োদশতম প্রতিবেদনটি (থার্টিন্থ রিপোর্ট) সভার সামনে উপস্থাপন।" আমি মাননীয় সদস্য শ্রীনরেশ চন্দ্র ঘোষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রতিবেদনটি সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রীনরেশ চন্দ্র ঘোষ—Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to present before the Hoase the 13th Report of the Committee on Government Assurances for adoption of the House.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার— মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আপনারা নোটিশ অফিস থেকে প্রতিবেদন দুটির প্রতিলিপি সংগ্রহ করে নেবেন।

GOVERNMENT BILLS

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :— "দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রোপ্রিয়েশান বিল, ১৯৮২ (ত্রিপুরা বিল নং ৫ অব ১৯৮২)—এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

Shri Nripen Chakraborty—Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to move that the Tripura Appropriation Bill, 1982 (Bill No. 5 of 1982) be taken into consideration.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উপথাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি।

প্রস্তাবটি হলো :—দি ত্রিপুরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েশান বিল, ১৯৮২ (ত্রিপুরা বিল নং ৫ অব ১৯৮২) বিবেচনা করা হোক।

(প্রস্তাবের পক্ষে ভোট পড়ায় এবং বিপক্ষে কোন ভোট না পড়ায় প্রস্তাবটি সর্ব্বসময়তি-ক্রমে ধ্বনিভোটে গৃহীত হয়)।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—এখন আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছে। বিলের অন্তর্গত ১ নং ২ নং এবং ৩ নং ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(প্রস্তাবটির পক্ষে ভোট পড়ায় এবং বিপক্ষে কোন ভোট না পড়ায় প্রস্তাবটি সর্বসম্মতি-ক্রমে ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়)।

মি: ডেপুটি স্পীকার—আমি এখন বিলের অনুসূচীটি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত অনুসূচীটি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(প্রস্তাবটির পক্ষে ভোট পড়ায় এবং বিপক্ষে কোন ভোট পড়ায় প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহতি হয়)।

মি: ডেপুটি স্পীকার—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো "বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক"।

(প্রস্তাবটির পক্ষে ভোট পড়ায় এবং বিপক্ষে কোন ভোট না পড়ায় প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়)

মিঃ ডেপুট স্পীকার—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো—'দি ত্রিপুরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েশান বিল, ১৯৮২ (ত্রিপুরা বিল ন ৫ অব ১৯৮২)" পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাবটি উত্থাপন করতে।

Shri Nripen Chakraborty—Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to move that'the Tripura Appropriation Bill, 1982 (Tripura Bill No. 5 of 19 2)' be Passed.

মি: ডেপুট স্পীকার—ইহাকে আমি ভোটে দিচ্ছি। প্রশ্নটি হলো :—

'দি ত্রিপুরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েশান বিল, ১৯৮২ (ত্রিপুরা বিল নং ৫ অব ১৯৮২)' পাশ করা হউক।

(বিলটির পক্ষে ভোট পড়ার এবং বিপক্ষে কোন ভোট না পড়ায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে ধ্বনি ভোটে বিলটি সভ্য কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মি: ডেপুটি স্পীকার—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :—

'দি ত্রিপুরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েশান (নাম্বার ৪) বিল, ১৯৮২ (ত্রিপুরা বিল নং ৬ অব ১৯৮২) এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

Shri Nripen Chakraborty—Mr. Deputy Speaker, Sir. I beg to move that (The Tripura Appropriation (No. 4) Bill, 1982 (Tripura Bill No. 6 of 1982), be taken into consideration.

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি এটার উপর একটু আলোচনা করতে চাই। মাননীয় ডেপুট স্পীকার, স্যার, এটা ১৯৮১-৮২ সনের যে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের জন্য অ্যাপ্রেপ্রিয়েশান বিল আনা হয়েছে। সবটা মিলিয়ে ৯১৭ লক্ষ টাকার মত দাঁড়ায়। আজকে ৩০ তারিখে অর্থাৎ আগামী দিন এই ইয়ার শেষ। কাজেই এই অ্যাপ্রোপ্রিয়েশান, কতখানি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয়েছে, সেটা নিয়ে আজকে বিচার করার সময়। এই অ্যাপ্রোপ্রিয়েশান বিলের আলোচনা অবশ্য খুবই সীমাবদ্ধ। সেই কারণে খুব বেশী সময় নেব না। কিন্তু আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকারের যে সমস্ত ভুল এুটি থাকে সেগুলি তুলে ধরা প্রধানত: বিরোধী পক্ষের কাজ এবং শেখ নেই গণতন্ত্রের সাফল্য এবং বিধান সভার কার্যকারিতা নির্ভর করে। ১৯৮১-৮২ সালের যে বাজেট বরাদ্দ গত মার্চ মাসে এনেছেন, তারপর একটা সাপ্লিমেণ্টারী এনেছেন এবং তারপর ফেব্রুয়ারী মাসে একটা সাপ্লিমেণ্টারী এনে একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েশান চাওয়া হয়েছে। আমরা দেখেছি এই সরকারের আমলে হয়ত এই অর্থ নিয়ে বিভিন্ন আত্মসাতের ঘটনা, এইগুলি মাঝে মাঝে পত্র-পত্রিকায় আমরা দেখেছি। কিন্তু প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায় না যার ফলে দপ্তর এবং সরকারের পক্ষে সেগুলি সঠিক ভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। তবে আমার মনে আছে কাগজ কেলেঙ্কারী নিয়ে কথা উঠেছিল এবং মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী কথা দিয়েছিলেন তিনি সেটা দেখবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী:—স্যার, এখানে কাগজের জন্য কোন টাকা চাওনা হয় নি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া:—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে আছে ফিসারীজ ডিপার্ট-মেণ্ট এবং অন্যান্য ডিপার্টমেণ্টও আছে। আমি একটা ঘটনা জানি যে ভিলেজ স্মল ইণ্ডাষ্ট্রিজ এর যে টাকা, কাদের জন্য সেই টাকা এনিমেল হাজবেণ্ড্রিতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং এনিমেল হাজবেণ্ড্রির ডিরেক্টার যে দিন টাকা তোলার কথা ছিল সেই ডেইটে না দিয়ে ব্যাক ডেইটে সিগনেচার দিয়ে টাকা তুলতে চেয়েছেন এবং ট্রেজারী অফিসার সেটা ফেরত দিয়েছেন। সেই দলিল আমার হাতে আছে। এটা এপ্রোপ্রিয়েশান যখন পাশ হচ্ছে তখন এই দলিলটা প্রমাণ করে দিচ্ছে—

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী:—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব এই দলিলটা হাউসে পেশ করুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া:—আমি এটা দিতে পারি যদি মাননীয় ডেপুটি স্পীকার এটা এটেস্টেশান করতে রাজী থাকেন। (ইন্টারাপশান)

মি: ডেপুটি স্পীকার:—মাননীয় সদস্য এটা হাউসের টেবিলে লে করুন।

(প্রচুর হট্টগোলের মধ্যে বিরোধীরা ওয়াক-আউট করেন)

মি: ডেপুটি স্পীকার:—এই সভা আজ বেলা দুইটা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

AFTER RECESS AT 2 P. M.

Mr. Deputy Speaker :— I draw the attention of the Hon'ble member, Shri Nagendra Jamatia to the fact that during the discussion on the Appropriation Bill of Supplementary Demands for the year 1981-82 be quoted a paper of Animal Husbandry Department and made certain allegations. Though I accorded him permission to lay the papers on the Table of the House Shri Jamatia did not lay the same on the plea that the papers were not authenticated. The general procedure is that when any member quotes any paper/document he should be prepared to lay the same on the Table of the House on his own responsibility. The question of authentication as raised by him will rest on him and he may himself authenticate the papers as the entire responsibility of laying of the papers lies on him.

I would request him to lay the papers on the table of the house concerning the department as quoted by him during the aforesaid discussion.

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, আমি তো লে করব না, একথা বলি নি।

(At this stage, Shri Jamatia laid the document after authenticating those by himself.)

স্যার, আমি এ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিলের উপর আলোচনা করছিলাম। আমি যে পেপারটা এখানে লে করেছি।

মি: ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, এ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিলের উপর আলোচনাটা খুবই রেষ্ট্রিক্টেড। কারণ এ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিলের অন্তর্গত বিভিন্ন ডিমাণ্ডের উপর অলরেডি আলোচনা হয়ে গেছে, কাজেই আপনি সংক্ষিপ্ত ভাবে এটার উপর আলোচনা করুন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—স্যার, টাকাটা কতখানি এ্যাপ্রোপ্রিয়েট হল, সেটাই আমার আলোচনার বিষয়। মাননীয় ডেপুট স্পীকার, স্যার, এ্যানিমেল হাজবেনড্রি ডিপার্টমেন্টই যে টাকাটা মিস্-এ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয়েছে, তা নয়, এই রকম আরও অনেক ডিপার্টমেন্ট আছে, যেগুলিতে তহবিল তছরূপ হয়েছে।

স্যার, যেহেতু এখানে এ্যাপ্রোপ্রিয়েশন কথাটা এসেছে, সেই ক্ষেত্রে আমাকে এই কথা বলতে হবে যে ...

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, এগুলি আলোচনার বিষয়বস্তু হতে পারে না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—স্যার, এখানে ৭৪ লাখ ৭৪ হাজার টাকা ধরা হয়েছে, আমরা দেখছি যে রাখাল ভট্টাচার্য্য, যেখানে এস, টির একটা কোটা ছিল, কিন্তু ....

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, পয়েন্ট অব অর্ডার। এখানে বিলের মধ্যে যে কথাটা আছে, তার বাইরে অন্য কোন বিষয়ে আলোচনা হতে পারে কি ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, এই সম্পর্কিত বিভিন্ন ডিমাণ্ড আলোচনা হওয়ার পর, সেগুলি পাশ হয়ে গেছে, কাজেই আপনি যে আলোচনা করছেন তা ঠিক নয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—স্যার, আমরা যেহেতু বিরোধী পক্ষে আছি, সেহেতু এটা আমাদের

দায়িত্ব যে কোন একটা টাকা যদি এ্যাপ্রোপ্রিয়েট না হয়ে, মিস্ এ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয়ে যায়, তাহলে সেটা আমাদের এই হাউসের সামনে তুলে ধরতে হবে।

মি: ডে: স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনি তো এপ্রোপ্রিয়েশন বিলের উপর আলোচনা করছেন না, বরং তার বাইরে চলে যাচ্ছেন। কাজেই আপনার বক্তব্য শুধু এ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিলের উপরেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—স্যার, এখানে আরও অনেক ডিপার্টমেন্ট আছে, যেমন এডুকেশান, ফিসারিজ। এ ছাড়া লোন্স টু গভর্ণমেন্ট সার্ভেন্ট আছে। কাজেই আমরা দেখছি যে গভর্ণমেন্ট সার্ভেন্টের মধ্যে যারা উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত আছে, তারা নানা ভাবে টাকাটা মিস্এপ্রোপ্রিয়েট করছে, অর্থাৎ তারা নানা ভাবে দুর্নীতি চালিয়ে যাচ্ছে। সেখানে এস, টির যে কোটা আছে, সেটাকে গ্রাহ্য না করে, বহু জায়গায় ....

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি এই রকম আলোচনা করতে পারেন না, এগুলি তো আপনি ডিমাণ্ড আলোচনা করার সময়ে অল্রেডি অলোচনা করেছেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, আমি বলছিলাম যে এস, টি র কোটা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, কারণ এ্যানিমেল হাজবেন্টারি ডাইরেক্টর যে মন্ত্রীর আত্মীয়। কাজেই আমি বলতে চাই যে এই সব কারণে যে এ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিলটা এখানে এসেছে, এটা মোটেই গ্রহণ যোগ্য নয়; আমি মনে করি না যে মিস এ্যাপ্রোপ্রিয়েট করে এ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিলটা পাশ করিয়ে নেওয়ার মধ্যে সরকারের কোন কীর্তিত্ব আছে এবং সরকার নিজকে যে ভাবে জনকল্যাণমুখী, গণতান্ত্রিক বলে দাবী করেন আমি তাদেরকে এই হাউসের মধ্যে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে আপনারা যে বিলটা এই হাউসের সামনে এনেছেন, তা কতখানি এ্যাপ্রোপ্রিয়েট করতে পেরেছেন। আমি মনে করি, এর মধ্যে অনেক দুর্নীতি আছে। কাজেই আশা করব যে আগামী দিনে এই রকম মিস এ্যাপ্রোপ্রিয়েশন যাতে না হয়, তার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি এটা এই হাউসে তুলবার সময়েও বলেছি যে কয়েকটা নির্দিষ্ট বিষয়ে উপর এ্যাপ্রোপ্রিয়েশনের প্রস্তাব করা হয়েছে। ৫ হাজার টাকা, যেটা চাওয়া হয়েছে, সেটা হচ্ছে দুস্থদের জন্য দুস্থদের যারা চিকিৎসার সুযোগ পান না, তাদের প্রয়োজনে যাতে সাহায্য করা যায়, সেজন্য ডিক্রিয়েশনারী ফাণ্ড থেকে তাদের সাহায্য করার জন্য এই ৫ হাজার টাকা চাওয়া হয়েছে। কিন্তু বিরোধী পক্ষের সদস্যদের আলোচনা থেকে এটা বুঝা যাচ্ছে, যে তারা এই রকম কাজে টাকাটা বরাদ্দ করতে চান না। তারা এটার বিরোধীতা করেছেন। কিন্তু মাননীয় সদস্যদের নিশ্চয় এটা মনে রাখা দরকার, যে সরকারের এজন্য একটা দায়িত্ব আছে। তেমনি আরও যে ৩০ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছে, সেটা হচ্ছে ফায়ার সার্ভিস ব্যবস্থাটাকে আরও ভাল ভাবে গড়ে তোলার জন্য যদিও এই টাকাটা আমরা প্রায় শেষ অবস্থায় এসে চেয়েছি। কিন্তু বিরোধী দলের কথা মতো আমরা যদি এই টাকাটা না চাইতাম, তাহলে ত্রিপুরাকে এই ৩০ লক্ষ টাকা থেকে বঞ্চিত করা হত। আমরা চেয়েছি আমাদের যে ফায়ার সার্ভিস ব্যবস্থা আছে, তাকে আরও এ্যাক্সেটেণ্ড করার জন্য। কিন্তু ওরাতো আর এটা চাইতে পারে না, কারণ তাদের কাজ

হল বাড়ীঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া, তাকে নেবাবার ব্যবস্থা করা নয়। তারপর আমাদের কতগুলি প্রাইমারী স্কুল আছে, যেগুলির মেরামতের জন্য এতে কিছু টাকা চেয়েছি, কিন্তু দেখছি যে তারা এটাও বিরোধীতা করছে। কারণ, ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি হউক বা তার সম্প্রসারণ হউক, এটা তারা চান না। বরং উলটো যে সমস্ত স্কুলগুলি আছে সেগুলিকে আগুন লাগিয়ে পুড়ে দিতে পারলেই, তাদের আনন্দ। কাজেই তারা যে এটারও বিরোধীতা করবেন, তাতে আর আমাদের আশ্চার্য্য হওয়ার কি আছে। তারপরে আমরা কিছু বেকার যুবক দিগকে কো-অপারেটিভ ব্যাংকের মাধ্যমে গাড়ী দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি, যাতে তারা নিজেরাই নিজেদের এ্যামপ্লয়মেণ্ট করে নিতে পারে, এই টাকাটার পরিমাণ হচ্ছে ৯ লক্ষ টাকা কিন্তু বিরোধী পক্ষের সদস্যরা দেখছি বেকার যুবকদের কর্ম-সংস্থানের ক্ষেত্রেও তাদের বিরোধীতা অব্যাহত রেখেছে। এছাড়া চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী যারা আছে, তারা যাতে সরকার থেকে লোন নিয়ে বাড়ী ঘর করতে পারে, তার জন্য কিছু টাকা বরাদ্দ আছে, কিন্তু এই সমস্ত যত ভাল কাজ আছে, সেগুলির তারা বিরোধীতা করছে। কারণ ওরা ভাল কাজ চায় না, ওরা চায় সন্ত্রাসের কাজ অথবা ধ্বংসাত্বক কাজ। একথাগুলি বলে আমি আশা করব, যে হাউস এই এ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিল যেটা হাউসে এসেছে, সেটাকে পাশ করিয়ে দিবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল :—"The Registration (Tripura Amendment) Bill 1982 (Tripura Bill No. 7 of 1982)" উত্থাপিত। আমি এখন মাননীয় ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রী বীরেন দত্ত :—Mr. Deputy Speaker Sir, I beg to move for leave to introduce "The Registration (Tripura Amendment) Bill, 1982 (Tripura Bill No. 7 of 1982)"

Mr. Deputy Speaker :—আমি এখন মাননীয় ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থা-মোশানটি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হল :—"The Registration (Tripura Amendment) Bill, 1982 (Tripura Bill No. 7 of 1982)" টি উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক।

(মোশানটি ধ্বনিভোটে সভায় উত্থাপিত হয়)।

মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে এই বিলের প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবেন।

সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল :—"The Bengal Municipal (Tripura Second Amendment) Bill, 1982 (Tripura Bill No, 8 of 1982)" টি উত্থাপন। আমি এখন মাননীয় ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল 'মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক

উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল :—"The Tripura Appropriation (No 4) Bill, 1982 (Tripura Bill No. 6 of 1982), বিবেচনা করা হউক।

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়)।

আমি এখন বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং, ২নং ও ৩নং ধারাগুলি বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউ।

(উক্ত ধারাগুলি ধ্বনি ভোটে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়)।

আমি এখন বিলের অনুসূচীটি (সিডিউল) ভোটে দিচ্ছি। বিলের অনুসূচীটি (সিডিউল) এই বিলের অংশ রূপে গণ্য করা হউক।

উক্ত অনুসূচীটি (সিডিউল) এই বিলের অংশরূপে সভা কর্ত্তৃক ধ্বনিভোটে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল :—"বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।"

(বিলের শিরোনামাটি ধ্বনিভোটে উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়)।

এখন সভার পরবর্ত্তী কার্য্য সূচীটি হল :—"The Tripura Appropriation (No 4) Bill, 1982 (Tripura Bill No. 6 of 1982." পাশ করার জন্য উত্থাপন। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাবটি উত্থাপন করতে।

Shri Nripen Chakraborty :—Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to move that "The Tripura Appropriation (No. 4) Bill, 1982 (Tripura Bill No. 6 of 1982) be passed.

Mr. Deputy Speaker :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল :—"The Tripura Appropriation (No. 4) Bill, (Tripura Bill No. 6 of 1982)" পাশ করা হউক।

(আলোচ্য বিলটি ধ্বনি ভোটে সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়)।

Shri Biren Dutta :—Mr. Deputy Speaker Sir, I beg to move for leave to introduce "the Bengal Municipal (Tripura Second Amendment) Bill, 1982 (Tripura Bill No. 8 of 1982)."

স্যার, এই বিলটি উত্থাপন করতে গিয়ে আমি কিছু বক্তব্য রাখতে চাই কারণ এই বিলটি অত্যন্ত জরুরী। আপনারা জানেন দেশ বিভাগের পর ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯৫১ সালের পর থেকে ১৯৬১ সাল পর্য্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ৭১·৭১ এবং এই সময়ের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারপর ১৯৮১ সালে দেখা গেল ত্রিপুরার সার্বিক জনসংখ্যার হার ৩২·৩৭ এবং একই সময়ের সহরের জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ৩৮·৯৯। এর থেকে এটা বুঝা যায় যে অতি দ্রুত ত্রিপুরার সহরগুলিতে লোক সংখ্যা অত্যন্ত বেশী পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছে। অথচ এই বিরাট জনসংখ্যা এমন কি আগরতলা শহরে প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার

লোক আছে এই জনসংখ্যাকে ঠিক পৌর ব্যবস্থায় পরিচালিত করার জন্য আমরা যে আইন চালু রেখেছি সেই আইন প্রয়োজনের সঙ্গে চলতে পারছে না। অথচ আমাদের এখানে এই পিছিয়ে পরা রাজ্যের সহরগুলিকে সামগ্রিকভাবে উন্নয়ন করার জন্য আমরা বার বার কেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছি। শুধু তাই নয় আমাদের ক'টি সহরের অভিজ্ঞতা থেকে এমন তিক্ততার আমাদের মধ্যে জন্ম হয়েছে সহরগুলিকে যদি নিয়ন্ত্রণে আনা না হয় তা হলে হঠাৎ মাঝ পথে ত্রিপুরার সহরগুলিতে নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়া কঠিন হয়ে পড়বে। এখানে আগরতলা সহর সম্পর্কে একটু আগে কটি কথা হয়েছিল এবং পি. ডাবলিও. ডি. মিনিষ্টার বলেছিলেন যে ওয়াটার সাপ্লাইয়ের উন্নতি করার জন্য জলের পাইপ বসাবার কাজও কঠিন হয়ে যায়। সমস্ত জায়গা ব্যক্তিগতভাবে কোন না কোন মানুষ আইনগত ভাবে বা বে-আইনী ভাবে দখল করে আসছে। আমাদের বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই সমস্ত আমরা দেখলাম এবং দেখার পর চিন্তা করলাম যদি আমাদের হাতে অর্থও আসে সামগ্রিক ভাবে যদি পৌর আইনের সংস্কার না করা যায় তাহলে সেই টাকা আমরা খরচা করতে পারব না।

তার জন্য আরও নয়টি শহরকে মিউনিসপ্যাল পর্য্যায়ে নোটিফাইড এরিয়া হিসাবে ঘোষণা করেছি এই ব্যাপারে আমরা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে বিভিন্ন মিটিংএ আলোচনা করেছি বিশেষ করে আমাদের ষষ্ঠ পরিকল্পনায় বরাদ্দ করার জন্য এবং আমাদের আর্থিক সংগতি বাড়াবার জন্য দাবী করেছি। আপনারা জানেন যে প্রয়োজনের তুলনায় আমরা টাকা পাই না। তবু এটা আমাদের জানা দরকার যে বামফ্রণ্ট আসার আগে কোন সময়ই ৩০ লক্ষ টাকা বাজেটে ধরা হয় নি। এই আগরতলা শহরের জন্য গত তিন বছরে আমরা প্রায় এক কোটি লক্ষ টাকা অনুদান নিয়েছি এবং ব্যাঙ্ক, এল আই. সি থেকেও টাকা নিয়েছি। কিন্তু আইনের দিক থেকে আমাদের একটু অসুবিধা আছে। এখন যে আইনটা প্রচলিত আছে সেটা আমরা পশ্চিমবঙ্গ থেকে নিয়েছি। এটা একবার মাত্র সংশোধন হয়েছে। ত্রিপুরার মহারাজার আইন তুলে দিয়ে আমরা পশ্চিমবঙ্গের আইন এখানে চালু করেছি এবং ১৯৭৩ সালে একবার মাত্র সংশোধন হয়েছে। কিন্তু এখন জনসংখ্যার, রাস্তাঘাট এবং বিভিন্ন দোকানপাট এগুলিকে নিয়ন্ত্রনে আনার জন্য এই আইনটাকে সংশোধনের প্রয়োজন হয়েছে। আগরতলাতে এখানে দশজন মিউনিসিপ্যাল কমিশনার আছে এবং এছাড়া নাগরিক কমিটি আছে। এই সবগুলি মিলে সামান্যতম সার্ভিস দেওয়ার জন্য আমাদের যে আইনটা আছে এই আইনের দ্বারা করতে পারি না। সেইজন্য এই আইনটাকে সংশোধন করতে চাইছি। এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে যেমন আমরা চেয়েছি ভোটারদের বয়স ১৮ হওয়া দরকার ইত্যাদি। আমি আশা করব আপনারা এর অনুমোদন দেবেন।

মিঃ ডিপুটী স্পীকার :—এখন মাননীয় ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত মোশনটি আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশনটি হল—The Salaries and allowances of the Chairman, Vice-Chairman and Commissioners of the Agartala Municipality (Amendment) Bill, 1982 (Tripura Bill, No. 9 of 1982).

এই সভায় উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হোক।

তারপর বিলটি ধ্বনি ভোটে দেওয়া হয় এবং সভা কর্ত্তৃক বিলটি উত্থাপিত হয়।

মি: ডিপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে এই বিলের প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবেন।

মি: ডিপুটি স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো— The Bengal (Tripura Secend Amennment) Bill, 1982 (Tripura Bill, No. 8 of 1982).

উত্থাপন। আমি এখন মাননীয় ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রীবীরেন্দ্র দত্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়— The Bengal Municipal (Tripura Second Amendment) Bill, 1982 (Tripura Bill, No. 8 of 1982).

এই সভায় উত্থাপন করার জন্য আমি অনুমতি চাইছি।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :— এখন মাননীয় ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশনটি হল— The Bengal Municipal (Tripura Second Amendment) Bill, 1982 (Tripuıa Bill No. 8 of 1982).

এই সভায় উত্থাপন করার জন্য অনুমতি দেওয়া হউক।

তারপর মোশনটি ধ্বনি ভোটে দেওয়া হয় এবং সভা কর্তৃক বিলটি উত্থাপিত হয়।

মি: ডিপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে এই বিলের প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবেন।

মি: ডিপুটি স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল—(a) The report of the Compiraller and Auditer General of India far the year 1979-80-Governement of Tripura. (b) The Finence Accounts for the year 1979-80 and (c) The Appropriation Accounts for the year 1979-80.

এই রিপোর্ট সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—Mr. Deputy Speakar, Sir, I beg to Lay the report of the Comptroller and Auditer General of India for the year 1979-80 Government of Tripura, (b) the Finance Accounts for the year 1979-80 and (c) the Appropriatoh Accounts for the year 1979-80.

মি: ডিপুটি স্পীকার : —মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে এই রিপোর্টগুলির প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য।

মি: ডিপুটি স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল—শর্ট ডিসকাশন অন মেটারস অব আর্জেন্ট পাবলিক ইমপর্টেন্স আজকের কর্মসূচীতে দুইটা নোটিশ আছে। এর মধ্যে একটা নোটিশ দিয়েছেন মাননীয় সদস্য শ্রীসুমন্ত দাস এবং দ্বিতীয় নোটিশটি এনেছেন রাজমোহন জমাতিয়া এবং গোপাল চন্দ্র দাস কুমার মহোদয় প্রথম নোটিশটির বিষয় বস্তু হল "গত এক

দেড় মাস ধরে বাংলাদেশ ত্রিপুরা সীমান্তে ডাকাতি, গরুচুরি ও অন্যান্য অপরাধ বৃদ্ধি সম্পর্কে।" আমি মাননীয় সদস্যকে নোটিশটির উপর আলোচনা আরম্ভ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীসুমন্ত দাস :—মাননীয় ডিপুটি স্পীকার, স্যার, আমি একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা এনেছি সেটা হল গত এক দেড় মাস ধরে বাংলাদেশ ত্রিপুরা সীমান্তে ডাকাতি, গরুচুরি ও অন্যান্য অপরাধ বৃদ্ধি সম্পর্কে।

ভারতবর্ষ যখন ইংরাজো কবলে ছিল তখন থেকেই এই ভারতবর্ষের সমস্ত মানুষ সেই শ্বেতাঙ্গদের এই দেশ থেকে তাড়ানোর জন্য সংঘবদ্ধ ভাবে সংগ্রাম করছিলেন। তখনকার রাজনীতিবিদগণ উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করলেন। কেন না, এক দেশ থাকলে একজন প্রধানমন্ত্রী হতেন। কিন্তু, যেহেতু তখন দুই জন নেতা ছিলেন, তাই ভারতবর্ষকে দু'ভাগ করা হল। এর ফলে সমগ্র ভারতবর্ষ পাকিস্তান এবং হিন্দুস্থান নাম নিয়ে দ্বিখণ্ডিত হল। আর তখন থেকেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন সীমান্তবর্তী রাজ্যের মধ্যে অপরাধ মূলক কাজ হয়ে আসছে। আজ সেই অপরাধ মূলক কাজ বেড়েই চলছে। ভারতবর্ষের তৎকালীন রাজনীতিবিদগণ উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে যে কাজ করলেন, তার ফলেই সৃষ্টি হলো, ভারতবর্ষে অপরাধ করে পাকিস্তান অধুনা বাংলাদেশে সেলটার নেওয়া। সেই থেকে যারা ভারতবর্ষের মধ্যে বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে একটা সন্ত্রাসের সৃষ্টি চলছে। এটা রাজনৈতিক কারণে হচ্ছে বলেই আমি মনে করি। স্যার, এই যে ২—৩ সপ্তাহের মধ্যে এই ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সাংঘাতিক সব অস্ত্র নিয়ে সেখানে গরু চুরি চলছে, এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে ডাকাতি ও লুট পাট বেড়েই চলছে। আমি এখানে কয়েকটা নজির দিচ্ছি। গত ১২.৩.৮২তে শিবনগর গ্রামে রায় মোহন ঘোষের বাড়ীতে ডাকাতি হয়। সেখানে একজনকে আহত করে গরু নিয়ে যায়। সেই একই গ্রামে অজিত নন্দীর বাড়ীতে ১৬.৩.৮২তে ডাকাত ঢুকে তিন জনকে আহত করে। সেখানে যে কর্তুজ পাওয়া যায় তা বাংলাদেশ থেকেই আহরণ করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তারপর ২১.৩.৮২তে বিরামপুরে মফিজ উদ্দিন মিঞার বাড়ীতে, ২৫.৩.৮৩ তারিখে শিবনগর গ্রামের দেবেন্দ্র দেববর্মার বাড়ীতে ডাকাতি হয়। এছাড়া ২৭.৩৮২তে জুলাইবাড়ী এবং ২৬.৩.৮২তে উষা বাজার, মোহনপুর, চারিপাড়ায় ডাকাতি হয়। এছাড়াও, রামপুর, রাজনগর ব্লক প্রভৃতি সীমান্তবর্তী এলাকায় যে ডাকাতি হচ্ছে তাতে বাংলাদেশ এবং ত্রিপুরা রাজ্যের সমাজ বিরোধীদের যোগ সাজসে হচ্ছে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আমি তা ব্যক্তিগত ভাবে মনেও করি। আমি এও মনে করছি, এখানে ডাকাতি কিংবা অন্যান্য অপরাধ মূলক কাজ কর্ম করে বাংলাদেশে গিয়ে তারা আশ্রয় নিচ্ছে এবং সেখানে বন্দুক্র ট্রেনিং নিচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যারা উগ্রপন্থী, যারা গরু চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের সাথে জড়িত তাদের সাথে সেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে এবং বাংলাদেশ বি. ডি আর এর এক অংশের সহায়তায় এই সব কাজ করছে বলে আমি মনে করছি। দাঙ্গার সময় উপজাতি যুব সমিতির যে সব লোক জড়িত ছিল তারও বাংলাদেশে আশ্রয় পাচ্ছে। সীমান্ত সম্পর্কে ভারতবর্ষের যে

নিয়ম, আন্তর্জাতিক যে নিয়ম সে সম্পর্কে ভারত সরকারকে বার বার জানিয়েও ত্রিপুরা সরকার কোন ফল পাচ্ছেন না। ত্রিপুরা সরকার ভারত সরকারকে বার বার জানাচ্ছেন, এর জন্য হয় বাংলাদেশ সরকারের সাথে যোগাযোগ করার জন্য কিংবা বি. এস. এফ. দেওয়ার জন্য। কিন্তু কোনটাই ভারত সরকার করছেন না। আমরা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় দেখছি, সি আর. পি. এবং বি. এস. এফ. দেওয়ার ব্যবস্থা ভারত সরকার করছেন না। কিন্তু, তালবাহানা করে তা দেওয়া হচ্ছে না। ঠিক একই অবস্থা আমরা দাঙ্গার সময়ও দেখেছিলাম। ত্রিপুরা সরকার তখন বিপন্ন। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ভারত সরকারের কাছে বার বার আবেদন জানিয়েছেন, বেশী করে সি. আর. পি. মিলিটারী পাঠাবার জন্য। কিন্তু কেন্দ্র তা পাঠান নি বলেই ত্রিপুরা সরকার দাঙ্গাকে সুষ্ঠু ভাবে মোকাবিলা করতে পারেন নি। ভারত সরকারের অনীহা এই বারও দেখা যাচ্ছে। সীমান্ত চৌকি জোরদার করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য দেওয়া উচিত। কিন্তু সেই সাহায্য থেকে ত্রিপুরাকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। উপজাতি যুব সমিতির যারা এই হাউসের মধ্যে উগ্রপন্থী বলে বিবেচিত এই রকম একজন সদস্য কি করে হাউসের মাইক ভাঙ্গতে পারেন, হাউসের কাজের বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেন তা আমি বুঝে উঠতে পারি না। এটা বিধানসভার সদস্যের কাজ বলে শোভা পায় না। তাই আমি সন্দেহ করছি, যাঁরা বিধানসভায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে, তাঁরাই দাঙ্গা করছে। এরকম সন্দেহ করা মোটেই অমূলক নয়। বিধায়ক গৌতম দত্তকে হত্যা করেছে ঐ কংগ্রেস (আই) এর লোকেরা। যারা এখন বাংলাদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বাংলাদেশের বি. ডি. আর, এর সাথে এক যোগে কাজ করছেন। আমরা দেখেছি, স্বাশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচন বানচাল করার পূর্ব্বে স্কুল ঘর পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই সব কাজই উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে করা হচ্ছে বলে আমি মনে করি। কেন না, ৫ বৎসর উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। কাজেই বামফ্রন্ট যাতে ভোটের জন্য না যেতে সেই জন্যই এটা করা হচ্ছে বলে আমার ধারণা। তাই আমি মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব যে, যেহেতু পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্টেরও ভার তাঁর উপর আছে কাজেই উনি খতিয়ে দেখুন যে, বামফ্রন্ট যাতে ফিরে না আসতে পারে তার জন্য এই কাজগুলি হচ্ছে কিনা। এটা তদন্ত করে দেখার প্রয়োজন আছে। আমি মনে করি, এর সঙ্গে যারা জড়িত তাদের সাহায্য করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে সীমান্ত পাহারা দিচ্ছেন না। এর জন্য রাজ্য সরকার দায়ী হতে পারে না। আমরা বার বার এই বিধানসভায় প্রস্তাব এনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়েছি যে সীমান্তে প্রচুর গরু চুরি হচ্ছে। এর জন্য ক্ষতি পূরণ কেন্দ্রী সরকারকে দিতে হবে। সেই ক্ষেত্রে এটা বিবেচ্য হবে। এবং প্রমাণ হবে যে, বাংলাদেশে চুরি কৃত গরুগুলি গেছে কিনা।

কেন্দ্রীয় সরকার উদ্বৃত্ত ভংগীতেই চলেছেন, রাজ্য সরকারগুলিকে সাহায্য করছেন না। আমাদের রাজ্যের নিরীহ গরীব মানুষদের গরু চুরি যাচ্ছে সাথে সাথে তাদের জীবন বিপন্ন হচ্ছে। কাজেই এই অবস্থা তো সহ্য করা যায় না। মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি আমার বক্তব্য কে দীর্ঘ করতে চাই না। আশাকরি আমার এই বক্তব্যকে মাননীয় সদস্যরা বিবেচনা করবেন। এই বলেই আমি বক্তব্য শেষ করছি।

মি: ডেপুটি স্পীকার :—শ্রী সুনীল চৌধুরী।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :—মি: ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি প্রথমে ত্রিপুরার অবস্থান তুলে ধরতে চাই। ভারতবর্ষের মধ্যে ত্রিপুরা এমন একটা জায়গার মধ্যে আছে যার তিন দিকই হচ্ছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের প্রায় পেটের ভিতরে বললেই চলে ত্রিপুরাকে। বাংলাদেশ এবং ত্রিপুরার আন্তর্জাতিক সীমানা হচ্ছে ৮৩৯ কি. মি., ত্রিপুরার সঙ্গে মিজোরামের ১০৯ কি. মি., আসামের সঙ্গে ত্রিপুরার হচ্ছে ৫৩ কি. মি., মোট ১০০১ কি. মি., হচ্ছে ত্রিপুরার বর্ডার। এই বর্ডারকে সুরক্ষিত করা সম্পূর্ণ দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। স্যার, আসামের সংগে বাংলাদেশের যে বর্ডার আছে, সেখানে আমরা দেখেছি প্রায় ৩।৪ কি. মি. দূরে বি. এস. এফ. ক্যাম্প আছে, আর পাশাপাশি ত্রিপুরা রাজ্যে যেখানে বর্ডার এরিয়া হচ্ছে ১০০১ কি. মি., এখানে বর্ডার ক্যাম্প আছে ৮১ টা, প্রায় ১০ মাইলের উপর দূরত্বে একটা করে বি. এস্ এফ. ক্যাম্প। অবস্থানের দিক থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেননা বাংলাদেশের প্রায় পেটের ভিতর হচ্ছে এই রাজ্য। ফলে এই রাজ্য শুধু রাজনৈতিক আক্রমণেরই স্বীকার হচ্ছে না, অন্যান্য আন্তর্জাতিক আক্রমণেরও স্বীকার হচ্ছে এই রাজ্য। স্যার, আমরা দেখেছি পাকিস্তান থেকে বাংলা দেশ হওয়ায় এই পর্য্যায় কালটুকুতেও অহেতুক যুদ্ধের সন্মুখীন হতে হয়েছে এই রাজ্যকে। আমাদের এই রাজ্যের উপর গোলা-গুলি ছুড়া হয়েছে, শেলিং হয়েছে। বাংলাদেশ হওয়ার পরও আমরা দেখেছি বংলাদেশে যত গোলমাল হয় তার যত ঝঁকি ঝামেলা পোহাতে হয় এই রাজ্যকে। কারণ এখানে সীমান্তের ওপার থেকে শরণার্থী এসে আমাদের রাজ্যের জনগণের উপর একটা চাপ সৃষ্টি করে। ঐ দেশ থেকে উপজাতি অংশের শরণার্থীও আসে, অ-উপজাতির অংশেরও শরণার্থীও আসে। স্যার, বংলাদেশ জন্মলগ্নের পরবর্ত্তী কালে উপজাতি অংশের মগ, চাক্‌মা, প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোক বাংলাদেশ থেকে ত্রিপুরায় আসায় আমাদের এই সংকীর্ণ জায়গায় তাহাকের স্থান দিতে হয়েছে এবং সমস্ত খরচ আমাদের বহন করতে হয়েছে। ফলে আমাদের জনগণকে একটা বিরাট চাপ সহ্য করতে হয়েছে। তারপর ও আমরা দেখেছি আবার চাক্‌মা বা মগ্ প্রভৃতি উপজাতি অংশের মানুষরা সীমান্ত অতিক্রম করে আবার ত্রিপুরায় এসেন. তার চাপও আমাদের এই রাজ্যকে বহন করতে হয়েছে। স্যার, সীমান্ত অতিক্রম করে যাতে কোন লোক আসা যাওয়া করতে না পারে তার জন্য বর্ডার এলাকাগুলিতে বি. এস. এফ. পোষ্টিং করা হয়েছে। কিন্তু আমরা দেখেছি সীমান্ত অতিক্রম করে অবাধে শরণার্থীরা এপারে চলে আসে অথচ বি. এস. এফদের সে সম্পর্কে কোন খোঁজ রাখে না, পরবর্ত্তী সময়ে তাদের কিছু খোঁজ হয়। স্যার, আমরা দেখেছি রেগন সাহেব ক্ষমতার অধিষ্টিত হওয়ার পর মার্কিন সাম্রাজ্য বাদের আগ্রাসনের যে চেষ্টা যে কি ভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে পূর্ব্বাঞ্চল রাজ্যগুলিতে। ত্রিপুরায় কিছু যুবকে কে বিভ্রান্ত করে টি. এন. ভি. নাম দিয়ে একটা বাহিনী সৃষ্টি করে বাংলাদেশে নিয়ে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। আমরা দেখেছি অমরপুর-বাংলাদেশের কালাবাড়ি হিলের মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করে কি ভাবে তারা ত্রিপুরা রাজ্যে দাঙ্গার সৃষ্টি করেছিল, এটা ত্রিপুরার ২০ লক্ষ মানুষ হারে হারে নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছেন। সাম্রাজ্যবাদী চক্র কি ভাবে আমাদের রাজ্যের কিছু যুবককে বিভ্রান্ত করে একটা রক্তের গঙ্গা বইয়ে দিয়েছিল। তারপর আজকে আমরা দেখেছি সমস্ত বর্ডার এলাকাগুলিতে একটার পর একট ডাকাতি সংঘটিত হচ্ছে। স্যার,

এই ডাকাতি গুলিকে স্বাভাবিক দৃষ্টিকোন থেকে দেখে মনে হবে, এটা ডাকাতি নয়। মনে হয় ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্টিত হওয়ার পর রেগন সাহেব ত্রিপুরাকে ভাল চোখে দেখছেন না আর ভারত সরকারতো দেখতেই পাচ্ছেন না। তা না হলে সীমান্ত অঞ্চলে বি. এস. এফ. দিচ্ছেন না কেন? আসামে যেখানে ৩।৪ কি. মি. দূরে দূরে বি. এস. এফ. ক্যাম্প আছে, সেখানে ত্রিপুরায় ১০ কি. মি. দূরে দূরে বি. এস. ক্যাম্প। আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদ ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার শান্তিপূর্ণ ভাবে কাজ কর্ম্ম চালিয়ে যাক, এটা তারা চায় না। এই জন্য আজকে দেখা যাচ্ছে সীমান্ত অঞ্চল গুলিতে যেখানে ডাকাতি সংঘটিত হচ্ছে সে ডাকাতিতে বি ডি. আর অংশ গ্রহণ করেছে। যে সমস্ত ডাকাতি গুলি সংঘটিত হয়েছে, সেখানে বিদেশী বুলেট পাওয়া গেছে। সেই বুলেট ভারতবর্ষে তৈরী নয়। এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে এই ডাকাতিতে বিদেশী চক্র জড়িত। ডাকাতি করার চেয়ে, গরু চুরি করার চেয়ে ত্রিপুরার জনগণকে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার কাজেই মূখ্যতঃ তারা সচেষ্ট। আমাদের মাননীয় মূখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছেন যে, আপনারা যদি বি. এস. এফ দিতে না পারেন তাহলে আমাদেরকে পুলিশ বাহিনী তৈরী করতে সাহায্য করুন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার পুলিশ বাহিনী তৈরী অনুমতি দেন দেখুন আমরা কি বর্ডার করে পাহড়া দেই, কি করে ডাকাতি, গরু চুরি ইত্যাদি বন্ধ করি। কিন্তু সে ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের অনীহাদ আমরা দেখেছি। এই সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে ডাকাতি হচ্ছে, গরু চুরি হচ্ছে গরীব কৃষকদের তার ব্যয় ভার বহন করার দায়িত্ব কে নেবে? তার দায়িত্ব তো কেন্দ্রীয় সরকারকেই নিতে হবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব। সীমান্ত অঞ্চল গুলিকে সুরক্ষিত করছেন না, ফলশ্রুতিতে রাজ্যের গরীব জণগণ সর্ব্বশান্ত হচ্ছে। যে সমস্ত গরীব কৃষকদের গরু চুরি হচ্ছে তাদের গরু কিনার আর সামর্থ নাই, গ্রামের অবস্থাপন্ন কৃষকদের বাড়ীর জিনিষ পত্র লুটপাট হয়ে যাচ্ছে। আমি মাননীয় মূখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে রকম কতগুলি জায়গা আছে যেখানে ডাকাতির জন্য গ্রামের লোকই থাকতে পারছে না।

রাজ্য সরকারের পক্ষে কিছু করা সম্ভব হচ্ছে না। যেমন একটা উদাহরন আমি দিচ্ছি যে, ঘোড়া কাপ্পা এবং তকদাপাড়া তার দূরত্ব ৩২ কিলোমিটার। এর মাঝখানে একাটিমাত্র বি. এস. এফ ক্যাম্প আছে। তাহলে এই যে ৩২ কিলোমিটার জায়গা যেখান দিয়ে মগ উদবাস্তুরা এসেছিল, ত্রিপুরীরা এবং চাকমারাও ঠিক সেই বর্ডার দিয়েই এসেছিল। তাই এই সমস্ত জায়গায় আরো বেশী করে বি. এস. এফ ক্যাম্প এবং পুলিশ আউট-পোষ্ট বসানো দরকার। ডলু বাড়ীতে পর পর কয়েকটি ঘটনা ঘটে গেল সেখানে বাংলাদেশের লোকেরা চুরি করে গরু নিয়ে পালিয়ে গেছে। বি. এস. এফ ক্যাম্পের লোকেরা রাত্রিতে খুব বেশী দূর পর্য্যন্ত পাহারা দিতে পারে না কারণ যেখানে ক্যাম্প আছে সেখানে থেকে বহু দূরবর্ত্তী জায়গায়ও চুরি হচ্ছে তাই তাদের পক্ষে রাত্রের বেলা সমস্ত গ্রাম পাহারা দেওয়া সম্ভব নয়। তাই বি. এস. এফ ক্যাম্প এবং পুলিশ আউট পোষ্ট আরও বাড়ানো দরকার যাতে বর্ডার এলাকা থেকে ক্যাম্পের দূরত্ব বেশী না থাকে। আর যেখানে আউট-পোষ্ট বা বি. এস. এফ ক্যাম্প বসানো না হচ্ছে সেখানে যে সব বর্ডার আছে সেই বর্ডারকে রক্ষা করতে গেলে রাজ্য সরকার থেকে পুলিশ বাহিনী পাঠাতে হবে আর না হলে কেন্দ্রীয় সরকারকে এই দায়িত্ব নিতে হবে। এখানকার যিনি প্রস্তাবক তিনিও বলেছেন গরু চুরির জন্য কেন্দ্রীয়

সরকারকে ভর্তুকি দিতে হবে কৃষকদের সেই চুরির ক্ষতিপূরন দিতে হবে, যে সব বাড়ীতে ডাকাত হচ্ছে তারও ব্যয়-ভার কেন্দ্রীয় সরকারকে বহন করতে হবে। এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং—মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীসুমন্ত কুমার দাস যে প্রস্তাবটি আলোচনার জন্য এই হাউসে এনেছেন সে সম্পর্কে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। বিষয়টি আমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি এবং এটা আমি জানি এবং আশা রাখছি তার জন্য প্রত্যেক সদস্যের একটা উদ্বেগ আছে এবং এই সম্পর্কে আলোচনা করে সরকার একটা সুনির্দিষ্ট পন্থা উদ্ভাবনের জন্য চেষ্টা করবেন। আমরা প্রত্যেক দিনই পত্র-পত্রিকায় দেখছি চুরি ডাকাতি হামেশাই হচ্ছে। সীমান্তবর্ত্তী পাশাপাশি কয়েকটি জায়গায় যেভাবে চুরি ডাকাতি হচ্ছে তাতে প্রমাণ হয় যে আমাদের সীমান্ত মোটিই সুরক্ষিত নয়। কারণ কিছু দিন আগে পেঁচামারয়ে যে ঘটনা ঘটেছে ৫০-১০০ জন লোক কিভাবে গ্রামে ঢুকে দরজা-জানালা ভেঙ্গে কি করে ঘরে ঢুকতে পারলো এবং গরু বাছুর সমস্ত কিছু চুরি করে নিয়ে গেল এটা সাত্যই অত্যন্তঃ উদ্বেগজনক। উদ্বেগজনক অবস্থা আমরা দেখছি সোনামুড়ার সীমান্তে কাঠগুলি পাচার হচ্ছে। সেখানে যদি বি. এস, এফরা স্মাগলারদের ধরবার চেষ্টা করেন তা হলে স্থানীয় রাজনৈতিক পার্টির সমালোচনায় সেটা হয়ে উঠে না। বি, এস, এফ না থাকলে সীমান্ত রক্ষা করা যাবে না কিন্তু বি, এস, এফ যদি ভাল কাজও করতে যায় তাহতে তারা বাধাপ্রাপ্ত হন। এই হচ্ছে বর্ত্তমানের অবস্থা। এবং মাননীয় অনেক সদস্য বলছেন যে বি, এস, এফ বাড়ানো উচিত। আমরা বার বার এই চুরি ডাকাতি বন্ধ করার জন্য এই বিধানসভায় বলেছি। মুখ্যমন্ত্রী তিনি নিজেও বলেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের কিছু লোক বাংলাদেশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে এই সমস্ত চুরি ডাকাতি হচ্ছে। তিনি যদি স্বীকারই করে থাকেন তাহলে এই লোকগুলিকে ধরতে পারছেন না কেন ? কারণ আমাদের রাজ্যে তো আই, বি, ডিপার্টমেন্ট রয়েছে, ভিজিলেন্স ডিপার্টমেন্ট রয়েছে। তাদের সাহায্য তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিতে পারেন। এটাতে বামফ্রন্ট সরকারের দুর্বলতাই প্রকাশ পাচ্ছে কারণ এই রকম অবস্থা আমরা গত ৪ বছর ধরেই দেখছি এবং বার বার আমরা তার বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছি। এই প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে আমরা দেখেছি বামফ্রন্ট সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। নিজেদের দোষ তো দিতে পারছেন না ? তাই তারা বলছেন উপজাতি যুব সমিতির লোকেরা এই সমস্ত কাজকর্ম করছেন। যেহেতু বামফ্রন্ট সরকার এই চুরি ডাকাতি বন্ধ করতে পারছেন না তার জন্যই বিরোধীদের উপর দোষ চাপাবার চেষ্টা করছেন। এই হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকারের ভাস্য। ত্রিপুরাবাসী এই ঠুনকো ভাস্যকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। ত্রিপুরার সরকার অর্থাৎ বামফ্রন্ট সরকার জনগনের সরকার, তারা জনগণের স্বার্থে, ত্রিপুরাবাসীর স্বার্থে কাঠ পাচার, সীমান্তের চুরি ডাকাতি এইগুলি বন্ধ করুন এবং তার জন্য একটা সুনির্দিষ্ট পন্থা উদ্ভাবন করুন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন শুধু সি, আর, পি, বি, এস, এফ এবং আউট-পোষ্ট বসিয়ে এই সমস্ত চুরি ডাকাতি বন্ধ করা যাবে না। তাহলে তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জনগনের মধ্য থেকে একটা ফোর্স তৈরী করতে পারেন। যুব সমিতির লোকদের না নিয়ে, সমন্বয়ভুক্ত লোকদের দিয়েও শান্তি বাহিনী তৈরী করে এই সমস্ত চুরি ডাকাতি যদি বন্ধ করতে পারেন, তা হলে তো ভালই হবে কারণ সাধারণ মানুষ তাহলে স্বাভাবিকভাবে জীবন ধারন করতে পারবেন। তারা শুধু বিরোধী দলের লোককে পত্র-পত্রিকায়ও দোষারূপ করছেন।

সরকারী এই যে ব্যর্থতা, এই ব্যর্থতাকে শুধু বিরোধী দলের উপর চাপিয়ে না দিয়ে সত্যিকারের সমস্যা সমাধানের জন্য সুনির্দিষ্ট পথ যাতে গ্রহণ করেন তার জন্য আমি অনুরোধ করব। এবং তাতে আমরা উপজাতি যুবসমিতি বিরোধী দল হিসাবে সেটাকে আমরা সমর্থন জানাবো এবং আমাদের সাহায্য চাওয়া হলে তাতে আমরা এগিয়ে আসবো। আমার এইটাই অনুরোধ। তারা যাতে আমাদের উপর দোষ না চাপিয়ে নিজেদের ব্যর্থতাকে ঢাকার চেষ্টা না করেন এই অনুরোধ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী বিদ্যা দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীসুমন্ত কুমার দাস যে প্রস্তাবটি এখানে উপস্থিত করেছেন, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের ত্রিপুরার তিনদিকে বাংলাদেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত। মাত্র ৮১টি ক্যাম্প আমাদের এখানে আছে। হামেশাই গরু চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি হচ্ছে। বহু বছর থেকে এই ডাকাতি, চুরি ইত্যাদি হচ্ছে, তবে জেলা পরিষদ নির্বাচনের পরে আরও অনেক বেড়েছে। ২৫৬ টা চুরি, ১২৯ টা ডাকাতি এইরকম বহু কোয়েশ্চান আওয়ারে দেখানো হয়েছে। এর মধ্যে বলা হয়েছে টি, ইউ, জে, এদের সদস্যরা যুক্ত আছেন। এই কাজগুলি আজকে নয়, বহুদিন আগে থেকেই তারা করে আসছেন কংগেস আই এর নেতৃত্বে। তারা এই সমস্ত ডাকাতি করছেন। একদিকে চার্চের সংগে যুক্ত যারা আছেন অর্থাৎ যারা খ্রীষ্টান, পোড়া ব্যাঙের সারা শরীরেই গোটা থাকে। একটা থেকে যদি পুঁজ বের হয় তাহলে সেই আঠা লেগে আর একটি গোটার সৃষ্টি হয়, তেমনি ধর্মান্তরের নাম করে মানুষকে চুরি ডাকাতি ইত্যাদি শিখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের উদ্দেশ্য তা নয়। বামফ্রন্ট সরকারের উদ্দেশ্য হচ্ছে কিভাবে মানুষের উন্নতি করা যায়, কিভাবে ত্রিপুরার আরও উন্নয়ন করা যায়। তার জন্য বামফ্রন্ট সরকার সমস্ত পরিকল্পনা গ্রহন করে থাকেন। সেই পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করার জন্য কংগ্রেসের নেতৃত্বে টি, ইউ, জে, এস কর্তৃক যেসমস্ত ডাকাতি, চুরি, রাহাজানি হয়েছে কোয়েশ্চান আওয়ারে তা জানতে পেরেছি। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য দ্রাউবাবু বলেছেন প্রতিদিন চুরি, ডাকাতি হচ্ছে। সেই সোনামুড়া, সেই বিলোনীয়ায় শুরু করে এইসব হচ্ছে। আমার জিজ্ঞাস্য এই যে দাঙ্গা লেগেছিল তখন আপনারা কোথায় ছিলেন ? তখন আপনারা বাংলাদেশে রাইফেলের ট্রেনিং নিচ্ছিলেন। আপনারা ষ্টেন গান চালানোর জন্য ট্রেনিং নিচ্ছিলেন। কাজেই বর্তমানে যে ডাকাতি হচ্ছে বা খুন হচ্ছে ওরাই ও ঐ দলে আছে। মানুষকে ধর্মান্তরিত করবার নাম করে তারা এইভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। কিন্তু আমরা বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমরা একটা বড় পরিবারের মেম্বার হয়ে গেলাম। এই বড় পরিবারকে রক্ষা করার জন্য আমরা অনেক পরিকল্পনা নিয়েছি, অনেক স্কীম নিয়েছি। কিন্তু এই পরিকল্পনাগুলি ব্যর্থ করার জন্য বিরোধীদল অনেক চক্রান্ত করছেন! তারা ভেবেছিল, স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনে তারা জয়যুক্ত হবেন। জয়যুক্ত হয়ে তারা খুন চুরি, ডাকাতি তারপর মানুষকে আরও অন্ধকারে রাখবার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু কোথায় ? তাদের সব আশা ভেঙ্গে গেল। কারন রাজনৈতিক যুদ্ধে জয়ী হতে হলে মানুষের সঙ্গে শত্রুতা করে জয়লাভ করা যায়না। মানুষের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেই এই যুদ্ধে জয়লাভ

সম্ভব। কাজেই সেইদিক স্মরন করিয়ে দিতে চাই কংগ্রেস সরকার যতদিন এই রাজ্য ছিল ততদিন মানুষকে না খেয়ে থাকতে হয়েছে ত্রিপুরার বুকে তখন বহু রকমের দুর্নীতি ছিল। এই কংগ্রেস আইকে ত্রিপুরার মানুষ আজ ত্রিপুরার বুক থেকে হাটিয়ে দিয়েছে। তেমনি আগামীতে এমন দিন আসছে যাতে ত্রিপুরার জনগন আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে এবং টি, ইউ, জে, এসকে ত্রিপুরার বুক থেকে খতম করে দেবে। এখন তাদের খাওয়া থাকবেনা, তাদের চোখে ঘুম থাকবেনা। এই দিন ঘনিয়ে আসছে। তার জন্য আপনারা রেডী থাকুন। কাজেই আমরা সাবধান করে দিচ্ছি, বর্ডারকে রক্ষা করার জন্য যদি কেন্দ্রের থেকে আরও বি, এস, এফ পাঠানো না হয়, তাহলে আমরা শেষ পর্য্যন্ত ত্রিপুরার মধ্যে আমাদের নিজেদের মাধ্যমে আমরা পুলিশ ব্যাটেলিয়ান নিয়ে আপনাদের পায়েস্তার ব্যবস্থা করব। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার কোয়েশ্চান আওয়ারে মুখ্যমন্ত্রী এখানে বলেছেন যে, এখানকার কিছু লোকের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেই এই ডাকাতি করছে বাংলাদেশী লোকেরা। কারন যেখানে ঐ দেশে কারফু চলছে তারা আসে কি করে? যারা বাংলাদেশে গিয়ে ট্রেনিং নিচ্ছে তারা টাকা পায় কোথায়? এই টাকা হচ্ছে ঐই ডাকাতির টাকা। কাজেই তার জন্য আমাদের হুশিয়ার হতে হবে। আগামী দিনে সমগ্র ত্রিপুরার মানুষকে সেই জায়গায় দাড়াতে হবে যেমন করে দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী কংগ্রেসকে হটাতে পেরেছেন ঠিক তেমনি করে হটিয়ে দিতে হবে বর্তমানে যারা সন্ত্রাসবাদী, দুর্নীতিবাজ আছেন। কাজেই বর্ডারকে রক্ষার জন্য কেন্দ্রকে আরও বি, এস, এফ পাঠাতে হবে এই দাবী রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার মাননীয় সদস্য শ্রীসুমন্ত দাস যাজ যে প্রস্তাব সভায় উপস্থিত করেছেন এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী। তার প্রস্তাবটি হচ্ছে গত এক দেড মাস ধরে বাংলাদেশ ত্রিপুরা সীমান্তে ডাকাতি, গরুচুরি, ও অন্যান্য অপরাধ বৃদ্ধি সম্পর্কে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এটা আমরা লক্ষ্য করেছি যে সমগ্র বাংলাদেশ সীমান্ত জুড়ে যে ব্যাপক ধরনের গরু চুরি, খুন ডাকাতি হচ্ছে এগুলি দিনদিন কমছেনা বরং বাড়ছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, রাজ্য সরকার এটা হিসাব করে দেখেছেন কি, এই সীমান্তে নিয়মিত ডাকাতি হচ্ছে, তার সঙ্গে একটা দল আছে, এবং হামেশাই গরু এদেশ থেকে-পাচার হয়ে যাচ্ছে। সীমান্ত এলাকায় যে কত গরু পাচার হয়েছে তার হিসাব মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না আমার জানা নাই। তবে আমরা এইটা ধারণা করতে পারি যে একটা বিরাট সংখ্যক গরু পাচার হচ্ছে এবং সীমান্তের বিরাট একটা এলাকা জুরে আমাদের সাধারণ মানুষের নিরপত্তা নষ্ট হয়ে গেছে। যেটা অবশ্যই উদ্বেগজনক। এই ব্যাপারে আরও একটা জিনিষ আমরা লক্ষ্য করেছি যে, যে হারে এই ঘটনাগুলি বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই হারে কিন্তু লিশী তৎপরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে না। আজ পর্য্যন্ত যতগুলি ঘটনা ঘটছে তাতে দোষীদেরকে

পুলিশ আজও খুঁজে বাহির করতে পারছে না। অথচ আমরা সাধারণ মানুষ বহুবার প্রাণ দিয়ে তাদের সঙ্গে লড়াই করেছি। একটা ঘটনার কথা আমি বলছি কাকড়াবনে এক ডাকতির সময় সেখানকার ত্রিপুরীরা ডাকতদের সঙ্গে এমন লড়াই করেছে তাতে তাদের মেশিন গান পর্য্যন্ত কেড়ে নিয়েছিল কিন্তু পুলিশ সেই সে ডাকাত দলকেও এরেষ্ট করতে পারেনি, তবে সেদিন ডাকত দল তাদের পরিকল্পনা মত কাজ করতে পারেনি, জনগণ তাদেরকে বাঁধা দিয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেল এই ব্যাপারে পুলিশ নিজের কর্মতৎপরতার জন্য বাহবা নিল। এই হচ্ছে আমাদের পুলিশ বিভাগের তৎপরতা এবং অবস্থা। আমাদের দুঃখ এইটাই যে আমাদের পুলিশ বিভাগকে আমরা সীমান্ত এলাকার নিরাপত্তাহীন জনগণের কাজে এগিয়ে আসার ব্যাপারে সক্রিয় দেখি না। এই সব ঘটনার প্রতিরোধ কল্পে পুলিশ বাহিনী সন্তোষজনক ভাবে এগিয়ে আসে না। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা চাই এই সব ঘটনার প্রতিরোধ করা হোক। কারণ আমরা দেখেছি যে, এই ভাবে গরু পাচার হয়ে যাওয়ার ফলে কিভাবে গরীব কৃষকরা সর্ব্বশান্ত হয়ে যাচ্ছে এবং সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষের যে কি দুরাবস্থার মধ্যে বাস করছে তা চোখে না দেখলে কল্পনা করা যায় না। তা এইব্যাপারে সরকারকে যখন কোন সাহায্য করতে হচ্ছে না তখন সরকারতো এই ব্যাপারে নীরব হয়ে থাকবেই। তা না হলে সরকার এই ব্যাপারে এইভাবে নীরব হয়ে থাকতে পারতেন না। আমাদের কাছে রিপোর্ট আছে এবং সীমান্তবর্তী এলাকার জনগণও জানে বা বুঝতে পারেন যে কারা এই সব ঘটনার সঙ্গে জড়িত আছে। এই সব কাজ করে কারা দালান তুলছে, গাড়ী কিনছে এইটা সাধারণ মানুষের জানা আছে, পুলিশের পক্ষে এগুলি খুজে বাহির করা সম্ভব হচ্ছে না। আমরা যদি পলিটিকেলী লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে, সেখানে শুধু সি. পি. এম-এর বা বামফ্রণ্টের কর্মীরাই আছে, সেখানে অন্য কোন দলের কর্মী নাই। এই দিক থেকে আমরা মনে করি সরকার যদি একান্তভাবে এই সব নিরাপত্তাহীন লোকদের কথা চিন্তা করতেন, তাহলে হযতো এই সব ঘটনাকে প্রতিরোধ করা সম্ভব হতো এবং এই ব্যাপারে সরকার ভালভাবে তদন্ত করতে পারতেন। আমি সোনামুড়াতে গিয়ে সেখান থেকে একটা অভিযোগ পেয়েছি যে. সেখানকার রাজনৈতিক দলের কর্মীরা এই সব কাজে লিপ্ত আছেন. এই ধরণের কাগজও আমার কাছে আছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যদি চান তাহলে আমি তা দিতে পারি। এই দিকে থেকে আমি মনে করি দলীয় দিক থেকে নয় সাংগঠনিকভাবে এর প্রতিরোধ করা উচিৎ। সীমান্তবর্তী এলাকার আর একটি ঘটনা আমি জানি—তৈছামার গনেশ পালের বাড়ীতে ডাকাতি হয় এবং এই ডাকাতির জন্য প্রথমে উপজাতি যুব সমিতির লোকদেরকে দোষারূপ করা হয়েছিল। কিন্তু পরে দেখা গেল দুর্য্যধন দেববর্মা ও মৃত্যু কুমার দেববর্মা নামে দুই জন সি. পি এম দলের কর্মী এই ঘটনার জন্য ধরা পড়ে এবং তারা তাদের দোষ স্বীকারও করেছেন। তা ছাড়া সীমান্তবর্তী এলাকায় অন্য কোন দল নাই। কাজেই বামফ্রন্ট সরকার যদি সাংগঠনিক ভাবে এগিয়ে আসেন এবং পুলিশ বিভাগকে যদি দলীয় স্বার্থের উর্দ্ধে রাখেন মানে পুলিশ অফিসার যাদের সঙ্গে ডাকাতদের যোগাযোগ আছে তাদের দিকে যদি একটু লক্ষ্য রাখেন তাহলে এই ধরণের ঘটনার প্রতিরোধ করা খুবই সহজ হবে। কাজেই এই সব ঘটনার জন্য যারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, তাদের জন্য সরকারের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিৎ এই কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

উপাধ্যক্ষ মহাশয় :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীব্রজ গোপাল রায়।

শ্রীব্রজ গোপাল রায় :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মাননীয় সদস্য শ্রীসুমন্ত দাস মহাশয় হাউসের সামনে যে প্রস্তাবটি উপস্থিত করেছেন, সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রস্তাবের পক্ষে বলতে গিয়ে বলা যায় যে, এই ত্রিপুরা এমন একটা জায়গায় অবস্থিত যে, বাংলাদেশের সঙ্গে তার সীমানা রয়েছে ৫০০ কিলোমিটার, আরমিজোরামের সঙ্গে রয়েছে ১০৫ কিলোমিটার-এর মত এবং এই সীমানাটাকে রক্ষা করা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাজ, কিন্তু দুঃখের সঙ্গে আমরা লক্ষ করছি যে কয়েক মাস যাবত সীমান্ত এলাকায় চুরি, ডাকাতি ও গরু পাচার ইত্যাদি হচ্ছে। এর ২টি কারণ থাকতে পারে। ১ টা হল অর্থনৈতিক কারণ, আরকটি হল রাজনৈতিক কারণ। অবশ্য অভাব-অভিযোগ ইত্যাদি অর্থনৈতিক কারণে কিছু লোক চুরি ডাকাতির দিকে ঝুকতে পারে। আবার স্বভাব প্রবৃত্ত যে সমাজে নাই তা নয়, তাও কিছু আছে। এটা আবার ভিন্ন রাজ্য থেকে বা ভিন্ন দেশ থেকেও আসতে পারে। আমরা আজকে বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষর মত অবস্থা দেখছি। মূলতঃ সেখানে শান্তি নেই। এরমধ্যে আবার সেখানে একটা রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়েছে। সেখানকার পরিস্থিতি আজকে থমথমে। সেদিক থেকে আমাদের আশংকার যথেষ্ট কারণ আছে, যথেষ্ট ভীতির কারণ আছে, সেখানকার অভ্যন্তরে যদি কোন গোলযোগ দেখা দেয় তাহলে পরে আমাদেরকেও ভুগতে হয়। অমরা দেখেছি, আমাদের এখানে কয়েকবার উদ্‌বাস্তু এসেছে। বর্তমানে আমরা দেখছি, আমাদের এখান থেকে গরু পাচার হয়ে যাচ্ছে। হয়ত থাকতে পারে আমাদের এখানকার লোকদের সাথে তাদের কোন যোগসাজস। কিন্তু এই গরু চুরি হয়ে যাওয়ার জন্য কৃষকদের দারুন অসুবিধা ভোগ করতে হয়। সীমান্ত এলাকার প্রতিটি মানুষের মনে আজকে নিরাপত্তার অভাব দেখা দিয়েছে। সেখানে আজকে ডাকাতি হচ্ছে, লোকদের সর্ব্বস্ব লুট করে নিয়ে যাচ্ছে। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে নানাবিধ অশান্তি দেখা দিয়েছে। এখানে খুন করে বাংলাদেশে চলে যাচ্ছে। আমরা পত্র-পত্রিকায় দেখেছি বাংলাদেশে থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসে এখানে খুন, ডাকাতি, ছিনতাই প্রভৃতি করছে। কাজেই এই জিনিষটা ত আর বাড়তে দেওয়া যায়না। কিন্তু এই যে সীমান্ত এলাকার উদ্‌বেগজনক পরিস্থিতি এটাকে ত শীথিল করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের কিন্তু আমরা দেখছি সে দায়িত্ব পালন করা হচ্ছেনা। আজকে সীমান্ত এলাকার মধ্যে আমরা দেখছি ১০।১২ মাইলের মধ্যে মাত্র একটি চৌকি। তারপর সেখানে রাস্তাও নেই। এ রাস্তা করার জন্য ত কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দেন আর রাজ্যসরকার করে দেন। কিন্তু কোথায় সেটাও ত করা হচ্ছে না। এটার জন্য ত আমরা প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য এবং অনুদান পাচ্ছি না। এরকম যদি ১০।১২ কিলোমিটার অন্তর চৌকি থাকে তাহলে পরে যখন যেকোন জায়গায় চুরি ডাকাতি হয়ে যেতে পারে। তাহলে সেটা কি করে বন্ধ করা যায়। সেটা আরও চৌকির সংখ্যা বাড়িয়ে, আরও বি, এস, এফ-এর সংখ্যা বাড়িয়ে করা যেতে পারে। আমাদের রাজ্য সরকার থেকে বার বার অনুরোধ করা হয়েছে। সে যদি উপযুক্ত সংখ্যায় বি, এস, এফ, না দেওয়া যায় তাহলে পরে আমাদের রাজ্য সরকারকে পারমিশন দেওয়া হউক যাতে রাজ্য

সরকার তার রাজ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফোর্স তৈরী করতে পারেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার নিজেরাও কিছু করবেনা আবার আমাদেরকেও কিছু করতে দেবেন না। কাজেই কৃষকদের গরু চুরি হলে তাদেরকে ভতুর্কি দিতে হবে বলে আমি মনে করি এবং এই বিধানসভা থেকে তা সর্বসম্মতিক্রমে হওয়া উচিত। কৃষকদের যেভাবে গরু চুরি হচ্ছে তাদের যেভাবে ডাকাতিতে সর্বস্ব চলে যাচ্ছে তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব নেওয়া উচিত। কারণ আমরা দেখছি সাব্রুমে, বিলোনীয়ায়, সোনামুড়ায়, দামছড়ায় প্রভৃতি এলাকায় প্রতিনিয়ত ডাকাতি হচ্ছে চুরি হচ্ছে তাতে মানুষের মনের শান্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ত্রিপুরা একটি বনজ সম্পদের জায়গা কিন্তু মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় বিধায়কদের মধ্যেও কেউ কেউ আলোচনা করেছেন যে কিভাবে সে সম্পদ বাংলাদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। বর্ডার যদি সুরক্ষিত থাকত তাহলে পরে আর হত না। আজকে সাম্রাজ্যবাদীরা দেশের মধ্যে তারা গোলযোগ বাঁধাবার চেষ্টা করছে যাতে করে ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারকে হটান যায়। জনগণের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার অপচেষ্টা করছে এসব দেশী বিদেশী চক্রান্তকে দমন করার জন্য আমি কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করব বি.এস.এফ, বাড়ান হউক। আর না হলে ত্রিপুরা সরকারকে পারমিশান দেওয়া হউক নিজস্ব বাহিনী গড়ে তোলার জন্য। যাতে করে সীমান্ত এলাকায় তীক্ষ্ণ প্রহরার ব্যবস্থা হতে পারে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস।

শ্রীনকুল দাস :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যে আলোচনাটি মাননীয় সদস্য সুমন্ত দাস এখানে উথ্থাপন করেছেন সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা দেখেছি কি ভাবে সীমান্ত এলাকায় গরু চুরি, গরু পাচার হচ্ছে এবং সাম্প্রতিক কালে যেভাবে ডাকাতির ঘটনা ঘটছে এটা রাজ্য সরকারের পক্ষে অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়। এ ব্যাপারে এখানে আগেও আলোচনা হয়েছে এবং রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কিছু কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। যেমন সীমান্ত এলাকার গ্রামগুলিতে শেড করে গরু রাখার ব্যবস্থা। সেরকম চেচুড়িরা কো-অপারেটিভ শেড করে গরু রাখছেন। এরকম যেখানে ১০।১২ মাইলের মধ্যে চৌকি সেখানে এটা করে কৃষকদের সুবিধা করার চেষ্টা হচ্ছে। আমি মনে করি এগুলি অবিলম্বে বন্ধ করা দরকার এবং মানুষ এটা চায়। কিন্তু আমরা দুর্ভাগ্যের সাথে লক্ষ্য করছি এটা শুধু ত্রিপুরার সমস্যা না সারা ভারতবর্ষের সীমান্ত এলাকার সমস্যা। যেসব জায়গার সাথে বাংলাদেশের এমনকি পাকিস্তানের বর্ডার রয়েছে।

সুতরাং এই ঘটনাগুলি সামগ্রিক ভাবে সাধারণ মানুষের নিকট উদ্বেগের কারন হয়ে উঠেছে। যেহেতু আমরা দেখেছি পার্শ্ববর্তী যে দুটি রাষ্ট্র রয়েছে সেখানে সামরিক শাসন চলেছে। এবং সেখানে চলেছে প্রচণ্ড রাজনৈতিক অস্থিরতা। তা ছাড়া প্রতিনিয়ত সেই সকল সামরিক শাসকরা ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুমকি দিচ্ছে। এটা ভারতের সাধারণ মানুষের নিকট একটা উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে ঠিক এই ধরনের অবস্থায় ত্রিপুরার সীমান্তে অহরহ চলেছে গরু চুরি খুন রাহাজানি ডাকাতি। আর এইগুলো বন্ধ করার জন্যে সীমান্তে আরো জোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার প্রতি কেন্দ্রীয় মোটেই নজর দিচ্ছেন না। সুতরাং সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক

কারনেই একটা উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার সারা ভারতবর্ষের ঐক্য ও সংহতিকে কি ভাবে রক্ষা করবেন?

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, কেন্দ্রীয় সরকারের যে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর দল শাসন করেছেন তারা কিভাবে সারা ভারতের ঐক্যকে রক্ষা করতে পারেন। কারণ তারা নিজেরাই যে, তাদের দলীয় কুন্দলে ভেঙ্গে পড়ছেন। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সংঙ্গে চলেছে শ্রীমতি মেনকা গান্ধীর বিরোধ। তারা পরস্পর বিরুধী মিটিং করেছেন। একে অন্যের বিরুদ্ধে মন্তব্য করছেন। এদিকে ভারতবর্ষের প্রশাসনে দেখা দিয়েছে প্রচণ্ড ব্যর্থতা। এটা যদি চলতে থাকে তবে দেশের শাসন কাঠামো একেবারে ভেঙ্গে যাবে। তাইতো আমরা দেখেছি প্রতি কংগ্রেস (আই) শাসিত রাজ্যে দেখা দিয়েছে আইন শৃংখলার চরম অবনতি। অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি পশাপাশি দুটি রাজ্যে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরা যেখানে বামফ্রন্ট সরকার রয়েছেন। সেখানে আইন শৃংখলা অত্যন্ত কঠোর ভাবে রক্ষিত হইতেছে। এটা দেখে কংগ্রেস আই এবং তাদের সমর্থক কিছু লোক তারা মরিয়া হয়ে উঠেছে এই রাজ্যগুলির আইন শৃংখলার অবনতি ঘটাবার জন্যে। তাই তারা সামান্ত এলাকায় বাংলাদেশীদের সঙ্গে যোগসাজসে একের পর এক ঘটিয়ে চলেছে খুন, রাহাজানি আর ডাকাতি এবং গরু চুরি। এই ভাবে তারা এখানকার আইন শৃংখলার অবনতি ঘটাবার চেষ্টা করেছে। তারা সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯৮০ সনে জুনে দাঙ্গা লাগিয়েও চেষ্টা করেছে এই রাজ্যের আইন শৃংখলাকে যাতে করে ভঙ্গ করা যায়। তাহলে পরে তারা চিৎকার করতে পারবে যে ত্রিপুরা রাজ্যের আইন শৃংখলার অবনতি ঘটেছে, সুতরাং এখানে রাষ্ট্রপতির শাসন চাই এই হলো উদ্দেশ্য। কিন্তু ত্রিপুরার মানুষ এদের চিনে ফেলেছেন। তারা এদের ষড়যন্ত্র ধরে ফেলেছেন। কিছুদিন আগে মৎস্য সমবায়ের একজন সদস্য শ্রী বিশেশ্বর দাসকে কিছু কংগ্রেস আই মস্তান রাত্রে তাকে ডেকে বলে যে তাকে ঐ মস্তানদের সাথে পাহারা দিতে হবে। কিন্তু বিশেশ্বর দাস তিনি ওদের কথায় বিশ্বাস করেন নি। কারণ এত রাত্রে তখন কিসের পাহারা এদের অন্য উদ্দেশ্য ছিল এটা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সুতরাং এইভাবে ঐ সকল কংগ্রেস আই মস্তানরা সাধারণ মনুষদের ঘর থেকে বের করে নিয়ে গিয়ে তাদের উপর অত্যাচার করবার জন্য চেষ্টা করেছে। শুধু কংগ্রেস আই নয়, এদের সঙ্গে আবার সামিল হয়েছে উগ্র-উপজাতি যুবসমিতির লোকেরা।

এরা আইন শৃংখলা বিপন্ন করতে চেষ্টা করেছে। আমরা দেখেছি যে রাজ্য সরকার তার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন যাতে করে আইন শৃংখলা রক্ষা করা যায়। কাজেই আমরা সামগ্রিক-ভাবে কেন্দ্রীয় সরকারকে বলব যে তারা যেন এটা দেখেন কারণ যারা এখানে আইন শৃংখলার অবনতি ঘটাবার চেষ্টা করেছে তারা তো তাদেরই লোক। সুতরাং তারা যেন এই সকল দুষ্কৃত-কারীদের বন্ধ করেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এই হাউসে যে দৃষ্টি আকর্ষনী প্রস্তাব রাখছেন মাননীয় সদস্যরা আমি এর পর আর বিস্তৃত আলোচনা করতে চাই না। তবে এখানে যে সকল তথ্য তুলে ধরা হয়েছে তার বহুলাংশেই ঠিক। আমি এই রকম কয়েকটির উল্লেখ এখানে করছি।

প্রথমতঃ যারা ডাকাত তাদের অনেকেই বাংলাদেশী। তবে এদের সঙ্গে যোগ সাজসে আছে আরো কিছু উগ্রপন্থী লোক যারা এই রাজ্যে বাস করেছেন। এরা নানা ধরনের অস্ত্র-সস্ত্র নিয়ে ঘোরে বেড়ান। আগে এদের হাতে এত অস্ত্র ছিল না কিন্তু এখন তাদের হাতে অনেক অস্ত্র-সস্ত্র রয়েছে। এই সকল অস্ত্র-সস্ত্র নিয়ে তারা ডাকাতি করে বেড়ায়, খুন, রাহাজানি করে থকে। এই সকল দুষ্কৃত কারীদের যাতে দমন করা যায় তার জন্যে সকলের সহযোগীতার প্রয়োজন রয়েছে। তাই আমি মাননীয় বিরোধী সদস্যরা যারা এখানে রয়েছেন আমি তাদের অনুরোধ করব যে তারা যেন আমাদের সাহায্য করেন।

আমরা দেখেছি কিছু উগ্রপন্থী উপজাতি যুব সমিতির লোক তারা প্রকাশ্যে বন্দুক নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। এবং জোর করে জনসাধারণের থেকে চাঁদা আদায় করে। এবং তারা এভাবে নানা ধরনের খুন রাহাজানি, ডাকাতি ইত্যাদিও করে বেড়ায়। এদের কাছে কিছু দেশী বন্দুক যে-গুলির লাইসেন্স নেই সেই সব বন্দুক এরা ব্যবহার করছে। আমরা যে সকল বন্দুকের লাইসেন্স ছিল না সে সকল বন্দুক আমরা আটক করে নিয়েছি। কিন্তু ত্রিপুরার অভ্যন্তরে যে সকল উগ্র-পন্থী উপজাতি রয়েছে তাদের আমরা নিরস্ত্র না করা পর্য্যন্ত এরা এই সকল আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ডাকাতি খুন ইত্যাদি করে যাবে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে উপজাতি যুব সমিতি একটা সম্মে-লনে তারা দাবী করেছেন যে উপজাতি যুব সমিতির যাদের বন্দুক সরকার নিয়েছেন সরকার যেন তাদের বন্দুক ফেরত দিয়ে দেন। এই দাবী তারা করেছে। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হল শুধু উপ-জাতি যুব সমিতির যাদের বন্দুক নেওয়া হয়েছে তাদের লাইসেন্স ফেরত দিতে হবে কেন? আর অন্যান্য যাদের বন্দুক নিয়ে নেওয়া হয়েছে তারা কি অপরাধ করল? আসলে এই সব বন্দুক নিয়ে তারা দুস্কার্য্য করতে পারবে।

মাননীয় ডেপুটি স্পাকার, স্যার, দ্বিতীয় হচ্ছে বি, এস, এফ, এর যে অপ্রতুলতা সম্পর্কে আনা হয়েছে এটা সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি। তার বাইরে আর একটা দিকে মাননীয় ত্রানমন্ত্রী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সেটা হচ্ছে রাস্তাঘাটের অবস্থা। মাননীয় সদস্যরা জানেন একটা এলাকা, প্রায় সমগ্র এলাকাটা হচ্ছে নো মেনস্ ল্যাণ্ডের মত। বি, এস, এফ, লোকেদের থাকবার জায়গা নেই। প্রায় ৩০।৪০ মাইল হেঁটে যেতে হয়। সেজন্য বর্ষার সময় সেখান থেকে তাদের সরিয়ে আনতে হয়। সেখানে তাদের চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা নেই। আমরা গত চার বছর, এমন কোন সর্মেলন নেই যেখানে দিল্লীতে এই প্রশ্ন না তুলেছি যে ঐ উর্ত্তর পূর্বাঞ্চল এলাকাটি, যেটা একটা ইন-একসি-সেবল এলাকা সেখানে যেন তাঁরা রাস্তাঘাটের উন্নতির দিকে একটু মনোযোগ দেন। রাস্তাঘাট উন্নয়ন না করার ফলে সেখানে কোন ভেহিকেল যেতে পারেনা। অথবা রাস্তাঘাট উন্নয়নের জন্য যদি আমরা প্রয়োজনীয় অর্থ পাই তাহলে আমরাই সেই ব্যবস্থা করতে পারব। মর্ডানাই-জেশনের দরকার। যে সমস্ত এলাকায় আমাদের আর্মড পুলিশ এবং বি, এস, থাকে

সেইসমস্ত এলাকা মর্ডানাইজেশনকরা দরকার। বার্বড ওয়ার ফেনসিং এর চেয়ে ঐ সব কাজ আমাদের পক্ষে সহজ হবে। তৃতীয় হচ্ছে ভিলেজ রেসিস্টেন্টল্ গ্রোপ। অর্থাৎ গ্রামের মধ্যে একটা রক্ষী দল তৈরী করে, তাদের দিয়ে পাহারা দেওয়ানো, তাদের ট্রেনিং দেওয়া। খবরের কাগজে দেখলাম যে কোন একটা রাজ্যে ঠিক হয়েছে যে ডাকাত আসলেই সাইরেন বাজিয়ে দেবে। আমরা সাইরেন এর কথাই যে চিন্তা করছি তা নয়। বিভিন্ন সংকেত ধ্বনি দেওয়া যায়। শঙ্খ বাজানো যায়. ঢাক পেটানো যায়। কিছু কিছু গ্রুপ আমরা তৈরী করেছি। আরও কিছু গ্রুপ তৈরী করার ইচ্ছা আছে। একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে সেই গ্রুপের মধ্যে যদি কিছু লোক ঢুকে পড়ে যারা সরকারের কল্যান চায় না, তখন বিরুদ্ধ কাজ করতে পারে। কাজেই গ্রুপ বাছাই করার সময়ে অত্যন্ত সতর্কতার সংগে কাজ করতে হবে। বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র নেই সেটা বলা যায় না। কারণ দেখাযাচ্ছে যে ভোটের বাক্সে যেখানে বামফ্রন্ট সরকারকে হঠানো যাবেনা তখন ডাকাতি, খুন. সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে যাতে শ্রীমতী গান্ধী এই সরকারকে সরিয়ে দেন তার জন্য আবেদন নিবেদন ইত্যাদি আরম্ভ হয়ে গেছে। ইন্দিরা কংগ্রেসের যারা নেতৃস্থানীয় লোকেরা আছেন তারা এই ব্যাপারে সচেষ্ট আছে এবং একটা কেস করার চেষ্টা হচ্ছে যাতে বামফ্রন্ট সরকারকে হঠিয়ে রাষ্ট্রপতির শাসনের একটা পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়। কাজেই এই যে ডাকাতি, খুন, এবং বর্ডারে যে সমস্ত হচ্ছে মাননীয় সদস্যরা জানেন যে সিধাই থানাতে সেদিন কি হয়েছে। ক্লাস নাইনের একটা সবচেয়ে ভাল ছাত্র। তিনি গিয়েছেন ৭/৮ টি গরু নিয়ে রাখালী করতে। তাকে সেখানে কাটা হল এবং গরুগুলি বাংলাদেশে পাচার করে দেওয়া হল। বাংলাদেশের সংগে যদি যোগ সূত্র না থাকে তাহলে গরুগুলিকে বাংলাদেশে পাঠানো যায় না। কাজেই যারা ছেলেটাকে কেটেছে তারা বাংলাদেশে গরু পাঠানোর জন্য একটা যোগ সূত্র তৈরী করছে। কাজেই তাদের সন্ধান এবং কিছু কিছু লোককে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করা হচ্ছে। মনে রাখতে হবে এটা শুধু সিধাই এলাকার ঘটনা নয়, অন্য এলাকাতেও সেই চেষ্টা হচ্ছে। তারপর বলা হয়েছে সাবসিডি দেওয়ার জন্য। আমি বলেছি দিল্লীতে। কিন্তু তারা রাজী হননি। কমন সেড করে বডারের কাছাকাছি গরুগুলি রাখা যায় কিনা সেটা আমরা দেখছি গরুর পরিবর্তে পাওয়ার টিলার সংখ্যাও আমরা বাড়ানোর চেষ্টা করছি। বর্ডার এলাকাতে ব্যাংকও টাকা দিতে চায় না। কারণ বর্ডার থেকে গরু পাচার হবে কিনা তারা সে বিষয়ে সন্দেহ মুক্ত নন। কাজেই হাউসে তথ্য দেওয়া হয়েছে যে ১০০ টির উপর ডাকাত গ্রেপ্তার হয়েছে এবং এসব ডাকাত দলকে গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশ সর্ব্বোতোভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

Mr. Speaker—Next business before the House is another discussion on matter of urgent public importance raised by Sarvasree Ratimohan Jamatia and Gopal Ch. Das on "রাজ্যে ভয়াবহ খাদ্য সংকট সম্পর্কে।"

আমি, এখন মাননীয় সদস্য, শ্রীগোপাল দাসকে তাঁর আলোচনা শুরু করতে অনুরোধ করছি।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই হাউসের সামনে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা আমি আলোচনা করতে চাইছি, সেটা হচ্ছে, রাজ্যে ভয়াবহ খাদ্য সংকট সম্পর্কে। আজকে দীর্ঘ ৭/৮ মাস যাবত রাজ্যের মধ্যে যে অনাবৃষ্টি এবং খরা পরিস্থিতি চলছে, তার ফলে খাদ্যের ব্যাপারে একটা সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে আমরা দেখছি যে এই খরার ফলে রাজ্যের মধ্যে যারা সব চাইতে পিছিয়ে পড়া, অ-উন্নত, উপজাতি অংশের মানুষেরাই সব চাইতে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। কারণ খরা এবং অনাবৃষ্টির জন্য তাদের জমির ফসল নষ্ট হয়ে গেছে, ফলে দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন জায়গাতে চাউলের দাম হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে। কাজেই আজকে গরীব মানুষেরা একটা সংকট জনক পরিস্থির সম্মুক্ষীণ হয়ে পড়েছে। এই খরা এবং অনাবৃষ্টির জন্য বিভিন্ন ফসল মার খেয়েছে, প্রায় ৬০ থেকে ৭০ ভাগ ভাল ফসল নষ্ট হয়েছে। মানুষ বিশেষ ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকেরা যে আমন ফসলের নির্ভর করত, সেই ফসলটাই সবচাইতে বেশী মার খেয়েছে। কাজেই শুধু মাত্র কৃষকেরাই নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যে যে সমস্ত শ্রমিক, দিনমজুর বা ক্ষেত মজুর আছে বা ভূমিহীন আছে অথবা মধ্যবিত্ত পরিবার আছে, তারাও আজকে এর ফলে বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এখানে আমরা মাননীয় সদস্যরা যারা আছি, তারা সবাই এই সম্পর্কে ওয়াকি বহাল। আমনের পর যে রবি ফসল হওয়ার কথা, সেটাও মার খেয়েছে, কারণ অনাবৃষ্টি আর খরন দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। তারপরে যে বরো ফসল হওয়ার কথা, সেটাও সুবিধার নয় বলে মনে হচ্ছে, কারণ বরো ফসল করতে গেলে যে পরিমাণ জলের দরকার, তা পাওয়া যাচ্ছে না, খরা এবং অনাবৃষ্টি এখনও অব্যাহিত রয়েছে। আমরা এখনও বিজ্ঞানকে ঠিক মত আমাদের কাজে লাগাতে পারছি না, যদি আমরা আজকে বিজ্ঞানের যুগেই বাস করছি। কিন্তু অন্য দিকে আমরা দেখছি যে বিভিন্ন রাজ্যে বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং তারা খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকেরা ভারতের মধ্যে থেকেও এখন পর্যন্ত সেই সুবিধাটুকু পুরা মাত্রায় ভোগ করতে পারছে না, কারণ ধনবাদী কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের এই দিকে বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দিচ্ছেন না। ত্রিপুরা রাজ্যে জল সেচ ব্যবস্থাকে উন্নত করার জন্য যে দৃষ্টি দেওয়ার দরকার, কেন্দ্রীয় সরকার তা দিচ্ছেন না, কৃষকদের যে আরও সুযোগ সুবিধা দেওয়ার প্রয়োজন এবং তাদের আরও বেশী করে আর্থিক সাহায্য দরকার, সেই আর্থিক বরাদ্দ কেন্দ্র দিচ্ছেন না। অর্থাত কৃষক সমাজকে আরও উন্নত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কোন চেষ্টাই করছেন না। কেন্দ্রীয় সরকারের ধনবাদী এই যে দৃষ্টিভঙ্গি এই দৃষ্টি ভঙ্গির জন্যই আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকদের কোন উন্নতি হচ্ছে না, তারা নানা দিক থেকে বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষক সমাজের সঙ্গে আমরাও উদ্বেগ প্রকাশ না করে পাচ্ছি না। আমন ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর আমরা আশা করেছিলাম যে রবি ফসল দিয়ে, তার কিছুটা অংশ পূরণ করা সম্ভব হবে। কিন্তু যথা সময়ে বৃষ্টি না হওয়ার জন্য বর্তমানে যে খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে, তা আমাদের সকলের কাছেই উদ্বেগেরে বিষয়। ত্রিপুরা রাজ্যে এমনিতে কৃষি জমির পরিমাণ খুবই কম, তা সত্বেও আমাদের যেটুকু জমি আছে, সেই টুকুতে যদি জল সেচের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলেও তার থেকে আমরা কিছুটা সুফল পেতে পারি। কিন্তু আমরা দেখলাম যে

সেই সুযোগটাও আমাদেরকে ঠিক মত দেওয়া হচ্ছে না। কারণ আমাদের বামফ্রন্ট সরকার কৃষকদের জমিতে জল সেচ করার জন্য যে সমস্ত ব্যপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, সেটাও ঠিক মত কার্যকর করতে পারছেন না, কেন্দ্রীয় সরকার সেই সব পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য যে পরিমান অর্থের প্রয়োজন, সেই অর্থ বরাদ্দ করছেন না। ফলে অর্থ বরাদ্দ না করার জন্য আমাদের জলসেচ ব্যবস্থা যে পরিমাণে বাড়ানো দরকার, তাকে বাস্তবায়িত করা যাচ্ছে না। আমরা লক্ষ্য করছি যে বিদ্যুতের অভাবে বিভিন্ন জায়গাতে আমরা যে সামস্ত পাম্প সেট গুলি ইনষ্টলেশান করছি, সেগুলি অচল হয়ে পড়ে আছে, সেগুলিকে কৃষকদের কাজের সুবিধার জন্য চালু করা যাচ্ছে না। কাজেই দীর্ঘদিন যাবত সেখানে যে এুটি রয়েছে, প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে সেটাকে দূর করা যাচ্ছে না।

এই কিছুদিন আগে আমাদের চীফ সেক্রেটারী মহোদয় হদ্রাবাড়ীতে গিয়েছিলেন এবং তিনি সেখানকার জনসাধারণের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছেন, যে সমস্ত পাম্প সেটগুলি বিদ্যুতের অভাবে অচল হয়ে আছে, সেগুলি শীঘ্রই চালু করা হবে। কিন্তু আজকে বেশ কয়েক মাস হয়ে গেল, সেগুলি এখন পর্য্যন্ত চালু করা হয় নি, ফলে ঐ এলাকার জনসাধারণ জলসেচের জন্য প্রয়োজনীয় জল ঐসব পাম্প সেটগুলি থেকে পাচ্ছে না। শুধু কি এখানেই এই অবস্থা চলছে, তা নয়, উদয়পুরের একটা বিরাট এলাকাতেও বিদ্যুতের অভাবে পাম্প সেটগুলি চালু করা যাচ্ছে না। কাজেই আজকে আমরা এমন একটা অবস্থার মধ্যে এসে পড়েছি, যা অত্যন্ত উদ্বেগ জনক। কারণ এই বাজেট অধিবেশনের মধ্যে আমরা যে তথ্য পেয়েছি তা থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে এবারে শুধু আমন ফসলেরই ক্ষতি হয়েছে ৫৬,৮৬২ মেট্রিক টন, কিন্তু বেসরকারী হিসাব মত এটা আরও বেশী হতে পারে, আর রবি ফসল এবং বরো ফসলের হিসাব তো এর মধ্যে ধরা হয় নি। কাজেই এই রকম একটা অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাদের রেশন ব্যবস্থা, তাকে আরও শক্তিশালী করা দরকার, কিন্তু তা করতে হলেও যে পরিমাণ চাউলের দরকার, সেটা আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পাচ্ছি না, কারণ এফ. সি. আই. আমাদের সেই প্রয়োজনীয় চাউল পাঠাচ্ছে না। ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে আজকে কেন্দ্রীয় সরকার একটা সঙ্কটের মধ্যে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। বার বার আমরা এফ. সি. আইর কাছে চাউল পাঠাবার জন্য অনেক প্রস্তাব পাঠিয়েছি এবং আমাদের মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী অথবা খাদ্য মন্ত্রী মহোদয়ও এই সম্পর্কে নানা সময়ে এফ. সি. আইর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, কিন্তু এফ. সি. আই অথবা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে সেই রকম কোন সাড়া পাওয়া যায় নি। এই কিছু দিন আগেও আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন উদয়পুর সফরে গিয়েছিলেন; তখন তার হাতে কিছু পচা চাউলের নমুনা তুলে দিয়াছিলাম এবং তিনি অবশ্যই সেই সম্পর্কে এফ. সি. আইর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তাতে দেখছি কোন ফল হচ্ছে না। কাজেই ত্রিপুরার মানুষের দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে অথবা ত্রিপুরা সরকারের দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এই রাজ্যের বিরুদ্ধে এই সব চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছেন এবং ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে খাদ্যাভাবের মতো একটা সংকটের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছেন। শুধু কি তাই, গেল বছর থেকে কেন্দ্রীয় সরকার ফুড ফর ওয়ার্কের কাজ বলতে গেলে এক রকম বন্ধ করে দিয়েছিল, ফলে গ্রামের গরীব মানুষগুলি কাজের অভাবে দিন গুনছিলেন এবং তাতে করে যারা কৃষক তারাও কিছুটা বিপন্ন বোধ করেছিল।

কাজেই বর্তমানে গ্রামাঞ্চলের মধ্যে যে অবস্থা চলছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে কাজের দরকার, কারণ কাজ না পেলে মানুষগুলিকে না খেয়েই মরতে হবে। কিন্তু আমরা দেখেছি যে কেন্দ্রীয় সরকার ফুড ফর ওয়ার্ক অথবা এন. আর. পি যে পোগ্রাম ছিল সেগুলিকে দিনের পর দিন সংকুচিত করে দিচ্ছেন ফলে গ্রামের মানুষের হাতে সপ্তাহে দুই তিন দিনের কাজও থাকে না। কাজেই অন্ততঃ রেশন ব্যবস্থাটা যাতে গ্রামের মধ্যেও ঠিক ভাবে চালু থাকে, সেজন্য রাজ্য সরকারকে এখন থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে, তা নাহলে সঙ্কটের যে সৃষ্টি হয়েছে, তার মধ্যে পড়ে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষগুলি মারা যাবে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখেছি এই খরা পরিস্থিতির মোকাবেলায় রাজ্য সরকার তাঁর সীমিত ক্ষমতায় কিছু প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছেন। এবং আমরা আরও দেখেছি সরকার বিভিন্ন স্তরে এই খরা পরিস্থিতি মোকাবেলার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই আমরা দেখেছি যে আজকে কৃষকদের ভর্তুকী দিয়ে সার দেওয়া হচ্ছে। আমরা আরও দেখছি এই বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার চাষীদের শুধু সার নয় তাদের ভর্তুকী দিয়ে গম, আলু, বিভিন্ন ফসলের বীজ ও তাদের ভর্তুকী দিয়ে সরকার থেকে দেওয়া হচ্ছে। আমরা দেখেছি যে সরকার এই খরা পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে বার বার কেন্দ্র থেকে সমীক্ষক দল পাঠাবার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে কিন্তু আমরা দেখেছি যে সেই সমীক্ষক দল এখনও এসে পৌছায়নি। আমরা জানি না সেই সমীক্ষক দল কখন ত্রিপুরায় এসে পৌছাবেন। তবে আমাদের দাবী থাকছে এই কেন্দ্রীয় টিম ত্রিপুরার এই সমস্ত পরিস্থিতি বিবেচনা করে এই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ত্রিপুরা রাজ্যের খাদ্যের ভয়াবহ সংকটের কথা বিবেচনা করে যেন ত্রিপুরার খাদ্যের যোগান অব্যাহত রাখেন এবং ত্রিপুরার এন. আর. ই. পি. এবং এস. আর. ই. পির. জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের বরাদ্দ করেন। এই বলে ত্রিপুরার ২০ লক্ষ মানুষের এই ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্য তাদের উদ্বেগের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

(ইনক্লাব জিন্দাবাদ)।

কক্ বরক

—o—

শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আমার বক্তব্য কক্-বরকে রাখব। অরনি' সারা রাজ্যে যে খরা আংগাই খাংমানি ব-ন' আলোচনা খীলাইনানি বাগীই চাথাইনি যে সংকট যেটা অবস্থা তুগজাকওই তংমানি ব-ন' যাতে ত্রিপুরা সরকার এবং অরনি সদস্যবৃন্দ যারা তংনাই খতন সতর্ক আংনানি বানগ। তাই ওয়াইছা ওয়ান-ছকওই চাঁও পুরা আলোচনা খীলাইনানি বাগা মা আংখা। এবং যতটুকু চিনি মাননানি দরকার, যেটা চাঁও মানাই তংমানি ব-ন' ফান' যাতে সুষ্ঠুভাবে বিলি বন্টন জাংনাইজাক বনি ব্যবস্থা তিনি নানানি দরকার। কারন চিনি মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী ব বনি নিজিনি ভাষন' ছাওই তংখা। ওয়াতাই কাংইনি বাগাই কিংবা ওয়াতাই কাবাও আওঁ মানি কসে সারা ত্রিপুরা রাজ্য যে অবস্থা তুগজাকথা যে বিরাট আকারে খাদ্যনি সংকট তুগজাকনাই।

ঠিক তাই-ন' আংখা। যেটা গত বৎসর' নভেম্বর, ডিসেম্বর দিকে যগন হুগ খীলাই চানাই রগ-ন' চাও হুগ' এবং আফুরু ঘুরি ঘুরিই নাইখে চাও হুগ' ইযাগ' মাই কীরাইনি যে অবস্থা এবং পুরাপুরি ভাবে ঐ সমস্ত এলাকা যেমন চাও হুগাই তংগ রাইমা ভ্যালি মোটামুটি গণ্ডাছড়া Side-অ যে তংমানি আরনি' বিশেষ করে জগবন্ধু পাড়া, রত্তন নগর, গামছা পাড়া, এই সব জায়গা যে অবস্থা হুগাই ফাইমানি এবং তাবুক খবর মানো যে আরনি' তাবুক মাই তাই রগ চানানি কোন ব্যাস্থা নাজাকয়া। মাচায়ানি কারনে বিভিন্ন জাগা বলঙনি থা রুগুই মা চাখা। ঐ যে উদয়পুরনি একটা ঘটনা হেলেনপুর গাঁও সভা তংগ। বিশেষ করে আরনি' মগ, গারু সম্প্রদায় তংনাই রগ আরনি বরক-রগ বীছা বীতাই তীয়াই থা বলঙ থুরুই মা চাওই তংবাই-অ। এবং বরগন ছাংগাই নাইখা হানখে বরগ ব' ছাখা যে রীতিমত ভাবে চাও কোন রেশন মানয়া। যেখানে চিনি মাননানি বাস্তা সেখানে মানয়ানি কারনেই চাও থা বলঙরগ রুগাই মা চাঅ। এরকম যে কতগুলি জাগা চাও হুগাই তংমানি ব-ন' তাবুক পর্য্যন্ত সরকার পক্ষনি কোন ব্যবস্থা নায়া। আরনি বাগাই মাও মা হান যেভাবে খরা আংগাই থাংমানি। বিশেষ করে চাও তাবুক নাহাখে হুগ যেখানে ব্যুরো মাই নষ্ট আংগাই মানয়া, যেরকম কতগুলি এলাকা তংগ, যেখানে ইচ্ছা তংফান' আবতাই জাগা' বাঁধ তংফান' ব্যুরো খালাই মানয়া। আবতাই হাম জাগা' এমন একটা অবস্থা আংগাই থাংকা যে তাংগাই মাইরুং পাইতই চানানি, ছাকনি বীছা বীতাই পরিবার-ন' খোরাক রানানি এরকম একটা পরিবেশ শুধুছে কীরাইখা। যেখানে মাই চালায় পাইনানি থাংলাহা হানখেলাই প্রতি মনছে ৮০ টাকা। যার ফলে ঐ পাহাড় এলাকা যারা ওয়ানছা হানদি, চিনি বরক হানদি ঠিক বরগ-ব আহাই-ন' এরকম অবস্থা কালাই থাংকা। ছাকনি পরিবাররগ-ন' চেষ্টা নাই মানলিয়া। আবনি বাগাই চাও মা হান' ঐ যে বিভিন্ন জায়গায় যেরকম চাও খবর মানহরাই তংগ এবং বিভিন্নভাবে রিপোর্ট ছককাই-অ। কাঞ্চনপুর ব্লক ছামনু ব্লক অমতাই জাগা' তাবুক ফান' সঠিকভাবে সরকার উদ্যোগ নাওই মানয়া-খ'। যার ফলে আরনি হুগ তাংগাই চানাই রগ, তাংগাই চানাই-রগ তাবুক পর্য্যন্ত বরগনি পরিবার-ন' কাহামখেই তালাংনানি কোন ব্যবস্থা নাই মান-লিয়া। এবং তেইব চাও হুগ' বিশেষ করে অমরপুর এলাকানি কাচিগাঁও একটা মৌজা, আটরব্রা একটা মৌজা। এই সমস্ত এলাকায় ইচ্ছা খালাইফান' ব্যুরো ফসল খালাই মানয়া। এবং সিজন্যাল বাঁধ তৈরী খালাইওই আবনি' মাই বরনানি এরকম একটা উদ্যোগ ব-ন তাবুক পর্য্যন্ত চেষ্টা নাজাকয়া। যার ফলে আরনি' এরকম একটা চা ানি যে অভাব ভয়াবহ রুগজাকওই তংখা। আবতাই জাগা' যদি—সরকার পক্ষনি কোন ব্যবস্থা নাওই মানয়া হানখে হয়তো মাচায়ানি একটা দুঃখ আংবাই নাই। এবং কতগুলি জাগা' চাও হুগ' যেটা রেশন শপানি মাধ্যমে রানানি যে ব্যবস্থা নামানি আব'-ব আহাই-ন' হুগ কতগুলি দুষ্ট চক্র যারা নাকি ও হাময়া খালাই নাই বতাই দখল থুমনাই-নাই, ও মারুং-ন পার্সেল খালাই-মানি যে ব্যবস্থা নাজাকওই তংমানি চাও জাগা জাগা হুগওই তংগ। যেমন-পূর্ব খুপিলং গাঁওসভা আরনি কতগুলি মিলিলাই ঐ যে ডিলারনি যারা আত্মীয় স্বজন বতাই কয়েকজন মিলিওই যারা মাননানি বাস্তা বরগনি মাইরুং-ন' সরকার যদি ব-ন' কাহাম খালাইনানি চেষ্টা খালাইয়া

হানখেলাই অমতাই জাগা এমন একটা অবস্থা আংগাই থাংনাই যার ফলে এই যে সমস্যা তংমানি ন-ন মিটমাট খালাই মানয়া হানখে অসুবিধা আংনাই। কাজেই-ন' আও চিনি চাহাই মন্ত্রী-ন' অনুরোধ খালাইয়ানো যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার-ন' দোষ রামানি লগে লম্রে চাও মা ছাওনাই যে চিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি বিছিংগ-ন' বাহাই বাহাই তাম অসুবিধা তদা তং আবরগন যদিন ব্যবস্থা নাঅই মানয়া হানখেলাই এমন একটা অসুবিধা আংগাই থাংনাই। যারফলে চাওবাই চাও বুলাই তকলাই আওনাই। কাজেই-ন' কেন্দ্রীয় সরকার ন দোষ রানানি ছাকাং চিনি নিজেরা মধ্যে-ন ছাকাং সচেতন মা আংনাই। এবং যাতে ঐ খাদ্য কৃত্রিম মুগজকমানি বনি ব্যবস্থা নানানি বাগাই ব-ন' ব্যবস্থা নানানি বাগাই আও অনুরোধ নারাকঅই আনি কক অরন প ই রাখা।

বঙ্গানুবাদ

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আমার বক্তব্য কক্ বরকে রাখব। ত্রিপুরা রাজ্যে যে খরা হয়ে গিয়েছিল তাকে আলোচনা করার জন্য এবং খাদ্যের যে সংকট দেখা দিচ্ছে সেটাকে ত্রিপুরা সরকার এবং এই হাউসের সদস্যবৃন্দ যারা রয়েছেন সবাই সতর্ক হওয়া দরকার। এই অবস্থা চিন্তা করেই পুনরায় আলোচনা করতে বাধ্য হয়েছি। যতটুকু আমাদের প্রাপ্য, আমরা যে পরিমাণ পাচ্ছি, সেটা যাতে সুষ্ঠভাবে বিলিবটন হয় তার ব্যবস্থা নেয়া দরকার। কারণ, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী তাঁর নিজের ভাষণেই বলেছেন—"অনাবৃষ্টির ফলে কিংবা বেশী বৃষ্টিপাতের ফলে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যে অবস্থা দেখা দিয়েছে তার ফলে খাদ্যের বিরাট অভাব দেখা দিতে পারে"। ঠিক তাই হয়েছে, যেটা গত বৎসরে নভেম্বর, ডিসেম্বর, যখন যারা জুমচাষ করে জীবন ধারণ করছে তাদেরকে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেকেই জুমের ফসল পেল না। এবং সেই সময় আমরা অনেক জায়গায় ঘুরে দেখতে পেয়েছি অনেক জুমিয়াই অনাহারে থাকতে হয়েছে। এরকম ভাবে কতগুলি জায়গা আমরা ঘুরে দেখেছি, যেমন—রাইমাভ্যালী গণ্ডাছড়া, জগবন্ধু পাড়া, রতন নগর' গান্ধী পাড়া এই সমস্ত জায়গা আমরা দেখে এসেছি এবং এখন আমরা, আরো খবর পেয়েছি এই সমস্ত এলাকায় অনাহারে থাকতে হয়েছে। তারজন্য কোন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না, খাদ্যের অভাবে বনের আলু সিদ্ধ করে কোন রকমে খেয়ে বেঁচে রয়েছে। ঐ যে উদয়পুরের একটা ঘটনা, সেখানে হেলেনপুর নামে একটি গাঁও সভা আছে। সেই গাঁও সভাতে বিশেষ করে গারু, মগ সম্প্রদায়ের যারা রয়েছেন তারা ছেলেমেয়ে নিয়ে বনে গিয়ে বনের আলুর অনুসন্ধানে যেতে হচ্ছে এবং তারা বনের আলু খেয়েই বেঁচে রয়েছে। এবং আমরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলেন" আমাদের রেশন কার্ড থাকলেও আমরা রেশনের কোন জিনিষপত্র পাচ্ছিনা। যেখানে আমাদের রেশন কার্ড দিয়ে চাউল, আটা পেতাম সেটাও আমরা পাচ্ছিনা তার জন্যই আমরা বনের আলু খেতে হচ্ছে" তারজন্যই আমি অনুরোধ করিতেছি, যেখানে বুরো ধান নষ্ট হতে পারে না এরকম কতগুলি এলাকা আছে, যেখানে ইচ্ছা থাকলেও এবং সেই সব জায়গায় বাঁধ থাকা সত্বেও বুরো করতে পারছে না। এই রকম জায়গা এমন একটা অবস্থা হয়ে গিয়েছে, কাজ

করে চাউল কিনে খাবার দেয়ার মত, এবং পরিবারকে নিজের লোককে খোরাকী দেয়ার মত পরিবেশ পর্য্যন্ত ছিল না, যেখানে ধান কিনতে গেলে মণ প্রতি ৮০ থেকে ৯০ টাকা, যার ফলে ঐ সমস্ত পাহাড় এলাকায় বাঙ্গালী পাহাড়ী সবাইকে এই রকম অবস্থায় পড়তে হয়েছে। এমন কি নিজের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে সাহায্য করার মত কোন উপায় ছিল না। তার জন্যই আমরা বলতে হয়, ঐ যে বিভিন্ন জায়গা এ রকম খবর আসছে, এবং আরো বিভিন্ন ভাবে রিপোর্ট আমাদের কাছে আসছে। কাঞ্চনপুর ব্লক, ছামনু ব্লক সব জায়গায় এখন সরকার সঠিকভাবে উদ্যোগ নিতে পাচ্ছে না। তার কারণেই ঐ সমস্ত অঞ্চলের যারা জুম চাষ করে জীবন ধারণ করছে, যারা কাজ করে থাচ্ছে এখন পর্য্যন্ত এই রকম পরিবারকে সুষ্ঠ ভাবে নিয়ে যাবার কোন ব্যবস্থা নিতে পাচ্ছে না। এবং আমরা আরো দেখতে পাচ্ছি, বিশেষ করে অমরপুর এলাকায়, কাচিগাং একটা মৌজা আঠার ব্লা একটা মৌজা, ঐ সমস্ত এলাকায় ইচ্ছা থাকলেও বুরো করতে পাচ্ছে না, এবং সিজন্যাল বাঁধ তৈরী করে সেখানে বুরো ধান রোপণ করার এরকম উদ্যোগ এখনও নেয়া হয়নি। তার ফলে সেখানের কৃষকদের খাদ্যের অভাব ভয়াবহ দেখা দিয়েছে। ঐ সমস্ত জায়গায় যদি সরকার পক্ষ থেকে কোন ব্যবস্থা নিতে না পারে—তাহলে সেখানে খাদ্যের আরো অভাব হবে এবং কতগুলি জায়গায় আমরা দেখতে পাই যেখানে রেশন সপের মাধ্যমে জিনিষ পত্র দেয়ার যে নিয়ম হয়েছিল সে ব্যাপারেও আমরা দেখতে পাই যে, কতগুলি দুষ্ট লোক, রেশন সপ ডীলার তারা অসৎ উপায়ে চাউল, কেরোসিন, চিনি কালো বাজারে সরবরাহ করছে, এটা আমরা বিভিন্ন জাগায় দেখতে পেয়েছি। যেমন পূর্ব খুপীলং গাঁওসভাতে সেখানে কয়েকজন মিলে ডীলারের যারা আত্মীয়স্বজন এরকম কয়েক জন মিলে, যারা রেশন কার্ডের মাধ্যমে চাউল, কেরোসিন, চিনি পেতেন, তাদের এই সমস্ত জিনিষপত্র রাত্রি বেলায় কালো বাজারী করে থাকেন। এবং সরকার যদি এরকম অবস্থাকে একটা সুরাহা না করে তাহলে ঐ সমস্ত জাগায় লোক আরো বিপদে পড়বে, ঐ যে তাদের সমস্যা মিটমাট না হবে আরো অসুবিধায় পড়তে হবে। কাজেই আমি আমাদের মাননীয় খাদ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব কেন্দ্রীয় সরকারকে দোষ না দিয়ে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যেই খাদ্যের ব্যাপারে কোন অসুবিধা আছে কি না সেটাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যদি অনুসন্ধান না করা হয় তাহলে গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণ আরো খাদ্য সঙ্কটে পড়বে। এরকম অবস্থা হলে আমাদের মধ্যেই ঝগড়া ঝাটি হবে। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকারকে দোষ দেয়ার আগেই আমাদের মধ্যেই আগে ঠিক হতে হবে এবং খাদ্যের যে সঙ্কট দেখা দিয়েছে তার ব্যবস্থা নেয়ার জন্য অনুরোধ করে আমার বক্তৃতা এখানেই শেষ করছি।

মি: স্পীকার :—শ্রীজীতেন্দ্র লাল সরকার।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল সরকার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়া এবং গোপাল দাস স্বল্পকালীন আলোচনার জন্য একটা প্রস্তাব এখানে উত্থাপন করেছেন, প্রস্তাবটা হল রাজ্যে ভয়াভয় খাদ্য সংকট সম্পর্কে আমি তার উপর বক্তব্য রাখছি। দীর্ঘদীন ধরে খরা পরিস্থিতি ত্রিপুরা রাজ্যে একটা ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করেছে। এই খরার জন্য রাজ্যে জুমিয়া এলাকার সমস্ত ফসল নষ্ট হয়ে গেছে এবং সমতল এলাকার ফসলও নষ্ট হয়েছে। প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ ফসল নষ্ট হয়েছে। এই খরা পরিস্থিতি মোকাবেলা করার

জন্য যে টাকার দরকার সেই টাকা ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছেন না। ত্রিপুরা রাজ্যে গ্রামীণ যে বেকার তাদের কর্মসংস্থানের জন্য রাজ্য সরকার ফুড ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রোগ্রাম নিয়েছেন। কিন্তু সেটাও কেন্দ্রীয় সরকার বন্ধ করে দিয়েছেন এবং এস. আর ই. পি এখানে চালু করেছেন। কিন্তু সেটারও যে রিকোয়ারমেন্টে সেটাও কেন্দ্রীয় সরকার কমিয়ে দিয়েছেন। যার ফলে এই স্কীমের কাজও ব্যাহত হচ্ছে। কিন্তু তথাপি রাজ্য সরকারের উদ্যোগের ফলে গ্রামের গরীব কৃষকরা উপকৃত হচ্ছেন। কিন্তু এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিভংগীটা কি দেখছি ? রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বাম-ফ্রন্ট সরকারকে সাহায্য করছেন না। কিন্তু রাজ্য সরকারের এমন কোন রিসোর্স নেই যার দ্বারা বামফ্রন্ট সরকার পুরো উদ্যোগে কাজ করতে পারেন। জনসাধারণের কাছে বামফ্রন্ট সরকারকে হেয় করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তবু বাফ্রন্ট সরকার জুমিয়াদের এবং গরীব অংশের মানুষদেরকে সাহায্য করার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। জুমিয়াদের মধ্যে বীজধান বিলি বন্টন করে দেওয়া হচ্ছে এবং যে স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠিত হয়েছে সেই পরিষদকে রাজ্যে সরকার ক্ষমতা দিয়েছেন। জুমিয়াদের ৩০৩২টি পরিবারকে বীজ ধান দিয়ে দেবেন এবং সেখানে প্রতিবারকে ১০০ টাকা চাষের জন্য খরচা দেবেন। সমতলে ইরিগেশন, সিজন্যাল বাঁধ এবং জলাধার সৃষ্টি করে জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করার জল সেচের ব্যবস্থা করার জন্য রাজ্যে সরকার উদ্যোগ নিয়েছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারকে এই সমস্ত প্রোগ্রাম বস্তবায়িত করার জন্য এগিয়ে আসা দরকার। তাছাড়া ত্রিপুরাতে যে রাজনৈতিক দুষ্ট চক্রগুলি আছে যেমন কংগ্রেস (আই), উপজাতি যুব সমিতি এবং আমরা বাঙ্গালী ওরা রাজ্যে সরকার বর্তৃক গৃহীত এই পদক্ষেপগুলি রূপায়ণে বাধার সৃষ্টি করছে। ত্রিপুরাতে এখন যেটা বেশী দরকার সেটা হল শান্তীর পরিবেশ সৃষ্টি করা। কিন্তু উপজাতি যুব সমিতি একটু আগে হাউসে প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয়েছে যে তারা রাজ্যে খুন, ডাকাতি রাহাজানি করে যাচ্ছে দাংঙ্গা বাঁধাচ্ছে। এইভাবে ত্রিপুরার অগ্রগতিকে সত্বন্ধ করে দিচ্ছে। সর্বশেষে আমি বলতে চাই এই সমস্ত পরিকল্পনা যেগুলি বামফ্রন্ট সরকার গ্রহণ করেছেন সেগুলি রূপায়িত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত রাজ্য সরকারকে টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করা। এই প্রস্তাবের উপর আরও মাননীয় সদস্যগণ বক্তব্য রাখবেন এবং এই প্রস্তাবকে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিতে নেবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীব্রজ মোহন জমাতিয়া।

কক্-বরক

শ্রী ব্রজমোহন জমাতিয়া :—মান গীনাং স্পীকার স্যার,—অরনি মান গীনাঙ সদস্য গোপাল দাস এবং রতিমোহন জমাতিয়া ছং যে আলোচনা খীলাইমানি আঙ আবন' আলোচনা খীলাইনাই। চিনি ত্রিপুরা রাজ্য আঁংখা বলঙ, পাহাড় তংগ'। চিনি পাহাড়ী জুমিয়া তংনাইরগ, আবরগ সবসময় হুগনি উপরে নির্ভর। ফসল কাইছা নষ্ট আংলাহা হীনখেলাই বরগনি তাই উপায় কীরীই। তবে আগি হাই বলঙ কাহাম-ব, কারীখা। বা

হারেফ বকৃব, ক'রাই-খা। তার কারনে গত থরানি মারফতে ফসল মানলিয়া। তবে যারা চিনি সমাজ' তংনাইরগ মহাজননি শোষনবাই যারা আধা জুমিয়া, যারা ল্যাণ্ড-লেস আবরগ খুব অভাব আংখামো। তবে চিনি বামফ্রন্ট সরকার লক্ষ্য খীলাই-অ তামখেই বাচি-রীনাই জুমিয়া-রগন'। তবে পাটরগ, ছিপিংরগ ফালাই কিছামিছা রাঙ রগ তংজামানি আবন' উপজাতি যুব সমিতি-ছং ছিলাই ফুমুগাই নাইলাহা হানখেলাই জুমিয়া-রগ তেইব অসুবিধা আংনাই। তবে কতগুলি জাগা পাহাড় অঞ্চল' কতগুলি উপজাতি যুবসমিতিনি এলাকা, এবং আবতাই এলাকানি প্রধান-রগ চাঙ পরিকল্পনা খীলাইনানি খাংকা হানখেলাই ও প্রধান-রগ ছামুং তাংরানা ছইয়া। তাছাড়া চাঙ তাবুক তাম' খেই ছানাম নাই। জাগা জাগা ছিলই তায়াই গুরিই তংগ, কাজ বন্ধ। বরক-রগ মাচায়া আংগাই তংখা, বরগ আব' চিন্তা খীলাইয়া। সাবরুম হইতে ধর্মনগর পর্য্যন্ত মুক্তাঞ্চল খীলাইনানি নাই-অ। এবং চিনি সরকার পঞ্চায়েৎ সেক্রেটারী তংনাইরগ আবতাই-রগ-ন' কিরিওই মাজাগা-রগ থাংরাগয়া, থাংওই তংখেছে চাকুরী আহাই হানাই তংবাই-অ। এবং আবতাই খেই' কিরিওই তংখা হানাখে বরগ আর তামগেই থাংর'গ নাই। তৈইদ্রু সম্মেলন' বরগ তাম সিদ্ধান্ত খীলাইখা-ছিলাই তায়াই গুরিখা হানখেলাই চাঁদা খলকা হানখে কিংবা বরগ মাছা মাছা নিখোঁজ খীলাইখা হানখেলাই ও এলাকা' নিরগ মাচায়া আংনাই নিরগ মিছিল তুবুদি। মিছিল তুইফাই ব্লক' আন্দোলন খীলাই ফাইদি আহাইখে ও কংগ্রেস (আই) ছং-ব' বাচানাই চাঙ ত বাচানাই, তার পরেছে বামফ্রন্ট-ন' ছাবাই মাননাই। আহাই হানাই বরগনি সম্মেলন' কর্মসূচি নালাইমানি। কিন্তু বরগ ইন্দিরা গান্ধীবাই থাংগাই মালাই আহাই খীলাইখেই ছে নিরগ বামফ্রন্ট সরকার-ন' ছাবাই মাননাই নরগ আহাই খীলাইখেইছে নিরগ-না 6th Schduled রীনাই। আর নিরগ যে, অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক কাউনসিল মানমানি নিরগ আববাই বিছু'ব আংয়া। নিরগ যদি ন' অমহাই খীলাই মানয়া হান খেলাই সারা ত্রিপুরান' নিরগ ছানামওই মাননাই। বরগ ইন্দিরা গান্ধী বাই আহাই হানাই রহর জাকখা। তাছাডা যে গতবার দ্রাউ কুমার ছামানি আঙছে আসামী ন' রমরায়া ফ দ্রাউনি কক বাই ডাকাত খীলাইখা তার পরে তাম' খীলাই আন' বরগ দোষ বেরগা যে আঙছে আসামী রমরায়া হানাই ছাওই তংগ। গত ১৭ তারিখ বাগাফা সম্মেলন, আফুরুছে বরগ তাম' খীলাইখা দেবব্রত কলই, বিশ্ব কুমার দেববর্ম্মা ফাইওই আর' মস্তু আউট পোষ্ট ফাইওই চিতুরিয়া প্রধান বাইখেই হাফকাইলাই অ। দ্রাউ কুমার রিয়াং ছং সবসময় মিছিল মিটিং খীলাই-অ। এবং তিনিনি খরানি সম্পর্কে আলোচনা খীলাই বন' মোকাবিলা খীলাইনা অনুরোধ নারীগাই আনি বক্তৃতা অরন' পাইরখা।

"বঙ্গানুবাদ"

শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই হাউসের মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল দাস এবং মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া খরা নিয়ে যে আলোচনা এনেছেন এটাকে নিয়ে আমি আলোচনা করব। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য হচ্ছে বন এবং পাহাড়ের সংখ্যা বেশী। আমাদের পাহাড়ীরা যারা জুমিয়া বা যারা জুম চাষ করে তারা সর্ব্বদাই জুমের উপর নির্ভর। একবার জুমের ফসল না পেলে, অনাবৃষ্টি হলে একবার জুমের ফসল নষ্ট হয়ে গেলে তাদের আর

কোন উপায় থাকে না। তার কারণে গত খরাতে অনেক জুমিয়া ফসল পেল না। তবে যারা আমাদের সমাজে রয়েছে, তারা সবাই মহাজনের শোষণ হয়েছে এবং যারা আধা জুমিয়া রয়েছে তাদেরকেও শোষণ করেছে। আর যারা ভূমিহীন রয়েছে তাদের আরও বিপদে পড়তে হত। তবে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার তাদেরকে কি ভাবে বাঁচাতে হবে সর্ব্বদা চিন্তা করে থাকেন। তবে তারা কিছু টাকা সঞ্চয় করলেও উপজাতি যুব সমিতির সমর্থকরা যদি জোরপূর্ব্বক বন্দুক দেখিয়ে টাকা নিয়ে যায় তাহলে তাদের পক্ষে আরো অসুবিধা পড়তে হবে। তবে কতগুলি পাহাড় অঞ্চল আছে, এগুলি উপজাতি যুব সমিতির এলাকা, ঐ সব এলাকার প্রধানরা আমরা যে কোন একটা কাজের পরিকল্পনা করতে গেলে অথবা গ্রামের লোককে কাজ করাতে গেলে উপজাতি যুব সমিতির প্রধানরা বাঁধা দিচ্ছে। তাহলে আমরা কি ভাবে গ্রামোন্নয়নের কাজ করতে পারব? এবং জাগায় জাগায় উপজাতি যুব সমিতির সমর্থকরা বন্দুক নিয়ে ঘুরাফেরা করছে, তার জন্য এখন গ্রামাঞ্চলে কাজ বন্ধ হয়ে রয়েছে। গ্রামের যারা অনাহারে রয়েছে সেটাকে উপজাতি যুব সমিতির সমর্থকরা ভাবছেন না। তারা ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত মুক্তাঞ্চল করতে চাচ্ছে এবং আমাদের সরকারী কর্মচারী, পঞ্চায়েত সেক্রেটারী যারা রয়েছেন তারা উগ্রপন্থীদের ভয়ে সেই সব জায়গায় যেতে সাহস পাচ্ছেন না। এই সমস্ত কর্মচারীরা বলে থাকেন যে, বেঁচে থাকলে তারপর চাকুরী। ওই রকম ভয় থাকলে তারা কিভাবে সেখানে যেতে সাহস পাবে? তইদু সম্মেলনে তারা কি সিদ্ধান্ত নিয়েছে—বন্দুক নিয়ে ঘুরাফেরা করলে চাঁদা আদায় করা যাবে, এবং দুই একজন নির্খোজ করতে পারলে কংগ্রেস (আই) তারাও সমর্থন করবে, তারপর বামফ্রন্ট সরকার ভেঙ্গে যাবে। এ রকম ভাবে তারা সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তারা দিল্লীতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সাথে শলা পরামর্শ করেছিল এবং শ্রীমতি গান্ধী তাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, "তোমরা এ রকম করলে বামফ্রন্ট সরকার ভেঙ্গে যাবে, তোমরা এরকম করলে তারপরে 6th Schopule পাবে। ত্রিপুরা রাজ্যে স্ব-শাসিত জেলাপরিষদ যে দিয়েছে সেটা দিয়ে তোমাদের কিছুই হবে না। এরকম যদি করতে পার, তাহলে তোমরা নূতন ত্রিপুরা গড়তে পারবে।" এরকম ভাবে শ্রীমতি গান্ধী তাদেরকে বুদ্ধি শিখিয়ে দিয়েছে। তাছাড়া গতবার দ্রাউ কুমার যে বলেছেন, আমি নাকি আসামীকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিচ্ছি না। দ্রাউ কুমারের কথায় ডাকাত করেছে তার পরে আমাকে দোষ দিয়েছে যে আমি নাকি আসামী ধরিয়ে দিচ্ছি না। এরকম তারা এই হাউসে বলছে। গত ১৭ ই মার্চ্চ বগাফা সম্মেলনে তারা কি করেছে, দেবব্রত কলই, বিশ্ব কুমার দেববর্ম্মা তারা মনু চেক পোষ্টে এসে চিতুরিয়া প্রধানের সাথে থানাতে এসে প্রবেশ করেছিল। এবং দ্রাউ কুমার রিয়াং তারা সব সময়ই এ রকম মিটিং, মিছিল করে থাকেন। আমি আর বেশী বলবনা, আজকে এই খরা মোকাবিলা করবার অনুরোধ রেখে আমার বর্ত্তৃতা এখানেই শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াংকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :—মি: স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া এবং মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস মহাশয় ত্রিপুরার ভয়াবহ খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে যে আলোচনার প্রস্তাব এখানে এনেছেন এটাকে আমি সমর্থন করি। এটা সত্যি যে, এখন

পাহাড় অঞ্চলে ভয়াবহ খাদ্য সংকট চলছে। আমি উত্তর ত্রিপুরায় একটি গ্রামে ঘুরেছি। সেখানে দেখেছি যে, এমন বাড়ী খুব কম আছে যে বাড়ীতে চাল আছে। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারি, জঙ্গলের খাদ্য চালের সঙ্গে মিশিয়ে মিশিয়ে খাচ্ছে। চণ্ডীপুর, মহানগর, মনু, ছৈলেংটা এবং কৈলাসহর মহকুমার গোবিন্দপুর অর্থাৎ সীমান্তবর্তী এলাকায় যারা জুম চাষ করছে তাদের খাদ্যাভাব দেখা যাচ্ছে। এর মধ্যে আর একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, রেশনের চাল ডিষ্ট্রিবিউশান সঠিক ভাবে হচ্ছে না, এন, আর. ই. পি., এস, আর, ই, পি, এর চাল ঠিক ভাবে ডিষ্ট্রিবিউশান হচ্ছে না। যেখানে দেওয়া দরকার সেখানে না দিয়ে সরকারের দল যেখানে বেশী সেখানেই দেওয়া হচ্ছে। যার ফলে এলেমপুর এবং তৎ-সংলগ্ন এলাকায় চাল যাচ্ছে না। সেখান থেকে বার বার আবেদন করা হচ্ছে. রাস্তা তৈরী করার জন্য, পুকুর তৈরী করার জন্য। কিন্তু প্রধান কিছুই করছেন না। কাজেই সরকারকে আবেদন করব, রেশন ব্যবস্থা জোরদার করুন, এবং খাদ্যাভাব মোকাবিলার জন্য সঠিক মনোভাব নিন। এন. আর, ই, পি., এস, আর, ই, পি, এর চাল বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে না পাঠিয়ে সব জায়গায় সমান ভাবে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। কেন্দ্র থেকে কম পাওয়া গেছে এটা ঠিক। তবে যা পাওয়া গেছে তা সঠিক ভাবে ডিষ্ট্রিবিউশান হচ্ছে না। কাজেই উপজাতি যুব সমিতি থেকে এর আগেও আবেদন করেছিল যে, পাহাড় অঞ্চলে ডাবল রেশনিং ব্যবস্থা অতি সত্বর করা হউক, কাজের ব্যবস্থা করা হউক এবং গ্রামাঞ্চলে যাতে কাজ পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা হউক। এখনও আমি এই অভিমত পোষণ করি এবং সরকারের কাছে আবেদন করব যে, যে সীমিত চাল পাওয়া গেছে কেন্দ্র থেকে এটা সঠিক ভাবে ডিষ্ট্রিবিউশান করা হউক। খাদ্য নিয়ে যাতে দলবাজী করা না হয় এই আবেদন রেখেই আমি শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমন্দিদা রিয়াং।

শ্রীমন্দিদা রিয়াং :—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া এবং শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবের উপর আমি আমার বক্তব্য রাখছি। সারা ত্রিপুরায় খাদ্য সংকট ভয়াবহ। খরা পরিস্থিতির ফলে বিশেষ করে জুমিয়া এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এ সম্পর্কে আমি বিশেষ কিছু বলছি না। তবে সংক্ষেপে আমি বলতে চাই, জুমিয়া এলাকার একমাত্র ফসল জুম চাষ। এই জুম চাষের উপর সে এক বছর নির্ভর করে থাকে। আজকে এই ফসল খরার জন্য হচ্ছে না। শুধু জুমিয়া এলাকাই নয়, সমতল এলাকার ফসলও নষ্ট হয়ে গেছে। এই পরিস্থিতিতে আমরা যে দিকেই তাকাই সে দিকেই তীব্র খাদ্য সংকট। তবে বিশেষ করে জম্পুই ও তার আশে পাশের জুমিয়া এলাকায় খাদ্যাভাব আছে, খাদ্যাভাব আছে দামছড়া, খেদাছড়া সমস্ত পাহাড়ী এলাকাতেই খাদ্য সংকট চলছে। উত্তর বাঘমারা, দক্ষিণ বাঘমারা, সমস্ত লালছড়াতে এবং জুমিয়ারা বিশেষ ভাবে খাদ্য সংকটে পড়েছে।

স্যার, আমরা দেখেছি গত ডিসেম্বর মাস থেকে পাহাড়ী এলাকায় টি, ইউ, জে, এস-এর লোকেরা রাইফেল নিয়ে ঘোরাফিরা করছে এবং ওরা জোর করে চাঁদা আদায় করছে। শুধু তাই নয় উগ্রপন্থারা এই আনন্দ বাজার এলাকায় রেশন ডীলারদের কাছ থেকে নৌকা নিয়ে

এসে জোর করে চাউল নিয়ে যায়, ১০০ টাকা করে জোর করে চাঁদা আদায় করে। যদি কেউ চাঁদা দিতে অস্বীকার করে তাহলে তার জীবন নাশের হুমকি তারা দেয়। স্যার, বামফ্রন্ট সরকার জুমিয়াদেরকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য যে কর্মসূচী নিয়েছেন, সে কর্মসূচীকে বানচাল করার জন্য উগ্রপন্থীরা নানা প্রকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। স্যার, কেন্দ্রীয় সরকার সীমান্তাঞ্চলগুলিকে শক্তিশালী করবেন এবং ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার গরীব পাহাড়ী-বাংগালীদের খাইয়ে-পড়িয়ে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যে সব কর্মসূচী নিয়েছেন ত্রিপুরার ২০ লক্ষ মানুষের স্বার্থে সে সব কর্মসূচীকে বাস্তবে রূপদানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করবেন এই আবেদন রেখেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

কক্-বরক

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ;—মানগানাও Speaker Sir, তিনি অরনি মানগানাও আদং রতিমোহন জমাতিয়া যে কক-তামা তিসামনি আর' বারি গথকথা। তাবুক কামি কামিঅ মাচায়া মানাংয়া অবহা চালই তংগ। বিশেষ খালাই আঠারমুড়া, বড়মুড়া, লংতোরাই আবতাই অমতাই হাই যারা হাথাই সাক্রম তংনাইরগ বরক মাচায়া আং তংগ। আরনিঅ S.R.E.P ব থাংয়া N R.E.P বন্ধ, বানবাদে অবনিঅ আংখাহুক তাং চানাইরগ, বরক পুইলা দিগি ওয়াতাই কাবাং কাইমানি ফলে হুক হামরাই মানলিয়া বনি উলথে তাই অন্ন লামাতাই মাইরুংরগ জোগার খালাইনানি আবতাই লামা ব কারাই বনি ফলে, বতাই এলাকাঅ হানরে ন মাচায়া আং তংগ। মানগানাও Speaker Sir, তাই কাইসা চাং নুগ চা শুধু হাথাই সাকা তংনাইয়া অরনিঅ যারা হাথাই তলা তংনাইরগ, যে বরকনি খেত গানাভ বরক ব তিনি মাচায়া মানাংয়া আং তংগ। সমস্ত ত্রিপুরা অ অমহাই অবহা চাংনুগ। মানগানাও Speaker Sir, বনি বাগাই কিন্তু চাং বেবাগ ন প্রকৃতিন দায়া খালাইথে আব চায়া অ কালাই নাই। রাজ্য সরকারনি চায়া ব তংগ। বন'ব চাঙ তিসাই রমনানি বানতা তংগ। মানগানাও Speaker কক্, আং থরানি সময় নকুষা যে Minor Irrigation, Diversion Scheme, Pump Set বতাইরগ রাঙাকমানি, কোন কোন জাগানে Electricity কারাই নি বাংগাই যেমন কাতলামারা এলাকাঅ Irrigation Centre তংগ কিন্তু Current কারাই চালকজাকলিয়া। বনি বাং আব সরকায় বাসাক ক্ষতি আংথা আব এসেম খালাইয়া এবং সেই অমরপুর চানদুকছড়া Diversion Scheme আর ব মানলা যদি কারিগর থাংগাই সামুং তাংখেন অন্তত আর নি ১০০ পরিবার নি নগ' তাবুক বাই তংগামু। আসাক দুলুমা পানথর আওয়ার জাগা কাহাম অথচ আর মাই আংলিয়া, অ হাগেন তাইত জামুকছড়া নিব আরব' হাইন মেরামত খালাই জাকয়া, মাত্র পাঁচ ছয়দিন তা নেন আংনামু। কয়েকশ তুখুংগ' তিনি মাই কারাই। অম্পিনগর Minor Irrigation Scheme তংমানি এবং যন্ত্রণা পাড়া যে Irrigation scheme তংমানি আব আং গুরিই নাইলাছা কোন খানে সামুং খালাইজাকয়া এবং অম্পিছড়া আর মুকথা কামি কাই সামুং খালাই-জাকয়া। এই বাঁধ খালাইনাই হানথে আর যে গার্ড তংনাই ব খালাই নাই তাই কাতার

নি বরক তাইখে মানাংমা। ঠিক হাইহেন বাগমা অ কাখাইদি ঠিক এরকম অবস্থা তাইনি কোন ব্যবস্থা কারাই Deep tube Well নি কোন ব্যবস্থা নাজাকমা। হয় Current আংমা নয় Pipe কারাই অ হাই, অবস্থা মাননীয় Speaker Sir, তিনি ত্রিপুরা এই মাচায়া এই বিশাল সমস্যা আংমানি বনি বাং সরকার নি ব অবহেলা এবং গাফিলতি নিবাং বাসাক কাবাং ববক মাই কারাই অভাব' কালাই রাখা, বাংকুকথা আব' এসেম খালাইনানি দরকার তংগ। আসাক যেন সরকার অরনিম বাসাক দায়ী বন' চাং রম মান।

মাননীয় Speaker Sir, অব ঠিকন' খরা আংয়ানে অথবা সাতাই কাবাংনে ওয়াখে অমতাই আহা আংগানাক গমু কিন্তু সরকার এই সমস্ত Scheme চালকয়ানি বাং নানারকম গা ফলতি খালাইমানি বাং সাক নাংয়া খালাই তংমানি বাং তেইব বেশা অরনিম বিয়াল বারি তংখা। মাননীয় Speaker sir, এহাচা অ'রনিম জাগা জাগা বাংলাদেশ' মাইরুং পাচারব আং তংগ, বাংলাদেশ তেইব অভাব কালাইখা চিনি অরনি হাইন। চরকনি আয়াং তেইব মাইরুং পাচার আং তংগ। সোনামুড়া. বিশালগড় তাই এই পাচার চালই তংগ। মাননীয় Speakar sir, অরনিম অনেকে যুব সমিতিনি বিরুদ্ধে প্রিবাহা হাগই নানারকম কক তিহাম। অবখে সরকানি যে দায়িত্বহীন, দায়িত্ব কারাই নি কক। দায়িত্ব গানাও হানখে সরকার হানন। বানুতা যে অমতাই রগ ন চাং বসু খালাইনাই চিনি পুলিশবাই বছ খালাই। অথবা যে কোন ভাবে চাং বন। প্রতিরোধ খালাই নাই হানাই সাইমান। যুব সমিতি এমন কোন একটা কমিটি বরক পর্যন্ত কারাই যারা বাংলাদেশ Training রাইনাই অর খুন খারাপি খালাই তংনাই খরকছা ফাম কারাই। মাননীয় Speaker Sir, চাও স্পষ্ট যে সানা নাইঅ যে বামফ্রন্ট সরকার সাকনি ভুলক মানমা সামুং চুকমা রমাই মানমা তাই বনি বাং ও যুব সমিতি ন দোষ রাম। অনান্য বিরোধী পার্টিাগন দোষ রাসিনাই আরা আয়াং দিগিখে বরক নিজেরাম মদত রাই Election ন বাচারাই তংসিনাই। আবতাই অবহা মুকগ। তিনি সি, আই, নি প্রশ্ন তিসাম মিশনারিনি প্রশ্ন তিসাম। বামফ্রন্ট সরকারনি বরক রক গাছমা আং মান যে ইজরায়েল অ মিঃ সেনগুপ্তন তাম হানাই নরক পাথক খা? ফিসারি Tranning নি মু'গাই সরকারি খরচা রাঅই যেগানে মুখ্যমন্ত্রী নিজেন বিলঅ Signature রাখা তাম হানাই? ইজরা.য়ল নি কোন জাগা তাইদে তং যেখানে Fishery Tranning রাই মানাই। আর Fishery Tranning নি কোন একটা Centre দে তং? আব সারা ইজরায়েল' সে কারাই আরসে Fishery Tranning রাঅ কাজেই ইজরায়েল হাই যেখানে সি, আই নি ঘাটি আমেরিকা নি ঘাটি কতর আরনিঅসে বরক রহরাই তংগ সরকারনি খরচা বাই। সেটা Central Govt. পর্যন্ত সিয়া ফটো পাথক-গাই সে Explanation নাইখা বন Tellegram খালাই তুবুই ফাইখা। মাননীয় Speaker Sir অমতাই খেসে আর, মিঃ সেনগুপ্ত অরনি খরকসা M. P নি জাইতি সি একদম গানানি জাইতি এবং কাচাকনিরক। কাজেই, এই অবস্থাঅ যে কোন ভাবে বরকনি সেকলন অন্যদিকে সরগরাই ওখাং আবায়া মানাংয়া নি বাগাই বাগাই বামফ্রন্ট দায়ী আব বুচিমা খালাই নানি। তিনি এন, আর ই, পি, এস আর, ই, পি বাই, যুসক মাবসিয়াদে প্রথম থেকে যদি Irrigation রগ ন ঠিকমতে চালু খালায় তখে বরক নিজেনি ফান বাই নিজেরা ন চাগাম। কিন্তু কোন কান রানানি জাগাযে কারাইখা। বেবাগ খাম খাংবাইখা আলিরগ।

মাননীয় Speaker Sir— বনি বাং আং সরকার ন হান নাই অ যেখানে Non-plan নি একটা বিবধি expendituer বরক গত বাজেট অ ব নাই তংগ Supplemeintary বাজেট অ ব নাই তংগ তাম খীলাইখা বা? পাশুপালন দপ্তর ৫০ লক্ষ টাকা পাটি Fund নি বাং থাংনা হানাই আং খবর মানথা। রাখাল ভট্টাচার্য্যন বরক পুরস্কার স্বরূপ Deputy Director, পদ রীম। মানগানাও Speaker Sir, অ—হাইনম তিনি Non-Plan বাজেট অন্যখানে তালাং তালাং তিনি খরচ খালাই তংগ। Minor irrgation ব চারাই মানয়া, ত্রিপুরা নি বিভিন্ন plan যেরাখত আংয়াথে অন্যদিকে তালাং থাংনাই অথবা A/C বিল তিসাই চাকরী রীসিনাই। সমন্বয় কমিটি ন শক্তিশালী খীলাই নানি অমতাই যেবরক রাং খরচখালা ইম। মাচ.য়া মানাংয়া ন বিগীরা খালাই আবনি বিরুদ্ধে উপজাতি যুব সমিতি আন্দোলন খালাই নাই বনি বাং তেই সমগ্র গণ্ডাছড়া ছামনু কাঞ্চনপুর বর্তীই জাগাঅ গন অবস্থান নি সিদ্ধান্ত নাখা। এবং চাং রাজ্য সরকার ন হান ন অফিস থাং নাইদি, কাজ কর্ম নি? বালাই কারাই, বলংগ যেইব খা চক মানি হাকর খাংথে বাংমি অ। বাসাক থাই তংখা হিসেবে যে কাবাইখা। অমতাই হাই একটা বিল কিচিমা সিংলা অম্বা গ্রাম সকল চালই তংগ। বনি বাং অমন উপদ্রুত এলাকা, Effected area হানাং সমাধান খালামনানি আগমা কাহাই হানাং আং হান। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

বঙ্গানুবাদ

মাননীয় Speaker Sir,

আজকে আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া এখানে যে বিষয় উত্থাপন করেছেন এটা অত্যন্ত সময়োপযোগী। এখন গ্রামে গ্রামে খাদ্যাভাব চলছে। বিশেষ করে আঠারমুড়া, বড়মুড়া, লংতরাই অঞ্চলে মানুষেরা নিরন্ন অবস্থায় রয়েছে। সেখানে SREP, NREPর কোন কাজ নেই। উপরন্ত সেখানকার বাসিন্দার হলো জুম চাষের উপর নির্ভরশীল। তারা প্রথম দিকে অতি বৃষ্টি হবার ফলে ভালো করে জুম ফসল ফলাতে পারেনি তার পরে অন্য কোন উপায়ে খাদ্য সংগ্রহ করতে পারার মতো কোন ব্যবস্থা সেখানে নেই যার জন্য সে সমস্ত এলাকায় খাদ্যভাব অত্যন্ত তীব্র। মাননীয় Speaker Sir, আর একটি জিনিস আমরা দেখেছি শুধু যারা পাহাড়ে বসবাস করেন তারাই নয়। সমতল বাসীরাও এই খাদ্য সঙ্কটে ভুগছে। যাদের জমিজমা রয়েছে তারাও এই সঙ্কটের মুখে। সমস্ত ত্রিপুরাতেই এই অবস্থা চলছে। মাননীয় Speaker Sir, এর জন্য কিন্তু আমরা শুধু মাত্র প্রকৃতিকেই দোষারোপ করতে পারি না। রাজ্য সরকারেরও কিছুটা অসঙ্গতি রয়েছে। সেই ভুল ভ্রান্তি আমাদের তুলে ধরা দরকার। মাননীয় Speaker Sir, খরার সময় আমি দেখেছি যে Minor Irrigation, Divertion Scheme, Pump Set প্রভৃতি যেখানে সেচের ব্যবস্থা হয়েছিলো সেগুলো হয়তো Electricityর অভাবে নয়তো গাফিলতির জন্য বন্ধ হয়ে আছে। যেমন কাতলা মারা এলাকাতে Irrigation Centre আছে কিন্তু বিদ্যুতের অভাবে চালু হচ্ছে না। তার জন্য রাজ্যের কি পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে সেটা সরকার এসেস করে দেখেন নি। এবং সেই অমরপুর চাম্পুক ছড়া Diversion Scheme সেখানেও মাত্র একদিন যদি একজন কারিগর সেখানে কাজ করেন তাহলেই সেখানকার প্রায় ১০০টি পরিবারের খাবারের জন্য ধান এখনো মজুত থাকতো, তুলনা ধানক্ষেতের বিরাট বড়ো এলাকা যেখানে ধান হয়নি।

এভাবেই তইদু জাম্বুকছড়া সেখানেও মেরামতির কাজ হয়নি। মাত্র ৫/৬ দিন করলে যেটা হয়ে যেতো। সেখানকার কয়েক শ পরিবারের এখন ভাত নেই। অম্পিনগরে যে Minor Irrigation Scheme রয়েছে এবং যমুনা পাড়ার যে Minor Irrigation Seheme রয়েছে আমি সেগুলো ঘুড়ে দেখেছি সেখানে কোন কাজ করা হয়নি। যদি দরকার হয় তাহলে সেখানকার আনাড়ি একজন গার্ডকে দিয়ে মাঝে মাঝে মেরামতের ব্যবস্থা করা হয় কিন্তু তাতে করে মূল সমস্যার সমাধান হয় না। গ্রামের লোকেরা পানীয় জল পর্যাপ্ত পায় না। ঠিক এভাবেই বাগমাতেও এসে দেখুন সেখানেও জলের কোন ব্যবস্থা নেই। Deep Tube Well এর কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি যে current হয়নি নয় চাহিদা নেই এই সব অজুহাতে কাজ হতে দেয়া হচ্ছে না। মাননীয় Speaker Sir, আজকে সারা ত্রিপুরায় খাদ্যাভাব যে বিশাল এলাকা জুড়ে বিরাট একটা সমস্যার সৃষ্টি করেছে তার পেছনে সরকারের কাজে অবহেলা, গাফিলতি ইত্যাদি কতো পরিমানে এবং কতলোক সার্বিক ভাবে সঙ্কটের মুখে পড়েছে এসবের একটা এসেস হওয়া দরকার তাহলেই আমরা এরজন্য সরকার কতটা দায়ী সেটা নিরুপন করতে পারবো। মাননীয় Speaker Sir, এটা ঠিক যে খরা নাহলে এবং সময় মতো বৃষ্টি হলে এসব সমস্যার সৃষ্টি হতো না। কিন্তু সরকার এই সমস্ত Scheme না চালানোর কারনে এবং সরকারের গাফিলতির জন্য এই সমস্যা আরো বেশী করে দেখা দিয়েছে। মাননীয় Speaker Sir, এছাড়া এখান থেকে জাগায় জাগায় চাল পাচার হচ্ছে যেহেতু বাংলাদেশে খাদ্যাভাব আরো বেশী সেদিকে স্বাভাবিক ভাবেই খাদ্য পাচার হচ্ছে বেশী করে। সোনামুড়া, বিশালগড় দিয়ে এ সমস্ত চাল পাচার হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে অনেকেই উপজাতি যুবসমিতিকে উগ্রপন্থী বলে নানা রকমের অভিযোগ তুলেছেন, এটা হলো সরকারের দায়িত্ব হীনতার পরিচায়ক। যুবসমিতিতে একটা লোকও নেই যে বাংলাদেশে গিয়ে ট্রেনিং নিয়েছে এবং রাজ্যে খুন খারাপি করছে। মাননীয় Speake Sir, আমরা পরিস্কার করে বলতে চাই, বামফ্রন্ট সরকার নিজের ভ্রান্তি ঢাকায় জন্য উগ্রপন্থীদের ধরতে না পারার দুর্বলতার জন্য এভাবে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে চলছেন অপর দিকে তারাই Election এর সময় সেই সব উগ্রপন্থীদের মদত দিয়ে চলছেন। এধরনের অবস্থা আমরা দেখতে পাই। আজকে সি, আই: এর প্রশ্ন তুলা হচ্ছে, মিসনারিদের প্রশ্ন তুলা হচ্ছে কিন্তু বামফ্রন্টের মানুষেরা অস্বীকার করতে পারেন কি কেন মিঃ সেনগুপ্তকে ইজরায়েল পাঠানো হয়েছিলো? ফিশারী ট্রেনিং এর নামে সরকারী খরচে সেখানে মুখ্যমন্ত্রী নিজে সই করেছিলেন কেন? সেই ইজরায়েল যেখানে জলই নেই মাছের চাষ তো দূরের কথা। সেখানে Fishery Training এর কোন Centre আছে কি? যেখানে আমেরিকার একটা শক্ত ঘাঁটি সি, আই এর এজেন্ট সেখানেই তারা নিজেদের লোক পাঠিয়েছেন সরকারী খরচে। সেটা কেন্দ্রীয় সরকারও জানেন না, পরে Explanation পাবার পর রাজ্য সরকার তরিঘরি টেলিগ্রাম করে তাঁকে ফিরিয়ে আনা হয়। মাননীয় Speaker Sir, মিঃ সেনগুপ্ত হলেন এখানকার জনৈক এম, পি, র একজন নিকট আত্মীয়, কাজেই এমতাবস্থায় যে কোন প্রকারের সাধারণ মানুষের খাদ্যকে অন্যভাবে সরিয়ে নিয়ে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন বামফ্রন্ট সরকার। আজকে S. R. E. P. NREP দিয়ে ভুলোতে পারছেন না। প্রথম

থেকেই যদি ইরিগেশান চালু রেখে কাজ করতেন তাহলে কতো ভালো হতো। কিন্তু কোথাও এখন প্রায়ই সব ধানের ক্ষেতই ঝলসে গেছে। মাননীয় Speakr Sir এরজন্য আমি সরকারকে বলতে চাই যেখানে Non-plan বাবদ বিরাট অংকের টাকা রাখা আছে এবং Supplemenary বাজেটে ও টাকা রাখা হয়েছে সেগুলো কি হয়েছেই পশু পালন দপ্তর থেকে ৫০ লক্ষ টাকা পার্টি ফাণ্ডে গেছে বলে আমার কাছে খবর রয়েছে। সেই কারণে তাঁরা খুশি হয়ে মিঃ রাখাল ভট্টাচার্য্যকে Deputy Director পদে প্রমোশন দিয়ে দেন। মাননীয় Speaker Sir, এভাবেই Non-plan এর বাজেট অন্যখাতে খরচ করা হচ্ছে। মাইনর ইরিগেশান করতে পারছেন না ত্রিপুরার বিভিন্ন Plan মেরামত হচ্ছে না। অথচ Ac বিল Draw করে চাকুরী দেবার ব্যবস্থা করছেন। সমন্বয় কমিটিকে শক্তিশালী করছেন এভাবে তারা টাকা খরচ করছেন। খাদ্যাভাবের তীব্রতার জন্য একারণেই উপজাতি যুব সমিতি আন্দোলন করবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সমগ্র গণ্ডাছড়া, কাঞ্চনপুর, ছামনু এলাকাতে এর জন্য গনআন্দোলন সংগঠিত হবে এবং বাম সরকারকে আমরা বলতে চাই অফিসে আদালতে একদিকে যেমন অরাজকতা চলছে অন্য দিকে গ্রাম পাহাড়ে চলছে তীব্র খাদ্যাভাব সেদিকে নজর দিতে হবে, এধরনের একটা ভয়াবহ অবস্থা যেখানে চলছে সেখানে এটাকে উপদ্রুত এলাকা ঘোষনা করে এর দ্রুত সমাধান করার জন্য এগিয়ে আসুন। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় খাদ্য মন্ত্রীকে বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি।

শ্রীদশরথ দেববর্মা :—মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে ত্রিপুরা রাজ্যের যে বিষয়টি আলোচনা হচ্ছে তার প্রস্তাবক হচ্ছেন শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস ও শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া। রতি মোহন জমাতিয়া রাজ্যের ভয়াবহ খাদ্য সংকট সম্পর্কে যে প্রস্তাব রেখেছেন এটাকে এমেণ্ডমেণ্ট করলে বলা হয় ত্রিপুরায় খরা পরিস্থিতি মোকাবেলায় গ্রামের গরীবদের জন্য কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতায় এবং খরা দুর্গত এলাকাগুলোতে খাদ্যের অপ্রতুলতা ও সংকট সম্পর্কে। প্রথমেই আমি এটা বলতে চাই যে ত্রিপুরা রাজ্যের খাদ্য সংকট ভয়াবহ নয়। খরা হয়েছে খাদ্যের দাম বাড়ছে কিন্তু খাদ্য পাওয়া যায় না এই ধরনের পরিস্থিতি এখনও ত্রিপুরা রাজ্য সৃষ্টি হয় নাই। এবং এই খরা পরিস্থিতি বিশেষ করে জুম অঞ্চলে জুমিয়াদের এলাকায় যাতে কাজকর্ম আমরা সারা বছর দিতে পারি তার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে আগে থেকেই কতগুলি পদক্ষেপ নেওয়া হয়। ১৯৮১ সালের অক্টোবর ৩ তারিখ সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দপ্তরগুলিতে নির্দেশ দেওয়া হয় এবং লেবার শ্রমিকরা যাতে কাজ করে খেতে পারে তার জন্য একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজকর্ম কিভাবে হচ্ছে সেটা চেক-আপ করা হয়েছে কেবিনেট মিটিংএ। ১৯৮২ সালের ৪ঠা জানুয়ারীতে যে কেবিনেট মিটিং হয় তাতেও এটা চেক-আপ করা হয়। বিভিন্ন দপ্তর কি ভাবে খরাপীড়িত এলাকায় জনগণের জন্য কাজকর্মের জন্য সাহায্য করতে পারে তার জন্যও একটা স্কীম নেওয়া হয় এবং সেই স্কীম বাবদ ২ কোটি, ২৮ লক্ষ টাকা ধরা হয়। এগ্রিকালচার বাবদ ধরা হয়েছে ২৫ লক্ষ টাকা। এই টাকা দিয়ে যেখানে সম্ভব চাষ করা হবে বা নানান ফসল ইত্যাদি করবার জন্য সেই স্কীমের মধ্যে রয়েছে। জুমিয়াদের জন্য বীজ ধান ইত্যাদি দেবার জন্য ৯ লক্ষ, ৯৪ হাজার টাকা

ধরা হয়েছে। এনিম্যাল হাজবেনডারিতে যোগ, শুকর ইত্যাদি যাতে দেওয়া যায় তার জন্য ১০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। কোঅপারেটিভ কনজামশনের জন্য ১০ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টর মধ্যে রাস্তাঘাট তৈরী করার জন্য এবং সেই এলাকার খরা পীড়িত অঞ্চলে মধ্য যাতে কাজ দেওয়া যায় তার জন্য নেওয়া হয়েছে ৫৮ হাজার, ৬ টাকা এবং অন্যান্য ডেভলাপমেন্টের জন্য ১ লক্ষ, ৬০ হাজার টাকা। ফরেষ্ট কর্পোরেশন ফর রাবার প্লানটেশান জন্য ধরা হয়েছে ৭ লক্ষ, ৩১ হাজার টাকা, ত্রিপুরা সিডিউলড্ ট্রাইবেল কোঅপারেটিভ কনজামশ্যান যেটা আমরা করেছি গ্রামীণ ব্যাংক এবং কোঅপারেটিভ ব্যাংকের মাধ্যমে যাতে ঋণ দেওয়া যায় ট্রাইবেলদের তার জন্য ২৩ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। এইভাবে বিভিন্ন স্কীম দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ইণ্ডাষ্ট্রির জন্য দেওয়া হয়েছে ৭ লক্ষ টাকা এবং এস. আর, ই; পি এবং এন, আর, ই, পির মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে ১২ লক্ষ টাকা এবং পি ডব্লিউ, ডিতে দেওয়া হয়েছে ৯ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা। টোট্যাল হচ্ছে ২ কোটি, ৮২ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা আমরা তখন প্লেন করি যাতে বিভিন্ন স্থানে যে সব জুমিয়া এলাকা আছে যেখানে ফসল হয় না সেখানে যাতে ফসল উৎপন্ন করা যায় তার জন্য এস. আর. ই. পি এবং এন. আর এ, পির মাধ্যমে কা করানো হচ্ছে ৫১ এবং তার জন্য স্কীম নেওয়া হয়েছিল ৫ হাজার ৪৪টি। মোট সংখ্যা গবিষ্ঠের জন্য স্পেশাল একটা ব্লক ওয়াইজ টাকা দেওয়া হয়। কাঞ্চনপুর রিজারভার—এ সেখানে টোটাল হচ্ছে এবং ওয়ার্ক হচ্ছে ৪৭টি কেবিনেটের সামনে উপস্থিত করা হয়েছে। এবং এস. সি প্রজেক্টে ওয়ার্ক হচ্ছে ৪। ছামনু রিজারভার-এ টোট্যাল ৬ এবং ওয়ার্ক হচ্ছে ৬। সালেমা রিজাভারে টোট্যাল হচ্ছে ২৩ এবং ওয়ার্ক হচ্ছে ১৭। অমরপুর রিজারভারে টোট্যাল হচ্ছে ১৫ এবং ওয়ার্ক হচ্ছে ১০। গণ্ডাছড়া রিজারভারে টোট্যাল হচ্ছে ১৭ এবং ওয়ার্ক হচ্ছে ৬। সাতচাঁদ রিজারভারে টোট্যাল হচ্ছে ২১ এবং ওয়ার্ক হচ্ছে ১৫। উদয়পুর রিজারভারে টোট্যাল হচ্ছে ২৬ এবং ওয়ার্ক হচ্ছে ২০ গ্র্যাণ্ড টোট্যাল হচ্ছে ১৫৯ এবং এপ্রক্সিমেট ম্যানডেইজ হচ্ছে ১.৯ লকস্। সেখানে এই স্কীমগুলি আমরা দিয়েছি যাতে জুমিয়ারা খরা পীড়িত এলাকায় কাজ করতে পারে তার জন্য। পিউরলি জুমিয়াদের জন্য এটা করা হয়েছে। জুমিয়ারা যাতে কাজ পেতে পারে তার জন্য আমরা ইতিমধ্যে আর একটা স্কীম অটোনমাস ডিসষ্ট্রিক কাউন্সিল থেকে নেওয়া হয়েছে এবং সরকারের এপ্রুভেলের জন্য দেওয়া হয়েছে, আশা করা যাচ্ছে সরকারের এপ্রুভেল পাওয়া যাবে। এপ্রুভেল পাওয়া গেলে খরা পীড়িত এলাকায় জুমিয়াদের জন্য এস. আর. ই. পির মাধ্যমে কাজ দেওয়া হবে। জুমিয়াদের দিয়ে জঙ্গল কাটানো হবে ইতিমধ্যে জঙ্গল কাটার কাজ শুরু হয়েছে এবং এখন বাকী আছে বীজ লাগানো এবং পরিস্কার করা। প্রত্যেক পরিবারকে ২একর জমিতে ধান লাগানোর জন্য একর পিছু সাড়ে সাত শ্রম দিবস করে দেওয়া হবে ২ একরে ১৫ শ্রমদিবস কাজ করতে দেওয়া হবে। সরকার এটাকে ফ্রি করে দিয়েছে এস, আর, ই. পির মাধ্যমে। প্রথম ওয়িডিং এ একর প্রতি ১০টি শ্রম দিবস দেওয়া হবে। ২ একরে ২০টি শ্রম দিবস করতে দেওয়া হবে। দ্বিতীয় ওয়িডিং এর সময় খুব বেশী লাগেনি। একর পিছু সাড়ে সাত শ্রম দিবস

দেওয়া হবে। জুম চাষের সময় ১৫টা শ্রম দিবস দেওয়া হবে। টোট্যাল ৫০টি শ্রম দিবস দেওয়া হবে। এস, আর, ই, পির মাধ্যমে যে স্কীম নেওয়া হয়েছে তাতে পরিবার প্রতি খরচ লাগবে ৩০০ টাকার মত। আমরা এখানে আপাতত ৩টা সাব ডিভিশানে এ, ডি, সির থেকে প্রশাসনের থেকে যে টাকা দেওয়া হয়েছে তার অতিরিক্ত এ, ডি, সি থেকে ১০ লক্ষ টাক বরাদ্দ করা হয়েছে। উত্তর ডিষ্ট্রিক্টে ১৫০০ ফ্যামিলি কাভার করবে ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, ওয়েষ্ট ডিষ্ট্রিক্টে ৮৩৩ ফ্যামিলি কাভার করবে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, সাউথ ডিষ্ট্রিক্‌ট ১০০০ হাজার ফ্যামিলি কাভার করবে ৩ লক্ষ টাকা মোট ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এবং এটা যাতে খুব তাড়াতাড়ি করা যায় তা আমরা দেখব এবং যাতে সিমপ্লিফাই ওয়েতে হয় তার জন্য গাঁও প্রধানদের সহযোগিতায় খুব তাড়াতাড়ি দিতে পারি এটা আমাদের দেখতে হবে। এই পদক্ষেপগুলি আমরা নিয়েছি। এখানে আর একটা জিনিস বলা দরকার। এন' আর, ই, পি, এস, আর ই, পিতে একটা স্কীম নেওয়া হয়েছে, তার জন্য ৩ কোটি ১ লক্ষ টাকা অ্যালট্‌-মেণ্ট করা হয়েছে এন, আরইপিতে ১২ লক্ষ শ্রম দিবস এবং এস, আর ই, পিতে ৫০ লক্ষ শ্রমদিবস। মোট ৬২ লক্ষ শ্রমদিবস করা হবে বিভিন্ন ভাবে। ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা সবটাই জুমিয়া এলাকায় যাবে। সরকারের পক্ষ থেকে যতদূর সম্ভব আমরা এইটা করবার চেষ্টা করছি। আমরা যে পদক্ষেপ নিয়েছি, এটা আমরা চালু করব এবং কোন জুমিয়াকে আমরা অনাহারে মরতে দেব না। প্রশাসনিক গাফিলতি থাকতে পারে। আমরা তার রিপোর্ট পাই। যেমন ব্লক লেবেলে যারা কাজ করার জন্য ফিল্ডে আসে তারা যাতে সক্রিয় হয় সেদিকে আমাদের দেখতে হবে এবং আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি প্রতিটা ব্লক লেবেল নতুন করে চেক্ আপ করা যায় কিনা যাতে জুমিয়ারা কাজ পায়। তাদের যাতে কাজের অভাবে না মরতে হয়। সেটা আমরা চেষ্টা করছি। কাজেই উদ্বিগ্ন হবার কোন কারন নেই। ত্রিপুরাতে যে চালের কথা বলছি, আপনারা জানেন যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের বাইরে থেকে চাল আমদানী করতে হয় ৮৯ হাজার মেট্রিক টন। গত বৎসর আমরা পেয়েছি ৫৩ হাজার ৩২১ মেট্রিক টন। বাকীটা পাইনি। ত্রিপুরাতে আমদের হাতে অর্থাৎ এফ, সি, আই, এর হাতে আছে ৯৬৮ মেটি ক টন চাল আছে। তার মধ্যে ৪ হাজার মেট্রিক টন চাল রিজেক্টটেড্। এটা আমরা নেব না। নিম্নমানের চাল হচ্ছে ৬ হাজার মেট্রিক টন। নেপাল থেকে ৪ হাজার মেট্রিক টন আমরা এফ. সি. এাই. এর থেকে আনতে পারছি না। গ্রহণ যোগ্য চালের পরিমান ৫ হাজার ৩৬৩ মেট্রিক টন। রাজ্যের কাছে গুদামে আছে ৮ হাজার ৬ মেট্রিক টন। তন্মধ্যে ২ হাজার ৩৩৬ মেট্রিক টন আগরতলা গুদামে আছে। সুতরাং চাউল একেবারে নেই তা বলা যায় না। আমরা কোন রেশন বন্ধ করিনি। রেশনের দোকান আমরা চলতে দেব। তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য চাই। এই যে এস, আর, ইপির মাধ্যমে কাজ চালু করার জন্য যে স্কীম নেওয়া হয়েছে, এটা যদি আমরা চালু করি ত্রিপুরা রাজ্যে খরা পরিস্থিতিতে যে অভাব দেখা দিয়েছে সেগুলির মোটামুটি মোকাবিলা করতে পারা যাবে। জম্পুইএর কথা এখানে বলা হয়েছে ডবল রেশনিং দিতে গেলে যে চালের দরকার তা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে তা দেওয়া হবে না। তবে ইদানীং আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি জম্পুই যেখানে জুমিয়া এলাকা, জম্পুই পাহাড়ে খুব বেশী লোক ত নেই

সেই ১০ টা গ্রামে তাদের রেশন কার্ডে গমের পরিবর্তে যাতে চাউল দেওয়া হয় এটা আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এখন দেওয়া আরম্ভ হয়েছে কিনা জানিনা তবে যাতে এই জিনিষটা তাড়াতাড়ি চালু হয় তার দিকে আমরা দেখব। এই যে আলোচনাটা এখানে আনা হয়েছে সেটা খুবই যুগোপযুগী হয়েছে। কারন আমরা সিদ্ধান্ত নিলেই হবে না। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে যাতে এটাকে কার্য্যকরী করা যায় সেদিকে প্রশাসনের দিক থেকে উদ্যোগ নিতে হবে। মাননীয় সদস্যরা যারা এখানে আছেন, এখানে কে বিরোধী বা কে সরকারী পক্ষ এটা বিচার না করে সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে এই যে খরার জন্য অসুবিধায় যারা পড়েছে, তাদের কিভাবে সাহায্য করা, সরকারী যে স্কীমগুলি সেই স্কীমগুলি চালু করার জন্য সহযোগিতা করলে খুব ভাল হয়। আমি আশা করি বিরোধী গ্রুপের যারা আছেন তারাও এই ব্যাপারে সাহায্যের হাত বাড়াবেন। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য বলেছেন, আঠারমুড়াতে এন, আর, ই. পি, এবং এস, আর, ই, পি, বন্ধ। অনেক দুর্গম জায়গাতে এই গুলি বন্ধ রাখতে হয়েছে। তার কারণ হচ্ছে ঐ এলাকাগুলিতে কিছু সন্ত্রাসবাদী আছেন তারা সেখানে সব সময় একটা আতংকের সৃষ্টি করে আছেন। যার জন্য ভয়ে কেউ সেখানে যেতে চায় না কাজেই এই কাজের জন্য ভাল অ্যাটমোস্ফিয়ার সৃষ্টি করতে হবে যাতে তাদের কাজ করতে কোন অসুবিধা না হয়। এখানে মাননীয় বিরোধী দলেয় সদস্য দ্রাউ বাবু এবং নগেন্দ্র জমাতিয়া বলেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের জনগনের অনাহারে অনিদ্রা থাকার জন্য বামফ্রণ্ট সরকার সম্পূর্ণ দায়ী। এটা ঠিক নয়। ত্রিপুরা রাজ্যে জলসেচের ব্যবস্থা, কৃষির উন্নতির জন্য যে প্রস্তাবগুলি আমরা নিয়েছি এগুলি অতীতে কিছুই করা হয়নি। গত সাড়ে চার বৎসরের মধ্যে বামফ্রন্ট সরকার অনেক কাজ করেছেন যা অবশ্য প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। কিন্তু আমরা সামনের দিকে অনেক এগিয়ে গেছি। এটা একদিনের ব্যাপার নয়। এটা করতে সময় লাগবে। এখানে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া বলেছেন যে পশু পালন দপ্তর থেকে ৫০ লক্ষ টাকা নিয়ে পার্টির তহবিলে দান করা হয়েছে। এই যে একটা অসত্য অভিযোগ আমি রিকোয়েষ্ট করব মাননীয় সদস্য যে কথা বলেছেন তার দায়িত্ব তাকে নিতে হবে তাকে সাবষ্টেন্শিয়েট করতে হবে। হাউসে যদি কোন কথা উৎথাপন করতে হয়, তাহলে সেটাকে প্রমাণ করে দিতে হয়। তা নাহলে নগেন্দ্র জমাতিয়ার বিরুদ্ধে প্রিভিলেজ মোশান আনতে বাধ্য হব। পশু পালন দপ্তর থেকে যে ৫০ হাজার টাকা পার্টি'র তহবিলে দেওয়া হয়েছে এটা তাকে প্রমান করতে হবে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি একথা বলিনি।

শ্রীদশরথ দেব :—আচ্ছা, না বললেত ভাল কথা। যাহোক আজকে যে আলোচনা আনা হয়েছে তা সরকার পক্ষ থেকে মোকাবিলা করার জন্য সমস্ত রকমের প্রচেষ্টা নেওয়া হবে।

মাননীয় স্পীকার :—সভা আগামীকাল ৩০শে মার্চ বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

(ANNEXURE—"A"

Admitted Starred Question No. 143.
By—Shri Badal Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) রাজ্যের দ্বিতীয় পে কমিশনের রিপোর্ট কার্যকরী করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ; এবং

২) পে কমিশনের রিপোর্ট কার্য্যকরী করতে রাজ্য সরকার কি কি বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন ;

৩) কবে নাগাদ এই পেকমিশনের রিপোর্ট কার্য্যকরী করা যাবে বলে রাজ্য সরকার মনে করেছেন ?

উত্তর

১) | পে কমিশনের রিপোর্ট সরকারের বিবেচনাধীন আছে।
২) |

৩) পে কমিশনের রিপোর্ট যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কার্য্যকরী করা হবে।

ANNEXURE—"B"

Admitted Unstarred Question No. 9
By—Shri Fayzur Rahaman.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

১) সারা ত্রিপুরায় ১৯৮১ ও ১৯৮২ ইং সনে আই, আর, ডি, পি, স্কীমে মোট কত জনকে টাকা দেওয়া হয়েছে, (ব্লক ভিত্তিক হিসাব) ?

উত্তর

১) সারা ত্রিপুরায় ১৯৮০-৮১ এবং আর্থিক বৎসরের জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত আই, আর, ডি, পি, স্কীমে যথাক্রমে মোট ২৬,২৫২ এবং ৭৭৭৮টি পরিবারকে টাকা দেওয়া হয়েছে এবং তার ব্লক ভিত্তিক হিসাব এই রূপ :—

ব্লকের নাম	আর্থিক বৎসর ১৯৮০-৮১	আর্থিক বৎসর ১৯৮১-৮২ জানুয়ারী '৮২ পর্য্যন্ত	মন্তব্য
১। পানি সাগর	৫,৩৫০ টি	২০৩ টি	১৯৮০-৮১ ইং
২। কাঞ্চন পুর	১২ ,,	৯৩৩ ,,	সনের ২রা
৩। কুমার ঘাট	৪,২২৪ ,,	১,২৪৪ ,,	অক্টোবর

১	২	৩	৪
৪। ছামন্থ	১৩৭টি	৪৯২টি	হইতে কাঞ্চন
৫। সালেমা	২,৫৬৭ ,,	১৫২ ,,	পুর ছামনু,
৬। খোয়াই	১,৯৭০ ,,	৩৭৮ ,,	ডম্বুর নগর
৭। তেলিয়ামুড়া	৪৯৫ ,,	৯৩ ,,	ব্লকগুলি
৮। জিরানিয়া	১,৫৩২ ,,	২৮০ ,,	আই, আর,
৯। মোহনপুর	৫৩৮ ,,	৯৮ ,,	ডি, পি,
১০। বিশালগড়	১,৬০৪ ,,	১,০৮২ ,,	স্কীমের
১১। মেলাঘর	১,১৭৯ ,,	৪৮৯ ,,	আওতায়
১২। মাতার বাড়ী	২,০৬৭ ,,	৩৯১ ,,	প্রথম আনা
১৩। অমরপুর	১৭ ,,	৮৬ ,,	হয়েছে।
১৪। ডম্বুরনগর	৭ ,,	৮৭ ,,	
১৫। বগাফা	২,৮৫৯ ,,	১,৫২৫ ,,	
১৬। রাজনগর	১,০১০ ,,	২৬ ,,	
১৭ সাতচান্দ	৭৪০ ,,	২১৩ ,,	
	মোট—২৬,২৫২ টি	৭,৭৭৮ টি	

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 15

Name of the Member :—Sri Makhanlal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Agriculture Department be pleased to state ;—

প্রশ্ন

১। রাজ্যের কোন্ কোন্ বাজার উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে ;

২। উক্ত বাজারগুলির উন্নয়নের কাজ কতটুকু অগ্রসর হয়েছে তার বিবরণ।

৩। খোয়াই বিভাগের কল্যাণপুর বাজারের অবশিষ্ট ষ্টল ও শেডের কাজ এই বৎসর শেষ হবে কি ;

৪। ঐ বাজারে আর কয়টি শেড ও ষ্টল নির্মাণের পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর

১। ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষি বিভাগ যে ৫০টি বাজারের উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল তাহাদের নাম নিম্নে দেওয়া গেল :—

আর্থিক বৎসর	ক্রমিক নং	বাজারের নাম	মহকুমার নাম	জেলার নাম
১৯৮০-৮১	১।	জিরানিয়া	সদর	পশ্চিম জেলা
	২।	কল্যানপুর	খোয়াই	,,
	৩।	কলাবারিয়া	বিলোনিয়া	দক্ষিণ জেলা
	৪।	কলসী	,,	,,

১		২	৩	৪
	৫।	বিলোনিয়া	বিলোনীয়া	দক্ষিণ জেলা
	৬।	নতুন বাজার	অমরপুর	,,
	৭।	তীর্থমুখ	,,	,,
	৮।	অম্পি	,,	,,
	৯।	অমরপুর	,,	,,
	১০।	তৈদু	,,	,,
	১১।	গণ্ডাছড়া	,,	,,
	১২।	চেলাগাং	,,	,,
	১৩।	শিলাছড়ি	সাবরুম	,,
	১৪।	মনু	কৈলাশহর	উত্তর জেলা
	১৫।	মাছলী	,,	,,
	১৬।	পেচারথল	ধর্মনগর	,,
১৯৮১-৮২				
	১।	লেম্বুছড়া	সদর	পশ্চিম জেলা
	২।	চম্পকনগর	,,	,,
	৩।	সোনামুড়া	সোনামুড়া	পশ্চিম জেলা
	৪।	শালগড়া	উদয়পুর	দক্ষিণ জেলা
	৫।	তুলামুড়া	,,	,,
	৬।	করবুক	অমরপুর	,,
	৭।	ছৈলেংটা	কৈলাশহর	উত্তর জেলা
	৮।	আমবাসা	কমলপুর	,,
১৯৮২-৮৩				
	১।	পঞ্চবটী	সদর	পশ্চিম জেলা
	২।	ভেলুয়ার চড়	সোনামুড়া	,,
	৩।	খোয়াই	খোয়াই	,,
	৪।	ঋষ্যমুখ	বিলোনিয়া	দক্ষিণ জেলা
	৫।	ছোটখিল	সাব্রুম	,,
	৬।	কাকড়াবন	উদয়পুর	,,
	৭।	ছাউমনু	কৈলাশহর	উত্তর জেলা
	৮।	কাঞ্চনপুর	ধর্মনগর	,,

১		২	৩	৪
১৯৮৩-৮৪				
	১।	কাতলামারা	সদর	পশ্চিম জেলা
	২।	বাগমারা	সোনামুড়া	,,
	৩।	খাসিয়া মঙ্গল	খোয়াই	,,
	৪।	গর্জি	উদয়পুর	দক্ষিণ জেলা
	৫।	রইস্যাবাড়ী	অমরপুর	,,
	৬।	মাতাই বাড়ী	বিলোনিয়া	,,
	৭।	সাতচাঁন্দ	সাব্রুম	,,
	৮।	আনন্দবাজার	ধর্মনগ	উত্তর জেলা
১৯৮৪-৮৫				
	১।	দমদমিয়া	সদর	পশ্চিম জেলা
	২।	চেবড়ী	খোয়াই	,,
	৩।	আমলীঘাট	সাব্রুম	দক্ষিণ জেলা
	৪।	বড় পাথরী	বিলোনিয়া	,,
	৫।	মহারাণী	উদয়পুর	,,
	৬।	দামছড়া	ধর্মনগর	উত্তর জেলা
	৭।	রামনগর	,,	,,
	৮।	জলেয়া	কৈলাশহর	,,
	৯।	বেতাছরা	,,	,,
	১০।	তিলথৈ	ধর্মনগর	,,

তদুপরি বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে (১৯৮১-৮২ ইং) দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্থ যে ২৩টি বাজারের উন্নয়ণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে—তাহাদের নাম নিম্নে দেওয়া গেল :—

১।	দীঘালিয়া	সদর	পশ্চিম জেলা
২।	মান্দাই	,,	,,

বাজারের নাম	মহকুমার নাম	জিলার নাম
৩। বড় কাঁঠাল	সদর	পশ্চিম জিলা
৪। সোমবাড়িয়া	,,	,,
৫। জম্পুই জিলা বেঙ্গল কলোনী	,,	,,
৬। অজেন্দ্র নগর	,,	,,
৭। খাসিয়া মঙ্গল	,,	,,

১	২	৪
৮। কাঞ্চন মালা	সদর	পশ্চিম জিলা
৯। ১৮ কার্ডস (শান্তি নগর)	,,	,,
১০। লেফুংগা	,,	,,
১১। অমরেন্দ্র নগর	,,	,,
১২। ভল্ডিং বাজার	,,	,,
১৩। শচীন্দ্র নগর	,,	,,
১৪। বুরা খাঁ	,,	,,
১৫। ললিত বাজার	,,	,,
১৬। খাস চৌমুহনী	,,	,,
১৭। সেকের কোট	,,	,,
১৮। দমদমিয়া	,,	,,
১৯। লেম্বু ছড়া	,,	,,
২০। চাচু (এসরয়) গোয়াই	,,	,,
২১। কুর্মা	অমরপুর	দক্ষিণ জিলা
২২। বামপুর	অমরপুর	দক্ষিণ জিলা
২৩। ডালাক্	,,	,,

বুবাকা ও ভল্ডিং বাজারের উন্নয়ণের কাজ জেলা প্রশাসন করিতেছে। বাকী ২১টি বাজার উন্নয়ণের কাজ কৃষি বিভাগ হইতে করা হইতেছে।

বর্ত্তমান আর্থিক বৎসর পর্য্যন্ত উক্ত বাজারগুলির উন্নয়ণের কাজ নিম্নরূপ :—

১) জিরানিয় বাজার—বাজারে মাটি কটার কাজ শেষ হয়েছে। ২টি শেডের, রাস্তা ও ড্রেনের কাজ শুরু হইবে।

২) কল্যাণপুর—১টি সেল হলের (শেডের) ও ১৬টি ষ্টল নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে।

৩) কলাবাড়িয়া—১টি সেল হল নির্মাণের কাজ চলিতেছে।

৪) কলসী বেসরকারী বাজার বলিয়া কাজ হাতে নেওয়া সম্ভব হইতেছে না।

৫) বিলোনীয়া—বিলোনীয়া নোটিফায়েড্ এরিয়া অথারিটি কর্ত্তৃক ৩০টি স্থায়ী ষ্টল, ৩টি সেল হল ও রাস্তা ঘাট নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে।

৬। নতুন বাজার—ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য বর্ত্তমান বাজারের সন্নিকটে জমি অধিগ্রহণের কাজ চলিতেছে।

৭) তীর্থমুখ—ইতিমধ্যে বাজারে মাটি কাটার কাজ শেষ হয়েছে। ২টি সেল হল তৈরীর কাজ আরম্ভ হইবে।

৮) অম্পি—১টি শেড্ নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে।

৯) অমরপুর—জমি অধিগ্রহণের কাজ চলিতেছে।

১০) তৈদু—জমি অধিগ্রহণের কাজ চলিতেছে।

১১) গণ্ডাছড়া—২টি সেল হল ও বাজার উন্নয়ণের কাজ চলিতেছে।

১২। চেলাগাং—৩টি সেল হল, রাস্তা ও ড্রেনের কাজ শেষ হয়েছে।

১৩। শিলাছড়ি—১টি সেল হলের কাজ শেষ হয়েছে।

১৪। মনু—২টি সেল হল, রাস্তা ও ড্রেনের কাজ শেষ হয়েছে।

১৫। মাছলী—৩টি সেল হল, রাস্তা ও ড্রেনের কাজ শেষ হয়েছে।

১৬। পেঁচার থল—বেসরকারী বাজার বলিয়া উন্নয়নের কাজ হাতে নেওয়া সম্ভব হইতেছে না।

১৭। লেম্বুছড়া—২টি সেল হল, রাস্তা ও ড্রেনের কাজ চলিতেছে।

১৮। চম্পক নগর—১টি সেল হলের নির্মাণের কাজ চলিতেছে। অন্যটি সত্বরই আরম্ভ হবে।

১৯। সোনামুড়া—২টি সেল ষ্টল, তিনটি সেল হল, রাস্তা ও ড্রেনের কাজ শেষ হয়েছে।

২০। শালগড়া—বাজার উন্নয়ণ ২টি সেলষ্টল ও ১টি সেল হলের কাজ প্রায় শেষ হয়েছে।

২১। তুলমুড়া—অতি সত্বরই ২টি সেল হল, রাস্তা ও ড্রেনের কাজ আরম্ভ হইবে।

২২। করবুক—২টি সেল হল নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

২৩। ছৈলেংটা—২টি সেল হল নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

২৪। আমবাসা—জমির মালিকানার জন্য আদালতে মামলা থাকায় বাজার উন্নয়ণের কাজ হাতে নেওয়া সম্ভব হইতেছে না।

২৫। পঞ্চবটী—বাজার উন্নয়ন ও ২ টি সেল হলের কাজ শেষ হয়েছে।

তদুপরি দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত বাজার গুলির উন্নয়নের অগ্রগতি নিম্নরূপ :—

১। দীঘালিয়া—২ টি সেল হল, রাস্তা ও ড্রেনের কাজ শেষ হয়েছে।

২। মান্দাই—২ টি সেল হল ও বাজার উন্নয়নের কাজ শেষ হয়েছে।

৩। বড কাঁঠাল—১ টি সেল হল নির্মানের কাজ শেষ হইয়াছে। অপর আর একটি নির্মানের কাজ চলিতেছে।

৪। মোমবারিয়া—২ টি সেল নির্মানের কাজ চলিতেছে।

৫। জম্পুইজলা বেঙ্গলী কলোনী—১ টি সেল হল নির্মানের কাজ প্রায় শেষ হয়েছে- অপরটির কাজ ও বাজার উন্নয়নের কাজ চলিতেছে।

৬। অজেন্দ্র নগর—১ টি সেল হল নির্মানের কাজ প্রায় শেষ হয়েছে। অপরটির কাজ চলিতেছে।

৭। খসিয়া মঙ্গল—বাজার উন্নয়ন ও ২ টি সেল হল নির্মানের কাজ চলিতেছে।

৮। কাঞ্চনমালা—২ টি সেল হল ও ১ টি পাকা কুয়া নির্মানের কাজ চলিতেছে।

৯। ১৮ কার্ভস্ (শান্তিনগর)—২ টি সেল হল ও বাজার উন্নয়নের কাজ চলিতেছে।

১০। লেফুংগা—২ টি সেল হল নির্মান, রাস্তা ও ড্রেনের কাজ প্রায় শেষ হয়েছে।

১১। অমেরেন্দ্রনগর—১ টী সেল হল নির্মানের কাজ চলিতেছে।

১২। ভল্টিং বাজার—১ টী সেল হল নির্মানের কাজ, পশ্চিম জেলাশাসকের তত্ত্বাবধানে চলিতেছে।

১৩। শচীন্দ্রনগর—কোপারেটিভ সোসাইটির কাছ থেকে জমির মালিকানা হস্তান্তরের পর বাজার উন্নয়ন, ২ টী সেল হল নির্মানের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হইতেছে।

১৪। বুরা খা—১টী সেল হল নির্মানের কাজ চলিতেছে।

১৫। ললিত বাজার—বেসরকারী বাজার বলিয়া উন্নয়নের কাজ হাতে নেওয়া সম্ভব হইতেছেনা।

১৬। খাস চৌমুহনী—অতি সম্প্রতি পঞ্চায়েত দপ্তর হইতে জমির মালিকানা পাওয়া গিয়াছে। সেল হল নির্মান করিয়া দোকায় ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের হাতে দেওয়া হইবে।

১৭। সেকের কোট—১ টী সেল হল নির্মানের কাজ শেষ হয়েছে। অফিস কাম গো-ডাউনের কাজ প্রায় শেষ হয়েছে।

১৮। দমদমিয়া—১ টী সেল হল নির্মানের কাজ চলিতেছে।

১৯। চাচু (এসরয়)—জমির মালিকানা সরকার কর্তৃক দান হিসাবে গ্রহনের চেষ্টা চলিতেছে।

২০। কুর্মা—১ টী সেল হল ও বাজার উন্নয়নের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হইয়াছে।

২১। বামপুর—১ টী সেল হল নির্মানের কাজ শেষ হয়েছে। আর একটির কাজ শুরু হইয়াছে।

২২। ডালাক—১ টী সেল হলের কাজ শেষ হয়েছে। আর একটির কাজ চলিতেছে।

২৩। লেম্বুছড়া—২ টী সেল হল, রাস্তা ও ড্রেন নির্মানের কাজ চলিতেছে।

৩। ইতিমধ্যে ষ্টল ও শেডের কাজ শেষ হয়েছে।

৪। আপাতত নাই।

Admitted Unstared Question No. 16

By—Sri Swaraijam Kamini Thakur Singh.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। চলতি আর্থিক বর্ষে বরো চাষে কত হেক্টর ভূমিতে ধান্য ফসল উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রা ধার্য্য হয়েছে (ব্লক ভিত্তিক হিসাব) এবং

২। এতে কি পরিমান ধান্য ফসল উৎপাদিত হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। চলতি আর্থিক বৎসরে আনুমানিক ৩৯ হাজার হেক্টর পরিমান জমিতে বরো ধান চাষের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হইয়াছে। তাহার ব্লক ভিত্তিক হিসাব এই রূপ:—

ব্লকের নাম	যে পরিমান জমিতে বরো ধান চাষের লক্ষ্য মাত্রা ধার্য্য করা হইয়াছে (হেক্টর হিসাবে)
১। পানিসাগর—	৮৫০
২। কাঞ্চনপুর—	২০০
৩। কুমারঘাট—	২,২৮০
৪। ছামনু—	৮৫০
৫। সালেমা—	১,০০০
৬। খোয়াই—	১,৩৬০
৭। তেলিয়ামুড়া—	২,২০০
৮। জিরানীয়া—	২,২০০
৯। মোহনপুর—	২,২০০
১০। বিশালগড়—	৬,৫০০
১১। মেলাঘর—	৫,০০০
১২। ননব্লক—	১১০
১৩। উদয়পুর—	৬,৫০০
১৪। অমরপুর—	২,০০০
১৫। ডম্বুর নগর—	৪৫০
১৬। বগাফা—	২,০০০
১৭। রাজনগর…	১,৫০০
১৮। সাতচাঁদ—	১,৮০০
	মোট—৩৯,০০০

২। উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৯০ হাজার মেট্রিক টন ধান ধার্য্য করা হয়েছে। তাহার ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

ব্লকের নাম	ধান উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা (মেট্রিক টন)
১। পানিসাগর—	১,৯৫০
২। কাঞ্চনপুর—	৫২৫
৩। কুমার ঘাট—	৬,৩০০
৪। ছামনু—	২,৫৫০

১	২
৫। সালেমা—	৩,০৭৫
৬। খোয়াই—	৩,৭৫০
৭। তেলিয়ামুড়া—	৬,০০০
৮। জিরানিয়া—	৫,৮৫০
৯। মোহনপুর—	৪,২০০
১০। বিশালগড়—	১৫,৩০০
১১। মেলাঘর—	১১,০২৫
১২। নন ব্লক—	৩৭৫
১৩। উদয়পুর—	১৩,৮০০
১৪। অমরপুর—	৩,৯০০
১৫। ৬ম্বুরনগর—	১,০৫০
১৬। বগাফা—	৩,৪৫০
১৭। রাজনগর—	২,৭০০
১৮। সাতচান্দ—	৪,২০০
	মোট—৯০,০০০

Admitted Unstared Question No. 20.

By—Shri Ratimohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Jail Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮০-৮১ ও ৮১-৮২ সালে রাজ্যের বিভিন্ন জেলখানার অভ্যন্তরে ও জেলখানার বাইরে পুলিশ লক-আপে মোট কতজন বিচারাধীন বন্দীর মৃত্যুর ঘটনা আছে (নাম ও ঠিকানা সহ)

২। তাদের মৃত্যুর কারন কি কি ?

উত্তর

১ নং ও ২ নং প্রশ্নের উত্তর :—

১৯৮০-৮১ সালে জেল হেফাজতে মোট (দুই) জন ও ১৯৮১-৮২ সালে ১ (এক) জন বিচারাধীন বন্দীর মৃত্যু ঘটে। প্রশ্নে "জেলখানার বাইরে পুলিশ লক-আপে মোট কতজন বিচারাধীন বন্দীর মৃত্যু ঘটনা আছে" —এই প্রশ্ন কাড়া বিভাগের সংশ্লিষ্ট নয়। জেলখানায় যাহাদের মৃত্যু হইয়াছে তাহাদের নাম, ঠিকানা ও মৃত্যুর কারন নিম্নরূপ :—

নাম ও ঠিকানা	মৃত্যুর স্থান	তারিখ	মৃত্যুর কারণ	বি: দ্রঃ
১৯৮০-৮১ সাল				
ক) শ্রীচৈত্র মোহন জমাতীয়া পিতা—গোবিন্দ মোহন জমাতীয়া গ্রাম—বুরবুরিয়া বিরগঞ্জ পুলিশ ষ্টেশন অমরপুর	জি. বি, হাসপাতাল	১৩/১৪.৯.৮০ ইং	"Shock and intracrarial haemorrhage" due to the injury received on the head on accidental fall from bed of Hospital central Jail, Agartala :	সেণ্ট্রাল জেল হেফাজতে জি, বি, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু ঘটে।
খ) শ্রীমতি জনামনি রিয়াং স্বামী—মনিন্দ্র রিয়াং গ্রাম—সোনাছড়া বিরগঞ্জ পুলিশ ষ্টেশন অমরপুর	অমরপুর জেল	৬. ২. ৮১ ইং	By hanging.	
১৯৮১-৮২ সাল				
ক) শ্রীজ্বলেন্দ্র চাকমা পিতা—আলিচাঁদ চাকমা গ্রাম—লক্ষ্মীপুর গণ্ডাছড়া পুলিশ ষ্টেশন দক্ষিন ত্রিপুরা	কমলপুর জেল	২৯.৮.৮১ ইং	"Cardiorespiratory failure" follouring acute Myocardial in-raction with repture.	

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY
ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF
THE CONSTITUTION OF INDIA.

Tuesday, the 30th March, 1982.

The HOUSE met in the Assembly House (Ujjayanta Palace), Agartala at 11 A. M. on Tuesday, the 30th March, 1982.

PRESENT

Shri Sudhanwa Deb Barma, Speaker in the Chair, the Chief Minister, 10 (ten) Ministers, the Deputy Speaker and 42 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পাশে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পাশে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলিবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানাইলে মাননীর সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় জবাব প্রদান করিবেন। শ্রীখগেন দাস।

শ্রীখগেন দাস :— মাননীর স্পীকার স্যার, ডবল ষ্টার্ড কোশ্চেন নং ২।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চেন নং ২।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ১৯৭৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত হোলসেল কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স-এ (ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোর্স) বিভিন্ন জিনিষ বিক্রি বাবত অনেক টাকা বকেয়া আছে ;

২। সত্য হলে, বকেয়া টাকার পরিমাণ কত, এবং

৩। কোন কোন ব্যক্তি বা সংস্থার কাছে কত টাকা পাওনা আছে ?
(পৃথক পৃথক হিসাব)।

উত্তর

১। হ্যাঁ, কিছু টাকা বকেয়া আছে।

২। ৪, ৫১,৬৬২.০৯ টাকা।

৩। বকেয়া টাকার হিসাব এইরূপ :—

(Please see the Annexure—'A')

শ্রীখগেন দাস :— এই বকেয়া টাকা আদায় করার ক্ষেত্রে সরকার কতটুকু উদ্যোগ নিয়েছেন এবং কো-অপারেটিভগুলিতে বাকীতে জিনিষ বিক্রি করার কোন ব্যবস্থা আছে কি না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই তথ্য আমাদের কাছে নেই। তবে জিনিষ বাকীতে বিক্রি করার কোন প্রভিশান নেই।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, এই ব্যাপারে কোন ব্যক্তিগত বকেয়া আছে কি না ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— স্যার ব্যক্তিগত লোকদের কাছেও কিছু বকেয়া আছে। যেমন কৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—২৪৫.০৭ টাকা, দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—১৮২.৪০ টাকা, জিতেন্দ্র পাল—১,৩৬০.২৫ টাকা, উমেশ চন্দ্র পাল—৬,৪২৬.১৯ টাকা, এস, কে, চক্রবর্ত্তী—৩,০২৮.৪৪ টাকা, এস, আর চক্রবর্ত্তী—২২৫.০০ টাকা, (ডেপুটি সেক্রেটারী কো-অপারেটিভ), এস আর সরকার —৮৫৯.৭৭ টাকা, শৈলেন্দ্র কিশোরসেনগুপ্ত—১১,৭৪৯.৭৪ টাকা, এস, শংকর—৩,৫৬০.০০ টাকা, এই রকম অনেকগুলি লিষ্ট আছে আমার কাছে, প্রায় ৪৮ টা।

শ্রীসমর চৌধুরী :— এই সমস্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে এই টাকা ফেরত নেওয়ার ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— এই তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা :— স্যার, এই ব্যক্তিগত বকেয়া ব্যক্তিদের মধ্যে যারা সরকারী কর্মচারী এবং বর্ত্তমানে রিটায়ার করেছেন তাদের কাছ থেকে এই টাকা কি ভাবে আদায় করা হবে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ব্যাপারে কি করা হবে মানে কিভাবে এই টাকা আদায় করা হবে তা এখনও ঠিক করা হয় নি।

শ্রীখগেন দাস :— স্যার, এই টাকাটা দীর্ঘদিন যাবৎ বকেয়া পরে আছে. তা এই টাকাটা আদায় করার জন্য সরকার থেকে কোন উদ্যোগ নেওয়া হবে কি না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— সরকার থেকে উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল দাস।

শ্রীগোপাল দাস :— এডমিটেড কোশ্চেন নং—৭৯

শ্রীদশরথ দেব :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোশ্চেন নং— ৭৯।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য বামফ্রন্ট সরকার ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার্থে বাসে ছাত্র কনশেসন চালু করেছেন।

২। সত্য হলে কি কি ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীগণ এই সুবিধা পেতে পারে ?

৩। এ ব্যাপারে এ পর্য্যন্ত রাজ্য সরকারের কত টাকা ব্যয় হয়েছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। যে সকল ছাত্র-ছাত্রীদের বাসস্থান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে তিন কিলো মিটার বা ততোধিক দূরে অবস্থিত এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একাদিক্রমে ৭ দিন বন্ধ থাকিলে ছাত্রছাত্রীগণ যে মহকুমাতে পড়াশুনা করেন, সাধারণত তাহার বাহিরে তাদের শহরের গ্রামের বাড়ীতে যাইবার জন্য টি, আর, টি, সিতে কনশেসনের সুবিধা পাইতে পারেন।

৩। যেহেতু রাজ্য সরকারের নির্দেশানুসারে কর্পোরেশন ছাত্র কনশেনস দিয়ে থাকেন এবং রাজ্যে সরকার কোন ভর্তুকী দেন না সেহেতু রাজ্য সরকারের এ যাবৎ এই ব্যাপারে কোন ব্যয় নাই।

শ্রীগোপাল দাস :— স্যার, যাদের কনশেসন দেওয়া হয়, তা ভাড়ার কত অংশ এই কনশেসন দেওয়া হচ্ছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব :— স্যার, ভাড়ার ফিফটি পার্সেন্ট কন্‌শেসন দেওয়া হয়।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, শুধু মাত্র টি, আর, টি, বাসেই কনশেসন দেওয়া হয় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন। তাহলে অন্য বাসে করে দূর থেকে সে সব ছাত্র-ছাত্রীরা যাওয়া আসা করে তাদের জন্য সরকার কি কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব :— স্যার, অন্যান্য প্রাইভেট বাসের উপর তো সরকারের কোন অধিকার খাটেনা। তবে আমরা তাদেরকে এই ব্যাপারে অনুরোধ শুধু করতে পারি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, তিন কিলোমিটার দূরে থেকে ছাত্র-ছাত্রারা এসে স্কুল করছে যেমন উদয়পুরের বাগমা থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা এসে রমেশ হাইস্কুলে পড়াশুনা করছে। তা এই খানে বাসের কোন ব্যবস্থা হবে কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব :— স্যার, অসুবিধা হচ্ছে এই যে, সেখানে টি, আর, টি, সি বাসের কোন স্টপেজ নাই। তাই এখানে প্রাইভেট বাসেরও কোন ব্যবস্থা করা যাবে না।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— এডমিটেড কোশ্চেন নং— ৮০

শ্রীদশরথ দেব :— স্যার এডমিটেড কোশ্চেন নং— ৮০

প্রশ্ন

১। সোনামুড়া মহকুমার উত্তর তুইভাণ্ডাল উচ্চবুনিয়াদি বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা কত,

২। উক্ত বিদ্যালয়ে মোট কতজন শিক্ষক নিযুক্ত আছেন,

৩। তাহা প্রয়োজনের তুলনায় কম না বেশী,

৪। কম হইলে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগের জন্য সরকার উদ্যোগ নেবেন কি ?

উত্তর

১। ছাত্র সংখ্যা ১৪০ জন। (১৯৮১ ইংরেজীর ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত)।

২। দুই জন।

৩। কম।

৪। হ্যাঁ। উক্ত বিদ্যালয়ে আরও ৮ জন সাবজেক্ট টিচারের প্রায়োজন আছে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, উদয়সিং নোয়াতিয়া নামে মাত্র ১ জন ককবরকের টিচার আছেন যদিও মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের হিসাবে ২ জন আছেন তাহলে পরে এই সিনিয়র বেসিক স্কুলে কি করে সমস্ত ক্লাস তারা নিচ্ছেন তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী দশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের শিক্ষকের সর্টেইজ আছে। ৮০০ শিক্ষকের সর্টেইজ বর্তমানে আছে কিন্তু সেই ৮০০ শিক্ষক বর্তমানে নেওয়া সম্ভব না হলেও কিছু সংখ্যক নেওয়া হবে তাতে প্রয়োজন অনুযায়ী না হলেও কিছু সমাধান হবে কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক ক্ষেত্রেই সর্টেইজ আছে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ২ জন শিক্ষকের দ্বারা সম্ভব না সমস্ত ক্লাস নেওয়া, শিক্ষকের সর্টেইজ আছে। তাহলে পরে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে বলেছেন এই ধরণের যে বহু স্কুল আছে সেগুলিতে যে ঠিক মত ক্লাস নেওয়া হচ্ছেনা তাতে সেগুলির ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ কি হবে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

মি; স্পীকার :—মাননীয় সদস্য এটা ফেক্টসের মধ্যে পড়েনা।

মাননীয় সদস্য শ্রী মাণিক সরকার।

শ্রী মাণিক সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২১০।

মি: স্পীকার :—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২১০।

শ্রী দশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২১০।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় বর্তমানে মোট মাদ্রাসা স্কুলের সংখ্যা কয়টি ?

২। এদের মধ্যে কয়টি জুনিয়র ও কয়টি সিনিয়র বেসিক,

৩। এর মধ্যে কয়টির পরিচালন ভার সরকার নিয়েছেন বা কয়টিকে আর্থিক অনুদান দিচ্ছেন ?

উত্তর

১। ত্রিপুরায় বর্তমানে ৫৩ টি মাদ্রাসার কথা সরকার অবগত আছেন।

২। জুনিয়র মাদ্রাসা ৪৮ টি এবং সিনিয়র মাদ্রাসা ৫ টি।

৩। সরকার এ পর্য্যন্ত কোন মাদ্রাসার পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন নি। ১৮ টি মাদ্রাসাকে বর্তমান বৎসরে আর্থিক অনুদান দেওয়া হইয়াছে।

শ্রী অমরেন্দ্র শর্মা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে জুনিয়র এবং সিনিয়র বেসিক মাদ্রাসা যেগুলি আছে সেগুলির পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে আসামে যে বোর্ড চালু আছে সেরকম ত্রিপুরায়ও করার চিন্তা আছে কিনা ?

শ্রী দশরথ দেব :-মাননীয় স্পীকার স্যার, এগুলির পরীক্ষা নেওয়ার বোর্ডের অধীনে আরেকটি ছোটখাট বা মিনি বোর্ড করা যায় কিনা সরকার চিন্তা করছেন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমাদের জানা আছে এরকম ১২ টি মাদ্রাসা আছে অথচ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ১৮ টি মাদ্রাসাকে আর্থিক সাহার্য্য দেওয়া হয়েছে। তাহলে পরে আমরা মনে করছি যে এই ১৮ টি মাদ্রাসার অস্তিত্ব আদৌও আছে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী দশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, নগেন্দ্র জমাতিয়াদের যেমন অস্তিত্ব আছে সেগুলিরও তেমন অস্তিত্ব আছে।

শ্রী নিরঞ্জন দেববর্ম্মা:—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ১৮ টি মাদ্রাসাকে আর্থিক সাহায্য, অনুদান দেওয়া হয়েছে তাতে গত কংগ্রেস রাজত্বে একরকম কয়-টিকে আর্থিক সাহায্য বা অনুদান দেওয়া হয়েছে এবং তা এখানের চাইতে বেশী না কম তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী দশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কংগ্রেস রাজত্বে এরকম কয়টি মদ্রাসাকে আর্থিক অনুদান বা সাহায্য দেওয়া হয়েছিল তার সঠিক তথ্য এখন আমার কাছে নাই তবে আগে যে পরিমাণ দেওয়া হয়েছিল বর্ত্তমানে তার ডাবলেরও বেশী দেওয়া হয়েছে। এমনকি গ্রাণ্টস ইন্ এইড প্রতিটি স্কুলের ক্ষেত্রে আগে যা ছিল আমরা সেটাকে বাড়িয়ে দিয়েছি।

শ্রী রাম কুমার নাথ :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাদ্রাসা পাওয়ার জন্য কয়টি আবেদন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জমা আছে তা জানাবেন কি ?

শ্রী দশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এরকম আবেদন অনেক আছে সঠিক সংখ্যাটা আপাততঃ নেই তবে আর্থিক অনুদানের জন্য ৩৬টি দরখাস্ত পাওয়া গেছে।

শ্রী রাম কুমার নাথ :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আর্থিক অনুদানের জন্য যে সমস্ত আবেদন পাওয়া গেছে সেগুলিকে আগামী বাজেটের মধ্যে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী দশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, গ্রাণ্টস্ ইন্ এইড রুলস্ তৈরী আছে যারা সে অনুসারে চলবে তারা সবাই পাবে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী বাদল চৌধুরী।

শ্রী বাদল চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৫।

শ্রী দশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৫।

প্রশ্ন

১) গত তিন বছরে ডাল, তেল, লবণ, কেরোসিন প্রভৃতিবস্তুসহ বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমূহের দর বৃদ্ধির সূচক সংখ্যা কত ;

২) সারা রাজ্যে রেশন সপের মাধ্যমে একই দরে ভর্ত্তুকী দিয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সরবরাহের জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কোন প্রস্তাব দিয়েছেন কি ;

৩) যদি দিয়ে থাকেন তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১) গত তিন বৎসরে দর বৃদ্ধির হার ১৯৭৮ইং সনের ভিত্তিতে নীচে দেওয়া হইল।

ক্রমিক নং	পণ্যের নাম	আগরতলায় বাজার দর অনুযায়ী ১৯৭৮ইং সনের জানুয়ারী মাস	১৯৭৯ইং সনের জানুয়ারী মাস	১৯৮০ইং সনের জানুয়ারী মাস	১৯৮১ইং সনের জানুয়ারী মাস	১৯৭৮ইং সনের তুলনায় শতকরা বৃদ্ধির হার
১।	মুসুর ডাল	৪.২০ কে.	৪.২৫ কে.	৩.৬০ কে.	৬.৫০ কে.	৫৪.৭৬%
২।	মুগ—	৩.৫০ কে.	৪.৬৫ কে.	৫.৪০ কে.	৬.০০ কে.	৭২.৪৩%
৩।	সরষের তৈল	১২ ০০ লি.	১০.৫০ লি.	১৩.০০ লি.	১৮.০০ লি.	৫০%
৪।	লবণ	০.৪০ কে.	০.৫০ কে.	০.৫৪ কে.	০.৫৪ কে.	৩৫%
৫।	কেরসিন	১.২৯ লি.	১.৩১ লি.	১.৫১ লি.	১.৬২ লি.	৩৩.৩৬%
৬।	সুতি বস্ত্র					
	ক) ধুতী (মাজারী)	১৭.০০ জোরা	১৮.৫০ জোড়া	২০.০০ জোড়া	২২.00 জোড়া	২৯.৪১%
	খ) শাড়ী (মাজারী)	২৪.০০ জোড়া	২৫.০০ জোড়া	২১.০০ জোড়া	১৮.০০ জোড়া	১৬.৬০%
	গ) লং ক্লথ	৩.০০ মিঃ	৩.৫০ মিঃ	৪.০০ মিঃ	৪.৫০ মিঃ	৫০%

২) হ্যাঁ।

৩) এখন পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে কিছু জিনিসের দাম কমেছে আবার কিছু জিনিসের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছে। এই যে বাড়া কমার কারণ কি বলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় মনে করেন তা জানাবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব : মাননীয় স্পীকার স্যার, এটার জন্য ক্যাপিটালিষ্ট পলিসি দায়ী।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এবার কেন্দ্রীয় সরকার যে বাজেট পেশ করেছেন তাতে রেলের অতিরিক্ত ভাড়ার জন্য যে সাবসিডি দেওয়া হয়েছিল তা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে তাতে জিনিসপত্রের দাম আরও বাড়বে কি না, যদি বাড়ে তবে রাজ্য সরকার তারজন্য কিছু চিন্তা করছেন কিনা, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এর ফলে যে সব জিনিসপত্রের দাম অস্বাভাবিক ভাবে বাড়বে তাতে কোন সন্দেহ নাই। যে হিসাবটা দেওয়া হয়েছে সেটা হল ১৯৮১-৮২ সালের হিসাব। কেন্দ্রীয় সরকারকে সাবসিডির দাবী আমরা অনেকবার জানিয়েছি রাজ্য সরকারের কাছে এটা নূতন কিছু নয়।

কেন্দ্রীয় সরকার সাবসিডি দিয়ে সারা ভারতবর্ষে একই দামে যাতে জিনিসপত্র পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করবেন ইহাই আমাদের দাবী।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে তথ্য দিয়েছেন তা কিসের ভিত্তিতে দিয়েছেন। কারন আমরা জানি যে এই দর সমস্ত বাজারে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের বাজারের দর নয়। এখানে যে রেট দেওয়া হয়েছে, যেমন কেরোসিন, চাল ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির তা আগরতলার চেয়ে অনেক বেশী দামে গ্রামাঞ্চলে কিনতে হয়। এ সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব : স্যার, এখানে আমি যে দর দিয়েছি তা আগরতলার বাজারের দর যেটা এভারেজ দর তা দিয়েছি। সুতরাং দুর্গম এলাকায় যদি দাম বেড়েও থাকে তা আর আমি তো বলতে পারছি না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া : স্যার, আগরতলার যে দর সেই দরে বাইরের বাজারগুলোতে এবং দুর্গম এলাকার বাজারগুলিতে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যাতে সরবরাহ করা যায় তার ব্যবস্থা সরকার করবেন কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব : স্যার, আমি আগেই বলেছি যে, এসেনসিয়াল কমডিটিজ, সারা ভারতবর্ষে ভর্তুকী দিয়েও চালু করা যায় তার জন্য আমরা বার বার কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছি, কেন্দ্রীয় সরকার তা করছেন না। আর আমরা চালু করবার জন্যে যে বাড়তি অর্থের প্রয়োজন তা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাবী করলেও মাননীয় নগেন বাবুরা আমাদের বাধা দেন।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীরাম কুমার নাথ।

শ্রীরাম কুমার নাথ : মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার—১২৫।

শ্রীদশরথ দেব : মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার—১২৫।

প্রশ্ন

১। করবুক হাইস্কুলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক দেবার সরকারী সিদ্ধান্ত আছে কি ?

২। উক্ত হাইস্কুলে বর্ত্তমানে বৎসরে কোন শ্রেনীতে কতজন ছাত্রছাত্রী আছে, (ছাত্র-ছাত্রীদের পৃথক হিসাব)

৩। করবুক হাইস্কুলের গার্লস' হোষ্টেলটির নির্মান কাজ এই বৎসর আরম্ভ করা হবে কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, আছে।

২। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হলো নিম্নরূপ—

শ্রেনী	ছাত্র	ছাত্রী	মোট সংখ্যা
১ম	৪৫	১২	৫৭ জন।
২য়	২০	১৪	৩৯

শ্রেণী	ছাত্র	ছাত্রী	মোট সংখ্যা
৩য়	৩৯	১৬	৫৫
৪র্থ	২২	৭	২৯
৫ম	১৬	৩	১৯
৬ষ্ঠ	৬৪	৬	৭০
৭ম	২০	৭	২৭
৮ম	২১	২	২৩
৯ম	২৮	১	২৭
১০ম	১৫	—	১৭
	১৯৫ জন	৬৮ জন	২৬৩ জন

৩। করবুকে দুইটি হোষ্টেল সহ (একটি ছেলেদের ও একটি মেয়েদের) একটি আবাসিক স্কুল স্থাপনের জন্য পূর্ত্ত বিভাগকে মোট ১৫,৭৫,৪০০ টাকার প্রশাসনিক অনুমোদন দেওয়া হইয়াছে। এবং এই কাজ সম্পন্ন করার জন্য মোট ১৩,১৮,৯৬০ টাকার মঞ্জুরী দেওয়া হইয়াছে। করবুক হাইস্কুলের গার্লস হোষ্টেলটির কাজ এখনও আরম্ভ হয় নাই।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী: সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা বলা হয়েছে ২৬৩ জন। এই ছাত্র-ছাত্রীর জন্যে কতজন শিক্ষক আছেন তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব: স্যার, এখানে শিক্ষকের কোন প্রশ্ন উঠে না। এখানে শুধু ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কত তার জন্য প্রশ্ন করা হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া: স্যার, যেহেতু এটা স্টারড্ কোশ্চান, সেহেতু এখানে এই প্রশ্নও সাপ্লিমেন্টারী আসতে পারে—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ঐ স্কুলে কতজন শিক্ষক আছেন।

শ্রীদশরথ দেব: স্যার, আমি আগেইতো বলেছি যে এখানে শুধু ছাত্র-ছাত্রীদের নাম জানার জন্যে প্রশ্ন করা হয়েছে। সুতরাং এই প্রশ্ন উঠতে পারেনা।

মিঃ স্পীকার: মাননীয় সদস্য শ্রীতরণী মোহন সিন্‌হা।

শ্রীতরনী মোহন সিন্‌হা: মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার-১৯৩

শ্রীদশরথ দেব: স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার—১৯৩।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে মোট রেজিষ্ট্রিকৃত নারী সমিতির সংখ্যা কত (নাম সহ বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)।

২। রেজিষ্ট্রিকৃত নারী সমিতিগুলির মাধ্যমে সরকারী সাহায্য দ্বারা গ্রামীণ কুটির শিল্প সম্প্রসারনের সরকারী কোন পরিকল্পনা আছে কি?

৩। থাকিলে কোথায় কোথায় এবং কি কি কুটির শিল্প সম্প্রসারিত হয়েছে, এবং

৪। না থাকিলে আর্থিক বৎসরে এইরূপ কোন পরিকল্পনা সরকার হাতে নেবেন কি?

স্যার উত্তরগুলির মধ্যে (১) নং খুবই লেন্দি তাই আমি উহা টেবিলে লে করে দিচ্ছি। শুধু বিভাগ ভিত্তিক একটা হিসাব আমি দিচ্ছি—

১।	সদর বিভাগ	২৭৪
২।	সোনামুড়া	২১
৩।	খোয়াই বিভাগ	৭৯
৪।	কমলপুর বিভাগ	১৮
৫।	কৈলাশহর	১০৩
৬।	ধর্ম্মনগর	১১
৭।	উদয়পুর	৩১
৮।	অমরপুর	২৬
৯।	বিলোনিয়া	৪২
১০।	সাব্রুম বিভাগ	১৯
		মোট-৬২৫ টি।

(নামওয়ারী সমিতির তালিকা সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হলো)

(Please See the ANNEXURE—"B")

২। সমাজ কল্যান ও সমাজ শিক্ষা বিভাগের এরূপ কোন পরিকল্পনা আপাতত নাই।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী তরনী মোহন সিংহা সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যে সকল মহিলা রেজিষ্ট্রিকৃত সমিতিতে আছেন তাদের বেকারত্ব দূর করবার জন্যে বিভিন্ন প্রকার প্রকল্প বাঁশ, বেত, ইত্যাদি শিল্প স্থাপন করিয়া এই বেকার নারীদের কর্ম্মসংস্থানের কোন ব্যবস্থা করবার জন্য বা তাদের আর্থিক সাহায্য দিয়ে বেকারত্ব ঘোচাবার জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কি না?

শ্রীদশরথ দেব :—স্যার, এটা শিল্প দপ্তর জানেন।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস : স্যার, দেখা গেছে যে, এই নারী সমিতিগুলোকে রেজিষ্ট্রিকৃত হইবার জন্য যে আবেদন ফরম্ সে ফরম একমাত্র আগরতলা অফিস থেকে নিতে হয় এটা খুবই অসুবিধাজনক। তাছাড়া ফরমগুলি ইংরেজীতে ছাপা থাকায় সাধারন মহিলাদের পক্ষে উহা পড়তে বা বুঝতে খুবই অসুবিধা হয়। এই ফরমগুলি যাতে বিভিন্ন অফিসে পাঠানো যেতে পারে এবং ফরমগুলি যাতে বাংলায় ছাপা হতে পারে তারজন্যে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী দশরথ দেব: স্যার, এটা কো-অপারেটিভ বিভাগের ব্যাপার। এখানে আমার বলার কিছুই নেই।

শ্রী নিরঞ্জন দেববর্মা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই যে ৬২৫ টি রেজিষ্ট্রিকৃত নারী সমিতি রয়েছে তাদের সোসিয়েল এডুকেশান থেকে কি কি সাহায্য দেওয়া হচ্ছে ?

শ্রী দশরথ দেব: স্যার, এই তথ্য আপাততঃ আমার কাছে নেই। কারন সোসিয়েল ওয়েলফেয়ারের টাকা আসেতো দিল্লি থেকে। আগে এ রকম একটা স্কীম ছিল। প্রত্যেক সমিতিকে সেন্ট্রাল থেকে এক হাজার টাকা পর্যন্ত সাহায্য দেওয়া হত। কিন্তু এখন সেটা বন্ধ হয়ে গেছে।

শ্রীতরনী মোহন সিন্হা :—সাপ্লিমেণ্টারী, এই রেজিঃষ্ট্রিকৃত নারী সমিতিকে সরকার কি কি সাহায্য দিয়েছেন ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—স্যার, সরকার রেজিষ্ট্রিকৃত সমিতিগুলোর নাম দিল্লীতে পাঠিয়ে দেন। তার পর সেখানকার সোসিয়েল ওয়েল-ফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে তাদের পশু পালন ইত্যাদির জন্য ৮০০ বা ১০০০ টা করে একটা সাহায্য দিয়ে থাকেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার ইহা একেবারে বন্ধ করে দিয়েছেন।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং—এইখানে যে নারী সমিতির কথা বলা হয়েছে, আমরা জানি সি, পি, এম, এর একটা নারী সমিতি আছে—এটা কি সেই নারী সমিতি ?

শ্রীদশরথ দেব—এটা রেজিষ্ট্রিকৃত নারী সমিতি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীনিরঞ্জন দেববর্ম্মা।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা—কোয়েশ্চান নং ২০৪।

শ্রীদশরথ দেব—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়. কোয়েশ্চান নং ২০৪।

প্রশ্ন

১) বর্ত্তমানে আর্থিক বছরে রাজ্যের কয়টি কাঁচা ঘরের মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে দালান (পাকা) বাড়ী করার পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করিয়াছেন।

২) নাম সহ তার হিসাব।

উত্তর

১) বর্ত্তমান আর্থিক বছরে ১৯টি কাঁচা বাড়ীর হাইস্কুলে পাকা বাড়ী নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়ার পরিকল্পনা আছে।

২) ১৯টি হাইস্কুলের নাম নীচে দেওয়া গেল :—

১) ময়নামা হাইস্কুল, কৈলাশহর, ২) শালগড়া হাইস্কুল, উদয়পুর, ৩) শ্রীনগর হাইস্কুল, সাব্রুম। ৪) কাঞ্চন নগর (ওয়েষ্ট বগাফা) হাইস্কুল, বিলোনীয়া। ৫) অলয়ছড়া হাইস্কুল, বিলোনীয়া। ৬) শিলাছড়ি হাইস্কুল, সাব্রুম। ৭) নিহারনগর হাইস্কুল, বিলোনীয়া। ৮) লেদরাই দেওয়ান হাই স্কুল, ধর্ম্মনগর। ৯) বাইজালবাড়ী হাইস্কুল,

খোয়াই। ১০) গামছাকোবরা হাইস্কুল, সদর। চাম্পা হাওর হাইস্কুল, খোয়াই। ১২) আমপুরা বাজার হাইস্কুল (ফালগুনা চৌধুরী পাড়া), খোয়াই। ১৩) তৈদুবাড়ী হাইস্কুল, অমরপুর। ১৪) গার্দ্দাং হাইস্কুল, সাব্রুম। ১৫) ভারতচন্দ্র নগর হাইস্কুল, খোয়াই। ১৬) দেবদারু হাইস্কুল, বিলোনীয়া। ১৭) রতনপুর হাইস্কুল, খোয়াই। ১৮) চৈলেংটা হাইস্কুল, কৈলাসহর। ১৯) অম্পিনগর হাইস্কুল, অমরপুর।

এইগুলি এই বৎসরে করার আমাদের স্কীম আছে। আর নতুন যে অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অ্যাপ্রোভ্যাল দেওয়া হয়েছে যেগুলি প্রসেস করার জন্য পি, ডবলিউ, ডি, কে দেওয়া হয়েছে সেগুলি হচ্ছে :—

১) আরালিয়া হাইস্কুল, সদর। ২) ব্রজেন্দ্রনগর হাইস্কুল, সাব্রুম। ৩) সিপাইজলা হাইস্কুল, সদর। ৪) মবাছড়া হাইস্কুল, কমলপুর। ৫) কালাছড়া হাইস্কুল, ধর্মনগর। ৬) দামছড়া হাইস্কুল, ধর্মনগর। ৭) বলরাম কোবরা হাইস্কুল, খোয়াই। ৮) কৃষ্ণপুর হাইস্কুল, ধর্মনগর। ৯) পদ্মবিল হাইস্কুল, ধর্মনগর। ১০) ছাওমনু হাইস্কুল, কৈলাশহর। ১১) ধুমাছড়া হাইস্কুল, কৈলাশহর। ১২) পাবিয়াছড়া হাইস্কুল, কৈলাশহর। ১৩) টিলা বাজার হাইস্কুল, কৈলাশহর। ১৪) চন্দ্রপুর হাইস্কুল, ধর্মনগর।

যেসকল হাইস্কুলগুলিতে পাকা বাড়ী নির্মাণের কাজে পূর্তদপ্তর বর্ত্তমান বর্ষের পূর্ব্বেই হাত দিয়াছে এবং কাজ অগ্রসর হইতেছে, সেগুলির নাম—

১) সালেমা হাইস্কুল, কমলপুর। ২) বেহালাবাড়ী হাইস্কুল, খোয়াই। ৩) নিদয়া হাইস্কুল, সোনামুড়া। ৪) বক্সনগর হাইস্কুল, সোনামুড়া। ৫) চন্দ্রপুর হাইস্কুল, উদয়পুর। ৬) বাইকোরা হাইস্কুল বিলোনীয়া। ৭) মতাই হাইস্কুল বিলোনীয়া। ৮) কামালঘাট হাইস্কুল, সদর। ৯) মোহরছড়া হাইস্কুল, খোয়াই। ১০) নন্দন নগর হাইস্কুল, সদর। ১১) মান্দাইবাজার হাইস্কুল, সদর। ১২) দক্ষিণ বাগমা মণ্ডল পাড়া হাইস্কুল, উদয়পুর। ১৩) কলাগাছিয়া হাইস্কুল, সদর। ১৪) জম্পুইজলা হাইস্কুল, সদর। ১৫) করবুক হাইস্কুল, অমরপুর।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা— পি, ডবলিউ, ডি, কে প্রসেস করার জন্য যে প্রোপোজাল পাঠিয়েছেন, এইগুলি এই ১৯৮২-৮৩ আর্থিক বৎসরে কাজ আরম্ভ হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব— ১৯টা প্রেফারেন্স দিয়েছি, প্রথমে যে লিষ্টটা বললাম। ১৯টাই এই বৎসরে পি, ডবলিউ, ডি, পারবে কিনা বলা যায় না।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী—খোয়াই বিভাগে খিলাতলি রতিয়া হাইস্কুল, সেটা ২।৩ বৎসর আগেই ডিপার্টমেন্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বিল্ডিং করার জন্য। কিন্তু সেটার কোন উল্লেখ নাই।

শ্রী দশরথ দেব :—রতিয়া হাইস্কুলে কোন স্কীম এখনও নেওয়া হয়নি। সেখানে ম্যাটেরিয়েলস্ নেওয়ার অসুবিধা। রাস্তাঘাট তৈরী হয় নি। সেটা নদীর ওপারে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী নিরঞ্জন দেববর্মা এবং তরণীমোহন সিন্হা (ব্র্যাকেটেড)।

শ্রী নিরঞ্জন দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২০৯।

প্রশ্ন

১) বর্তমান শিক্ষা বৎসরে প্রাইমারী বিদ্যালয়গুলির ছাত্রছাত্রীদের পোষাক ও পাঠ্য পুস্তক বিতরনের জন্য শিক্ষা দপ্তর কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছেন ;

২) ১৯৮০-৮১ হইতে ১৯৮১-৮২ সন পর্য্যন্ত কতজন ছাত্রছাত্রীকে পোষাক ও পাঠ্য পুস্তক দেওয়া হইয়াছে এবং কতজন বাকী আছে ;

৩) যাদের দেওয়া হয় নাই এই সমস্ত ছাত্রছাত্রীগণকে কবে নাগাদ দেওয়া হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১) ছাত্র-ছাত্রীগণের প্রয়োজন অনুযায়ী সরকার কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তক (শিক্ষা অধিকার প্রকাশনা শাখা থেকে) এবং বেসরকারী পাঠ্যপুস্তক ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় মঞ্জুরীকৃত অর্থ বিদ্যালয় পরিদর্শকগণের অফিস মারফত বিলবণ্টনের জন্য অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তপশিলী জাতি ও উপজাতি ছাত্রীদের পোষাক দেওয়ার জন্য বার্ষিক ৩০/- (ত্রিশ) টাকা হারে প্রতি ছাত্রীকে মঞ্জুরী দেওয়া হয়। ঐ মঞ্জুরীকৃত অর্থ বিদ্যালয় পরিদর্শক ও সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান কর্মকর্ত্তার মাধ্যমে বিলি হয়।

		পোষাক	পাঠ্যপুস্তক
২)	১৯৮০-৮১	৪,৬২৩ জন	সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীকে বই বিলি করা হইয়াছে।
	১৯৮১-৮২	৬,৯১৩ জন (কত ছাত্রী এখনও পোষাকের টাকা পায় নাই সেই তথ্য সংগৃহীত হইতেছে)	অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীকে বই বিলি করা হইয়াছে। কতজনকে দেওয়া হইয়াছে এবং কতজনের বাকী আছে সেই তথ্য সংগৃহীত হইতেছে।

৩) বই ও পোষাক বিলির কাজ অচিরেই শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

শ্রী নিরঞ্জন দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই পোষাক ও পাঠ্য পুস্তক বইয়ের নিয়ম বা বিধি কি কি ? কারণ বহু স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সুতরাং এইগুলি যাতে ওরা পেতে পারে এই জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা ?

শ্রী দশরথ দেব :—স্যার, নিয়ম-বিধি প্রত্যেক স্কুলকে জানিয়ে দেওয়া হয় এবং সেই সব স্কুলগুলিতে যে সব হেড মাষ্টার থাকেন, তারা একটা লিষ্ট তৈরী করে ইন্সপেক্টরের কাছে পাঠিয়ে দেন। আর সে জন্য প্রত্যেক ইন্সপেক্টরকে আমাদের দপ্তর থেকে টাকা দেওয়া থাকে। কাজেই তারা সেখান থেকে সেটা পেতে পারেন।

শ্রী তরনী মোহন সিন্‌হা :—মাননীয় মন্ত্রী মশায় ছাত্র-ছাত্রীদের পোষাকের জন্য যে টাকা দেওয়া হয়, তা আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি যে এক বছরের টাকা অন্য বছরে দেওয়া হয়, ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা যে বছরের জন্য পোষাকের টাকাটা তাদেরকে দেওয়া হল, ঐ বছরে তারা সেই পোষাকগুলি ব্যবহার করতে পারে না। অর্থাৎ উপযুক্ত সময়ে তাদের পোষাকের টাকাটা দেওয়া হয় না, আবার, পাঠ্য পুস্তকের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে ক্লাশ শুরু হওয়ার ৫/৬ মাস পাড় হয়ে গেলেও পাঠ্য পুস্তকগুলি পাচ্ছে না, ফলে তাদের লেখাপড়া করার ক্ষেত্রে অনেকটা

ব্যাঘাত ঘটে। কাজেই এই যে অবস্থা পোষাক দেওয়া এবং পাঠ্য পুস্তক দেওয়া, এগুলি যাতে উপযুক্ত সময়ে ছাত্র-ছাত্রীরা পেতে পারে তার ব্যবস্থা সরকার করবেন কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি?

শ্রী দশরথ দেব :—শিক্ষা দপ্তরের বিভিন্ন উচ্চাকাঙ্খাকে যাতে আরও বেশী করে এ্যাকটিভ করা যায়, তার জন্য আমরা অবশ্যই চেষ্টা করব।

শ্রী নকুল দাস :—আমরা দেখেছি যে প্রত্যেক শিক্ষা বর্ষেই সিডিউল্ড কাষ্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইব ছাত্র-ছাত্রীদের একটা সার্টিফিকেট দিতে হয়, তারা সিডিউল্ড কাষ্ট বা সিডিউলড ট্রাইব। কিন্তু কোন সিডিলড কাষ্ট বা সিডিডলড ট্রাইব ছাত্র-ছাত্রী যখন প্রথম স্কুলে এ্যাডমিশন নেয়, তখন তারা যে সার্টিফিকেট দেয়, তাতে হয় না। অর্থাৎ সিডিউলড কাষ্ট অথবা সিডিউলড ট্রাইব এ্যাডমিশনের সময় থেকে এ্যাডমিশন রেজিষ্টারের মধ্যে যে ব্যয় ভার মেনটেইন করা দরকার, সেটা করা হয় না। ফলে প্রত্যেক শিক্ষা বর্ষে এই রকম সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য তাদের অনেক হয়রাণি হতে হয়। কাজেই আমি অনুরোধ করব যে এই ব্যবস্থাটার পরিবর্তন করে সেই এ্যাডমিশনের তারিখ থেকে যাতে তাদের জন্য ব্যয়-ডাটা মেন্টেইন করা হয়, তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি?

শ্রী দশরথ দেব :—স্যার, এটা একটা পলিসি মেটার, এটা বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে।

শ্রী নিরঞ্জন দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলেছেন যে ১৯৮০-৮১ সালে ৪,৬২৩ জন এবং ১৯৮১-৮২ সালে ৬,৯১৩ জন মোট ১১,৫৩৬ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বই দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে মোট প্রাইমারী এবং জুনিয়ার বেসিক স্কুলের সংখ্যা যা আছে এবং সেগুলির মধ্যে যে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা আছে এবং যাদেরকে পোষাক এবং পাঠ্য পুস্তক দেওয়া হয়েছে বলে বলছেন, তার সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে অনেক কম বলে মনে হচ্ছে। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মশাই এই রকম হওয়ার কারণ কি জানতে পারি কি ?

শ্রী দশরথ দেব :—এটা শুধু মাত্র সিডিউলড কাষ্ট এবং সিডিউলড ট্রাইব ছাত্র-ছাত্রীরা সংখ্যার কথা বলা হয়েছে, অন্যদের বলা হয় নি।

শ্রী মাখন লাল চক্রবর্তী :—এই যে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের পোষাক এবং পাঠ্যপুস্তক সময় মত দেওয়া হচ্ছে না, তা আমরা স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে জেনেছি যে এল, ও, সি, সময় মত পাওয়া যায় না বলে এগুলি দিতে দেরি হয়ে যায়। তেমনি স্কুল বোর্ডিং এর যে সব ছাত্র-ছাত্রী আছে, তাদের ষ্টাইপেণ্ড দেওয়ার ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি যে তারা মাসে মাসে কোন ষ্টাইপেণ্ড পায় না, বরং ৬/৭ মাস পরে গিয়ে তাদের ষ্টাইপেণ্ড এর টাকা দেওয়া হয়। এই অবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়ী থেকে টাকা পয়সা এনে চালিয়ে নিতে হয়। কিন্তু আমাদের বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর বোর্ডিং এ যে সব ছাত্র-ছাত্রী আছে, তাদের ষ্টাইপেণ্ড দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা উন্নতি হয়েছে, অন্য দিকে পাঠ্য পুস্তক এবং পোষাক দেওয়ার ক্ষেত্র সেই আগের মতই অসুবিধা রয়েছে। কাজেই এই এল, ও, সির ব্যবস্থাটা পার-

বর্ত্তন করে যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা সময়মত পোষাক এবং পাঠ্য পুস্তক পেতে পারে, তার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি ?

শ্রী দশরথ দেব :—এটা ফিনান্স ডিপার্টমেন্টের ডিসিপ্লিনের ব্যাপার। এর মধ্যে এল, ও, সি টাই একমাত্র কারণ নয়। তাছাড়া স্কুল থেকে ইনস্পেক্টরেট এবং ইনস্পেক্টরেট থেকে আমাদের দপ্তরে প্রয়োজনীয় লিষ্ট আসতেও অনেক দেরী হয়ে যায়, এটাও দেরী হওয়ার অন্য একটা কারণ।

শ্রী নিরঞ্জন দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্য পুস্তক ও পোষাক দিতে অনেক দেরী হয়ে যায় আবার তারাও সেগুলি কিনতে পারে না। কাজেই তাদের যাতে সময় মত সাহায্য করা যায়, তার জন্য স্কুলগুলিতে যে সব বুক ব্যাঙ্ক আছে, সেগুলিকে আরও শক্তিশালী করার কথা, সরকার চিন্তা করছেন কিনা, জানতে পারি কি ?

শ্রী দশরথ দেব :—শুধু মাত্র এস, টি, এবং এস, সি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বুক ব্যাঙ্ক শক্তিশালী করা যাবে না, কারণ টাকা-পয়সার ক্ষেত্রে আমাদেরও সীমাবদ্ধতা আছে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—সময় মতো পাঠ্য পুস্তক না যাওয়ার ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনা করতে ৫/৬ মাস দেরী হয়ে যায়। কাজেই বাধ্য হয়ে স্কুলগুলিতে পড়াশুনার কাজটা দেরীতে শুরু করতে হয়, এটা মাননীয় মন্ত্রী মশাই স্বীকার করবেন কি ?

শ্রী দশরথ দেব :—মাননীয় সদস্য যেটা বললেন, তা স্বীকার করা যায় না। বরং স্পেসিফিক কোন স্কুলে দেওয়া হয় নি, সেটা বললে আমি খুঁজ করে দেখতে পারি।

শ্রী ভবনী মোহণ সিন্হা :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলেছেন যে ১৯৮১-৮২ সালে মোট ৬,৯১৩ জন এস, সি এবং এস, টি, ছাত্র-ছাত্রীদের পোষাক ও পাঠ্য পুস্তক দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য কাষ্টের মধ্যেও যারা গরীব শ্রেনী রয়েছে তাদেরকেও এই সুযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা সরকারের আছে কিনা মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি ?

শ্রী দশরথ দেব :—এখন পর্যন্ত এই ধরনের কোন পলিসি সরকার গ্রহণ করেন নাই।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—প্রশ্ন নং ৮২।

শ্রীদশরথ দেব :— স্যার, প্রশ্ন নং ৮২।

প্রশ্ন

১। অমরপুর মহকুমার নগরাই উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। না থাকিলে, তার কারণ ?

উত্তর

১) আপাততঃ নাই।

২) ৮ম শ্রেণীতে পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা খুবই কম, মাত্র ৬ জন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—যেহেতু নগরাই স্কুলের চারিদিকে অনেকগুলি প্রাইমারী স্কুল

আছে এবং সেগুলিতে যদি সুষ্ঠভাবে ক্লাশ হয়ে থাকে, তাহলে ঐ সব প্রাইমারী বা জুনিয়ার বেসিক স্কুল থেকে স্কুল প্রতি যদি ৩ জন করে ছাত্রও নগরাই স্কুলে পড়তে আসে, তাহলে তার সংখ্যা দাঁড়াবে ৮০ থেকে ১০০ জন। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মশাই সমস্ত স্কুলগুলিকে সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করে যাতে নগরাই স্কুলটাকে হাই স্কুলে পরিণত করা যায়, তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব :— স্কুলগুলি যাতে সুষ্ঠভাবে চলে, সে জন্য তো আমাদের দৃষ্টি আছেই। মাননীয় সদস্য, নগেন্দ্র জমাতিয়া নিজেও স্বীকার করেছেন যে ঐ এলাকার মধ্যে অনেকগুলি প্রাইমারী স্কুল আছে, যদিও সিনিয়র বেসিক স্কুল নেই। কাজেই সিনিয়র বেসিক স্কুলের সংখ্যা যদি ঐ এলাকাতে না বাড়ে, তাহলে হাই স্কুলে পড়ার জন্য ছাত্র পাওয়া যাবে কোথায় থেকে, এটা মাননীয় সদস্য এর জানা দরকার।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— কাছাকাছি সর্ব্বং সিনিয়র বেসিক স্কুল আছে, এছাড়া আরও একটা জায়গাতে সিনিয়র বেসিক স্কুল খোলার পরিবেশ রয়েছে। কাজেই সেগুলিকে সিনিয়র বেসিক স্কুল না করে যাতে নগরাই স্কুলটাকে হাই স্কুল করা যায় তার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় গ্রহণ করবেন কিনা, জানতে পারি কি ?

শ্রীদশরথ দেব :— স্যার, সর্ব্ব স্কুলের লোকেশানটা কোথায়, তা আমি যেমন জানি তেমনি মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়াও জানেন। একটা অমরপুর টাউনের খুব কাছাকাছিই রয়েছে, নগরপাড়া হাই স্কুল হওয়া বা না হওয়ার জন্য সর্ব্ব এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের তেমন সুবিধা বা অসুবিধা কিছু নেই। নগরায় সর্বং এর কাছে পড়ে না।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই অবগত আছেন কি যে নগরাই স্কুলের খুব কাছাকাছি অনেকগুলি প্রাইমারী স্কুল রয়েছে এবং সেই সব স্কুলগুলিতে যারা শিক্ষকতা করছেন, তাদের অধিকাংই উপজাতি যুব সমিতির সমর্থক আর অন্যান্য শিক্ষক যারা আছেন, তারা ওদের ভয়ে সেই স্কুলগুলিতে যাতায়াত করতে পারছেন না ?

শ্রীদশরথ দেব :— স্যার, এই রকম কোন খবর আমার কাছে নাই। তবে এটা ঠিক যে সেখানে যে সব মাষ্টার মশাই রয়েছেন, তাদের অধিকাংশই টি, ইউ,জে এসের সমর্থক। দাঙ্গার সময়ের সেখানে কিছুটা ভয় ভিতি ছিল, কিন্তু এখন সেটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীমাণিক সরকার।

শ্রীমানিক সরকার :— প্রশ্ন নং ১০৪।

শ্রীদশরথ দেব :— স্যার, প্রশ্ন নং ১০৪।

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় বর্ত্তমানে কয়টি অনাথ আশ্রম আছে ?

২) এই আশ্রমগুলিতে আশ্রমবাসীর সংখ্যা কত ; এবং

৩) এই আশ্রমের সংখ্যা বৃদ্ধির কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

উত্তর

১) সারা ত্রিপুরায় অনাথ শিশুদের জন্য মোট ৬টি আশ্রম আছে।

২) উক্ত ৬টি অনাথ আশ্রমে বর্ত্তমানে আবাসিকের সংখ্যা ২৭০ জন।

৩) হ্যাঁ আছে।

শ্রীসমর চৌধুরী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এই আশ্রমগুলি পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য করেন এবং তাতে তাদের খাওয়ার খরচা ঠিক ঠিক ভাবে চলছে না এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না ?

শ্রীদশরথ দেব—মাননীয় স্পীকার স্যার, যে আশ্রমের কথা বলা হচ্ছে এটা বয়স্কদের আশ্রম আর মাননীয় সদস্য বলছেন শিশুদের আশ্রমের কথা। শিশুদের জন্য ১৪টি আশ্রম আছে এবং তাতে ৬০০ দুঃস্থ শিশু আছে। তাদের খাওয়ার খরচা ৩ টাকা থেকে বাড়িয়ে আমরা ৫ টাকা করেছি।

মি: স্পীকার :—শ্রী তরণী মোহন সিন্‌হা।

শ্রীতরণী মোহন সিন্‌হা :—কোয়েশ্চান নং ১৯৪

শ্রীদশরথ দেব :— কোয়েশ্চান নং ১৯৪

প্রশ্ন

১। বিধবা ভাতা দেওয়ার সরকারী কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২। থাকিলে কবে পর্যন্ত তাহা কার্যকরী করা হইবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। আপাতত নাই তবে এই বিষয়ে চিন্তা করা হচ্ছে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য ফয়জুর রহমানের প্রশ্নটি সম্পর্কে যদি কোন মাননীয় সদস্য ইনটারেস্টেড থাকেন তাহলে বলতে পারেন।

শ্রী সমর চৌধুরী :—আমি ইণ্টারেষ্টেড—কোয়েশ্চান নং ৭৪

শ্রী দশরথ দেব :—কোয়েশ্চান নং ৭৪

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য ইচাইলালছড়া জে. বি. স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ছাত্রদের টিফিন না দিয়ে ১,৩০০ (তেরশত) টাকা আত্মসাত করেছেন ?

২। ইহা কি সত্য উক্ত সভাপতির দুর্নীতির বিরোদ্ধে ইচাইলালছড়ার জনসাধারণ ঐ স্কুলের ভার প্রাপ্ত ইন্সপেক্টার এর কাছে অভিযোগ করিয়াছেন ?

৩। সত্য হইলে উক্ত সভাপতির বিরুদ্ধে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন?

উত্তর

১। না, এই ধরনের কোন ঘটনা সরকারের গোচরীভূত নাই।

২। না, এই ধরনের কোন তথ্য আমাদের জানা নাই।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এই অভিযোগের যে জবাব আপনি দিয়েছেন তাতে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব এই ব্যাপারে পুনরায় তদন্ত করে দেখা হবে কি না ?

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ইচাইলালছড়া জে. বি. স্কুল নাকে কোন স্কুল আমাদের দপ্তরে নাই—তবে বেলছড়া জে. বি. স্কুল নামে একটা স্কুল আছে এবং সেই স্কুলের ম্যানিজিং কমিটির সভাপতির ১৩শত টাকা আত্মসাতের অভিযোগের কোন তথ্য পাওয়া যায় নাই। তবে মাননীয় সদস্য যখন বলছেন এই বিষয়ে আবার তদন্ত করে দেখা হবে।

মিঃ স্পীকার :—প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া শেষ হয়ে গেছে।

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :—এখন সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল "রেফারেন্স পিরিয়াড" আমি গত ২৩,৩,১৯৮২ইং তারিখে মাননীয় বিধায়ক নগেন্দ্র জমাতিয়া মহাশয় হইতে একটি নোটিশ পেয়েছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্নে উল্লেখিত বিষয়টি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি এবং ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অদ্য বিষয়টির উপর উত্তর দানের স্বীকৃতি দিয়েছেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল:—

'গত ১০ই মার্চ বিলোনীয়া মহকুমার রাজনগর ব্লকের বি. ডি. ও সুদীপ রায়কে কতিপয় কর্মচারী ঘেরাও করা সম্পর্কে।'

আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার আহ্বান করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—গত ১০ই মার্চ বিলোনীয়া মহকুমার রাজনগর ব্লকের বি, ডি, ও, সুদীপ রায়কে কতিপয় কর্মচারী ঘেরাও করা সম্পর্কে।"

রাজনগর বি, ডি, ও, অফিসের কর্মচারী শ্রীসুকুমার দত্তকে বগাফা ব্লকে বদলী করা হইয়াছিল। এবং দক্ষিণ জিলার জেলাশাসকের আদেশে তাহাকে বগাফাতে কাজে যোগ দেওয়ার জন্য বি, ডি, ও, ছেড়ে দেন (released)। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকারী কর্মচারীরা গত ৬ই মার্চ হইতে প্রত্যহ মধ্যাহ্ন বিরতির সময় রাজনগরের বি, ডি, ও, অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে থাকেন।

গত ১০ই মার্চ অনুমান ১২টা ৩০ মিনিটের সময় প্রায় ২০।২৫ জন সরকারী কর্মচারী বি, ডি, ও, অফিসের সম্মুখে জড হন। তাহাদের ভিতর ২ জন তখন বি, ডি, ও,র সাথে দেখা করেন শ্রীসুকুমার দত্তের বদলীর আদেশ বাতিল করার জন্য তাহাকে অনুরোধ জানান। কিন্তু বি, ডি, ও, তাহাদের সে অনুরোধ প্রত্যাক্ষান করায় কর্মচারীদ্বয় বি, ডি, ও র চেম্বার ত্যাগ করেন এবং বি, ডি, ও, অফিসের সম্মুখে অপেক্ষামান অন্যান্য কর্মচারীদিগকে নিয়া আসিয়া বি, ডি, ও,কে ঘেরাও করেন।

ঘেরাও চলাকালীন অবস্থায় বি, ডি, ও, বিলোনীয়া মহকুমা শাসককে পুরান রাজবাড়ী থানা মারফত এক বার্তা পাঠান। বার্তা পাইয়া মহকুমা শাসক সেই দিন বৈকাল অনুমান ৪ ঘটিকায় রাজনগর পৌছান। বেলা ২—১৫ মিঃ-এর সময় বি, ডি, ও, কে কর্মচারীদের দেওয়া এই মর্মের এক অংগীকার পত্রে স্বাক্ষর করতে বলা হয় যে তিনি শ্রীসুকুমার দত্তের

পূর্বের রিলিজ অর্ডার বাতিল করে তাহাকে পুনঃ রাজনগর ব্লক কাজে যোগ দিতে দিবেন। তারপর তিনি ঘেরাও মুক্ত হন। ১১ই মার্চ বি, ডি, ও, আগরতলা চলিয়া যান। তারপর ১৫ই মার্চ বি, ডি, ও, ১০ই মার্চের ঘটনার বর্ণনা দিয়া ত্রিপুরার রাজ বাড়ীর থানায় ছয় জনের নাম উল্লেখ করে এবং আরো ২০ জন অজানা ব্যক্তির নামে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৩।৩৪১।৩৪২।৩০৩।৩০৭ ধারায় এফ. আই. আর. নং ৬ (৩)৮২ নথিভুক্ত করান। এই ঘটনার তদন্তকালে পুলিশ কাহাকেও গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম হন নাই। নাম দেওয়া ছয় জন ১৬ই মার্চ বিলোনীয়া মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আত্মসমর্পন করেন। ঐ দিনই তাহারা আদালত হইতে মুক্তি পান।

আত্মসমর্পনকারীদের নাম যথা :—

১। শ্রীমতিলাল সাহা, শিক্ষক, মধ্যকৃষ্ণপুর নিম্নবুনিয়াদি বিদ্যালয়।

২। শ্রীদীনদয়াল চৌধুরী, শিক্ষক, রাজনগর স্কুল।

৩। শ্রীনারেন্দ্র দাস, মৎস্য সম্প্রসারন, রাজনগর কেন্দ্র।

৪। শ্রীগৌরাংগ মোহন শীল. পঞ্চায়েত সেক্রেটারী, রাজনগর গাঁওসভা।

৫। শ্রীঅজয় চৌধুরী, ফিল্ড এ্যাসিষ্টেন্ট, শিল্প।

৬। শ্রীহেমচন্দ্র দেববর্মা, এক্সটেনশান অফিসার (সাময়িক বরখাস্ত)

উপরিউক্ত ঘটনাটি পুলিশের তদন্তাধীন আছে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে সমস্ত কর্মচারী বি. ডি. ও. কে ঘেরাও করেন তারা কোন সরকারী কর্মচারী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত কিনা এবং যদি কোন সরকারী কর্মচারী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকে সেই সংস্থার নাম কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, তারা কোন সরকারী কর্মচারী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে নাও থাকতে পারে তবে মাননীয় সদস্যের যদি কোন এরূপ সংস্থার সংগে যুক্ত আছে নাম জানা থাকে তাহলে নাম বলতে পারেন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—যারা এই ঘেরাও করেন তারা কর্মচারী সমন্বয় কমিটির লোক বলে নিজেদের পরিচয় দিয়েছেন এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, সমন্বয় কমিটির কিছু সদস্যও এর মধ্যে ছিলেন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই সরকারী কর্মচারী সংস্থা এই ঘেরাও আন্দোলনের নাম করে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের আইনগত ট্রান্সফার আদেশকে রদ করার জন্য জোর করে অফিসারকে দিয়ে মুচলেকা লিখিয়ে নিয়েছে এটা সরকার সমর্থন করেন কি না ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা কোন সরকারী কর্মচারী কোন অফিসারকে ঘেরাও করাটাকে সরকার সমর্থন করে না। এবং এটা তারা পরিস্কার করে দিয়েছেন বিভিন্ন সময়ে যে ঘেরাও এটা কোন আন্দোলনের অংশ হতে পারে না, বিশেষ করে সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই নয়। বিভিন্ন দিক থেকে উস্কানী রয়েছে এবং

সেই উস্কানীতে যাতে তারা পা না দেয় সেজন্য সরকার দেখবেন এবং এই যে ঘটনা ঘটেছে এটাকে স্বাভাবিক করার জন্য সরকার উদ্যোগ নেবেন, যাতে এই ধরণের ঘটনা না ঘটতে পারে সরকার নজর রাখবেন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, যেহেতু আমরা জানি যে এই কর্মচারীরা সমন্বয় কমিটির সদস্য একটা রাজনৈতিক সংস্থা এবং তাদের মধ্যে কোন বিভাজন আছে কিনা সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা এবং কার উস্কানীতে তারা কাজ করছেন এবং যারা উস্কানী দিচ্ছে তারা কোন্ দলের লোক সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, সমন্বয় কমিটি একটা স্বাধীন কর্মচারী সংগঠন। উস্কানী কোন দিক থেকে কি ভাবে আসছে এখানে আমি সেটা তুলছি না। সরকার চাচ্ছে অফিসার এবং কর্মচারীদের মধ্যে সম্পর্ক ভাল হোক। যারা এই সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরাতে চায়, এই সম্পর্কের অবনতি ঘটাতে চায় সেই দিকে এই সরকার নজর দেবে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, যেহেতু এই সংস্থা এই ধরনের আন্দোলন চালাচ্ছে এবং এই রকম একটা উদ্বেগজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে কাজেই সেই সংস্থাকে বে-আইনী ঘোষণা সরকার করবেন কি না ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—বে-আইনী ঘোষণার জন্য মাননীয় সদস্যরা এত উদ্বিগ্ন কেন ? শ্রীমতি গান্ধীকে দিয়েতো তারা এই রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করতে চাইছেন। তারা বাংলা দেশের মত একটা অবস্থা সৃষ্টি করতে চাইছেন, যেখানে কথা বলা যাবে না, যেখানে আইন সম্মত উপায়ে আন্দোলন করা যাবে না, ধর্মঘট করা যাবে না, এই রকম নীতিতে আমরা বিশ্বাসী নই। ত্রিপুরাতে প্রায় ৮০ হাজার কর্মচারী আছে। তাদের একটা স্বাধীন সংগঠন আছে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের শত্রু যারা তারা তাদের মধ্যে ফাটল ধরাবার চেষ্টা করছেন। কাজেই শত্রুদের সেই ফাঁদে যাতে পা না দেন সেই জন্য আমি অফিসার এবং কর্ম্মচারীদেরকে অনুরোধ করছি।

মি: স্পীকার :—আমি আজ একটা কলিং অ্যাটেনশন নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রী মানিক সরকারের নিকট থেকে পেয়েছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্নে উল্লিখিত বিষয় উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু—"গত ২৮শে মার্চ রাত্রিতে সিধাই থানার অন্তর্গত বড় কাঁঠাল ল্যাম্পসে ডাকাতি সম্পর্কে"। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে আমি অনুরোধ করছি এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি খুব একটা বিস্তৃত বিবরণ দিতে পারছি না। তবে আমি গত পরশুদিন খবর পেয়েছি যে রাত্রি সাড়ে দশটা থেকে ১১ টার মধ্যে একটি দুষ্কৃতকারী দল, তারা উপজাতি যুবক বলে ধারণা করা হয়েছে, তারা ল্যাম্পসের মধ্যে ঢোকে পাহাডারত কর্মীকে ভয় দেখিয়ে সেখান থেকে তারা ৫৫০ টাকা নগদ, এবং ১২ হাজার টাকার মত জিনিষপত্র তার কাছ থেকে লুঠ করে নিয়ে যায়। এই সম্পর্কে পুলিশ তদন্ত করেছে এবং এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয় নি।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার স্যার, যেহেতু এটা আজকের লিষ্ট্ অব বিসনেস নাই, কাজেই সেটা এখানে আলোচনা হতে পারে না। হঠাৎ করে এটাকে অন্য কোন উদ্দেশ্যে ঢোকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মি: স্পীকার :—রেফারেন্স পিরিয়ডের পরেই তো কলিং অ্যাটেন্‌শন্।

শ্রীমানিক সরকার :—পয়েন্ট অব কল্যারিফিকেশন স্যার, এই বড় কাঁঠাল ল্যাম্প যেখানে অবস্থিত তার পাশেই সি, আর, পি ক্যাম্প আছে। অথচ সেই এলাকার মধ্যে গত এক মাসের মধ্যে তিনটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে। গত ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি উপজাতি সি, পি. আই (এম)-এর সক্রিয় কর্মী চিকেন্দ্র দেববর্মাকে তার বাড়ী থেকে ধরে নিয়ে নির্যাতন করা হয়েছিল এবং এর পরবর্ত্তীকালে রতি রঞ্জন দেববর্মাকে বাড়ী থেকে টেনে নিয়ে খুন করা হয়। তারপর এই ঘটনা। কাজেই আমার জিজ্ঞাসা সি, আর, পি কি তাদের দায়িত্ব ঠিকমত পালন করছেন?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—এটা ঠিক যে একটা সি, আর, পি ক্যাম্প যেখানে রয়েছে। আমরা তদন্ত করে দেখছি সি. আর, পি তারা তাদের দায়িত্ব পালন করছেন কি না কারণ কয়েক দিনের মধ্যে এই ঘটনাগুলি ঘটেছে। কাজেই সরকার এই ব্যাপারে সরকার গুরুত্ব দিয়ে চিন্তা করছেন এবং ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হবে।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কি না যে এক বড় কাঁঠাল ল্যাম্পের ওপেনিং এর কিছুদিন পর একটা দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছিল। কাজেই সেই দিন যারা ঐ ঘটনা করেছিল তাদের সঙ্গে এখন যে ঘটনা ঘটেছে যারা ঘটিয়েছে তাদের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক আছে কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—এটা তদন্ত শেষ হলে জানা যাবে। তবে গত কয়েক দিনের মধ্যে প্রায় তিন চারটা ল্যাম্পসের উপর হামলা হয়েছে এবং ল্যাম্পসের জিনিষপত্র টাকা পয়সা লুঠ করে নিয়ে গেছে। কাজেই উপজাতী অধ্যুষিত এলাকায় এই সমস্ত যদি ঘটতে থাকে তাহলে উপজাতীদেরকে মহাজনী শোষণ, নিপীড়ন থেকে রক্ষা করা যাবে না। বরং যে উদ্দেশ্যে ল্যাম্প গঠিত হয়েছিল তার উদ্দেশ্যই বিফল হবে। এইসব ডাকাতি, চুরির সঙ্গে যারা যুক্ত যারা সম্যক তারাই জুমিয়া গরীব উপজাতি কৃষকদের উপর হামলা করে এবং তাদের জিনিসপত্র লুঠ করে নিয়ে যেতে পারে এবং তারাই উপজাতি জনগণকে ঐ মহাজনী শোষকদের হাতে ঠেলে দেওয়ার জন্য সাহায্য করতে পারে।

মি: স্পীকার :—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো :—

"গত ৪ঠা মার্চ ধর্মনগর মহকুমা শাসক শ্রী বি কে. বলের বাস ভবনে কতিপয় কর্মচারী কর্তৃক হামলা সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ৪ঠা মার্চ ধর্মনগর মহকুমার শাসকের বাস ভবনে কোন হামলা ঘটে নি।

মিঃ স্পীকার :—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীতরণী মোহন সিন্‌হা মহোদয়ের কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—কৈলাশহর বিভাগে মনু থানার অন্তর্গত ভেমছড়া গ্রামের চৈত্র মোহন রূপিনী গত ১৪ ই মার্চ হইতে নিখোঁজ সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, গত ১৪ ই মার্চ, কৈলাশহর বিভাগে মনু থানার অন্তগত ভেমছড়া গ্রামের চৈত্র মোহন রূপিনীর নিখোঁজ সম্পর্কে কোন ঘটনার কথা জানা নেই।

মিঃ স্পীকার :—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীসুমন্ত কুমার দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ২০শে মার্চ, শনিবার রাত্রি সোনামুড়া মহকুমার যাত্রাপুর থানার অন্তর্গত বিরামপুর গ্রামে জনৈক মফিজ উদ্দিন মিঞার বাড়ীতে ডাকাতি হওয়া সম্পর্কে।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, "গত ২০শে মার্চ, শনিবার রাত্রি সোনামুড়া মহকুমার যাত্রাপুর থানার অন্তর্গত বিরামপুর গ্রামে জনৈক মফিজ উদ্দিন মিঞার বাড়ীতে ডাকাতি হওয়ার সম্পর্কে।"

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ গত ২০ | ২১-৩-৮২ ইং রাত্রি প্রায় ১২টা ৩০ মিঃ হইতে ১টার মধ্যে ৭।৮ জনের একটি দুষ্কৃতকারীর দল আগ্নেয় অস্ত্র নিয়া যাত্রাপুর থানাধীন বিরামপুরের মফিজ উদ্দিন মিয়ার বাড়ী আক্রমন করিয়া তাহার তিনটি ঘর তছ নছ করে এবং সোনার গহনা ও নগদ ২১০০ টাকা সহ মোট ৮১০০ টাকা নিয়া যায়। দুষ্কৃতকারীগণ মফিজ উদ্দিন মিয়াকে গুলি বিদ্ধ করিয়া আহত করে এবং তাহার ছোট ভাই শফিককে লাঠি এবং ছুরি বিদ্ধ করিয়া আহত করে। এই ঘটনাটি মফিজ উদ্দিন মিয়ার অভিযোগ ক্রমে যাত্রাপুর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫।৩৯৭ ধারা মূলে এবং অস্ত্র আইনের ২৫ (এ) ধারা মূলে মোকদ্দমা নং ২(৩)৮২ নথি ভুক্ত করা হয় এবং তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করা হয়। আহত মফিজ উদ্দিন মিয়াকে জি বি. হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে তিনি আরোগ্য লাভ করিতেছেন। কাহাকেও গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাই। ঘটনাটির তদন্ত চলিতেছে।

মিঃ স্পীকার :—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী সুমন্ত কুমার দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—"গত ৯ই মার্চ বক্সনগর (সোনামুড়া) হাই স্কুলের ৫ম শ্রেণী বিশিষ্ট একটি স্কুলঘর অগ্নি কাণ্ডে ভস্মীভূত হওয়া সম্পর্কে ।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মিঃ স্পীকার, স্যার, "গত ৯ই মার্চ্চ বক্সনগর (সোনামুড়া) হাইস্কুলের ৫ম শ্রেণী বিশিষ্ট একটি স্কুলঘর অগ্নিকাণ্ড ভস্মীভূত হওয়া সম্পর্কে ।

গত ৯-৩-৮২ ইং তারিখ রাত্রি প্রায় ১০ ঘটিকার সময় কতিপয় অপরিচিত দুষ্কৃতকারী দ্বারা বক্সনগর হাই স্কুলে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার ফলে একটি স্কুলঘর এবং আসবাব পত্র সম্পূর্ণ ভাবে ভস্মীভূত হইয়া যায় । ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৫০,০০০্ টাকা । এই ঘটনাটি ঐ স্কুলের হেডমাষ্টার শ্রী ভানু লাল সাহার অভিযোগক্রমে কলমছড়া থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৩৬ ধারা মুলে মোকদ্দমা নং ২(৩)৮২ নথীভুক্ত করা হয় । এ পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই । ঘটনাটির তদন্ত কার্য্য চলিতেছে ।

উক্ত স্কুল ঘর খানা পুনর্নির্মান করার জন্য ১১-৩-৮৩ ইং তারিখে ৫০০০ টাকা এবং আসবাব পত্র ক্রয় করার জন্য ১৬-৩-৮২ ইং তারিখ ৪০০০ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে । নিকটবর্ত্তী সরকারী কোয়ার্টারে বর্ত্তমানে ক্লাস গুলি চলিতেছে ।

মিঃ স্পীকার :—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন । আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি। তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী কামিনী দেব বর্মা মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন ।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ১৪ মার্চ কৈলাসহর থানার অন্তর্গত উনকোটি লক্ষীছড়া গ্রামে শ্রী সানন্দ রিয়াংকে কতিপয় ডাকাত দা দ্বারা আঘাত করে অনেক টাকা পয়সা ও রুপার অলংকার ও অন্যান্য জিনিস পত্র লুট পাট করা সম্পর্কে ।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, গত ১৪ই মার্চ কৈলাসহর থানার অন্তর্গত উনকোটি লক্ষীছড়া গ্রামে শ্রী সানন্দ রিয়াংকে দা দ্বারা আঘাত করে ডাকাতরা অনেক টাকা ও রূপার অলংকার ও অন্যান্য জিনিষ পত্র লুট পাট করা সম্পর্কে ।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ গত ১৪।১৫-৩-৮২ ইং রাত্রি প্রায় ১১।১২ ঘটিকায় (১) খরাম্ভ রিয়াং (২) নন্দীরাম রিয়াং (৩) মদাইলা রিয়াং (৪) পবন রিয়াং (৫) রমণী রিয়াং (৬) পরানজয় রিয়াং (৭) পুনাইরাম রিয়াং এবং আরও ৭।৮ জন অপরিচিত দুষ্কৃতকারী কৈলাসহর থানার অন্তর্গত লক্ষীছড়া গ্রামের সুনন্দ রিয়াং এর বাড়ীতে ডাকাতি করিয়া নগদ ১৫০্ টাকা রূপার টাকার একটি মালা ও কাপড় চোপড় মূল্য অনুমান ২০০০্ টাকা লুট করিয়া নিয়া যায় । ডাকাতির সময় দুষ্কৃতকারীরা সুনন্দ রিয়াং, তাহার স্ত্রী রিয়াতী রিয়াং ও পুত্র ধর্মজয় রিয়াংকে মারাত্মক ভাবে আহত করে এবং শ্রী ঈশ্বরাম রিয়াং এর স্ত্রী শাক্তি রিয়াংকে সামান্য আহত করে । এই শাক্তি রিয়াং এর অভিযোগ ক্রমে কৈলাসহর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫।৩৯৭ ধারা মূলে মোকদ্দমা নং ১১(৩)৮২ ইং নথীভুক্ত করা হয়। এবং তদন্ত কার্য্য আরম্ভ হয় ।

তদন্তকালে পুলিশ কৈলাসহর থানার অন্তর্গত লক্ষীছড়া গ্রামের নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে গ্রেপ্তার করে :—

১। শ্রীপূর্ণরাম রিয়াং, পিতা—বিক্রমজয় রিয়াং।

২। শ্রীপবন কুমার রিয়াং, পিতা-সলচা রিয়াং।

৩- শ্রীরমণী রিয়াং, পিতা—স্বরণজয় রিয়াং।

গ্রেপ্তারীকৃত ব্যক্তিগণ বর্ত্তমানে হাজতে আছে। আহত ব্যক্তিগণকে গত ২৩. ৩. ৮২ইং তারিখ হাসপাতাল হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহারা বর্ত্তমানে আরোগ্য লাভ করিতেছেন। মোকদ্দমাটির তদন্ত কার্য্য চলিতেছে এবং পলাতক ব্যক্তিগণকে গ্রেপ্তারের জন্য সর্ব্ব প্রকার প্রচেষ্টা চলিতেছে।

মি: স্পীকার : —আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা মহোদয় কতৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটীশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"গত কিছুদিন যাবৎ সদরের প্রতাপপুর ও শ্রীনগর তহশীল এলাকার কিছু ঠিকাদার ও ব্যবসায়ী রাবার বাগানের জন্য প্রচুর খাস জমি বে-আইনী ভাবে জবর দখল করা সম্পর্কে।"

শ্রীবীরেন দত্ত :—ইহা সত্য যে বিগত ১৯৮১ সনের এপ্রিল, মে, এবং জুন মাসে এবং বর্ত্তমান ১৯৮২ ইং সনের জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী মাস হইতে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি রাবার বাগান করার উদ্দেশ্যে সদর মহকুমার শ্রীনগর, প্রতাপপুর ও ডুকলি তহশীল কাছাড়ীধীন বিভিন্ন স্থানে সরকারী খাসের টিলা ভূমি দখল নিয়াছেন এবং দখল নেওয়ার উদ্যোগ নিতেছেন। তাহাদের অধিকাংশই আগরতলা জম্পুইজলা রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত।

উক্ত ভূমি সমূহ পতিত অবস্থায় ছিল এবং ভূমিহীন বিভিন্ন ব্যক্তির বা জোতদারের কোন না কোন প্রকার দখলে ছিল। যাহারা এই সব টিলা ভূমির দখল নিয়াছেন বা নিতেছেন তাহারা বে-আইনি দখলকার, জোতদার বা ভূমিহীনগণকে কিছু টাকা দিয়া দখল স্বত্ব বুঝিয়া নিয়াছেন এবং নিতেছেন। অন্তত: ৮টি জায়গায় আগরতলা বা তৎ পার্শ্বস্থিত এলাকার বাসিদাগণ এই ভাবে জমির দখল নিয়াছেন। তন্মধ্যে ৫টি স্থানে ইতিমধ্যেই রাবারের চারা লাগানো হইয়াছে। বাকী স্থানগুলিতে জঙ্গল ইত্যাদি পরিষ্কার ক্রমে আসন্ন মে, জুন মাসে রাবারের চারা লাগানোর উদ্যোগ নেওয়া হইতেছে। যাহারা রাবার বাগান করার উদ্দেশ্যে ভূমির দখল নিয়াছেন এবং নিতেছেন বা ব্যক্তিগতভাবে তাহাদের অধিকাংশই ব্যবসায়ী ও কণ্ট্রাকটার। একদিকে রাবার চাষের যেমন প্রয়োজনীয়তা আছে অন্যদিকে ব্যাপকভাবে বসবাস উপযোগী খাস জায়গা কণ্ট্রাকটর বা ব্যবসায়ী শ্রেণীর হাতে চলিয়া গেলে এলাকায় বসবাসী ভূমিহীন ও গৃহহীনদের পুনর্বাসনের যে সমস্যা সৃষ্টি হবে তাহাও বিবেচনা করা প্রয়োজন। ভূমি দখলকারী ব্যক্তিগণের নাম, ঠিকানা, বৃত্তি এবং কে কি পরিমাণ ভূমি দখল করিয়াছেন সে

সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ চলিতেছে। এবং বে-আইনি ভূমি দখলকারী ও বন্দোবস্ত পাওয়ার অনুপযোগী ব্যক্তিদের উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, এই বিরাট এলাকাটি ট্রাইবেল সাব-প্ল্যান এরিয়ার মধ্যে পড়ে এবং ওখানে যারা আছেন তারা উপজাতি অংশের মানুষ। দীর্ঘদিন ধরে এই উপজাতিরা এই সব খাস টিলা বা জমি দখল করে আছে এবং সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরাও এই সব খাস টিলা এবং খাস জমি দখল করে আছে। কন্ট্রাকটার এবং ব্যবসায়ীরা তাদেরকে বিভিন্ন রকমের প্রলোভন দিয়ে, যেমন—নগদ অর্থ দিয়ে একটা গুজব রটিয়েছে যে এই জমিগুলি সরকার নাকি তাদের বন্দোবস্ত দিয়েছে। এইভাবে গুজব রটিয়ে তারা এই জমিগুলি দখল করে আছে। এরা যাতে রাবার প্ল্যান্টেশান না করতে পারে এবং ঐখানে যারা ভূমিহীন বা গৃহহীন তারা যাতে বন্দোবস্ত পেতে পারে এবং অফিস-কাছারী করতে গেলেও এই সব জমির প্রয়োজন আছে এই দিক লক্ষ্য রেখে এই জায়গাতে রাবার প্ল্যান্টেশান যাতে অচিরে বন্ধ করা যায় এই ব্যবস্থা সরকার নেবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবীরেন দত্ত :— স্যার, মাননীয় সদস্য দৃষ্টি আকর্ষণ প্রস্তাবের মাধ্যমে এটা আমাদের নজরে এনেছেন। এই জমি যদি অটোনোমাস ডিস্ট্রিক - কাউন্সিল-এর অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে সেই এলাকাটারে রেভেনিউ ডিপার্টমেন্টের অধীনে থাকছে না। এটা সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত যে জুমিয়া ভূমিহীন তাদের স্বার্থ যাতে লংঘিত না হয় তার জন্য কোন কন্ট্রাকটর বা ব্যবসায়ীদেরকে কোন ক্রমেই এই জমিতে স্বত্বাধিকার দেওয়া। কথা সরকার চিন্তা করছেন না।

মি: স্পীকার :— আজ আরেকটি দৃষ্টি নোটিশের উপর মখ্যমন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস মহোদয় কতৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো—

"গত ২৬.৩.৮২ইং সন্ধ্যা প্রায় ৭-৩০ ঘটিকায় উদয়পুর রমেশ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শ্রীহরেকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীতে কিছু সংগঠক দুস্কৃতকারি কর্তৃক হামলা এবং অগ্নি সংযোগের ঘটনা সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মি: স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দিচ্ছি—

গত ২৬.৩.৮২ইং তারিখ রমেশ উচ্চতর বিদ্যলয়ের পাচজন উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষার (১২ ক্লাশ) পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের জন্য উদয়পুর পরীক্ষাকেন্দ্র হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়। শ্রীহরেকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয় ঐ পরীক্ষা কেন্দ্রের একজন পরিদর্শক ছিলেন এবং তিনি এক জন পরীক্ষার্থীকে অসদুপায় অবলম্বনের জন্য ধরেন। বহিস্কৃত পরীক্ষার্থী পাচজন।

গত ২৬.৩.৮২ইং তারিখ রাত্রি প্রায় ৮ ঘটিকার সময় ৭—৮ জন যুবক শ্রীহরেকৃষ্ণ বাবুর বাড়ীতে যায় এবং হরেকৃষ্ণ বাবুর খোঁজ করে কিন্তু সেই সময় তিনি বাড়ীতে ছিলেন না। হরেকৃষ্ণ বাবুর অনুপস্থিতিতে যুবকগন তাহার রান্নাঘরে অগ্নি সংযোগ করে। স্থানীয় লোকজনও উদয়পুরের ফায়ার সার্ভিসের লোকজন সঙ্গে সঙ্গে আগুন নিবাইয়া ফেলে ক্ষতির পরিমান মাত্র ৫০ টাকা।

এই ঘটনাটি উদয়পুর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৫ | ১৪৮ | ৫৩৬ ধারা মূলে মোকদ্দমা নং ২৬(৩)৮২ নথীভুক্ত করা হয়।

এই ঘটনায় ঐ দিনই পুলিশ বহিষ্কৃত একজন পরীক্ষার্থীর বন্ধু নারায়ন দাস নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে এবং ২৮.৩.৮২ইং তারিখে রাজারবাগের বিধু সিংহ রায়ের পুত্র নীলু চন্দ্র সিংহ রায়কে গ্রেপ্তার করে এবং আদালতে চালান দেয়। নীলু চন্দ্র সিংহ রায় একজন বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থী।

পুলিশ ঘনাটির উপর নজর রাখিতেছে এবং শান্তিরক্ষার্থে টহল দিতেছে। অন্যান্য অভিযুক্ত ব্যাক্তিদের গ্রেপ্তারের জন্য চেষ্টা চলিতেছে।

ঘটনাটির তদন্তকার্য্য চলিতেছে।

আগের সরকারের আমলে ছাত্রদের এই সব নকল করার সুযোগ দেওয়া হত। কিন্তু আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের এই সব স্কুল বা কলেজে নকল করার কোন প্রশ্রয় দেবেন না। এই নকল করার বিরুদ্ধে ছাত্র এবং শিক্ষকরা দাঁড়িয়েছেন। আমি আশা করব রাজ্যের অধিকাংশ অভিভাবক. শিক্ষক এবং ছাত্ররা এই ধরণের নকলের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন এবং কোন রকম উস্কানি মূলক কাজকে সমর্থন করবেন না।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, যে ছাত্রকে হরেকৃষ্ণ বাবু বহিষ্কার করেছেন. সেই নীলু সিংহ রায় উক্ত মাস্টার মহাশয়কে দেখিয়ে দেব বলে ধমকায় এবং ঐ প্রধান শিক্ষক ধীরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত মহাশয়কে ও স্কুলের চেহারা পাল্টে দেব বলে ধমকিয়ে আসে। বিকাল ৪ ঘটিকার সময় উক্ত নীল সিংহ রায় কতিপয় গুণ্ডা সহযোগীকে সঙ্গে নিয়ে বিদ্যালয়ের সামনে আসে এবং নিখিল বনিকের নেতৃত্বে ৭ | ৮ জন সামাজ বিরোধীকে রাস্তার উপর রেখে নারায়ণ দাস জোর করে স্কুলের ভিতরে প্রবেশ করে। অথচ পুলিশ গেটে পাহারা দিচ্ছিল. তারা তাদেরকে কোন রকম বাধা দেয়নি এই ঘটনাটি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মি: স্পী কার স্যার, ঘটনাটির তদন্ত কার্য্য চলিতেছে এবং মাননীয় সদস্য যে সব তথ্য দিয়েছেন সেগুলিও তদন্ত করে দেখা হবে।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, নারায়ণ চন্দ্র দাসকে পরীক্ষার হলের সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে উক্ত নীলু সিংহ রায় হলে প্রবেশ করতে চাইলে স্কুলের প্রধান শিক্ষক ধীরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত তাকে বাধা দেন। কিন্তু সে বাধাকে উপেক্ষা করে উক্ত নীলু সিংহ রায় হলের ভিতর প্রবেশ করতে চাইলে প্রধান শিক্ষক দরজা বন্ধ করে দেন এবং অন্যান্য শিক্ষকরাও দৌড়ে আসেন। সে পরীক্ষার হলে ঢুকতে না পেরে নারায়ণ দাসকে হলের সামনে দাঁড়া করিয়ে রেখেছিল এবং আইডেনটিফাই করে 'দেখে নেব' এই কথা বলে সে ঐখান থেকে চলে যায়। মননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই ঘটনাটিও বিবেচনা করে দেখবেনা কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ;— স্যার, আমি বলেছি সব তথ্যই বিচেনা করে দেখা হবে।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এটা সত্য কিনা, গোলমাল হবে আচ করতে পেরে পুলিশের সাহায্য চাওয়া হয়েছিল কিন্তু তার কোন পারমিশান না পাওয়াতে গুণ্ডারা এই সমস্ত কাজ করতে পেরেছে? এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, এই রকম কোন তথ্য আমার জানা নাই।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এটা সত্য কিনা মাননীয় মন্ত্রী বীরেন দত্ত সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ঘটনা মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছেন এবং এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অবগত আছেন কিনা যে গত ২৬.৩.৮২ইং সন্ধ্যা প্রায় ৭-৩০ ঘটিকায় গুণ্ডারা একটা ট্রাক গাড়ী নিয়ে রমেশ উচ্চ-তর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের চৌমহনীর সামনে নামে এবং অস্ত্র-সস্ত্র নিয়ে শ্রী হরেকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়ে ধাওয়া করে এবং সেখানে গিয়ে তাণ্ডব চালায়, প্রায় ঘন্টা খানেক সময় ধরে তারা গুলমাল চালিয়ে যায়। শ্রী আচার্য্য মহাশয়ের স্ত্রীকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে এবং উনার কাছে দিয়াশলাই চায় গুণ্ডারা, এবং তিনি দিয়াশলাই না দিলে তার ঘর থেকে হারিকেন জোর করে নিয়ে রান্নাঘরের চালে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং হারিকেনটি রান্নাঘরের চালে ছুড়ে মারে। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কিছু জানেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, এই সব তথ্য এখন আমার কাছে নেই। মাননীয় সদস্য যে সব তথ্য দিয়েছেন পরীক্ষার সময় তদন্ত করা হবে।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে, শ্রী নারায়ণ দাস ও নীনু সিংহ রায়কে যখন এরেষ্ট করা হয়েছিল যে সব ধারার বলে এবং পরে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং তার ফলে এখন এখানে একটা সন্ত্রাস সৃষ্টি হয়েছে এবং শ্রী হরেকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয় ভয়ে তার বাড়ীতে যেতে পারছেন না এবং অন্যান্য শিক্ষকরাও উৎসাহ পাচ্ছেন না যে কিভাবে পরীক্ষা চালাবেন। এরফলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তাতে সবাই ভীষণ ভয় পাচ্ছেন। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, এটা ঠিক নয়, পুলিশ যথেষ্ট সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে-ছেন, শিক্ষকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছেন এবং যাতে এই ধরনের ঘটনা আবার ঘটতে না পারে তার ব্যবস্থা নিয়েছেন। তারফলে পরীক্ষা নির্বিঘ্নে হতে পারছে। কেউ যদি এখনও মনে করেন যে নিরাপত্তার অভাব আছে তাহলে সরকারের পক্ষে করার কিছু নেই।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, কিছু সমাজ বিরোধী লোক আছে তারা প্রায়ই সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করতে চায় যার ফলে সামান্য ঘটনাকেও, তারা বিরাট আকার ধারন করাতে পারে এবং তারা প্রায়ই এই ধরনের গুণ্ডামী সংগঠিত করছে। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে কোন তথ্য আছে কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, এটা আমার জানা নেই।

RULING

Mr Speaker :—Hon'ble Members, I like to inform the House that I have received a notice of question of alleged Breach of Privilege from Shri Tapan Kr. Chakraborty, MLA. against the Editor, "Dainik Sambad" a local daily for publishing an editorial in his news paper, dated, the 27th March, 1982. The notice reads as follows :

AGARTALA,
Dated, the 29th March 1982.

"To
The Secretary,
Tripura Legislative Assembly,
Agartala.

Subject :— Notice of Breach of Privilege.

Sir,

Under Rule 172 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly, I beg to give notice of my intention to raise the following question of Breach of Privilege against the Editor, "Danik Sambad".

That the Editor, "Dainik Sambad "in his editorial colum, dated, the 27th March, 198' by Publishing the following under the caption- "মিথ্যার বেসাতি না রুচি বিকৃতি" has cast aspersion on the Minister Shri Anil Sarkar & the House and thereby committed a gross Breach of Privilege and contempt of the House

"মিথ্যার বেসাতি না রুচি বিকৃতি"

রাজ্য সরকারের বিজ্ঞাপন নীতি সম্পর্কে বিধানসভার আলোচনাকালে বিধানসভায় স্বাধিকারের সুযোগের অপব্যবহার করে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতোকত্তর ডিগ্রী ধারী সংস্কৃতি সচেতন রুচিবান মন্ত্রী মহোদয় এক কাহন মিথ্যা কথা অবলীলাক্রমে ব্যক্ত করেছেন। তিনি দৈনিক সংবাদ পত্রিকার বিরুদ্ধে তার বিদ্বেষপ্রসূত মনোভাব অশালীন ভাষাতেই প্রকাশ করেছেন। শুধু তাই নয় তিনি সভায় তাঁর দলের পত্রিকাটির বয়স প্রসঙ্গে তাহা মিথ্যা কথাও বলেছেন, মিথ্যা কথা বলেছেন ডিসপ্লে বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রেও।

মাননীয় সত্যবাদী সংস্কৃতি মন্ত্রী বিধানসভায় বলেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রেস রেজিষ্ট্রারের পক্ষ থেকে রাজ্যের পত্র পত্রিকা প্রচার সংখ্যা তদন্তকালে ডেইলি দেশের কথা ডেইলি বা দৈনিক ছিল না। এটা একটা স্রেফ মিথ্যা কথা। মন্ত্রী মশাই তার নিজের দলের মুখ পত্রটির জন্ম তারিখ জানেন না এমন কথাও কি বিশ্বাস করতে হবে?

Yours faithfully

Tapan Kr. Chakraborty
Member,
Tripura Legislative Assembly.

A copy of the "Danik Sambad"
dated, the 27th March, 1982
is enclosed herewith.

I have examined the case and found Prima-Facie. Now in exercise of my powers conferred by rule 191 of Rules of Procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly, I refer this question of alleged Breach of Privilege to the Committee on Privileges for examination and report.

প্রেজেন্টেশান অব দি রিপোর্টস্ অব্ দি
কমিটি অন্ পাবলিক্ এ্যাকাউণ্টস

অধ্যক্ষ মহাশয়—সভার পরবর্ত্তী কার্যসূচী হলো :—

"পাবলিক এ্যাকাউণ্টস্ কমিটির থারটিথি্ এবং থারটিফোর প্রতিবেদন দুইটি সভার সামনে উপস্থাপন"।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন দাস মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রতিবেদন দুইটি সভায় পেশ করার জন্য।

Shri Khagen Das :—Mr Speaker sir, I beg to lay before the House 33th Reports of the Committee on Public Accounts Committee.

Mr Speaker sir, I beg to lay before the House 34th Reports of the Committee on Public Accounts Committee.

অধ্যক্ষ মহাশয় :—মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করছি যে নোটিশ অফিস থেকে প্রতিবেদন দুইটির প্রতিলিপি সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

অধ্যক্ষ মহাশয় :—মাননীয় সদস্যবৃন্দ এখন আমি একটি ঘোষনা দিচ্ছি. ১৯৮২-৮৩ইং সালের জন্য পাবলিক্ অ্যাকাউন্টস কমিটি, অ্যাষ্টিমেটস কমিটি, পাবলিক্ আণ্ডারটেকিংগ স কমিটি এবং কমিটি অন দি ওয়েলফেয়ার অব সিডুাল কাষ্টস্ অ্যাণ্ড সিডুলে ট্রাইবস্ গঠন করার জন্য সদস্যদের মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার এবং প্রত্যাহারের সময়সীমা নির্দিষ্ট করে গত ২৬শে মার্চ আমি এই সভায় ঘোষনা দিয়েছিলাম। তদনুযায়ী উক্ত কমিটিগুলির প্রত্যেকটির উপর ৯টি করে মনোনয়নপত্র যথা সময়ে পাওয়া গিয়াছে। সবগুলি মনোনয়নপত্র পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। পরীক্ষান্তে দেখা গেছে সবগুলি মনোনয়নপত্রই বৈধ এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কেহই মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেন নাই। উপরোক্ত কমিটিগুলির প্রত্যেকটির সদস্য সংখ্যা ৯জন। মনোনয়ন পত্রও পাওয়া গেছে ৯টি করে এবং সব কয়টিই বৈধ। কাজেই নির্বাচন প্রয়োজন নাই তাই আমি উক্ত কমিটিগুলির জন্য মনোনয়নপত্র দাখিলকারী সদস্যদের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন বলে ঘোষনা করছি।

নির্বাচিত সদস্যদের নাম হলো :—

(১) পাবলিক্ অ্যাকাউন্টস কমিটি

১।	শ্রী খগেন দাস,	চেয়ারম্যান
২।	শ্রী অখিল দেবনাথ	সদস্য
৩।	শ্রী বিমল সিন্হা	ঐ
৪।	শ্রী বাদল চৌধুরী	ঐ
৫।	শ্রী জীতেন্দ্র সরকার	ঐ
৬।	শ্রী স্বরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিং	ঐ
৭।	শ্রী গোপাল দাস	ঐ
৮।	শ্রী রসিরাম দেববর্মা	ঐ
৯।	শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া	ঐ

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০২ ধারার ১ উপধারা মতে আমি শ্রী খগেন দাস মহোদয়কে পাবলিক অ্যাকাণ্টস্ কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ করছি।

(২) এষ্টিমেটস্ কমিটি।

১।	শ্রী সমর চৌধুরী	চেয়ারম্যান।
২।	শ্রী ব্রজমোহন জমাতিয়া	সদস্য
৩।	শ্রী সুনীল চৌধুরী	ঐ
৪।	শ্রী ফৈজুর রহমান	ঐ
৫।	শ্রী নাণ্ডলাল সাহা	ঐ
৬।	শ্রী পূর্নমোহন ত্রিপুরা	ঐ
৭।	শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস	ঐ
৮।	শ্রী শ্যামল সাহা	ঐ
৯।	শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং	ঐ

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০২ ধারার ১ উপধারা মতে আমি শ্রী সমর চৌধুরী মহোদয়কে অ্যাষ্টিমেটস্ কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ করছি।

(৩) পাবলিক্ আণ্ডারটেকিংগ্স কমিটি

১।	শ্রী কেশব মজুমদার	চেয়ারম্যান
২।	শ্রী রামকুমার দেববর্মা	সদস্য
৩।	শ্রী হরিচরন সরকার	ঐ

(৩) সিডিউল কাস্টস এবং সিডিউল ট্রাইব কমিটি

১।	শ্রী বিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা	চেয়ারম্যান
২।	শ্রী সুমন্ত কুমার দাস	সদস্য
৩।	শ্রীমতহরি চৌধুরী	ঐ

৪। শ্রী সুবল রুদ্র — সদস্য
৫। শ্রী মাখন লাল চক্রবর্ত্তী — ঐ
৬। শ্রী নিরঞ্জন দেববর্মা — ঐ
৭। শ্রী মন্দিদা রিয়াং — ঐ
৮। শ্রী মতিলাল সরকার — ঐ
৯। শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং — ঐ

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০২ ধারার ১ উপধারা মতে আমি শ্রী কেশব মজুমদার মহোদয়কে পাবলিক আণ্ডার টেকিংস কমিটির চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ করছি।

৪। শ্রী মোহন লাল চাক্মা — সদস্য
৫। শ্রী বিধু ভূষন মালাকার — ঐ
৬। শ্রী হরিচরন সরকার — ঐ
৭। শ্রী নকুল দাস — ঐ
৮। শ্রী নিরঞ্জন দেববর্মা — ঐ
৯। শ্রী রতি মোহন জমাতিয়া — ঐ

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০২ ধারার ১ উপধারা মতে আমি শ্রী বিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা মহোদয়কে কমিটি অন দি ওয়েলফেয়ার অব্ এস. সি অ্যাণ্ড এস টি. র চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ করছি

আমি মাননীয় সদস্যগণকে জানাচ্ছি যে বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২০০ ধারার ১ উপধারা অনুসারে ১৯৮২-৮৩ইং সনের জন্য নিম্নলিখিত কমিটিগুলি গঠন করা হয়েছে। এখন আমি কমিটিগুলির নাম এবং ঐ সব কমিটিতে যে সকল সদস্য মনোনীত হয়েছেন তাদের নাম ঘোষনা করছি।

(১) কমিটি অন প্রিভিলেজেস্

১) শ্রী অমরেন্দ্র শর্মা — চেয়ারম্যান
২) শ্রী মতিলাল সরকার — সদস্য
৩) শ্রী শ্যামল সাহা — সদস্য
৪) শ্রী মানিক সরকার — সদস্য
৫) শ্রী সুনীল চৌধুরী — সদস্য
৬) শ্রী বিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা — সদস্য
৭) শ্রী মন্দিদা রিয়াং — সদস্য
৮) শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস — সদস্য
৯) শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া — সদস্য

৩) কমিটি অন্ পিটিশন্

১) রুদ্রেশ্বর দাস — চেয়ারম্যান
২) কামিনী দেববর্মা — সদস্য
৩) শ্রী ফইজুর রহমান — সদস্য
৪) শ্রী মতহরি চৌধুরী — সদস্য
৫) শ্রী সুমন্ত কুমার দাস — সদস্য

(২) লাইব্রেরী কমিটি

১) শ্রী সুবল রুদ্র — চেয়ারম্যান
২) শ্রী কামিনী দেববর্মা — সদস্য
৩) শ্রী ফইজুর রহমান — সদস্য
৪) শ্রী বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা — সদস্য
৫) শ্রী উমেশ চন্দ্র নাথ — সদস্য
৬) শ্রী ব্রজমোহন জমাতিয়া — সদস্য
৭) শ্রী যাদব মজুমদার — সদস্য
৮) শ্রী বিধুভূষণ মালাকার — সদস্য
৯) শ্রী দ্রাউকুমার রিয়াং — সদস্য

৪) কমিটি অন্ এবসেন্স অব্ মেম্বারস ফ্রম্ দি মিটিংস্ অব্ দি হাউস্

১) শ্রী জিতেন্দ্র চন্দ্র সরকার — চেয়ারম্যান
২) শ্রী সরাংজাম কামিনি ঠাকুর সিং — সদস্য
৩) শ্রী মণীন্দ্র দেববর্মা — সদস্য
৪) শ্রী তরনী মোহন সিন্হা — সদস্য
৫) শ্রী মাখনলাল চক্রবর্ত্তী — সদস্য

৬) শ্রী মোহনলাল চাক্‌মা সদস্য
৭) শ্রী সুবোধ দাস সদস্য
৮) শ্রী রশিরাম দেববর্মা সদস্য
৯) শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া সদস্য

৬) শ্রী পূর্ণমোহন ত্রিপুরা সদস্য
৭) শ্রী রাম কুমার নাথ সদস্য
৮) শ্রী হরিচরণ সরকার সদস্য
৯) শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া সদস্য

৫) কমিটি অন্ ডেলিগেটেড্ লেজিস্‌লেশান্

১) শ্রী তপন কুমার চক্রবর্তী চেয়ারম্যান
২) শ্রী যাদব মজুমদার সদস্য
৩) শ্রীমতি গৌরী ভট্টাচার্যি সদস্যা
৪) শ্রী রসিরাম দেববর্মা সদস্য
৫) শ্রী তরণীমোহণ সিন্‌হা সদস্য
৬) শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস সদস্য
৭) শ্রী মোহনলাল চাক্‌মা সদস্য
৮) শ্রী নরেশ ঘোষ সদস্য
৯) শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া সদস্য

৫) কমিটি অন্ গভর্ণমেণ্ট এ্যসুরেন্সেস্

১) শ্রী নরেশ ঘোষ চেয়ারম্যান
২) শ্রী রামকুমার নাথ সদস্য
৩) শ্রী কামিনী দেববর্মা সদস্য
৪) শ্রী রাধারমণ দেবনাথ সদস্য
৫) শ্রী উমেশ চন্দ্র নাথ সদস্য
৬) শ্রী তরণীমোহন সিন্‌হা সদস্য
৭) শ্রী বিধুভূষণ মালাকার সদস্য
৮) শ্রী ব্রজমোহন জমাতিয়া সদস্য
৯) শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া সদস্য

৭) রুলস্ কমিটি

১) শ্রী সুধন্ব দেববর্মা, এক্স অফিসিও, চেয়ারম্যান্
২) শ্রী জোতির্ময় দাস, উপাধক্ষ্য, এক্স অফিসিও মেম্বার,
৩) শ্রী সুবোধ দাস সদস্য
৪) শ্রী রাম কুমার নাথ সদস্য
৫) শ্রী মতহরি চৌধুরী সদস্য
৬) শ্রীমতি গৌরী ভট্টাচার্য্য সদস্যা
৭) শ্রী রাধারমণ দেবনাথ সদস্য
৮) পূর্ণমোহন ত্রিপুরা সদস্য
৯) শ্রী দ্রাউকুমার রিয়াং সদস্য

৮) হাউস্ কমিটি

১) শ্রী বিমল সিন্‌হা চেয়ারম্যান্
২) শ্রী রাধামণ দেবনাথ সদস্য
৩) শ্রী মাখনলাল চক্রবর্তী সদস্য
৪) শ্রী যাদব মজুমদার সদস্য
৫) শ্রী উমেশ চন্দ্র নাথ সদস্য
৬) শ্রী সুমন্ত কুমার দাস সদস্য
৭) শ্রী মন্দিদা রিয়াং সদস্য
৮) শ্রীমতি গৌরী ভট্টাচার্যি সদস্যা
৯) শ্রী রতিমেহেন জমাতিয়া সদস্য

৯) বিজনেস্ এড্‌ভাইসারী কমিটি

১) শ্রী সুধন্ব দেববর্মা, অধ্যক্ষ, এক্স অফিসিও, চেয়ারম্যান,
২) শ্রী জোতির্ময় দাস, উপাধক্ষ্য, এক্স অফিসিও, মেম্বার,
৩) শ্রী অনিল সরকার, মন্ত্রী, মেম্বার,
৪) শ্রী সমর চৌধুরী, মেম্বার,
৫) শ্রী নিরঞ্জন দেববর্মা, মেম্বার,
৬) শ্রী ভানুলাল সাহা, মেম্বার,
৭) শ্রী মণীন্দ্র দেববর্মা মেম্বার,
৮) শ্রী গোপাল দাস, মেম্বার
৯) শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া, মেম্বার,

Mr Speaker :—I request the Hon'ble Minister-in-charge of the Animal Husbandary, to make a statement on the paper laid on the Table of the House by Shri Nagendra Jamatia on 29/3/82 during discussion on the Appropriation Bill relating to the Supplementary Grants of 1981-82. There will be no debate on the Statement.

শ্রী অভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, শহরাঞ্চলে শিক্ষিত বেকারদের মুরগ উন্নয়ন প্রকল্পে রাজ্যের শিল্প বিভাগ তাহাদের বিভাগীয় বাজেটে ১৯৮১-৮২ সালে মোট ১.৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেন। এই প্রকল্পে শিক্ষিত বেকারদের দ্বারা ৭০০০.০০ (সাত হাজার) টাকার মুরগের খামার স্থাপনের সংস্থান রাখা হইয়াছে। এই প্রকল্প রাজ্যের পশুপালন বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুত করা এবং শিল্প বিভাগ ও পরিকল্পনা সংস্থা দ্বারা অনুমোদিত।

নির্দিষ্ট ব্যক্তি মোরগের ঘর তৈরী করার পর তাহাকে ৫০ পারসেণ্ট ভাগ ভর্তুকীতে অনুর্দ্ধ ৩৫০০.০০ (তিন হাজার পাঁচশত) টাকার মুরগ ও মুরগের খাদ্য দেওয়া হইবে। সেই ব্যক্তিকে অবশ্য ব্যাঙ্ক হইতে ১০০টি মুরগ পালনের প্রকল্পে ৭000.00 (সাত হাজার) টাকা ঋণ নিতে হইবে।

শিল্প বিভাগ হইতে সরকারী আদেশ পাওয়ার এই বরাদ্দের ১.৫ লক্ষ টাকা, ৩ জিলার এই প্রকল্পের কাজ করার জন্য উপ-অধিকর্তাদের মধ্যে প্রত্যেককে ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়।

পশ্চিম জিলার জন্য উপ-অধিকর্তা গত ২৩।৩।৮২ইং অর্থ বিভাগের অনুমতি নিয়া ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা এ, সি, বিলে ওঠাইয়াছেন। বিধিমতে এই টাকার হিসাব ৬০ দিনের মধ্যে দাখিল করিতে হইবে।

উত্তর এবং দক্ষিণ জিলার উপ-অধিকর্তাগণ এই টাকা এ, সি, বিল এ তুলিয়াছেন কিনা এখনও অধিকর্তার দপ্তরে এই খবর নাই।

গভর্ণমেণ্ট বিজনেস্ (লেজিস্‌লেশ্যান্)

অধ্যক্ষ মহাশয় :—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো: "The Registration (Tripura Amendment) Bill, 1982 (Tripura Bill No. 7 of 1982)"

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রী বীরেন দত্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, I beg to move that, "The Registration (Tripura Amendment) Bill, 1982 (Tripura Bill No. 7 of 1982)". বিবেচনা করা হউক।

অধ্যক্ষ মহাশয় :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :—"The Registration (Tripura Amendment) Bill, 1982 (Tripura Bill No. 7 of 1982)." বিবেচনা করা হউক।

(প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

অধ্যক্ষ মহাশয় :—তারপর আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং হইতে ১৬ নং পর্যন্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

অধ্যক্ষ মহাশয় :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো :—"বিলের শিরোণামটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(বিলের শিরোণামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

অধ্যক্ষ মহাশয় :—সভার পরবর্ত্তী কার্যসূচী হলো :--"The Registration (Tripura Amendment) Bill, 1982 (Tripura Bill No. 7 of 1982). " পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করতে।

রাজস্ব মন্ত্রী মহাশয় :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, I beg to move that "The Registration (Tripura Amendment) Bill, 1982 (Tripura Bill No. 7 of 1982)." পাশ করা হউক।

অধ্যক্ষ মহাশয় :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :—"The Registration (Tripura Amendment) Bill, 1984 (Tripura Bill No. 7 of 1982). " পাশ করা হউক।

(আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

অধ্যক্ষ মহাশয় :—সভার পরবর্ত্তী কার্যসূচী হলো :—"The Bengal Municipal (Tripura Second Amendment) Bill, 1982 (Tripura Bill No 8 of 1982)."

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

রাজস্ব মন্ত্রী মহাশয় :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, I beg to move that. "The Bengal Municipal (Tripura Second Amendment) Bill, 1982 (Tripura Bill No. 8 of 1982)" বিবেচনা করা হউক।

অধ্যক্ষ মহাশয় :—আমি এখন বিলটির উপর আলোচনা করার জন্য মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়াকে অনুরোধ করছি।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে ১৬ সাবসেক্শান, এতে বলা বলা আছে যে, (1) The Commssioners shall be elected in the manner prescribed. অর্থাৎ কমিশনার যারা হবেন তারা অবশ্যই নির্বাচিত হবেন। কিন্তু এদিকে আবার সাবসেক্শান ১৬র ২-তে বলা হয়েছে যে, (2) The State Government may appoint all the Commossioners of a municipality newly created are constituted under this Act for a period not exceeding two years from the date of notification.

মাননীয় স্পীকার স্যার, এইটা আমার মনে হচ্ছে যে, রিপাবলিক হয়ে গেছে। কারণ মিউনিসিপ্যালিটী একটা গণতান্ত্রিক সংস্থা। তা আমরা দেখছি যে সরকার যখন যেখানে এপয়ণ্টমেণ্ট করে তখন সেখানে কিছুটা পাওয়ার মিস ইউজ হয়। কারণ আমরা দেখেছি যে, রাষ্ট্রপতির শাসন যখন চালু হয় তখন সেখানে মানে ভারতবর্ষে এই পাওয়ার মিস ইউজ হওয়ার অভিযোগ শুনা যায়। তা আজ আমাদের রাজ্যসরকারও সেই ধারা অনুসরণ করে বলেছেন যে, যদি কোন মিউনিসিপালিটি বা নোটিফাইড এরিয়া নুতন করে গঠন করা হয়। তাহলে সেখানে সরকারই প্রথমে কমিশনার নির্বাচন করবেন এবং দুই বছর পর্য্যন্ত তিনিই চালু থাকবেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমর মনে হয় কোন গণতান্ত্রিক সংস্থার জন্য এই রুলটা আনা যায় না। কারণ মিউনিসিপালিটি নূতন করে গঠন করার সঙ্গে সঙ্গেই যে সেখানে এডমিনিষ্টেশান চালাতে হবে এমন কোন কথা নাই। আমরা মনে করি, কোন এরিয়া যখন নোটিফাইড এরিয়া হিসাবে ঘোষনা করা হবে, তখন কিছু সময় এর জন্য ইলেকশানের মাধ্যমে বা আগে ভাগেই ইলেকশান করে এই মিউনিসিপালিটি এডমিনিষ্ট্রেশান গঠন করতে পারেন। কাজেই সেখানে সরকারের এপয়ণ্টমেণ্ট মাধ্যমে দুই বছর পর্য্যন্ত মিউনিসিপালিটি চালাতে হবে, এটা খুবই অগণতান্ত্রিক এবং এইটা পাওয়ার মিস ইউজ করার একটা রাস্তা হবে বলে আমরা মনে করি। এখানে বলা যেতে পারে যে, যদি কোন ইলেক্‌টেড মিউনিসিপালিটি কমিশনার এর মেয়াদ শেষ হয়ে যায় এবং সেই ক্ষেত্রে যদি ইলেকশানের কোন অসুবিধা হয় কোন কারণে, তাহলেই শুধু তাঁর মেয়াদকে দুই বছর বাড়ানো যেতে পারে। এইটা এমন একটা জিনিষ যে, তাদেরকে ইলেকটেড মেম্বার হতে হবে। আবার কোন সিট যদি কোন কারণে ইলেকশান করতে অসুবিধা হয়, তাহলে সেই ক্ষেত্রে অন্য ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু একটা ফ্রেস মিউনিসিপালিটি গঠন করার ক্ষেত্রে শুধু মাত্র সরকারের মনোনীত ব্যক্তি কোন ইলেকশানের মধ্যে না গিয়ে দুই বছর চালাতে হবে এইটা নিশ্চয়ই অগণতান্ত্রিক এবং শক্তির মিশ ইউজ হওয়ার সম্ভাবনা, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি রিসেসের পরে আপনার বক্তব্য বলার সুযোগ পাবেন। সভা ২টা পর্য্যন্ত মুলতবী রইল।

AFTER RECESS AT 2 P. M.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়াকে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি "দি বেংগল মিউনিসিপাল (ত্রিপুরা সেকেণ্ড এমেণ্ডমেণ্ট) বিল, ১৯৮২" সম্পর্কে আলোচনা করতেছিলাম। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এটা অত্যন্ত লক্ষণীয় ব্যাপার যে রাজ্য সরকার নূতন একটা অ্যামেণ্ডমেণ্ট এনে একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে চুরমার করবার ব্যবস্থা নিচ্ছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার এখানে আরেকটি জিনিষ আমরা দেখেছি যে কেউ কমিশনার যদি হতে চায় তাহলে পরে তাকে সে এলাকায় ১ বছর বাসবাস করতে হবে। আরেক জায়গায় বলা হয়েছে যদি জেনারেল ইলেকশান বা কোর্ট বা অন্য কোনভাবে তার ভোট

বাতিল হয়ে যায় তাহলে পরে একটি কমিটি গঠন করা হবে এবং এই কমিটির যিনি ভোটার তাকে মিউনিসিপালিটির ভিতরে ১৮৫ দিন থাকলেই চলবে। কাজেই এক জায়গায় কমিশনার হতে গেলে ১ বছর থাকতে হবে আরেক জায়গায় ভোটার হতে গেলে ১৮৫ দিন থাকলেই হবে এটা পরস্পর বিরোধী। যিনি ভোটার তাকে কমিশনার হতে গেলে আরেকটি আলাদা সর্ত্ত পূরণ করতে হবে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এটা রকম একই থাকা দরকার ছিল। যিনি ভোটার হবে আর যিনি কমিশনার হবেন তার মধ্যে ভিন্ন শর্ত্ত থাকা উচিত না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে আগে ২১ বছর ভোটারের বয়স ছিল এখন সেখানে ১৮ বছর করা হয়েছে। তাহলে পরে জেনারেল ইলেকশনের যে ২১ বছর বয়স ধরা আছে তাতে যিনি মিউনিপালটির ভোট দেবেনতিনি আবার বিধানসভা বা অন্যান্য ইলেকশনের ভোট দিতে পারবেন না। কাজেই মিউনিসিপালটির ভোটাধিকারের সঙ্গে সেণ্ট্রাল আইনের বিরোধ আছে বলে আমার মনে হয়। এজন্য এটা খাপ ছাড়া হয়ে পড়েছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি লক্ষ্য করেছি এভাবে কমিটি গঠনের মাধ্যমে কমিশনার এপয়েণ্টমেণ্টের মাধ্যমে মিউনিসিপাটি সংস্থাকে তারা কুক্ষিগত করে রাখতে চান। সেখানে বল প্রয়োগ করে জনসাধারণের সমর্থণ না থাকলেও যাতে ক্ষমতাকে করায়ত্ব করে রাখতে পারেন তারজন্য এই বিল এনেছেন। সেজন্য এই বিলকে সর্ব্বতোভাবে বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে ওনার বিলের উপর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীবীরেন দত্ত :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, বিলটি সম্পর্কে আলোচনা করার সুযোগ দিয়ে ভালই করেছেন। ইতিপুর্বেও একটি বিল পাশ হয়ে যেটা আমোদের সভা সর্ব্বসম্মতিক্রমে সমর্থন করেছেন সেখানে রেজিষ্ট্রেশন অ্যাক্ট নাই। মাননীয় সদস্যরা সেজন্য নিশ্চয়ই আমাকে কৃতজ্ঞ করেছেন। তাই আমি এই বিলটি সম্পর্কে কিছু রাখতে চাই। গত বিলটিতে সবচেয়ে বড কথা হল হাজার হাজার মানুষ রেজেষ্ট্রিশন করতে আসেন কিন্তু করতে পারেন না অথচ এখন যাতে পারা যায় তার ব্যবস্থা হয়েছে বলে আমি আপনাদেরকে ধন্যবাদ দিছি। এটা করার সময় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হয়েছে। কিন্তু এখনে এই বিলটা করার ক্ষেত্রে একটু গণ্ডগোল লেগেছে। ভোটার তালিকা নিয়ে যে গণ্ডগোল লেগেছে তাতে আমি বলতে চাই গণতন্ত্রের মুল সুরাটা কি? মূল সুরটা হল গণতন্ত্র রক্ষা করা। তাই গণতন্ত্র করণের জন্য যে যে বিধান দরকার তা আনা হয়েছে। বর্তমান চলিত যে আইন আছে তার উপর আমরা যে সংশোধন এনেছি তাতে গণতন্ত্রকে আরও সম্প্রসারিত করার চেষ্টা করেছি। যেমন একটা মৌলিক পরিবর্তন আমরা এনেছি সেটা হল ২১ বছর ভোটার বয়সের জায়গায় ১৮ বছর করা হয়েছে। তারজন্য আমাদের পূর্ব্বতন আইনে সংশোধন করতে হয়েছে। পূর্ব্বতন আইনে লেখা আছে (পিপল রিপ্রেজেনটেশন অ্যাক্ট) যারা জেনারেল ইলেকশনের ভোটার হবেন তারাই মিউনিসিপালটির ইলেকশনে ভোটার হবেন। কারণ জেনারেল ইলেকশনের নিয়মানুসারেই মিউনিসিপালটির এরিয়ায় যারা বাস করেন তাদের ভোটার লিষ্ট করা হয়। এখন পৃথিবীর সবাই স্বীকার করেছেন কখন সাবালকত্ব আসে বৃটিশরা চেয়েছিল ৬০ বছরেও নাবালক

থাকুক। তাই বৃটিশদের সঙ্গে আপনাদের মিল আছে। তারপর স্বাধীন হবার পর ধনিক শ্রেণীর ঠিক করল ২২ বছর না হলে সাবালক হয় না। কিন্তু আজকে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ হয়েছে যে ১৮ বছরে সবাই সাবালক হয়। বৈজ্ঞানিক উপায়ে বয়স সম্পর্কে যা লেখা আছে তার কোথাও লেখা নাই যে ১৮ বছরে সাবালক হয়না। তাহলে আপনারা কি মনে করেন ১৮ বছরে সাবালক হয় না? যারা মনে করেন তারা সংগ্রামী বা দেশপ্রেমী নন। আমরা মনে করি ১৮ বছরে যথেষ্ট সাবালক হয়। ১৮ বছর যৌবনে যদি কেউ জনসেবায় নামে তাহলে পরবর্তী সময়ে তার প্রকৃতই জনসেবা করতে পারে। আমাদের প্রথম যে সেকশান তাতে আমরা ১৮ বৎসরের ছেলে মেয়েরা যাতে ভোট দেবার অধিকারী হতে পারে তার ব্যবস্থা রয়েছে। এখন থেকে ১৮ বৎসরের ছেলে মেয়েদের নাম ভোটার লিস্টে রাজ্য সরকার তুলতে পারবেন। সুতরাং এই ভোটাধিকারের অধিকার ১৮ বৎসর পর্যন্ত করায় এখন থেকে প্রতি ঘরে ঘরে অন্ততঃ পক্ষে একজন করে ভোটার থাকবে। এই বিলে আরো কতকগুলি ব্যবস্থা করা হয়েছে -প্রথমতঃ যারা ভোটার হবেন তাকে একটা নির্দ্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মিউনিসিপ্যালিটির এরিয়াতে বসবাস করতে হবে। তাছাড়া তিনি অন্য কোন মিউনিসিপালিটির সদস্য হতে পারবেন না। দ্বিতীয়তঃ আগে ভোটার লিষ্টে তাদেরই অধিকার থাকত যারা করদাতা। কিন্তু এটা সংশোধন করে দেওয়া হয়েছে। এখন ভোটার করদাতা কিনা তা আর দেখা হবে না। এখন তিনি কত টাকার মালিক, বড়লোক ইত্যাদি আর দেখা হবেনা। তিনি ধনীই হোন আর গরীবই হোন উপযুক্ত কনডিসন পূর্ণ হলেই তিনি ভোট দানের অধিকারী হবেন।

আগে মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান বা কমিশনার বা একজিকিউটিভ অফিসারকে একটা নির্দ্দিষ্ট টাকা কোন বিশেষ কার্য্য উপলক্ষ্যে খরচ করতে হলে রাজ্য সরকারের অনুমোদন নিতে হত। কিন্তু এখন রাজ্য সরকার এর নিকট থেকে আর অনুমোদন না নিয়েই তারা একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ যথা ৫ বা ৭ হাজার টাকা পর্যন্ত খরচ করতে পারবেন। তার ব্যবস্থা রয়েছে এই আইনে।

তৃতীয়তঃ আমরা দেখেছি সারা ভারতবর্ষের সকল মিউনিসিপালিটির মধ্যে কিছু কিছু নোটিফায়েড থাকে। ঐ সকল নোটিফায়েড এরিয়ার মধ্যে কোন নির্বাচনের প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু ত্রিপুরার এই বাস্তব পরিস্থিতিতে আমরা দেখছি যে একটি মিডিয়াম টাউন তৈরী করবার জন্যে আমরা ৪০ লক্ষ টাকা পেয়েছি এবং আমরা উদয়পুর টাউনকে মিডিয়াম টাউন হিসাবে করবার জন্য মনস্থ করেছি। কিন্তু একটা মিউনিসিপালিটি করবার জন্যে কতকগুলি বিধি বিধান আছে। যেমন মিউনিসিপালিটি করতে হলে তার নিজস্ব রেভিনিউ এর ব্যবস্থা থাকতে হবে। সম্পদ থাকতে হবে, আর একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পপুলেশনও থাকতে হবে। সুতরাং এই সকল বিধি বিধান মতে কোন নোটিফায়েড এরিয়াকে মিউনিসিপালিটি করতে হলে আমাদের আরো সময় লাগবে। কিন্তু তবু যাতে করে নোটিফায়েড এরিয়াগুলোতেও জনগণ তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন তারাও যাতে তাদের নোটিফায়েড এরিয়াকে ডেভেলপমেন্ট করবার জন্যে একটা স্বয়ং শাসিত বডি নির্বাচন করতে পারেন তার জন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

এখন আমরা আগরতলা মিউনিসিপালিটিকে আরো কতকগুলি অধিকার দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যেমন মিউনিসিপালিটি এরিয়াতে যে সম্পত্তি আছে—যেমন জমি বাড়ি বা পুকুর ইত্যাদি ডিসপোজ অব বা লিজ দেবার ক্ষমতা আমরা মিউনিসিপালিটিকে দিয়ে দিচ্ছি। একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মিউনিসিপালিটি এই জমি, পুকুর ইত্যাদিকে লিজ দিতে পারবে—৪ বৎসর বা ৫ বৎসর সময় পর্যন্ত। এই সময় শেষ হবার পর আবার টেণ্ডার কল করে তারা লিজ দিতে পারবে। এই অধিকার মিউনিসিপালিটিকে দেওয়া হচ্ছে। তবে ডিসপোজ অব্ করার সময় কতকগুলি কনডিসন ফুলফিল করতে হবে। এই ডিসপোজ অব্ এর জন্যে যুক্তি সংগত কারন দেখাতে হবে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—সেকসান ৬৭টা কি ?

শ্রী বীরেন দত্ত :—সেক্শান ৬৭ এ কি আছে ? অ্যামেণ্ডমেন্ট টু সেক্শান ২৭৫। এই তো আছে। আমরা বলেছি ঐ জায়গাগুলি আমাদের দেখতে হবে। সেখানে আপনারা ডিস্কাশান করবেন। আলোচনার সুযোগ রয়ে গেছে। আমরা কোন্ কোন্ এরিয়াগুলি সম্পর্কে সিরিয়াস্লী চিন্তা করতে হবে। এটা হোল হাউস আলোচনা করতে পারে। আমাদের আর কি আছে ? আর হলো বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করার বিষয় চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান তাদের ইমিডিয়েটলী পাম্পিং সেট কিনতে হবে বা জলসরবরাহ এক্ষুনি করতে হবে। অথবা কমিশনার যদি ভাবেন এক্ষুনি দরকার তা হলে এত হাজার পর্য্যন্ত তার খরচ করার পাওয়ার আছে। ইমারজেন্ট কেসে তাদের কিছু পাওয়ার দেওয়া হয়েছে। আর সমস্ত পাওয়ার আবদ্ধ। জল নিষ্কাশন হয় না। ঐ খালটা কেটে দেওয়ার পাওয়ার থাকবে। এই জন্য যাতে এই সব ইমারজেন্ট মোমেন্টে মিউনিসিপালিটি তার নিজস্ব এই ধারা মত বাড়ীওয়ালাকে বলতে পারে যে আপনারা বাড়ীর ভিতর দিয়ে খাল কেটে জলটা বের করে দিন। এইরকম করতে গেলে কনসিকোয়েন্সিয়াল অনেকগুলি ধারার পরিবর্তন আসে। বেসিক পরিবর্তনের মধ্যে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যানের ক্ষমতা বৃদ্ধি। নোটিফায়েড এরিয়া থাকবে। স্টেট গভর্ণমেন্ট যদি মনে করেন যে জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা দেওয়া দরকার তখন তারা এটা করতে পারেন। হোল চাপটারটার মধ্যে এটাই। ইলেক্শান যদি হয় তা হলে কি ভাবে হবে। তার জন্য একটা ধারা থাকবে। সেটা এক্ষুনি প্রণয়ন করা হচ্ছে। কে লিষ্ট করবে, কিভাবে ভোট হবে। আগে ২১ বছরের বয়: ক্রম লোকেরাই ভোট দিতে পারত। এখন ১৮ বৎসর বয়:ক্রম যাদের তারাও ভোট দিতে পারবেন। সেটা কিভাবে ভোটার লিষ্টে উঠবে সেই সমস্ত জিনিষগুলি ড্রীল করা হয়েছে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—এই বিলটা তো ইলেক্শান চায়ই না।

শ্রী বীরেন দত্ত :—এই বিলটা ইলেক্শানের জন্য। আমরা বলেছি নোটিফায়েড এরিয়ায় ভারতবর্ষের কোন জায়গায় ইলেক্শানের অধিকার নেই। এখানে সেটা আছে। আমাদের বক্তব্য হলো মেম্বাররা এই দিকে বিশেষ ভাবে নজর দেবেন। আমরা ইলেক্শান করতে চাই। আমরা কমিশনারের ক্ষমতা বাড়াতে চাই, অ্যাপয়েন্টমেন্টের ক্ষমতা বাড়াতে চাই। আমরা নূতনভাবে নির্বাচন করতে চাই যাতে ১৮ বৎসরের লোকেরা ভোট দিতে পারে। তারা যাতে সমাজ সেবায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে এবং প্রথম থেকেই নিজেদের তৈরী করতে পারে

জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ট সহযোগিতায়। এখানে সম্পত্তির লিমিটেশান থাকছে না। তবে লিমিটেশান কতগুলি আছে। পিপলস্ রিপ্রেজেন্টেশান অ্যাক্টে যে সব শর্ত্ত আছে যেমন পাগল হলে চলবে না, এমনকি ইলেক্‌টেড হওয়ার পরেও যদি কোন মেম্বার পাগল হয়ে যান, অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক মেম্বার যে সব কথাবার্ত্তা বলেন, মনে হয় পাগল হয়ে গিয়েছেন। তখন একটা কিছু কররে হবে। ৪৬ এবং ৫৭—এই দুটো ক্লজের ভালভাবে আলোচনা করা দরকার। যদি আপনারা আরো ভালোভাবে আলোচনা করতে চান তাহলে আমরা করতে পারি। অ্যামেণ্ডম্যাটও রাখতে পারেন। কিন্তু আমরা এই কথা বলে দিতে চাই যে আমরা আগরতলাতে সমস্ত জায়গাতেই করেছি। আগরতলাতে আমরা অ্যাডাল্ট সাফ্রেজ করেছি, আমরা করতে চাই। কিন্তু আমরা এটাও চাই, তাদের সম্পত্তিতে এবং তাদের কর্মচারী নিয়োগের ব্যাপারে তাদের অধিকতর ক্ষমতা দিতে পারব। সারা ভারতবর্ষে একশ, বছরের বৃদ্ধকেও বলতো নাবালক।

ইংরেজ সরকার সারা ভারতে ১০০ বছরের বেশী সময় ধরে শাসন করার পরেও ভারতীয়দের বলতো, নাবালক, আর সেজন্যই তারা আমাদেরকে ভোটাধিকার দেয় নি। এখন কিন্তু ভারতের লোকেরা চীৎকার করছে যে আমাদের ১৮ বছরেই ভোটাধিকার দিতে হবে। তারপর আছে ক্লজ ফিফ্‌টি টু, এতে এ্যাক্‌সপেনডিচার, পাসেজ অব মেটেরিয়েলস এবং অন্যান্য সংক্রান্ত ব্যাপারে যে ক্ষমতা আছে, কমিশনারেরা তাদের মিটিং এ বসে তাদের সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে ২০ হাজার টাকার বেশী এ্যাক্‌সপেনডিচার হলে, তার জন্য স্টেট গভর্ণমেণ্টের এ্যাপ্রোবলে নিতে হবে। এর কারণ হল, আমরা অভিজ্ঞতা দিয়ে দেখেছি যে অনেক সময় আমরা একটা ভাল কাজ করতে চাইলে, সেটা করতে পারি না, কারণ, আমাদের সেটা করার মতো ক্ষমতা আইনে দেওয়া হয় নি। যেমন আমরা বটতলাতে একটা সুপার মার্কেট করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সেই সুপার মার্কেট করতে গেলে যে বিপুল পরিমাণ টাকা খরচ করতে হবে, সেটা মিউনিসিপ্যালটি একা সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। তার জন্য স্টেট গভর্ণমেণ্টের এ্যাপ্রোব্যল নিতে হবে। কাজেই অন্ততঃ ২০ হাজার টাকার মধ্যে যে সব এ্যাক্‌সপেনডিচার করা সম্ভব, সেগুলি করতে যাতে মিউনিসিপালিটির কোন অসুবিধা না হয়, সেজন্য আমরা কমিশনারদের একটু পাওয়ার দিতে চাই। কাজেই এই কাজে যে প্রভিশন রাখা হয়েছে, সেটা ভাল কি মন্দ তা আপনারা নিশ্চয়ই বিচার বিবেচনা করে দেখবেন। তারপরে আছে ক্লজ ফিফ্‌টি-ফাইভ, আপনারা আগরতলা শহরের বর্তমান অবস্থাটা সকলেই জানেন, কোন কিছু একটা করতে গেলেই অমনি মামলা জুড়ে দেবে, অবশ্য মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে মামলা করা যায় না, কারণ আইনে বাধা আছে। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট বা অন্য কেউ হলে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা যাবে। ওয়েষ্ট বেঙ্গল মিউনিসিপালিটি এ্যাক্টে ম্যাজিসট্রেট কথাটা আছে, আমরা সেই জায়গাতে জুডিসিয়েল ম্যাজিষ্ট্রেট কথাটা লাগাতে চাইছি, তাহলে কিছুটা বিচার পাওয়া যাবে, কারণ বিচার বিভাগের প্রতি আমাদের আস্থা আছে, আজও সুপ্রিম কোর্ট একটা চমৎকার রায় দিয়েছেন। কাজেই ক্লজ ৫৫ আলোচনা করবার সময় আমরা যেটা করতে চাইছি, সেটা ভাল কি মন্দ তা অবশ্যই আপনারা দেখবেন। কারণ এর মাধ্যমে আমরা

গণতন্ত্রকে সংকোচিত করতে যাচ্ছি না, বরং বলা যেতে পারে যে, আমরা গণতন্ত্রকে সম্প্রসারণ করতে চাইছি। এছাড়া ক্লজ ৯৩ ও আপনাদের দেখতে হবে। কারণ, অনেক সময়ে দেখা যায় যে, মিউনিসিপ্যাল এলাকার মধ্যে যেখানে সেখানে রাইস মিল, স মিল এবং এই ধরনের অনেক রকম মেসিন বসিয়ে ঐ এলাকার লোকজনদের শান্তি, ঘুম অথবা নিদ্রার ব্যাঘাত করে, সেই সব যন্ত্রগুলি যখন তখন গড় গড় করে একটা বিকট শব্দ করে। ফলে ঐ এলাকার বাসিন্দাদের শান্তি বিঘ্নিত হয়। বর্তমানে মিউনিসিপালিটির সেই রকম কোন ক্ষমতা নাই, যে কাউকে সেটা করা থেকে বিরত করতে পারে। তাই এখানে এই প্রভিশনটা রাখা হয়েছে। যাতে করে ভবিষ্যতে মিউনিসিপ্যাল এলাকার মধ্যে যত্র তত্র কেউ যেন মেসিন জাতীয় কিছু না বসাতে পারে মিউনিসিপালিটির পার্মিশান ছাডা তারপর ৩৫নং ক্লজ সম্পর্কে আমি আমার বক্তব্য বিশেষ ভাবে রাখার চেষ্টা করছি, আমি আশা করব গণতন্ত্রকে সাহায্য করার জন্য আমাদের বিরোধী পক্ষের সদস্যরা এগিয়ে আসবেন, কারণ নির্বাচন হচ্ছে গণতন্ত্রের প্রথম এবং মৌল বিষয়। নির্বাচনের মাধ্যমে যে সব জনপ্রতিনিধিরা আসবেন, তারা যাতে সভা সুন্দর না হয়ে প্রকৃতই দেশের সেবায় নিয়োগ করতে পারে, তার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতাও তাদেরকে দিতে হবে। আমরা এই সব সংশোধনীগুলির মধ্য দিয়ে সেই ব্যবস্থা করবারই চেষ্টা করেছি, আমি আশা করব যে এই বিল সম্পর্কে আলোচনা করার সময়ে আপনারা এই সব দিকে মনোযোগ দিবেন। শুধু সরকার যা করতে চাইছে, তারই কিছু দেওয়ার চেষ্টা করেছি,

মি: ডেপুটি স্পীকার— এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীতপন চক্রবর্তীকে এই বিষয়ে তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীতপন চক্রবর্তী—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্টের উপর যে সংশোধনীগুলি এনেছেন বিশেষ করে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে যে ৯টি নটিফাইড এরিয়া আছে, সেই সমস্ত নটিফাইড এরিয়াতে যাতে নির্বাচন করে গণতন্ত্রকে সম্প্রসারণ করা যায়, তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ দেখছে যে এই সরকার গঠিত হবার পর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে যতটুকু নিম্নস্তর পর্য্যন্ত নিয়ে যাওয়া যায়, সেটুকুর ব্যবস্থা করা হয়েছে। আজকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পঞ্চায়েত পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়েছে। তাই আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের যারা গণতান্ত্রিক মানুষ তাদের কথা স্মরণ রেখে বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে যে মিউনিসিপাল এ্যাক্ট চালু আছে, সেটাকে কিছু সংশোধণী এনেছেন। তার মধ্যে দুইটি জিনিষই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ. একটা হচ্ছে নটিফাইড এরিয়া যেগুলি আছে সেগুলির পরিবর্তে নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত কমিটির হাতে যাতে আরও বেশী করে ক্ষমতা অর্পন করা যায়, তার ব্যবস্থা করা, আর একটা হচ্ছে ঐ সব নির্বাচনী এলাকার ভোটারদের বয়সীমা ১৮ বছর করা। আমরা লক্ষ্য করেছি যে বিরোধী গ্রুপের সদস্য নগেন বাবু এর মধ্যে একটা ডিস্পুট করেছেন, তার ডিস্পুট টা হল ১৮ বছরকে ভোটাধিকার করার ক্ষেত্রে আপত্তি। কিন্তু আমি বলতে চাই চিলড্রেন বিল যেটা গত সেসানে পাশ হয়ে গেছে, সেটাতে চিল্ড্রেন বলতে ১৮ বছর বয়স করা হয়নি। এখানে আঠার বছর বলতে যারা ১৭ বছরের উপর ১ দিন বেশী বয়স হয়েছে, তাদের কথাই

বুঝাচ্ছে এবং সেই ক্ষেত্রে তারা সাবালক বলে গণ্য হবে। কিন্তু আপনারা যে বিরোধীতা করছেন, তার কারণ হল, চিরদিনের কোন একটা নিয়মকে আপনারা সহজে পরিবর্তন করতে চাননা। কতটুকু পর্য্যন্ত নাবালক আর কতটুকু বয়স পর্যন্ত সাবালক, তার একটা বিজ্ঞান ভিত্তিক সীমা নিশ্চয়ই আছে। আপনি যে বলেছেন ২১ বছর পর্যান্ত ভোটাধিকারের বয়স থাকা উচিত, তার মানে আপনার মতে ২১ বছর হচ্ছে সাবালকত্ব প্রাপ্তির দিন। কিন্তু আমরা বলছি যে এটা ১৮ বছর পর্যন্ত হওয়া উচিত। কাজেই এই যে মাঝখানে দুই বছর আছে, ১৯ এবং ২০, তারা কোন ডেফিনেশানে পড়বে? তারা কি নাবালক না সাবালক, এই প্রশ্ন আমি আপনাকে করছি। কিন্তু আমরা দেখছি যে এর কোন ডেফিনেশান আমাদের সামনে নাই। আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের গণতান্ত্রিক মানুষ, আমরা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছি যে আমাদের ১৮ বছর থেকে গণতান্ত্রিক ভোটাধিকার দিতে হবে। আজকে এই বিধানসভার মধ্যে বেঙ্গল মিউনিসিপালিটির এ্যক্টের যে সংসোধন আনা হয়েছে, তার মাধ্যমেই আমাদের দীর্ঘদিনের আন্দোলনের সফলতা লাভ করেছে বলে, আমি মনে করি। কাজেই এটা যদি গণতন্ত্র না হয় তো, কোন গণতন্ত্র বলতে পারেন কি? আমরা লক্ষ্য করেছি যে কংগ্রেসের বিগত ৩০ বছরের রাজত্বে ত্রিপুরা রাজ্যে মিউনিসিপাল এ্যাক্ট বলতে কিছু ছিল কিনা, আমার জানা নাই। তাছাড়া এই আগরতলা শহর বাদ দিলে, ত্রিপুরা রাজ্যে সত্যি কোন শহর ছিল কিনা, তা বলা মুস্কিল। আমি কৈলাশহরের অবস্থা যেটুকু জানি সেই সুখময় বাবুর রাজত্ব কালের শেষ দিকে কৈলাশহরকে ডিসটিক টাউন হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু যে এলাকাকে টাউন হিসাবে ঘোষণা করা হল, সেটা কতটা? মাত্র ৫টা বাড়ী আর ৩টা অফিস বাড়ী ঐ এলাকার মধ্যে পড়েছে। অথচ ঐ সময়ে টাউন এলাকাতে লোক সংখ্যা ছিল ১০ হাজারের উপর। সেই বিরাট একটা লোক সংখ্যাকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল। আজকে সেই জনসংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাদের দাবী সেই দীর্ঘদিন থেকে আছে যে সমস্ত এলাকাটাকে টাউন বলে স্বীকৃতি দিতে হবে। তাই আমাদের সরকার ঠিক করেছেন যে আমরা ঐ সব লোকদের দাবীকে কংগ্রেসের মত বছরের পর বছর আটকে দিতে পারিনা, আমরা তাদেরকে একটা আইন কানুন তার নিয়মের মধ্যে দিয়ে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে সেই এলাকার উন্নতির চাবি কাঠিতাদের হাতে তুলে দিতে চাই। মানুষকে তাদের আইন-গত যে সমস্ত জিনিষ প্রাপ্য তা থেকে আমরা তাদের বঞ্চিত করতে পারি না। আজকে সেখানে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে এই বামফ্রণ্ট সরকারের তরফ থেকে সেই ক্ষমতা দেওয়ার জন্য সংশোধনী আনা হয়েছে আর আপনারা বলছেন না এই ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক হচ্ছে না আমরা এটাকে সমর্থন করতে পারি না। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আপনাদের সম্পর্কে তাদের ধারনা পাল্টিয়েছে অলরেডি আর আজ থেকে তাদের সেই ধারনা বদ্ধমূল হবে। আজকে কৈলাসহরে লোক সংখ্যা বেড়েছে ৩৭.৯৮ পার্সেণ্ট এবং সেখানে নোটিফায়েড এরিয়াতে লোক সংখ্যা হচ্ছে ১২.৯২৬ জন। এই বিরাট লোক সংখ্যা তার চাপ পরছে এই নোটিফায়েড এরিয়ার উপর এবং এই বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়ার পর প্রতিটি সাব-ডিভিশান টাউনকে নোটিফায়েড এরিয়া হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং আগে এই সব সাব-ডিভিশনাল

টাউনগুলির জন্য যে সব কমিটি সেগুলি ছিল ঐ কংগ্রেসী দালালদের আড্ডাখানা বা আখড়া। তাদের না ছিল কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা না ছিল তাদের কোন সুস্পষ্ট কোন কর্মসূচী না ছিল তাদের কোন আর্থিক দায়িত্ব। সেখানে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর ৭৮' সালের জুন মাসে নোটিফায়েড এরিয়া ঘোষণা করে নোটিফায়েড এরিয়ার অথরিটি নোমিনেটেড করে ঘোষণা দিয়েছিলেন। তারপর যখন দেখা গেল যে এই নোমিনেটেড কমিটির দ্বারা কি কাজ হবে না তখন সেখানে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির হাতে সেই ক্ষমতা দেওয়ার কথা চিন্তা করলেন। আজকে আমরা এই তিন বছরে কি দেখছি আমরা দেখছি যে অসংখ্য উন্নয়নমূলক কাজ করা হয়েছে এবং লাখ লাখ টাকা সেই অথরিটির হাতে দিয়েছেন যেগুলি উল্লেখ করার মতো। সেখানে অসংখ্য রাস্তাঘাট হয়েছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই সব এরিয়াতে ক্রমশঃ প্ল্যান-ওয়াইজ কাজ চলছে। কংগ্রেসীদের আমলে যেখানে সেই টাউন কমিটিগুলিতে কোন প্ল্যানিং ছিল না কোন দিকে রাস্তা হবে কোন দিক দিয়ে ড্রেন হবে তার জন্য কোন প্ল্যান ছিল না, আজকে বামফ্রন্ট ক্ষমতা আসায় সেই সব জায়গায় প্ল্যানিং হয়েছে এবং সরকার সেখানে টাকা দিচ্ছেন এবং আমি মনে করি সেই শহরগুলিতে মানুষকে যদি নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য ও মর্যাদা দিতে চাই তাহলে এই নোটিফায়েড এরিয়ার কমিটিগুলিকে আরও ক্ষমতা দিতে হবে তাদের হাতে আরও অর্থ দিতে হবে তাহলেই সেটা সম্ভব। কারণ আমাদের কাজ করতে গেলে অনেক বাধা আসে সেজন্য সেখানে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি দরকার তাদের হাতে আরও ক্ষমতা দেওয়া দরকার। কারণ আমরা দেখছি যে সেখানে সরকারী সম্পত্তি এনক্রোচমেন্ট হচ্ছে অনেক খাস জমি আছে যেগুলি নোটিফায়েড এরিয়ার সম্পত্তি সেই সব জমি রাস্তা করতে গেলে দরকার ড্রেন করতে গেলে দরকার সেই সব জমি তারা ছাড়ছে না। সেজন্য এই সব বাধা দূর করতে গেলে আমাদের সেই সব জনপ্রতিনিধিদের হাতে আরও প্রচুর ক্ষমতা দিতে হবে। উপরন্তু এই নূতন কমিটিগুলি হবে সেই কমিটিগুলি সরকারের সঙ্গে সহযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে কাজ করার ফলে বিশেষকরে পি. ডব্লিও. ডি. উল্লেখ না করে পারছি না, সেই সহযোগিতার ফলে আমরা দেখছি এই সরকারের আমলে অনেক কাজ করতে পেরেছি। সেজন্য এই অ্যামেণ্ডম্যান্ট আনা হয়েছে, আমি তাকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং ত্রিপুরা রাজ্যের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে এই যে বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল (সেকেণ্ড এমেণ্ডমেন্ট) এখানে উপস্থিত করা হয়েছে আমি মনে করি এই হাউসে যাদের গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা আছে তারা এটাকে সমর্থন করবেন এবং ত্রিপুরার শহরগুলিকে আরও উন্নত করার জন্য এবং নাগরিক জীবনে আরও স্বাচ্ছন্দ্য যাতে আসতে পারে এবং তারা যাতে মানুষের মত বাঁচতে পারে সেজন্য এই সংশোধনীকে সমর্থনকে জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রী মানিক সরকার।

শ্রী মানিক সরকার :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এই সভার বিবেচনার জন্য বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল (ত্রিপুরা সেকেণ্ড এমেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৮২ যা এই হাউসে উপস্থাপিত করা হয়েছে তার সম্পর্কে ক'টি কথা এই সভার দৃষ্টিতে আনতে চাই। এই বিলে ভোটারদের বয়স সম্পর্কে বলা হয়েছে এখন পর্য্যন্ত যে রীতি আছে তাতে ২১ বছর না হলে ভোট দেওয়ার অধিকার নাই। কিন্তু এই এমেণ্ডমেন্টের মধ্যে আছে যে ১৮ বছর বয়স হলেই সেই নাগরিক কোন

মিউনিসিপ্যালিটি বা কোন নোটিফায়েড এরিয়াতে বাস করলে সে ভোট দিতে পারবে তার জন্য সংশোধনী আনা হয়েছে। আমি মনে করি এই সংশোধনী বামফ্রন্ট সরকারের গণতান্ত্রিক দৃষ্টি ভঙ্গীর একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কারণ এটা শুধু আগরতলার প্রশ্ন নয় বামফ্রন্ট সরকার সারা ভারতবর্ষের ভোটারদের বয়স সীমা কমিয়ে ২১ বছর থেকে ১৮ বছর করার জন্য দাবী জানিয়ে আসছে এবং ভারতবর্ষে একমাত্র কংগ্রেস (আই) শাসিত রাজ্যগুলিতে ভোটারদের বয়স সীমা কমিয়ে এনে ১৮ বছর করার বিষয়টি মেনে নেন নাই। এটা আর সকলেই মেনে নিয়েছেন এবং সেটাকে মেনে নিয়ে কি কার্য করী পদক্ষেপ নিয়েছেন সেটা আলাদা কথা। সেই সংশোধনীকে বিরোধী পক্ষ থেকে বিরোধীতা করার জন্য যে সব কথা বলা হয়েছে সেগুলি ছেদো কথা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি এই প্রসঙ্গে বলতে চাই হায়ার সেকেণ্ডারী বা মেট্রিক পাশ করতে গেলে কত বছর লাগে।

একটা ছেলে বা মেয়ে হাইয়ার সেকেন্টারী বা মেট্রিক পাশ করলে সরকার তাতে চাকুরী দিচ্ছে, দেশ গঠন করার দায়িত্ব তাকে দিচ্ছে। যেমন প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক সে স্কুলে অক্ষর সম্বন্ধে জ্ঞান দিচ্ছে। শুধু তাই নয় এই বয়সে চাকুরী করে তাকে একটা পরিবার পরিচালনা করতে হয়। এইভাবে সে দেশের এবং পরিবারের দায়িত্ব তার কাঁধে এসে যায়। সেই জায়গায় দৈনন্দিন জীবনে এই সমস্ত ব্যাপারে তাকে তার মানও অ্যাপলাই করতে হয়, সমস্যা সমাধানের জন্য তাকে যোগ্য ভূমিকা পালন করতে হয়। কাজেই বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা যেভাবে সমালোচনা করছে সেটা বোধ হয় ঠিক নয়। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতা বিকেন্দ্রীয় করণের উদ্দেশ্য এবং গণতন্ত্র বিকাশের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। আগে কি ছিল? ভোটের সময় ভোট হয়ে গেলেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যেত। ১৭ বছর যাবত আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটিতে কোন ভোট হয় নি। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক দৃষ্টি ভংগী নিয়ে পঞ্চায়েত থেকে আরম্ভ করে মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচন করেছে। এবং প্রতিটি মানুষ যাতে তার অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে তার মতামত ব্যক্ত করতে পারে সেই রকম একটা পরিবেশ আজকে রাজ্যের মানুষের সামনে উপস্থিত করা হয়েছে। আগে ত্রিপুরা রাজ্যে শহর বলতে শুধু আগরতলাকেই বুঝাত, উদয়পুর বিলোনীয়া, কৈলাসহর, ধর্মনগর এগুলিকে শহর হিসাবে গণ্য করা হয় নি কংগ্রেস আমলে এবং সেই আমলে এই সমস্ত শহরে নোটিফাটড এরিয়া কমিটিও হয় নি। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে তার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে থেকেও এই সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটি বা নোটিফাইড এলাকা হিসাবে ঘোষণা করেছে এবং এইগুলিকে শহরকে দিয়েছে। তারপরে সেই এলাকায় কিভাবে সমস্যার সমাধান হবে তার জন্য মনোনীত কমিটি গঠন করা হয়েছে। সুখময় বাবুর আমলে শচীন বাবুর আমলে উদয়পুর, কৈলাসহরকে কার্যত ঠিক শহর বলে ধরা হত না। বামফ্রন্ট সরকার সেই কমিটিগুলির উপর সমস্ত দায়িত্ব দিয়েছেন। এই নির্বাচিত কমিটি

গুলির হাতে এলাকার উন্নতিমূলক কাজ পরিচালনা করার ভার দেওয়া হয়েছে। তৃতীয়তঃ পাওয়ার ডেলিগেশনের প্রশ্ন---আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি আছে এবং তার জন্য যে আইন সেই আইনের দ্বারা তারা সঠিক ভাবে কাজ করতে পারছেন না। যেমন একজন দোকানদার সে মিউনিসিপ্যালিটির এলাকার মধ্যে নিজের ইচ্ছা মত এক জায়গায় দোকান খোলে বসে পড়ল। সেখানে মিউনিসিপ্যালিটি কিছু করতে পারছে না। তার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে যেতে হয় না। তাই এখানে যে একজিকিউটিভ পাওয়ার এটাকে এখানে ডেলিগেশন করা হয়েছে, অর্থনৈতিক এবং ডেভেলপমেন্ট কাজ করতে যে পাওয়ারের দরকার সেটা এখানে ডেলিগেট করা হয়েছে। এই তিনটা বৈশিষ্ট্য আমি এখানে মুটামুটি উল্লেখ করলাম। এখানে মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্য আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে এখানে আইনকে সংশোধন করে গণতন্ত্রকে বিপন্ন করা হচ্ছে। আমি অত্যন্ত বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করছি যে এই আগরতলা ছাড়া সেই কৈলাশহর, বিলোনীয়া এগুলিকে মিউনিসিপ্যালিটি এলাকার মধ্যে আনার মত কোন ধারনাই কংগ্রেস আমলে ছিল না। ১৯৬৬ সালে আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি বলতে কি বুঝতাম--বনমালীপুর। রাস্তা বলুন, ইলেকট্রিফিকেশন বলুন আদার অ্যামুনিটিস বলুন সব কিছুই সেই জায়গাতে। বনমালীপুররে নাগরিকরা সুযোগ সুবিধা পাবে না আমি সেটা বলছি না। সেটা পাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার আছে। ১৯৬৬ সালে আগরতলার লোক সংখ্যা ছিল প্রায় ৬৭ হাজার এবং দ্যাট নাম্বার হেজ বিন ইনক্রিজড। এই আগরতলার পৌর সভার জলের প্রশ্নে, রাস্তাঘাটের প্রশ্নে ইলেকট্রিকের প্রশ্নে এবং আদার অ্যামুনিটিসের প্রশ্নে তৎকালীন মিউনিসিপ্যালিটিকেই বুঝাত এবং তখন এই সব কাজ করার জন্য যে বরাদ্দ ছিল আজকে সেটা বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭৭-৭৮ সালে এই আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির প্ল্যান আউটলে ছিল ৩৩.৮২ লক্ষ টাকা। ১৯৭৮ সালে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৩.৫০ লক্ষ টাকা এবং ১৯৭৯-৮০ সালে সেটা হয়েছে ১১৯.৭১ লক্ষ টাকা।

১৯৮০-৮১ সালে ১০৯,৫০ লক্ষ টাকা, ১৯৮১-৮২ সালে ১ কোটি ২৩.০৫ লক্ষ টাকা। এর থেকে কি প্রমাণিত হয়: মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার মনে হয়, অনুমোদিত ট্যাক্সকে হয়তো তারা মিউনিসিপ্যালিটির আয় বলে মনে করছেন। কিন্তু এই ট্যাক্স থেকে যা আয় হয় তা প্রতি বছর সমান থাকে না। কম বেশী মিলিয়ে ১৬ লাখ টাকাও হয় না। ৯ থেকে ১০ লক্ষ টাকা আয় হয়। মিউনিসিপ্যালিটির যে ষ্টাফিং প্যাটার্ণ তাতে সেলারি দিতেই প্রতি মাসে ৩,২৩,০০০ টাকা খরচ হয়। এই টাকাকে ১২ দিয়ে গুণ করলে ৩৯ লক্ষ টাকা প্রতি বছরে খরচ হয়। কিন্তু ট্যাক্স থেকে ১৬ লক্ষ টাকাও প্রতি বছর আসে না। আমি আগেই বলেছি, ১৯৮১-৮২ সালে খরচ হয়েছে ১ কোটি ২৩ লক্ষ ৫ হাজার টাকা। সে টাকা দিচ্ছে কে? এই আগরতলার সুবিধার কথা কে ভাবছে? কংগ্রেসীরা ভেবেছে না বামফ্রন্ট ভাবছেন? এই মিউনিসিপ্যালিটির ড্রেনেজ করার জন্য, রাস্তাঘাট করার জন্য, রোড ইলেকট্রিসিটির জন্য, পানীয় জলের জন্য বামফ্রন্ট সরকার সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যেও কি ভাবে কাজ করার চেষ্টা করছেন তা মুখ্যমন্ত্রী বাজেট ভাষণে বলেছেন। তিনি বলেছেন, আমরা যা চাচ্ছি তা পাচ্ছি না। গতকাল টাকার যা দাম ছিল আজ তা থাকছেনা। এই অবস্থায় আমাদের কাজ করতে হচ্ছে। ৯টি নোটিফায়েড এরিয়া হল তার জন্য টাকা বরাদ্দ করলেন বামফ্রন্ট সরকার। ত্রিপুরাকে উন্নত করার উদ্দেশ্যে, সুন্দর করার উদ্দেশ্যে সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যেও প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আমি আগেই বলেছি, ১৯৫৬

সালে আগরতলা শহরে ৬৭ হাজারের মত নাগরিক বাস করতেন। আর আজকে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,৩১,০০০। আপনারা জিনিষটা চিন্তা করে দেখুন। আমি শুনেছি, পি. ডব্লিও. ডি এর ভারপ্রাপ্ত মিনিষ্টার বলেছেন, ৮ হাজার ফিটের মত পাইপ লাইন অকেজো হয়ে গেছে। এগুলি সারাই করতে হচ্ছে, নূতন লাইন বসাতে হচ্ছে। এই সমস্ত কাজের জন্য মাষ্টার প্ল্যান হাতে নিয়েছেন বামফ্রন্ট সরকার। আগামী ২০০০ সালে আগরতলার লোক সংখ্যা কত হবে তা হিসাবের মধ্যে ধরেই বামফ্রন্ট কাজ করছেন। যাতে পাঁচ বছর পরে এসে হা হুতাশ না করতে হয়। কতখানি দূর দৃষ্টি সম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থাকলে পরে এই সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে কাজ করা যায় বামফ্রন্ট সরকার-এর সারে চার বছরের শাসনের কার্য্যক্রম বিশ্লেষণ করলে পর আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই আমি সময় বেশী না নিয়ে আশা করব, এই বিলের সপক্ষে সকলে মতামত প্রকাশ করবেন। বিভিন্ন ক্লজ সম্পর্কে বলছেন আমার বিরোধী গ্রুপের বন্ধুরা। তাঁদের বলব বিলের গভীরে গিয়ে সেটাকে সঠিক মূল্যায়ণ করতে। আর সরকারের কাছে এই হাউসের মাধ্যমে অনুরোধ জানাব, বিভিন্ন ক্লজগুলির গভীরে গিয়ে সঠিকভাবে, মূল্যায়ণের উদ্দেশ্যে যথাযত পরীক্ষা করা জন্য এটাকে কোন এক বিশেষ কমিটি গঠন করে তার হাতে বিবেচনার ভার দেওয়া হউক, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য অমরেন্দ্র শর্মা।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা ঃ—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, 'দি ব্যাঙল মিউনিসিপ্যাল (ত্রিপুরা সেকেণ্ড অ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৮২ (ত্রিপুরা বিল নং ৮ অব ১৯৮২) বিধান সভায় আনা হয়েছে। তার অবজেকট এবং রিজনে বলা হয়েছে বিলটা আনার কি উদ্দেশ্য। আমরা দেখেছি, বিলটির বিষয় সংক্রান্ত ব্যাপারে কিছু কিছু প্রশ্ন বিরোধী গ্রুপের সদস্যদের কাজ থেকে এসেছে। বিশেষ করে বয়স সংক্রান্ত বিষয়ে। কিন্তু আমি বলব, ২১ থেকে কমিয়ে ১৮ বছরে নিয়ে আসাটা যুক্তি সঙ্গত হয়েছে। যেখানে সারা ভারতবর্ষে ১৮তে নিয়ে আসার জন্য বিধান সভা এবং লোক সভার ইলেকসনেও গণতান্ত্রিক মানুষের কাছ থেকে দাবী উঠেছে। বহুদিন আগে থেকেই এই দাবী উঠেছে। এই ১৮ বছরের বৈশিষ্টা কি আপনারা জানেন? আজকে এখানে ১৮ বছর না করার পক্ষে যে যুক্তি দেওয়া হয়েছে সেটা গ্রহণ করা যায় না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখেছি, বিলটির যে অ্যামেণ্ডমেন্ট আনা হয়েছে সেই অ্যামেণ্ডমেন্টের মধ্যে নোটিফায়েড এরিয়ার ইলেকশনের মাধ্যমে কমিটি গঠিত হবে। এটা ঠিকই করা হয়েছে। এটার প্রয়োজন ছিল। নোটিফায়েড এরিয়া সম্পর্কে আমরা এর আগেও দেখেছিলাম, তখন বামফ্রন্ট ছিল না, বিভিন্ন শহরকে নোটিফায়েড শহর হিসাবে ঘোষণা করা জন্য মানুষের দাবী ছিল। এই বিধান সভায়ও দাবি উথাপিত হয়েছে। প্রাথমিক হিসাবে বিভিন্ন শহরকে নোটিফায়েড এরিয়া হিসাবে ঘোষণা করা হবে এমন ব্যবস্থা কক্ষনো হাতে নেওয়া হয় নি,! মানুষের যে দাবী সে দাবীকে মেনে নিয়ে শহরের এলাকাকে কি ভাবে সংগঠিত করার যায় এমন কোন প্রয়াস লক্ষ্য করতে আমরা সে সময় পাইনি। আমরা দেখলাম, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে সেই প্রয়াস গ্রহণ করে ৯টি এলাকাকে এক সঙ্গে না হলেও কয়েকটি এলাকাকে নোটিফায়েড এরিয়া হিসাবে গ্রহণ করলেন। বিভিন্ন সময়ে মিউনিসিপ্যালিটি গঠন করার জন্য যে শর্ত পূরণ করতে হয় সেই শর্ত পূরণের জন্য যে প্রস্তুতি নিতে হয় তা নিয়ে যথার্থ ভাবেই ঘোষণা করা হয়েছে! যেখানে

মিউনিসিপ্যালিটি গঠনের মত পর্য্যায় এসে যেতে পারে কিন্তু নোটিফায়েড এরিয়া কমিটি যেটা বামফ্রন্ট সরকার গঠিত করেছেন সেটাকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করছেন এবং আমরা দেখেছি বামফ্রন্ট সরকার বিভিন্ন নোটিফায়েড এলাকার উন্নয়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ করেছেন যাতে নির্দিষ্ট মানে যেতে পারে এবং নাগরিক বলে যে সুযোগ সুবিধা পাওয়ার প্রয়োজন তার দিকে দৃষ্টি রেখে এই জিনিষটা করা হয়েছে। এটা ঠিক যে গণতন্ত্রকে সম্প্রসারিত করতে গেলে নমিনেটেড বডির হাতে খুব বেশী দিন ফেলে রাখা ঠিক নয়। ৩ বছরের জন্য কমিটি গঠিত হচ্ছে, ৩ বছর অন্তর অন্তর নূতন করে নমিনেশন দিয়ে তাদের আনা হচ্ছে। তবে এটা ঠিক ইলেকটেড বডি যতদিন পর্য্যন্ত না হবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে না। এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমরা এই অ্যামেণ্ডমেন্ট দেখলাম। প্রথম দিকে দেখলাম, বামফ্রন্ট আসার পরে সেই প্রয়াসের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। গাঁও সভা নির্বাচনের আগে প্রয়োজন ছিল না। সুখময় সেনের আমলে গাঁও সভার নির্বাচন হতো না। এক বছরের জন্য প্রধানের হাতে কাজ দেওয়া হতো। অস্তিত্ব ছিল না গাঁও পঞ্চায়েতের। এমন

একটা অবস্থা আমরা গাঁও পঞ্চায়েতগুলিতে লক্ষ্য করেছিলাম, আগরতলা মিউ-নিসিপ্যালিটিতে এ্যাডমিনিষ্ট্রেটরের রাজত্ব আমরা দেখেছিলাম। সেখানে তো জন প্রতি-নিধিত্ব মূলক কোন ব্যবস্থা আমরা দেখতে পাইনি। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর এই ব্যবস্থাগুলি নির্মূল করে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার মানুষের কাছে ফিরিয়ে দিলেন। মানুষকে তার গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করার ক্ষমতা তুলে দিলেন। যেমন ---বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে স্ব স্ব পঞ্চায়েত এলাকাবাসী তাদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নিজস্ব পঞ্চায়েত গঠন করেছেন, আগরতলার ক্ষেত্রে মানুষ তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করে মিউনিসিপ্যালিটি গঠন করেছেন, নোটিফায়েড এরিয়া কমিটির ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি এই জিনিষটা করা হয়েছে যে নোটিফায়েড এরিয়া কমিটিও ইলেকটেড ভোটেই হবে। এখানে মাননীয় সদস্য প্রশ্ন তুলেছেন যে এই বিলে নাকি ইলেকশান ব্যবস্থাকে সরিয়ে দেওয়ার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। গণতন্ত্রকে উৎখাত করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। স্যার, নূতন একটা অঞ্চলকে মিউনিসিপ্যালিটি বা নোটিফায়েড এরিয়ার আওতায় নেওয়া হলে সেখানে ইলেকশান করতে কিছুটা সময়-এর দরকার। সেই সময়টুকু না দিলে ইলেকট্রোরেল রোল তৈরী করা, নিদিষ্ট ভাবে ভোটের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি তো করা যাবে না। কোন অঞ্চলকে নোটিফায়েড এরিয়া হিসাবে ঘোষণা করলেই সংগে সংগে ইলেকশান করা সম্ভব নয়। কাজেই কিছুটা সময়ের প্রয়োজন আছে। সেখানে নোটিফায়েড বডি এপয়েন্টমেন্ট কমিশনার ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে গণতন্ত্রকে নশ্যাৎ করে দেওয়া হয়েছে। যে সময়টুকু দেওয়ার প্রয়োজন আছে, সেই সময় ২ বছর পর্য্যন্ত থাকতে পারে, তার মধ্যে ইলেকশান করা যাবে না এমন ধরনের কোন বক্তব্য নেই। সর্বোচ্চ সময় ঠিক করে দেওয়া হয়েছে ২ বছর পর্যন্ত। তারপর যেখানে ইলেকশান হবে, সেই ইলেকশানের পর ইলেকটেড কমিশনার এলেন সেখানে কোর্টের রায়ে হয়তো কিছু অসুবিধা দেখা দিল, কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে তো ইলেকটেড হয়ে এসে কমিটি গঠন করে ফেলতে পারবেন না, এটা সম্ভবও নয়,। আদালতের রায়কে আমাদের মেনে চলতে হবে। সে ক্ষেত্রে গণতন্ত্রকে কোথাও খর্ব করা হয়নি, গণতন্ত্রকে খর্ব করার সামান্যতম ইচ্ছাও এই বামফ্রন্ট সরকারের নেই। এই কয়েক বছরের রাজত্বেই আমরা তা দেখেছি। বরং গণতন্ত্রকে সম্প্রসারিত করার জন্যই এই বিলটা এখানে আনা হয়েছে। মাননীয় সদস্যরা

যদি এই বিলের বিভিন্ন দিকগুলি ভালভাবে পড়েন তাহলে গণতন্ত্রে কি ভাবে ফুটে উঠেছে। কাজের পরিধি বিস্তৃত করার প্রয়াস এখানে রাখা হয়েছে। মিউনিসিপ্যালিটি, নোটিফায়েড এরিয়া কমিটিগুলির হাতে আরও অধিক ক্ষমতা দেওয়ার প্রয়াস আমরা এখানে লক্ষ্য করেছি। স্যার, কোন একটা জায়গায় উন্নয়ন মূলক কাজ করতে গেলে নানা রকম বাধা আসে। অনেক সময় এই বাধাগুলিকে ডিঙ্গিয়ে কাজ করতে গেলে নানা রকম অসুবিধা হয়। এখানে একজন মাননীয় সদস্য উল্লেখ করেছিলেন যে বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা যায় খাস ল্যাণ্ডগুলি এমন ভাবে এনফোর্স করা হয়েছে, নোটিফায়েড এরিয়া কমিটিগুলি এই খাস ল্যাণ্ডগুলি নিয়ে কাজের অনেক সুযোগ বৃদ্ধি করতে পারতো, কিন্তু সে ক্ষেত্রে সে সুযোগ ক্রমশঃ সংকুচিত হয়ে আসছে। কারণ নোটিফাই এরিয়া কমিটির হাতে এমন কোন ক্ষমতা নাই, যে ক্ষমতা বলে এই খাস ল্যাণ্ডগুলি নিয়ে কাজের সুযোগ বৃদ্ধি করতে পারে। স্যার, বর্ষাকালে এক ঘন্টা বৃষ্টি হলে বা কয়েক দিন বৃষ্টি হলে দেখা যায় মানুষের বাড়ী ঘরের মধ্যে জল ঢুকে যায়, কারণ জল বেরুবার কোন রাস্তা নেই। সে ক্ষেত্রে কাজ করতে গেলে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এখানে সে ব্যবস্থার কথাও বলা হয়েছে। হঠাৎ করে ওয়াটার লেভেল হলে নোটিফায়েড এরিয়া কমিটি কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে সেটা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই কাজের পরিধিকে বিস্তৃত করার জন্য নানা ধরনের ব্যবস্থা এই বিলের মধ্যে রাখা হয়েছে যা গণতন্ত্রকে সম্প্রসারিত করার এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। কাজেই গণতন্ত্রকে খর্ব করা হচ্ছে বলে উনারা যে কথা বলেছেন এটা ঠিক নয়। আপনারা আর একবার বিলটাকে ভাল ভাবে পড়ুন তাহলেই বুঝতে পারবেন যে গণতন্ত্রকে সম্প্রসারিত করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার তার আদর্শ থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হন নি বরং গণতন্ত্রকে বিকশিত করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার ক্রম প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। গণতন্ত্রকে রুদ্ধ করার জন্য, মানুষকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য প্রতিক্রিয়াশীলরা যে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে, বামফ্রন্ট সরকারকে এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সামনের দিকে অগ্রসর হতে হচ্ছে। স্যার, যে বিলটা আজকে এখানে উপস্থিত করা হয়েছে সেটা গণতন্ত্রকে সম্প্রসারিত করার জন্য এবং নাগরিক জীবনের সুযোগ সুবিধাগুলি বৃদ্ধি করার জন্যই আনা হয়েছে। কাজেই এই বিলটাকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---শ্রী গোপাল দাস।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস ঃ---মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় ভূমি ও রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় এই হাউসে যে "বেঙ্গল মিউনিসিপাল (ত্রিপুরা সেকেণ্ড এমেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৮২ (ত্রিপুরা বিল নং ৮ অব ১৯৮২), এনেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করছি। আমরা লক্ষ্য করেছি বর্তমান আইনে যে সব সুযোগ সুবিধা আছে এই সুযোগ সুবিধার মধ্যে দিয়ে কাজ করতে গিয়ে পৌরসভা এবং নোটিফায়েড এরিয়া কমিটিগুলিকে বাধার সম্মুখীন হতে হয়, যে দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে উন্নয়নমূলক কাজগুলি করার দরকার সেগুলি যথাযথভাবে রূপায়ণ করা যাচ্ছে না। কাজেই এই বাধাগুলিকে অপসারণ করে গণতন্ত্রকে সম্প্রসারিত করা সাধারণ মানুষের হাতে পৌঁছে দেবার জন্য বামফ্রন্ট সরকার এই বিল হাউসে উপস্থিত করেছেন। এখানে অনেক মাননীয় সদস্য বিভিন্ন দৃষ্টি কোন থেকে এই বিলটাকে বিচার করেছেন। মিউ-নিসিপালিটি বা নোটিফায়েড এরিয়া কমিটি নাগরিকদের ভোটদানের ক্ষেত্রে আগেকার সরকার ২১ বৎসর বয়ঃসীমা নির্দ্ধারণ করেছিলেন। কিন্তু এই বিলে বামফ্রন্ট সরকার

এই বয়ঃসীমাকে পরিবর্তন করে ১৮ বৎসর করার সুপারিশ করেছেন। এতে বামফ্রন্ট সরকারের গণতন্ত্রকে সম্প্রসারিত করার একটা দৃষ্টি ভঙ্গী প্রতিফলিত হয়েছে। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই বিল ত্রিপুরা তথা ভারতবর্ষের শ্রমজীবী মানুষ তথা নাগরিকদের কাছে একটা হাতিয়ার তৈরী করেছে। যাতে ভারতবর্ষের নাগরিকরা আগামী দিনে ভোটদানের ক্ষেত্রে ১৮ বৎসর বয়ঃসীমা নির্দ্ধারণের দাবীতে আন্দোলন সংঘটিত করতে পারেন। তারা যাতে মিউনিসিপ্যালিটি বা নাগরিক কমিটিগুলিতে নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারেন। কাজেই এই যে নূতন দৃষ্টান্ত ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার স্থাপন করলেন এটা উল্লেখযোগ্য।

আমরা দেখেছি যে সমস্ত নোটিফায়েড এরিয়া হয়েছে সেই সমস্ত এরিয়াতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে সেই এলাকার দায় দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে সেই জিনিষটা এই বিলের মধ্যে আনা হয়েছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা লক্ষ্য করেছি যে আজকে শহর এবং পৌর সভাগুলিতে তার যে এলাকাগুলি আছে সেখানে যাতে লক্ষ লক্ষ ফ্যাকটরী অন্য কোন ছোটখাট কারখানা গড়ে তোলা না হয় এবং নাগরিক জীবনকে ব্যাহত করার চেষ্টা না করা হয় এবং নাগরিক জীবনের স্বাস্থ্যের দিকে এবং অন্যান্য দিকে লক্ষ্য রেখে যাতে পরিকল্পিত ভাবে শহরগুলি গড়া যেতে পারে এবং নোটিফায়েড এরিয়াগুলি সুন্দরভাবে গড়ে উঠতে পারে সেই দিক দিয়ে আইনের ধারা রাখা হয়েছে যাতে হঠাৎ গজিয়ে উঠা ফ্যাকটরী বা অন্য কোন দোকান যাতে নাগরিক জীবনকে স্বাচ্ছন্দ জীবন যাপনের পক্ষে এবং চলাচলের পক্ষে ব্যাহত হতে না পারে তার দিক লক্ষ্য রাখতে হবে। কাজেই এই সমস্ত আইনের খুটিনাটি ধারাগুলি না মেনে চলা যায় না, তাই সমস্ত দিকগুলিকে মনে রেখে গণতন্ত্রকে আরও সম্প্রসারিত করার জন্য এবং আরও শক্তিশালী করার জন্য এই যে এ্যামেণ্ডমেন্ট এখানে আনা হয়েছে তাকে সমর্থন করছি এবং সঙ্গে সঙ্গে মাননীয় বিধায়ক শ্রীমানিক সরকার একটা এমেণ্ডমেন্ট এনেছেন যে, আইনের খুটিনাটি ধারাগুলি আরও পুঙখানুপুঙখভাবে বিচার বিবেচনা করার জন্য একটা বিশেষ কমিটি তৈরী করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার দায়িত্ব দেওয়া হোক এবং এটাকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যা দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা ঃ--- মাননীয় স্পীকার মহাশয় এখানে যে ২য় সংশোধনী বিল এনেছেন তার সমর্থনে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। কারণ মিউনিসিপ্যালিটির সংশোধনের প্রয়োজন আছে। অনেক দিন পর আমরা গণতন্ত্রের দিকে যাচ্ছি কারণ কংগ্রেসের আমলে সেই গণতন্ত্র ছিল না। তখন ছিল একনায়কতন্ত্র। সেখানে গণতন্ত্রের কোন বালাই ছিল না এবং তখন কোন নির্বাচনও হতো না। তার জন্য আমরা আইন করেছি এবং আইন করে একটা নির্বাচন করেছি এবং আর একটা নির্বাচন করতে গিয়ে সংশোধনী বিল এনেছি। মানুষের যে অধিকার এবং মানুষের যে মতামত সেই মতামত যাতে প্রকাশ করতে পারে সেই সময়টা নিরূপন করা হয়েছে এবং সেই সময়টা ১৮ বছর থেকে নিরূপণ করা হয়েছে। অবশ্য আমাদের বিরোধী দলের সদস্যারা মনে করতে পারেন আমরা ম্যাজিকের মতো কতকগুলি যাদু দেখিয়ে যাচ্ছি কারণ উনারা গণতন্ত্র বিশ্বাস করেন না। আমরা বলছি যারা মিউনিসিপ্যালিটি এরিয়ার মধ্যে রয়েছেন তাদের নাম রেজিষ্ট্রিভুক্ত হবে। শুধু মিউনিসিপ্যালিটি এরিয়ার মধ্যে নয়, পঞ্চায়েত এরিয়ার মধ্যেও যারা থাকবেন তাদেরও

নাম রেজিষ্ট্রিভুক্ত করা হবে এবং ভোটার লিষ্টে তাদের নাম থাকবে। যারা সেখানে প্রতি-নিধি হয়ে আসবেন উনারা তার উন্নতির সমস্ত ব্যবস্থা করবেন কি ভাবে নিজেদের এলাকাকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়া যায় সে বিষয়ে আলাপ আলোচনা করে এগিয়ে যাবেন। আগে এই জিনিষটা ছিল না যখন খুশী তখন তারা অন্য কোনখান থেকে ভোটার এনে ভোট দেওয়াতেন। অন্যান্য ইলেকশানগুলিতে উনারা তার জন্য এতদিন ভোটাভুটি করছেন না এবং মানুষের যে অধিকার আছে সে অধিকার সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না এবং সচেতনতার দিকে উনাদের দৃষ্টিও ছিল না। কাজেই সে দিক দিয়ে আমরা দেখেছি বিগত কংগ্রেস সরকারের আমলে মানুষের অধিকারকে খর্ব করেছেন। মানুষের মতামত ব্যক্ত করতে চাইলেও উনারা শুনতেন না কারণ উনারা মনে করতেন আমরাই মহারাজা। যারা মানুষের উন্নতির জন্য বলতেন, ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতির জন্য বলতেন তাদের জেলে পুরে রাখা হতো। এই রকমই ছিল কংগ্রেস আমলের গণতন্ত্র কাজেই সেই গণতন্ত্রকে আমরা বিশ্বাস করতে পারি না। আমরা যেভাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ত্রিপুরাকে সম্প্রসারিত করতে যাচ্ছি, মিউসিনিপ্যালিটিকে সম্প্রসারিত করতে যাচ্ছি, পঞ্চায়েতকে সম্প্রসারিত করতে যাচ্ছি সীমিত ক্ষমতার মধ্য দিয়ে আমরা যা করতে যাচ্ছি বিরোধী সদস্যরা ভাববেন ম্যাজিকের মতো আমরা কাজ করছি। আমরা যে সমস্ত কাজ করছি সমস্ত কাজই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে করছি তার জন্য মাননীয় বিরোধী সদস্যরা বলছেন এটা অগণতান্ত্রিক। মিউনিসিপ্যালিটিতে ভোট দিলে জেনারেল ইলেকশানে ভোট দেওয়া যাবে না, তারা এই সমস্ত কথা বলছেন। কাজেই সে দিক থেকে উনারা যে গণতন্ত্রের প্রতি কি রকম বিশ্বাস রাখেন এবং গণতন্ত্র সম্পর্কে উনাদের আইডিয়া আছে কিনা এবং মানুষের প্রতি তাদের চেতনা আছে কিনা সে সম্পর্কে আমার মনে হয় কারও কাছ থেকে উনাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত। আমি এইটুকু বলে মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করবো যে এই বিলটা উনারা চিন্তা ভাবনা করে যেন সমর্থন করেন এবং হাউসকেও অনুরোধ করছি এই ব্যাপারে যেন চিন্তা ভাবনা করেন। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ---মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী এই বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল ত্রিপুরা সেকেণ্ড অ্যামেণ্ডমেন্ট বিল, ১৯৮২ (ত্রিপুরা বিল নং ৮ অব ১৯৮২) যেটা এনেছেন এটা ঐতিহাসিক। তার কারণ আমরা লক্ষ্য করেছি বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর গণতন্ত্র বিকাশের ক্ষেত্রে, ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরনের ক্ষেত্রে, উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সেই দিকে এই জিনিষটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গণতন্ত্রকে ১৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত করার জন্য এই বিলের মধ্যে রাখা হয়েছে। এই জিনিষটাতে ভয় পাওয়ার মত কিছু নাই। যারা গণতন্ত্রকে ভয় পায় তারাই এই জিনিষটাকে ভয় পাবে। এই ব্যাপারে বিরোধীতার কোন প্রশ্ন আসে না। এই আলোচনাটা করতে গিয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন এই জিনিষটাকে আরও সমৃদ্ধ করা যায় এবং এই বিলটিকে কি করে আরও বাস্তবমুখী করা যায়, তার জন্য আহবান রেখেছেন। মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল দাস এবং মানিক সরকার উনারা এই জিনিষটাকে আরও বিচার বিশ্লেষণ করার জন্য সিলেক্ট কমিটির মাধ্যমে করা যায় কিনা কথা উল্লেখ করেছেন। কাজেই মাননীয় উপা-ধ্যক্ষ মহোদয় আমি এই জন্য সিলেক্ট কমিটি গঠনের জন্য একটি প্রস্তাব এখানে আনছি।

যাতে এই বিলের যে উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্যটাকে জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় এবং এই জিনিষটাকে আরও স্বার্থক করা যায়, তার জন্য আমি সিলেক্ট কমিটি গঠনের প্রস্তাব করছি।

Sir,

I hereby give notice of my intention to move the following motion during the current session of the Assembly.

"That the Bengal Municipal (Tripura Second Amendment) Bill, 1982 (Tripura Bill No. 8 of 1982) which was introduced in the House on 29.3.1982 be referred to the Select Committee of the House consisting of the following members :—

1. Shri Biren Dutta, Revenue Minister, Chairman

2.	Shii Badal Choudhury,	M.L.A.	Membei
3.	Shri Samar Choudhury	,,	,,
4.	Shri Bimal Sinha,	,,	,,
5.	Shri Tapan Chakraborty	,,	,,
6.	Shri Naresh Ghosh	,,	,,
7.	Shri Bidya Deb Barma	,,	,,
8.	Jhri Mohanlal Chakma	,,	,,
9.	Shri Gopal Das,	,,	,,
10.	Shri Drao Kr. Reang	,,	,,

আমি এই প্রস্তাবটি এখানে দিচ্ছি।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় ঃ—-মাননীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী।

শ্রীব্রজগোপাল রায় ঃ---মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী বেঙ্গল মিউনিসিপ্যালিটি ত্রিপুরা সেকেণ্ড অ্যামেণ্ডমেন্ট বিল ১৯৮২ যেটা হাউসের সামনে উপস্থিত করেছেন পরবর্তী সময়ে মাননীয় বিধায়করা এখানে আলোচনা করেছেন। আলোচনা থেকে একটা জিনিষ স্পষ্ট, এই বিলটিকে আরও বিচার বিশ্লেষণ করে দেখবার জন্য সিলেক্ট কমিটি গঠন করা দরকার। আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করি। বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল অ্যামেণ্ডমেন্ট গৃহীত হয়েছে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে। সেইখানে বিভিন্ন ভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট করা হয়েছে কিন্তু ত্রিপুরার ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করা যায় নি। ত্রিপুরাতে তা প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে তার সংশোধন করার প্রয়োজন আছে। তার জন্যই এই অ্যামেণ্ডমেন্ট এখানে আনা হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি মিউনিসিপ্যালিটিকে যদি সুষ্ঠুভাবে চলতে দেওয়া হয় মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃপক্ষর হাতে আইনী সহযোগিতা বা আইনী সাপোর্ট থাকা দরকার। যার দ্বারা তারা কাজ করতে পারেন। উপযুক্ত ক্ষমতা বলে তারা যাতে জনকল্যাণমুখী কাজগুলি করতে পারেন। তাদের হাতে তার জন্য আইন দেওয়া দরকার, যাতে তারা সুষ্ঠুভাবে, সুন্দরভাবে তাদের কাজকে চলতে দেওয়া যায় তার জন্য সেই বিলে যে অ্যামেণ্ডমেন্ট তার প্রয়োজন আছে। একটা সময়ে মিউনিসিপ্যালিটি জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত হত। কিন্তু কংগ্রেস আমলে মিউনিসিপ্যালিটি সরকারের হাতে ছিল। অর্থাৎ সেটা প্রসাশনের দ্বারা পরিচালিত হত। আমলাতান্ত্রিক পরিচালনার মধ্যে কি দুর্নীতি ছিল তা যারা ভুক্তভোগী তারাই বলতে পারবেন।

অনেককে আমরা বলতে শুনেছি যে, আমরা মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায় বাস করছি, খাজনা দিচ্ছি কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটি থাকার যে সুযোগ সুবিধা তা কিছুই পাচ্ছি না। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর গণতন্ত্রকে সুষ্ঠুভাবে সম্প্রসারিত করার জন্য জনগনের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে মিউনিসিপ্যালিটির ভার তুলে দেন। আমরা ক্ষমতায় এসে এই কাজটা করতে পেরেছি। মাননীয় সদস্য মানিক সরকার এখানে অনেক তথ্য উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন আমাদের কত টাকা ছিল এবং আমরা সেই টাকা তাদের হাতে তুলে দিয়েছি প্রত্যেকটি মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায় রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে পানীয় জলের ব্যবস্থা থেকে শুরু করে যাবতীয় কাজ কর্মের দিকে কিরকম তারা উদ্যোগ নিয়েছেন তা আমরা দেখতে পাচ্ছি। মিউনিসিপ্যালিটিকে তারা সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা করেছেন এটা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। তার সঙ্গে নোটিফায়েড এরিয়া কমিটি গঠন করার একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যে অনেকগুলি শহর আছে, সেগুলিকে মুখেই কেবল শহর শহর বলা হয় কিন্তু শহরের কোন সুযোগ সুবিধা তারা পাচ্ছে না। এইটাকে গ্রাম বললে অত্যুক্তি হবে না। শহরের নাম করে শহরের কোন সুযোগ সুবিধা পাবে না, এটা হতে পারে না। তাই আমরা আমাদের হাতে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে রাখি না। জনসাধারণের হাতে যাতে এইটাকে তুলে দেওয়া যায় তার জন্য নোটিফায়েড এরিয়া তৈরী করেছি এবং মিউনিসিপ্যালিটির কাজ গুলিকে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে এই ভাবে তুলে দিয়েছি। এই আইনের দ্বারা জনগণ পরিচালিত হবে এবং ইহা জনগণের স্বার্থে কাজ করবে। সেই দিক থেকে আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করি। তারপর এখানে প্রশ্ন এসেছে বয়স সম্পর্কে---তা আমরা মনে করি করো বয়স ১৮ বছর হলে তাকে ভোট দেওয়ার অধিকার দেওয়াটাকে যুক্তিহীন মনে করার কোন কারণ নাই। কারণ ১৮ বছরের ছেলে মেয়ে গণতান্ত্রিক চেতনা পুরা মাত্রায় থাকে। তাই সেই দিক থেকে আমরা এই এ্যাক্টের মাধ্যমে মিউনিসিপ্যালিটির এরিয়ার মধ্যে অবস্থিত ছেলে মেয়েদেরকে ১৮ বৎসর বয়স পর থেকে ভোট দেওয়ার অধিকার দিয়েছি এবং আমরা মনে করি এইটা খুবই যুক্তিযুক্ত। তাই বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্টের মাধ্যমে আমরা এইটাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। তবে এই আইনের মধ্যে কোন ত্রুটি বিচ্যুতি আছে কি না এবং সেটা জনগণের স্বার্থে কাজ করবে কিনা সেটা বিবেচনা করে দেখবার জন্য একটা সিলেক্ট কমিটির প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি। আর এই জন্যই এখানে একটা সিলেক্ট কমিটি গঠন করার প্রস্তাব এসেছে, সে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখবে যে এই আইন জনগণের কল্যাণে আসবে কিনা, এই দিক থেকে আমি এই সিলেক্ট কমিটি গঠন করার প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

উপাধ্যক্ষ মহোদয়ঃ---মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়।

শ্রীবীরেন দত্তঃ—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্যদের সামগ্রিক সমর্থনের আলোচনার ভিত্তিতে শ্রীমতিলাল সরকার মহাশয় কর্তৃক আনীত প্রস্তাবকে সরকারের পক্ষ থেকে আমি মেনে নিচ্ছি।

Mr. Deputy Speaker—As the Minister in-charge of the bill has agreed to accept the motion for refering the Bill in question to the Select Committee, I shall now put the motion moved by Shri Matilal Serkar to vote. If the motion of Shri Sarka- is adopted by the House, the consideration motion moved by the Minister need not be put to vote.

The question before the House is the motion moved by Shri Matilal Sarker "That the Bengal Municipal (Tripura Second Amendment) Bill, 1982 (Tripura Bill No. 8 of 1982) which was introduced in the House on 29.3.1982 be referred to the Select Committee of the House consisting of the following members :—

1.	Shri Biren Dutta, Revenue	Minister,	Chairman
2.	Shri Badal Choudhury,	M.L.A.	Member
3.	Shri Samar Choudhury,	"	"
4.	Shri Bimal Sinha,	"	"
5.	Shri Tapan Chakraborty,	"	"
6.	Shri Naresh Ghosh,	"	"
7.	Shri Bidya Deb Barma,	"	"
8.	Shri Mohanlal Chakma	"	"
9.	Shri Gopal Ch. Das	"	"
10.	Shri Diao Kr. Reang	"	"

(The motion is carried).

Deputy Speaker :—

সভার পরবর্ত্তী কার্য্য সূচী হলো ঃ---

"The salaries and allowances of the Chairman, Vice-Chairman and Commissioners of the Agartala Municipality (Amendment) Bill, 1982 (Tripura Bill No. 9 of 1982)."

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে,

The Salaries and allowances of the Chairman, Vice-Chairman and Commissioners of the Agartala Municipality (Amendment) Bill 1982.

(Tripura Bill No. 9 of 1982).

বিবেচনা করা হোক।

উপাধ্যক্ষ মহাশয় ঃ--- এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি, প্রস্তাবটি হলো ঃ---

"The Salaries and allowances of the Chairman, Vice-Chairman and Commissioners of the Agartala Municipality (Amendment) Bill 1982 (Tripura Bill No. 9 of 1982.)"

বিবেচনা করা হোক।

(প্রস্তাবটি সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়)

তারপর আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১ নং ২নং ৩ নং ধারা গুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়)।

উপাধ্যক্ষ মহাশয় ঃ—-এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো ঃ-- "বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক"।

(বিলের শিরোণামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়)।

উপাধ্যক্ষ মহাশয় ঃ---সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো ঃ---

"The salaries and allowances of the Chairman, Vice-Chairman and Commissioners of the Agartala Municipality (Amendment) Bill, 1982 (Tripuia Bill No. 9 of 1982)."

পাশ করার জন্য প্রস্তাব উৎথাপন। আমি মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উৎথাপন করতে।

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে,

"The salaries and allowances of the Chairman, Vice-Chairman and Commissioners of the Agartala Municipality (Amendment) Bill, 1982 (Tripura Bill No. 9 of 1982.")

পাশ করা হউক।

উপাধ্যক্ষ মহাশয় ঃ---এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো ঃ---

"The Salaries and allowances of the Chairman, Vice-Chairman and Commissioners of the Agartala Municipality (Amendment) Bill, 1982 (Tripura Bill 9 of 1982)."

পাশ করা হউক।

(আলোচ্য বিলটি সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়)

উপাধ্যক্ষ মহাশয় ঃ---এই সভা অনির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত মুলতবী রইল।

ANNEXURE —'A'

REPLY TO THE ADMITTED SHORT NOTICE QUESTION NO. 2 (Part-3)

সংস্থা বা ব্যক্তির নাম	টাকার পরিমাণ
কো-অপারেটিভ সোসাইটি-	টাকা-
১। বিশালগড় প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ	৩,৫২৮.১৪
২। কমলপুর প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ	৩০,৬৭১.৮৮
৩। নিবেদিতা মহিলা সমবায় ভাণ্ডার লিঃ আগরতলা,	৩৭২·০৭

৪।	অরবিন্দ কন্‌জিউমার্স কো-অপারেটিভ স্টোস লিঃ শ্যামলীবাজার, আগরতলা,	টাকা— ২,১৬৪.৩৯
৫।	সি, পি, ডব্লিউ, ডি, এম্পয়িজ কো-অপারেটিভ কন্‌জিউমার্স স্টোর্স লিঃ এয়ারপোর্ট	৮৭২,৫৫
৬।	নর সিংঘর এস, এম, এস, এস, লিঃ ওয়েস্ট ত্রিপুরা	৪৬২৯,৯৫
৭।	বনমালীপুর জনপ্রিয় কন্‌জিউমার্স কো-অপারেটিভ স্টোর্স লিঃ আগরতলা,	৭৯১,৯৪
৮।	ইউনিভার্সেল কো-অপারেটিভ স্টোর্স লিঃ আগরতলা	২,৪২৩.৮৬
৯।	বিন্দ কৃষক সার্ভিস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ	১,৭৮৪,০৪
১০।	কৈলাসহর প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ	৮,০৮৭,৩৪
১১।	কাঞ্চনপুর প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ	১৫,১৭৫,৯৬
১২।	সাব্রুম প্রাঃ মাঃ সোঃ কোঃ সোঃ লিঃ	৪৫,৭৭৭,৮৭
১৩।	অমরপুর প্রাঃ মাঃ কোঃ সোঃ লিঃ	৭,৩৯৮,৬৪
১৪।	মেলাঘর প্রাঃ মাঃ কোঃ সোঃ লিঃ	৫২,২৫৬,৬৬
১৫।	খোয়াই প্রাঃ মাঃ কোঃ সোঃ লিঃ	৪,৭৫১,৪০
১৬।	উদয়পুর প্রাঃ মাঃ কোঃ সোঃ লিঃ	৬,৭৯২,২৭
১৭।	হিথ সাধনী মাঃ কোঃ পঃ সোঃ লিঃ	৬০,৪৪৯,৯৯
১৮।	বিলোনীয়া প্রাঃ মাঃ কোঃ সোঃ লিঃ	৩৩,৮০৭,০১
১৯।	ত্রিপুরা স্টেট কো-প ইউনিয়ন লিঃ	১,১৩৪,০০
২০।	মোহনপুর প্রাঃ মাঃ কোঃ সোঃ লিঃ	৯,৮৯৫,১৮
২১।	মুহুরীপুর এল, এস, কোঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ	১,২৩৭.০৮
২২।	ত্রিপুরা এপেকস মাঃ কোঃ সোঃ লিঃ	৯৪০,৪৯
২৩।	জনতা কন্‌জিউমার্স কোঃ স্টোর্স লিঃ	২,১৭১,২৩

২৪।	নেতাজী ব্যবসায়িক সমবায় সমিতি লিঃ	৬১৭,৩৬
২৫।	ঢালি পুকুর সার্ভিস কোঃ সোঃ লিঃ	২,৫২০,২৯
২৬।	ত্রিপুরা এমপ্লয়িস্ কোঃ ক্রেডিট সোঃ লিঃ	৪৫৫,৯৪
২৭।	রামনগর কন্‌জিউমার্স কোঃ স্টোর্স লিঃ	২,৪৮৭,৫২
২৮।	দেশবন্ধু এস, এস, এস, এস, লিঃ	৫১০,৫৮
২৯।	স্টারসোপ এণ্ড ক্যাণ্ডেল ওয়ার্কস কোঃ সোঃ লিঃ	২,৩৭২,৪০
৩০।	নবজীবন সার্ভিস কো সোঃ লিঃ	৪,৬৩৮,৪১
৩১।	মোরাবাড়ী এম, এম, এম, এম লিঃ	৪,৬৬৭,০০
৩২।	ত্রিপুরা ট্রান্সপোর্ট কোঃ সোঃ লিঃ	৩৪৫,০০
৩৩।	সদাক মহারানী--এম, এস, লিঃ	২৯১,৬৩
৩৪।	ক্ষেত্রীছড়া সার্ভিস কোঃ সোঃ লিঃ	৩৬০,১৯
৩৫।	এয়ারপোর্ট কনজিউমার্স কোঃ সোঃ লিঃ	২,০৯৮,৩৭
৩৬।	ওজ্বাল সাভিস কোঃ সোঃ লিঃ চড়িলাম,	৬১৭,৮৩
৩৭।	গোবিন্দপুর লার্জ সাইজ কোঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ	২২,৯৩৪,৭২
	আদার্স	
১।	এ, ডি, এম ফুড গভর্মেন্ট অব ত্রিপুরা,	২,৭৬৩,৭৯
২।	নকুল চন্দ্র সাহা এণ্ড আদার্স	১,৩৫৫,২৪
৩।	পি, এ, টু চিফ মিনিস্টার	৪৯,৮০
৪।	মেসার্স গুপ্ত ব্রাদার্স	৩৪০,০৫
৫।	জিতমল কাজার	১,৩০০,০০
৬।	মেসার্স শিব্ স্টোর্স	৪৭১,৬১
৭।	মেসার্স দেববর্মা কন্ট্রাকসন্	২,৪১৪,০৬

৮।	মেসার্স কুণ্ডু ব্রাদাস	৫৮৫,৬৫
৯।	মেসার্স নারায়ণী স্টোর্স	৬৭১,৩৫
১০।	মেসার্স গৌর গোবিন্দ ভাণ্ডার	২৪৪,৬৫
১১।	মেসার্স এ, রায় এণ্ড কোং	১,৭৬৩,৯২
১২।	মেসার্স নবীন স্টোর্স	৭,৪৬,৩৯
১৩।	মেসার্স মাধব স্টোর্স	৬৯৩,৩৮
১৪।	সোসিয়েল ওয়েলফেয়ার অফিসার ডিফ্ এণ্ড হার্ড হিয়ারিং চিলড্রেন অভয় নগর	১৯৮,১৩
১৫।	এসিস্ট্যান্ট রেজিস্টার অফ কোঃ সোসাইটি (সেন্টাল জোন এণ্ড হেডঅফিস) আগরতলা	৪৭.২৯
১৬।	সোসিয়েল ওয়েলফেয়ার অফিসার (চিলড্রেনস্ হোম) বয়েজ অভয় নগর	২৫৮১,৬৩
১৭।	রেজিস্টার অফ কো সোসাইটি লিঃ	৭,৪৭৫,০৩
১৮।	সোসিয়াল অফিসার, নিউট্রিসান প্রোগ্রাম আগরতলা	৭,০৪২,০৩
১৯।	সোসিয়াল অফিসার, নরসিংগর ইনফারমারী, ত্রিপুরা	৭,০৭৬,৩৪
২০।	সোসিয়াল অফিসার, গার্লস হোম, অভয়নগর	২,৩১৬,১০
২১।	সোসিয়াল ওয়েলফেয়ার অফিসার আই ভি এইচ নরসিংগর	১,৭৭৮,৩৪
২২।	চিফ লেবার অফিসার, আগরতলা	২,৪১১.৯২
২৩।	ব্লক ডেভেলাপমেন্ট অফিসার, জিরানীয়া	৪,৯০৬.৫০
২৪।	এসিস্টান্ট ডাইরেক্টর অব ইনডাস্ট্রিজ (জেনারেল) ত্রিপুরা	২৬.০০
২৫।	ডাইরেক্টর অফ ফুড এণ্ড সিভিল সাপ্লাই গভর্ণমেন্ট অফ ত্রিপুরা, আগরতলা	৫৯.১৬
২৬।	সোসিয়াল ওয়েলফেয়ার অফিসার আই, এস, আর	৭৭৯.৩৬
২৭।	সোসিয়াল ওয়েলফেয়ার অফিসার মহিলা আশ্রম, মহিলা আশ্রম, অভয়নগর	১৯৩৮.৭৯

২৮। সোসিয়াল ওয়েলফেয়ার অফিসার, অভয়নগর	৯৭ ০০
২৯। সোসিয়াল ওয়েলফেয়ার অফিসার. স্টেট পাউণ্ডিং হোম, অভয়নগর	৪৫৪ ২৫
৩০। সোসিয়েল ওয়েলফেয়ার অফিসার হোম ফর ডেস্টিটিউট ওমেন বাদারঘাট	১,০২৬.০৪
৩১। ডেস্টিটিউট গার্লস হোম বরজলা, ত্রিপুরা	১,৩৪৪.১৩
৩২। প্রিন্সিপ্যাল, ওমেনস্ কলেজ, আগরতলা	১১৩.৮৬
৩৩। মেসার্স এসোসিয়েটেড ইঞ্জিনিয়ার্স	৩,২৮৭.৭৬
৩৪। মেসার্স রামকানাই স্টোর্স	৮৯৬.৩৮
৩৫। মেসার্স ইলোরা স্টোর্স	১৭৩.০৫
৩৬। মেসার্স বিজয়লক্ষী স্টোর্স	৭৬.৩৬
৩৭। মেসার্স দেবকী দুলাল স্টোর্স	১০০.১৮
৩৮। মেসার্স বিষ্ণু ভাণ্ডার	১৭২.১২

ব্যক্তিগত ঃ

১। শ্রী গোপাল দত্ত চৌধুরী	২,২৩৯.০১
২। ,, জয়শঙ্কর ভট্টাচার্য্য	৬৪৮.৫০
৩। ,, হরি গোপ	৩৬.০০
৪। ,, অজিত পাল	২২.৭২
৫। ,, জিতেন্দ্র পাল	১,৩৬০.২৫
৬। ,, জিতেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা	৩৮.৮২
৭। ,, প্রফুল্ল চন্দ্র রায়	৮৫২.৯৬
৮। ,, ধীরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী	১৯.০৫
৯। ,, সুরেশ চন্দ্র সাহা	৫৬২.০০
১০। ,, মাখন লাল দত্ত	১৫,২০.০০
১১। ,, কৃষ্ণ দাস ভট্টাচার্য্য	২৪৫.০৭
১২। ,, গোপাল চন্দ্র সাহা	৪৩.৫৬
১৩। ,, হীরালাল বনিক	৩৫.০০
১৪। ,, অমূল্য ভট্টাচার্য্য	২৮৬.৫৩

১৫।	,, চুনীলাল গান্ধী	৬৩৮.০০
১৬।	,, মনোরঞ্জন দেব	৮৫.৭০
১৭।	,, এম্-এন চ্যাটার্জী (মন্দিরাফামা)	২,৭১৮.২৯
১৮।	,, রাইহরন সাহা	২,৬৩৪.৭৬
১৯।	,, নকুল চক্রবর্তী	১,১৫৫.০০
২০।	,, এ, কে, সেন	১২.০০
২১।	,, এম, এল গাঙ্গুলী	১০.০০
২২।	,, শ্রীবাস বনিক	৮২৩.৬৮
২৩।	,, জগদীশ দেববর্মা	১৫৬ ০০
২৪।	,, হিরন চন্দ্র সাহা	১৫০.০০
২৫।	,, সুন্য কুমার সাহা	৫,৮২৭.৫০
২৬।	,, তপন কুমার সাহা	২,৩১৩. ৬০
২৭।	,, কালী কিঙ্কর দত্ত	১৬৩.৩৫
২৮।	, উমেশ চন্দ্র পাল	৬,৪৯৬.১৯
২৯।	,, দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী অম মন্ত্রী	১৬২.৪০
৩০।	,, এন, কে চক্রবর্তী মন্ত্রীবাড়ী রোড	৩,০২৬.৪৪
৩১।	,, এ, বি, মিত্রা (ডি, আর সি, এন)	১৬১.২০
৩২।	শ্রী ক্ষিতীরঞ্জন ভৌমিক	৯৬২.৮০
৩৩।	,, বিমল ভট্টাচার্য্য	২২০.০০
৩৪।	,, এস, আর চক্রবর্তী ডেপুটী সেক্রেটারী কোপারেটিভ	২২৫.০০
৩৫।	,, কে, দাস	৭২.০০
৩৬।	,, মনোরঞ্জন চক্রবর্তী	১৭৮.০০
৩৭।	,, অমরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৩৪.৯২
৩৮।	,, শ্রী রাঘবন	১,৪১৪.০০
৩৯।	,, কে, ডি মেনন্	১০০.০০
৪০।	,, ডি, এন, বরুয়া ডি, সি, এন্ড সেক্	১৭১.০০

৪১।	শ্রী এ, সিন্‌হা ডি, এম, ওয়েষ্ট	৪৫০.০০
৪২।	„ হরিপদ দাস	২৭৫.০০
৪৩।	„ শান্তি রায় চৌধুরী	২০৭.০০
৪৪।	„ মেসার্স মিত্রা সরকার, আগরতলা	১৯০.০০
৪৫।	„ শৈলেন্দ্র কিশোর সেন গুপ্ত	১১,৭৪৯.৭৪
৪৬।	„ এস, আর সরকার	৮৫৯.৭৭
৪৭।	„ এস, শঙ্কর	৩,৫৬০.০০
৪৮।	„ শিবগোপাল সরকার, আগরতলা	৪৫০.০০
	মোট টাকা—	৪,৫১,৬৬২.০৯

চার লক্ষ একান্ন হাজার ছয়শত বাষট্টি টাকা নয় পয়সা মাত্র।

ANNEXURE—"B"

REPLY TO THE ADMITTED STARRED QUESTION NO. 193.

(Part—I)

Sl. No.	Name of the Nari Samaty.	Name of the Sub-Division.
1	2	3
1.	All India Women's Food Council, Tripura State Centre.	Sadar Sub-Division.
2.	Arjya Coloney Mahila Samity	—do—
3.	Jagatpur Mahila Samity.	—do—
4.	Kakraban Mahila Samity.	—do—
5.	Shishu -O- Matri Mangal Mahila Samity.	—do—
6.	Araksha Mahila Samity.	—do—
7.	Nagi Charra Mahila Mandal.	—do—

8.	All Tripura Women's Association.	Sadar Sub-Division.
9.	Tripura Adibasi Mahila Samity.	—do—
10.	Mahila Kari Sangsad.	—do—
11.	Mahila Mandal, Kamalghat.	—do—
12.	Mahila Mandal, Bamutia.	—do—
13.	Dashami Ghat Mahila Samity.	—do—
14.	Baijalbari Mahila Samity.	—do—
15.	Umakanta Para Upajati Mahila Samity.	—do—
16.	Chandi Thakurpara Upajati Mahila Samity.	—do—
17.	Nivedita Samaj Kalyan Samity.	—do—
18.	Jogiram Para Pallimangal Mahila Samity.	—do—
19.	Brajapur Gaon Sabha Upajati Mahila Unnayan Samity.	—do—
20.	Rupali Pallimangal Unnayn Mahila Samity.	—do—
21.	Kanchan Prava Upajati Mahila Samity.	—do—
22.	Latia Charra Upajati Mahila Samity.	—do—
23.	Upajati Mahila Samity.	—do—
24.	Ramnarayan Sardar Para Upajati Mahila Samity.	—do—
25.	Khash Noagaon Upajati Mahila Samity.	—do—
26.	Joynagar Mahila Samity.	—do—
27.	Dhariathal Mahila Samity.	—do—
28.	Purba Padmanagar Upajati Unnayan Nari Samity.	—do—
29.	BinonKobra Para Mahila Samity.	—do—
30.	Jampuijala Upajati Mahila Samity.	—do—
31.	Debra Para Upajati Mahila Samity.	—do—
32.	Bairagi Para Upajati Mahila Samity.	—do—
33.	Tamakari Upajati Mahila Samity.	—do—
34.	Surendra Nagar Mahila Samity.	—do—
35.	Noagaon Mahila Samity.	—do—
36.	Nandannagar Mahila Samity.	—do—

37.	Baikuntha Para Upajati Mahila Samity.	Sadar Sub-Division.
38	Brajapur Adibasi Mahila Samity.	—do—
39.	Uttar Debendrachandra Nagar Upajati Mahila Samity.	—do—
40.	Ramnagar (Charilam) Nari Samity	—do—
41.	Rabindranagar Mahila Samity.	—do—
42.	Champaknagar Ganatantric Nari Samity.	—do—
43.	Badanchandra Para Upajati Mahila Samity.	—do—
44	Gopinath Gourpara Upajati Mahila Samity.	—do—
45.	Bir Mohan Choudhurypara Upajati Mahila Samity.	—do—
46.	Multipurpose Mahila Samity.	—do—
47.	Gouranga Tilla Upajati Mahila Samity.	—do—
48.	Budhjungan gar Upajati Mahila Samity.	—do—
49.	Taisamakari Upajati Mahila Samity.	—do—
50.	Annapurna Tribal Mahila Samity.	—do—
51.	Nalicharra Upajati Mahila Samity.	—do—
52.	Barkathalia Upajati Mahila Samity.	—do—
53.	Bhati Fatikcharra Upajati Mahila Samity.	—do—
54.	Indira Nari Samaj Kalyan Samity.	—do—
55.	Purba Durga Choudhurypara Upajati Mahila Samity.	—do—
56.	Dulucharra Tribal Coloncy Upajati Mahila Samity.	—do—
57.	Kalachara Upajati Mahila Samity.	—do—
58.	Mahila Seva Sangha, Kunjaban.	—do—
59.	Satpara Upajati Mahila Samity.	—do—
60.	Begurampara Upajati Mahila Samity.	—do—
61,	Sonamani Sipaipara Upajati Mahila Samity.	—do—
62.	Bhati Abhoynagar Mahila Samity.	—do—
63.	Bhudha Roy-Choudhurypara Upajati Mahila Samity.	—do—

64.	Champaknagar Brajabasipara Upajati Tatshilpa Mahila Samity.	Sadar Sub-Division.
65.	Champaknagar Gaon Panchayat Rajkobra Upajati Mahila Samity.	—do—
66.	Bishalgarh Mahila Samity.	—do—
67.	Upajati Agragami Mahila Samity.	—do—
68.	Tripura Upajati Mahila Mangal Samity.	—do--
69.	Indranagar Mahila Samity.	—do—
70.	Subalgarh Upajati Mahila Samity.	—do—
71.	Dukli Mahila Samity.	—no
72.	Town Pratapgarh Mahila Samity	—do—
73.	Debendranagar Praktan Sainik Mahila Samity.	—do—
74.	Ananganagar Mahila Samity.	—do—
75.	Harinath Sardarpara Upajati Mahila Samity.	—do—
76.	Purba Dukli Subhashnagar Mahila Samity.	—do—
77.	Chhay Gharia Upajati Nari Samity.	—do--
78.	Tarapada Para Upajati Mahila Samity	—do—
79.	All Tripura Manipuri Women's Association.	—do--
80.	Bhatta Pukur Janakalyan Mahila Samity.	—do—
81.	Chechuria Janakalyan Manipuri Mahila Samity.	—do— —do—
82.	Lalsingmura Janakalyan Mahila Samity.	—do—
83.	Agartala Janakalyan Manipuri Mahila Samity.	—do—
84.	Purba Takarjala Kumartat Upajati Mahila Samity,	—do—
85.	Golaghati Janakalyan Manipuri Mahila Samity.	=do—
86.	Bridhanagar Mahila Samity.	—do—
87.	Rajeswaripur Manipuri Mahila Unnayan Samity.	—do—

88.	Dhakarbari Janakalyan Manipuri Mahila Samity.	Sadar Sub-Division.
89.	Narayankhamar Manipuri Mahila Samity.	—do—
90.	Wakhisardar Para Mahila Samity.	—do—
91.	Narsingarh Janakalyan Mahila Samity.	—do—
92.	Kalachari Upajati Mahila Samity	—do—
93.	Maniram Thakurpara Upajati Mahila Samity.	—do—
94.	Purba Laxibil Mahila Samity.	—do—
95.	South Nehalchandranagar Mahila Samity.	—do—
96.	Gabardi Mahila Samity.	—do—
97.	Dalugaon Mahila Samity.	—do—
98.	Mandab Killa Mahila Samity.	—do—
99.	Mahila Samity, Routkhala.	—do—
100.	Manipuri Mahila Samity, Kalkalia.	—do—
101.	Purba Laxmibil Pashchim Anchal Mahila Samity.	—do—
102.	Goliraibari Upajati Mahila Samity.	—do—
103.	Murabari Mahila Samity.	—do—
104.	Bishalgarh Mahila Unnayan Samity	—do—
105.	Sree Sree Sarada Maa Mahila Samity.	—do—
106.	Rabicharra Thakurpara Upajati Mahila Samity.	—do—
107.	Palli Unnayan Mahila Samity, Nehalchandranagar.	—do—
108.	Purbanchaliya Manipuri Mahila Samity.	—do—
109.	Kamalghat Manipuri Janakalyan Mahila Samity.	—do—
110.	Jangaliapara Upajati Mahila Samity.	—do—
111.	Ratanpur Upajati Mahila Samity.	—do—
112.	Purba Debendranagar Mahila Samity.	—do—
113.	Tripura Jadab Mahila Samity.	—do—
114.	Sadhutilla Nari Kalyan Samity. (South Jogendra Nagar)	—do—

115.	Ujan Pathalighat Upajati Mahila Samity.	Sadar Sub-Division.
116.	Ganatantric Nari Samity, Pathaliaghat. Bishramganj.	—do—
117.	Badharghat Mahila Samity.	—do—
118.	Shilpa Sree Mahila Samity.	—do—
119.	Matri Palli Mahila Shilpi Sangha.	—do—
120.	Saradamani Upajati Mahila Samity.	—do—
121.	Baladham Mahila Samity.	—do—
122.	Sovamanipara Upajati Mahila Samity.	—do—
123.	Mukta Sardarpara Upajati Mahila Samity.	—do—
124.	Naba Jagaran Mahila Samity, Abhoynagar.	—do—
125.	Gayacharan Thakurpara Upajati Mahila Samity.	—do—
126.	Hari Mangalpara Upajati Nari Samity.	—do—
127.	Noakhalipara Mahila Samity.	—do—
128.	Amtali Upajati Ganatantric Nari Samity.	—do—
129.	Taktomabari Upajati Ganatantric Nari Samity.	—do—
130.	Ramnath Thakurpara Upajati Mahila Samity.	—do—
131.	Barkurbari Upajati Ganatantric Nari Samity.	—do—
132.	Jirania Mahila Samity.	—do—
133.	Pravapur Upajati Mahila Unnayan Samity.	—do—
134.	Bardhaman Thakurpara Mahila Samity.	—do—
135.	Karaimura Mahila Samity.	—do—
136.	Kobrakhamar Mahila Samity.	—do—
137.	Purba Noabadi Upajati Mahila Samity.	—do—
138.	Sutarmura Ganatantric Nari Samity.	—do—
139.	Nari Mangal Mahila Samity, Ramnagar, Agartala.	—do—
140.	Amtali Mahila Samity.	—do—

141.	Noabadi Mahila Samity.	Sadar Sub-Division.
142.	Shyam Sundarpara Ganatantric Nari Samity.	—do—
143.	Kobra Khamar No. 1 Mahila Samity.	—do—
144.	Kalachan Kobrapara Mahila Samity.	—do—
145.	Purba Dhaleswar Mahila Samity.	—do—
146.	Pekuarjala Nari Samity.	—do—
147.	Upajati Mahila Samity, Wakhirai Thakurpara.	—do—
148.	Mana Thakurpara Upajati Mahila Samity.	—do—
149.	Sachindranagar Coloney Office Tilla Ganatantric Nari Samity.	—do—
150.	Sonatala Janakalyan Mahila Samity.	
151.	Kalabagan Nari Samity, Champaknagar.	—do—
152.	Durgapur Mahila Mandal, Sekerkote.	—do—
153.	Kumari Tilla Nari Kalyan Samity.	—do—
154.	Bamutia Anchal Samaj Kalyan Mahila Pratisthan.	—do—
155.	Sadar Bibhagiya Samaj Kalyan Mahila Pratisthan.	—do—
156.	Assampara Nari Kalyan Samity.	—do—
157.	Harijay Choudhurypara Mahila Samity.	—do—
158.	Abhoynagar Mahila Samity.	—do—
159.	Bhagini Nivedita Upajati Mahila Samity, Birendranagar, Jirania.	—do—
160.	Upajati Kalyan Mahila Samity, Birendranagar, Jirania.	—do—
161.	Madhabbari Mahila Samity.	—do—
162.	Bhagaban Kobrapara Mahila Samity.	—do—
163.	Indranagar Mahila Samity.	—do—
164.	Bhaskar Kobrapara Mahila Samity.	—do—
165.	Gakul Thakurpara Mahila Samity.	—do—
166.	Upajati Kalyan Mahila Samity, Lalsingmura.	—do—
167.	Gagan Sardarpara Mahila Samity.	—do—
168.	Bishramganj Ganatantric Nari Samity.	—do—

169.	Krishnamani Kobrapara Mahila Samity.	Sadar Sub-Division.
170.	Bishalgarh Nari Unnayan Samity.	—do—
171.	Upajati Nari Kalyan Samity, Jirania.	—do—
172.	Narayan Para Mahila Samity.	—do—
173.	Das-O-Harijan Coloney Mahila Samity.	—do—
174.	Kariachand para Mahila Samity.	—do—
175.	Vrigudasbari Nari Mangal Samity.	—do—
176.	No. 1 Nandannagar Mahila Samity.	—do—
177.	Bangshibari Upajati Mahila Samity.	—do—
178.	Joyram Senapati Mahila Samity.	—do—
179.	Khayerpur Ganatantric Nari Samity.	—do—
180.	Nivedita Upajati Nari Samity, Birendranagar,	—do—
181.	Padmanagar Ganatantric Nari Samity.	—do—
182.	Narayanbari Mahila Samity.	—do—
183.	Bishrambari Mahila Samity.	—do—
184.	Latiachhara Ganatantric Nari Samity.	—do—
185.	Bishrambari Upajati Mahila Samity.	—do—
186.	Daldali Nari Samity.	—do—
187.	Amarendranagar Ganatantric Nari Samity.	—do—
188.	Promodenagar Upajati Nari Samity.	—do—
189.	Jogendranagar Mahila Samity.	—do—
190.	Sreedam Kobra Ganatantric Mahila Samity.	—do—
191.	Bikrambari Ganatantric Mahila Samity.	—do—
192.	Shishu Mahal (Mangal) Samity, Ramnagar—5	—do—
193.	Maitya Para Upajati Mahila Samity.	—do—
194.	Gurupada Coloney Kanta Kobra Mahila Samity.	—do—
195.	Kalyani Nari Samity, Ranirbazar.	—do—
196.	Radhanagar Bijoy Deb Barma Para Ganatantric Mahila Samity,	—do—
197.	Tamakari Shri Jiban Chandra Deb Barma Para Ganatantric Mahila Samity.	—do—

198.	Sonaram Sadhupara Ujjala Nari Samity.	Sadar Sub-Division.
199.	Tamakari Budhroy Sardarpara Ganatantric Nari Samity.	—do—
200.	Kamalasagar Samaj Kalyan Mahila Pratisthan.	—do—
201.	Bhati Fatikcharra Mahila Samity.	—do—
202.	Purba Champamura Mahila Samity.	—do—
203.	Sonamani Kobrapara Upajati Nari Samity.	—do—
204.	Bhati Fatikcharra (Ananda Kobrapara) Ganatantric Upajati Mahila Samity.	—do—
205.	Kunjaban Mahila Samity.	—do—
206.	Bijoynagar Mahila Samity.	—do—
207	Bhuban Chantaipara Upajati Mahila Samity.	—do—
208.	Tulabagan Mahila Samity.	—do—
209.	Ganatantric Nari Samity, Surendranagar.	—do—
210.	Vidyasagar Palli Samaj Kalyan Mahila Pratisthan.	—do—
211.	Sree Maa Mahila Samity, Sekerkote.	—do—
212.	Madhabari Mahila Samity.	—do—
213.	Rajghat Nari Samity.	—do—
214.	Tamakari Mahila Samity.	—do—
215.	Madhya Ghaniamara Nari Kalyan Samity.	—do—
216.	Madhuti Tant Shilpa Samity.	—do—
217.	Pekuarjala Ganatantric Nari Samity.	—do—
218.	Chandra Sadhupara Ganatantric Nari Samity.	—Do—
219.	Agragami Kutir Shilpa Mahila Parishad.	—Do—
220.	Baludhum Para Ganatantric Mahila Samity.	—do—
221.	Harikantapara Ganatantric Mahila Samity.	—do—

222.	Pritilata Mahila Samity, Sharat Kabari Para.	Sadar Sub-Divison.
223.	Singer Bill Ganatantric Nari Samity.	—do—
224.	Ganatantric Nari Samity Noabadi.	—do—
225.	Bash Khala Mahila Samity.	—do—
226.	Pushkar Bari Ganatantric Nari Samity.	—do—
227.	Hirapur Ganatatric Nari Samity.	—do—
228.	Jogendranagar Samaj Kalyan Mahila Pratisthan.	—do—
229.	Lalit Mohan Para Gantantric Nari Samity.	—do—
230.	Durnathpara Ganatantric Nari Samity.	—do—
231.	Madhya Bhubanban Ganatantric Nari Samity.	—do—
232.	Abhoynagar Agragami Kutir Shilpa Mahila Pratisthan.	—do—
233	Udai Kobrapara Mahila Samity.	—do—
234.	Tripura Upajati Mahila Samity. Belbari	—do—
235	Jamirghat Adamcha Nari Samity.	—do—
236.	Shyamnagar Mahila Samity.	—do—
237.	Dhupka Chellapara Mahila Samity.	—do—
238.	Kunjabihari Para & Kundurup para Mahila Samity.	—do—
239.	Jyotilal para Mahila Samity.	—do—
240	Upajati Ganatantric Mahila Samity.	—do—
241.	Gulirai Ganatantric Nari Samity	—do—
242.	Rabindranagar Coloney Mahila Samity.	—do—
243.	Champamura Nari Kalyan Samity.	—do—
244.	Bhadramissi Para Upajati Mahila Samity.	—do—

245.	Mitabari Mahila Samity, Noabali.	Sadar Sub-Division.
246.	Joypur Mahila Samity,	—do—
247	Loka Seva Mahila Sangha, Agartala.	—do—
248	Chargharia Budhuriapara Gantantric Nari Samity.	
249.	Dhaleswar Mahila Samity.	—do—
250.	Jirania Ganatantric Nari Samity	—do—
251.	Agragami Mahila Shilpa Sangstha, Abhoynagar.	—do—
252.	Surjamani Nagar Udbastu Samagra Bikash Kutirshilpa Parishad.	—do—
253.	Barjala Anchalik Nari Unnayan Samity.	—do—
254.	Purba Ratanpur Upajati Mahila Samity.	—do—
255.	Saradamani Mahila Samity, Brajapur.	—do—
256.	Belapurpara Mahila Samity.	—do—
257.	Dugra Choudhury para Upajati Mahila Samity.	—do—
258.	Ramsankarpara Adarsha Jirania Coloney Mahila Samity.	—do—
259.	Kusum Kobrapara Mahila Samity, Mandai.	—do—
260.	Wakhirai Para Ganatantric Mahila Samity.	—do—
261.	Esraipara Ganatantric Nari Samity	—do—
262.	Amtali Ganatantric Nari Samity.	—do—
263.	Champlai Narayanpur Nari Kalyan Samity.	—do—
264.	Gopinagar Samaj Kalyan Nari Samity.	—do—
265.	Nanda Kumarpara Ganatantric Nari Samity.	—do—
266.	Sree Guru Ganatantric Mahila Samity, Agartala, College Tilla.	—do—

267.	Sonamura Mahila Samity.	Sonamura Sub-Division
268.	Melaghar Mahila Samity.	—do—
269.	Chandanmura Mahila Samity.	—do—
270.	South Nalchar Mahila Samity.	—do—
271.	Microsapara Adibasi Mahila Samity.	—do—
272.	Mohanbhug Adibasi Mahila Samity.	—do—
273.	Mohanbhug Mahila Samity	—do—
274.	Birendranagar Mahila Samity.	—do—
275.	North Shantinagar Mahila Samity.	—do—
276.	Taibandal Adibasi Mahila Samity.	—do—
277.	Chandul Adibasi Mahila Samity.	—do—
278.	Garurband Mahila Samity.	—do—
279.	Durlavnarayan Tribal Mahila Samity.	—do—
280.	Paulpara Mahila Samity, Melaghar.	—do—
281.	Madhya Santinagar Mahila Samity.	—do—
282.	Maheshpur Mahila Samity.	—do—
283.	Purba Choumuhani Ganatantric Nari Samity, Jumerdepha.	—do—
284.	Bargathar Ganatantric Nari Samity.	—do—
285.	Sonamura Bibhagiya Nari Kalyan Samity.	—do—
286.	Shibnagar Upajati Nari Samity, Takshapara.	—do—
287.	Ganatantric Upajati Nari Samity, Ujan Larma.	—do—
288.	Teliamura Mahila Samity.	Khowai Sub-Division.
289.	Baijalbari Mahila Samity.	—do—
290.	Upajati Kalyan Mahila Samity, Kalyanpur.	—do—
291.	Gayamasi Tribal Mahila Samity.	—do—
292.	Bairagibari Upajati Kalyan Mahila Samity.	—do—
293.	Ghilatali Mahila Samity.	—do—
294.	Laxminarayanpur Upajati Mahila Samity.	—do—
295.	Tuihaching Tribal Mahila Samity.	—do—
296.	Sagarika Mahila Samity, Teliamura.	—do—
297.	Athaibari Mahila Samity.	—do—
298.	Kunjaban Panchayat Mahila Samity, Khowai.	—do—

299.	Kalyanpur Mahila Samity.	Khowai Sub-Division.
300.	Teliamura Janakalyan Mahila Samity.	—do—
301.	Nivedita Mahila Samity, Ghilatali.	—do—
302.	Haridasi Mahila Samity, Teliamura.	—do—
303.	Kalyanpur Janakalyan Manipuri Mahila Samity.	—do—
304	Mahila Kalyan Samity, Teliamura.	—do—
305.	Nayanpur Mahila Samity.	—do—
306.	Mahila Samaj Jinavan Samity, Howaibari	—do—
307.	Icharbil Mahila Samity.	—do—
308.	Samashti Unnayan Mahila Samity, Teliamura.	—do—
309.	Gagan Sadhupara Mahila Samity.	—do—
310.	Hawai Bari Mahila Samity.	—do—
311.	Khamarbari Mahila Samity, Moharcharra.	—do—
312.	Dwarikapur Mahila Samity.	—do—
313.	Nari Kalyan Samity, Maitankapara.	—do—
314.	Gangrai Hour Mahila Samity, Kalyanpur.	—do—
315.	Satya Vama Mahila Samity, Kalyanpur.	—do—
316.	Bachaibari Elaka Ganatantric Mahila Samity.	—do—
317.	Lathabari Ganatantric Nari Samity.	—do—
318.	Mahila Samaj Kalyan Samity, Teliamura.	—do—
319.	Samaj Kalyan Mahila Samity, Howaibari.	—do—
320.	Laltilla Mahila Samity, Ramchandraghat.	—do—
321.	Muichingbari Upajati Nari Samity.	—do—
322.	Purba Singhicharra Mahila Samity.	—do—
323.	Khowai Manipuri Mahila Samity.	—do—
324.	Sree Krishna Mahila Samity, Ganki.	—do—
325	Netajinagar Mahila Samity.	—do—
326.	West Singhicharra Mahila Samity.	—do—
327.	Kalyanpur Nari Shilpa Samity.	—do—
328	Upajati Ganatantric Nari Shilpa Samity, Kalyanpur.	—do—
329.	Upajati Ganatantric Nari Samity, Ghilatali.	—do—

330.	Debta Bari Ganatantric Upajati Shilpa Nari Samity.	Khowai Sub-Division
331.	Behalabari Ganatantric Nari Samity.	—do—
332.	Paschim Bachaibari Upajati Ganatantric Narl Shilpa Samity.	—do—
333.	Kalyanpur Ganatantric Nari Samity.	—do—
334.	Purba Ramchandraghat Udiyaman Mahila Samity.	—do—
335.	Sonacharra Mahila Samity.	—do—
336.	Bachaibari Mahila Samity.	—do—
337.	Sheoratali Ganatantric Nari Samity.	—do—
338.	Upajati Ganatantric Nari Samity, Behalabari.	—do—
339.	Upajati Ganatantric Nari Samity, Maharanipur.	—do—
340.	Upajati Ganatantric Nari Kalyan Shilpa Samity, Ghilatali.	—do—
341.	Upajati Ganatantric Nari Shilpa Samity, Maharanipur.	—do—
342.	Ramdeb Thakurpara Upajati Nari Shilpa Samity.	—do—
343.	Ganatantric Nari Samity, Netajinagar.	—do—
344.	Ganatantric Nari Tant Shilpa Samity, Teliamura.	—do—
345.	Ganatantric Nari Samity, Teliamura.	—do—
346.	Kiran Nagar Ganatantric Nari Shilpa Samity.	—do—
347.	Ganatantric Nari Samity, Tuichindrai Bari.	—do—
348.	Teliamura Anchal Ganatantric Nari Shilpa Samity.	—do—
349.	Sardu Karkari Krishnahas Kaipong Para Ganatantric Nari Shilpa Samity.	—do—
350.	Sadar Karkari Nabin Kalia Para Ganatantric Nari Shilpa Samity.	—do—
351.	Samatal Padmabill Ganatantric Shilpi Nari Samity.	—do—
352.	Khasiamangal Ganatantric Nari Samity.	—do—

353. Champamura Upajati Mahila Samity.	Khowai Sub-Division
354. Purba Chebri Gaon Sabha Upajati Nari Samity.	—do—
355. Sardhu Karkari Balaidaspara Ganatantric Nari Shilpa Samity.	—do—
356. Petua Karbaripara Mahila Samity, Lalcherra.	—do—
357. Taisalong Nari Kalyan Samity.	—do—
358. Rangamura Mahila Samity.	—do—
359. Kamukcharra Upajati Mahila Samity, Subalsing.	—do—
360. Karailong Mahila Samity.	—do—
361. Sharmiapur Mahila Samity.	Kailashahar Sub-Division
362. Kailashahar Town Mahila Samity.	—do—
363. Dalugaon Mahila Samity.	—do—
364. Bilashpur Mahila Samity.	—do—
365. Jarultali Mahila Samity.	—do—
366. Dgiachala Mahila Mandal.	—do—
367. Ichabpur Mahila Samity.	—do—
368. Tilakpur Nari Kalyan Samity.	—do—
369. Bidyanagar Mahila Samity.	—do—
370. Ramratenpara Adibasi Mahila Samity, Emrassa.	—do—
371. Sonaimuri A. N. P. Mahila Samity.	—do—
372. West Ratachara Kamal Charan Deb Barma para Adibasi Mahila Samity.	—do—
373. Kirtantali Mahila Samity.	—do—
374. Chailengta Palli Unnayan Mahila Mandal.	—do—
375. Tilakpur Mahila Samity.	Kailashahar Sub-Division
376. Narendranagar Radhakishorepur Nari Samity.	—do—
377. Chagharia Adibasi Mahila Samity.	—do—
378. Ghagrachara Upajati Mahila Samity.	—do—
379. Saidachara Adibasi Mahila Samity.	—do—
380. Ganatantric Nari Samity, Emrapassa.	—do—
381. Ganatantric Nari Samity, Autamanipara.	—do—
382. Upajati Unnayan Ganatantric Nari Samity, Dhumachara.	—do—

383.	Ganatantric Nari Samity, Ganganagar.	Kailashahar Sub-Division.
384.	Gantantric Nari Samity, Biltamanipara.	—do—
385.	Ganatantric Nari Samity, Durgachara Deb Barma Para.	—do—
386.	Ganatantric Nari Samity, Durga Manik Deb Barma Para.	—do—
387.	Ganatantric Nari Samity, Shyamrai Choudhury Para.	—do—
388.	West Machli Ganatantric Nari Samity.	—do—
389.	Ganatantric Nari Samity, Fatikroy.	—do—
390.	Bhagaban Nagar Ganatantric Nari Samity.	do —
391.	Ganatantric Nari Samity, Pecharthahar.	do—
392.	Ganatantric Nari Samity, Rati Ranjan Deb Barma Para	—do—
393.	Kanchan Bikash Bomang Mahila Samity.	—do —
394	Tarbaklai Chara Mahila Samity.	—do—
395.	Jatin Kumar Roaja Para Mahila Samity.	—do—
396.	Dhumachara Mahila Samity.	—do—
397.	Bagabil Mahila Samity.	—do—
398.	Sanichara Mahila Samity.	—do—
399.	Dhumachara Mahila Samity.	—do—
400.	Dhumachara Forest Coloney Mahila Samity.	—do—
401.	West Kanchanbari Ganatantric Nari Samity.	—do—
402.	Ganatantric Nari Samity, Nutanbazar.	—do—
403.	Sindhukumarpara Mahila Samity.	—do—
404.	Deng Dung Adibasi Mahila Samity.	—do—
405.	Kukichera Mahila Samity.	—do—
406.	Gakulnagar Coloney Mahila Samity.	—do—
407.	Garu Basti Mahila Samity.	—do—
408.	Ganatantric Nari Samity, Chagardema.	—do—

409.	Chichingchara Mahila Samity, Manughat.	Kailashahar Sub-Division.
410.	Mischli Shibbari Bazar Mahila mity.	—do—
411.	Nepali Tilla Mahila Samity.	—do—
412.	Dilendra Choudhury para Mahila Samity.	—do—
413.	Durgaram Rengpara Mahila Samity.	—do—
414.	Dhanabilash Ganatantric Nari Samity.	—do—
415.	Chirakuti Ganatantric Nari Samity.	—do—
416.	Koulikura Mahila Samity.	—do—
417'	Ramkuttachara Mahila Samity.	—do—
418.	Battala Bazar Mahila Samity.	—do—
419.	Maynama Neo Jumia Settlement Coloney Mahila Samity.	—do—
420.	Madhya Kanchanchara Mahila Samity.	—do—
421.	Ganatantric Nari Samity, Fultali.	—do—
422.	Nepali and Garu Basti Mahila Samity.	- do—
423.	Mahadev Masterpara Mahila Samity, Manughat.	—do—
424.	Rajdhar Choudhury para Mahila Samity.	—do—
425.	Kanchanchara Mahila Samity.	—do—
426.	Vidyanagar Ganatantric Nari Samity.	—do—
427.	Uttar Nalkata Mahila Samity.	—do—
428.	Jarulchara Mahila Samity.	—do—
429.	Damodar Reangpara Mahila Samity.	—do—
430.	Mundapara Mahila Samity.	—do—
431.	Betchara Tribal Mahila Samity.	—do—

432.	Nalkata Darlong Basti Mahila Samity.	Kailashahar Sub-Division.
433.	Dharmakishore Roajapara Mahila Samity.	—do—
434.	Noagaon Ganatantric Nari Samity. Radhanagar.	—do—
435.	Radhanagar Ganatantric Nari Samity.	—do—
436.	Aghore Sarkarpara Mainama Mahila Samity.	—do—
437.	Srinathpur Ganatantric Nari Samity.	—do—
438	Hakrajpara Mahila Samity.	—do—
439.	Assam Basti Ganatantric Nari Samity.	—do—
440.	Betchherra Ganatantric Nari Samity.	—do—
441.	Ichapur Ganatantric Nari Samity,	—do—
442	Karamchara Mahila Samity.	—do—
443	Deora Upajati Mahila Samity.	—do—
444.	Uttarcharra Mahila Samity.	—do—
445.	West Koulikara Ganatantric Nari Samity.	—do—
446	East Koulikara Ganatantric Nari Samity.	—do—
447.	Mohanpur Ganatantric Nari Samity.	—do—
448.	Prafulla Debpara Mahila Samity.	—do—
449.	Jitur Dighirpar Ganatantric Nari Samity.	—do—
450.	Purba Kanchanbari Mahila Samity,	—do—
451.	Durgapur Ganatantric Nari Samity.	—do—
452.	Nishan Choudhurypara Ganatantric Nari Samity.	—do—
453.	Sarada Mahila Samity Nachli Bazar.	—do—
454.	Jamirchara Mahila Samity	—do—
455.	Mainama Mahila Samity.	—do—

456.	Chailengta Mahila Samity.	Kailashahar Sub-Division.
457.	Singlong Upajati Nari Kalyan Samity.	--oo—
458:	Kanchanbari Ganatantric Nari Samiti.	—do—
459.	Chailengta Colony Mahila Samity.	—do—
460.	Durgachara Mahila Samity.	— do—
461.	Saidarpur (Kalkalia) Ganatantric Nari Samity.	· do-
462.	East Ratachara Ganatantric Mahila Samity.	- do—
463.	Emrapassa Ganatantric Mahila Samity	do—
464.	Halahali Mahila Samity	Kamalpur Sub-Division.
465.	Mohanpur Nari Samity, Kamalpur	- do—
466	Kalalutma Upajati Mahila Samity.	--do—
467.	Kamalpur Sub-Divisional Mahila Samity.	- do—
468.	Halahali Mahila Samity.	-- do—
469.	Biralutma Nari Samity.	---co --
470.	Bamanchara Nari Samity.	-- dc —
471.	Lembuchara Nari Samity, Kamalpur	-- do—
472.	Chanta Surma Nari Samity	- -do—
473.	Ambassa Nari Samity.	- do—
474.	Marachara Nari Samity.	do—
475.	Abhanga Nari Samity.	·do—
476	Debichara Nari Samity	—do—
477.	Harhulia Nari Samity.	—do —
478.	Halahali Mahila Samity.	—do —
479.	Selema Nari Samity.	—do—
480.	Khandigram Nari Samity.	—do—
481.	Manik Bhandar Mahila Samity.	—do—
482.	Sakaibari Mahila Samity.	Dharmanagar Sub-Division.
483,	Damcherra Nari Samity.	— do—
484.	Krishnapur Mahila Samity.	—do—
485.	Padmapur Mahila Samity.	—do—
486.	Raghna Mahila Samity.	—do—
487.	Dewanpasa Mahila Samity.	—do—
488.	Tilthai Mahila Samity.	—do···

489.	Dhamanagar Mahila Samity	Dharmanagar Sub-Division.
490.	Ganatantric Mahila Samiti, Dem Dumchara.	—do—
491.	Bagabasa Mahila Samity.	Udaipur Sub-Division.
492.	Gakulpur Mahila Samity, Dhajanagar.	—do—
493.	Gamariabari Adibasi Mahila Samity.	—do—
494.	Ekinpur Mahila Samity, Udaipur.	—do—
495.	Killa Nari Samity.	—do—
496.	Tapania Mahila Samity.	—do—
497.	Barabhaiya Mahila Samity.	—do—
498.	Bagma Mahila Samity.	—do—
499.	Fulkumari No. 1 Mahila Samity.	—do—
500.	Jamjuri Mahila Samity.	—do—
501.	Sonamura Mahila Samity, Radhakishorepur.	—do—
502.	Shalgara Mahila Samity.	—do—
503.	Chanban Mahila Samity.	—do—
504	Uttar Maharani Mahila Samity.	—do—
505.	Mirja Mahila Samity.	do—
506.	Tuharchung Adibasi Mahila Samity.	—do—
507.	Udaipur Bibhagiya Mahila Unnayan Samity	—do—
508.	Nari Kalyan Samity, Khilpara.	—do—
509.	Udaipur Nari Samity.	—do—
510.	Horabari Padmarambari Adibasi Nari Samity.	—do—
511.	Kaipeng Balaibari Mahila Samity, Killa Bazar.	—do—
512.	Kushamara Mahila Kalyan Samity.	—do—
513.	Fulkumari Mahila Samity.	—do—
514.	Barmachara Adibasi Nari Samity.	—do—
515.	Dhajanagar Ganatantric Nari Samity.	—do—
516.	Garji Mahila Kalyan Samity.	—do—
517.	Bipin Nagar Mahila Samity.	—do—
518.	Rani Mahila Swasti Samity.	—do—
519.	Kakraban Mahila Mangal Samity.	—do—
520.	Nabajagaran Mahila Samity.	—do—
521.	Baisabari Nari Samity.	—do—

522.	Baisa munipara Mahila Samity.	Amarpur Sub-Division.
223.	Taidu Nari Samity.	—do—
524.	Korbook Aleka Nari Samity.	—do—
525.	Malbasa Aleka Nari Samity.	—do—
526.	Debbari Upajati Mahila Samity.	—do—
527.	Duluma Upajati Mahila Samity.	—do—
528.	Burburia Mahila Samity.	—do—
529.	Singhunghari Mahila Samity.	—do—
530.	Sonachara Upajati Mahila Samity.	—do—
531.	Bampur Mahila Samity.	—do—
532	Larcha Choudhurypara Mahila Samity.	—do—
533.	Amarpur Suchi Silpa Mahila Samity.	—do—
534.	Nutanbazar Mahila Samity	—do—
535.	Fatik Sagar Mahila Samity.	—do—
536.	Sankarpalli Ganatantric Nari Samity.	—do—
537.	Rangamati Mahila Samity.	—do—
538.	Sankarpalli Mahila Samity.	—do—
539.	Purbadhan Choudhurypara Mahila Samity.	—do—
540.	Jharjharia Suchi Silpa Mahila Samity.	—do—
541.	Harimohan Smriti Nursery Mahila Samity.	—do—
542.	Paharpur Ganatantric Nari Samity.	—do—
543.	Gumti Project Ganatantric Nari Samity.	—do—
544.	Gungiabari Upajati Mahila Samity.	—do—
545.	Koaimurabari Upajati Mahila Kalyan Samity.	—do—
546.	Krishna Bakta Para Mahila Samity.	—do—
547.	Belonia Mahila Samity.	Belonia Sub-Division.
548.	Jolaibari Mahila Samity.	—do—
549.	Aryya Colony Mahila Samity.	—do—
550.	Ballamukha Mahila Samity.	—do—
551.	Barpathari Mahila Samity.	—do—
552.	West Pipariakhola Mahila Samity.	—do—
553.	Subhas Colony Mahila Samity.	—do—
554.	Betaga Mahila Samity.	—do—
555.	Naraifung Mahila Samity.	—do—
556.	Kanchan Nagar Mahila Samity.	—do—

557.	Kathalia Charia-Mahila Samity,	Belonia Sub-Division
558.	Muhuripur Mahila Samity.	—do—
559.	Santi Colony Mahila Samity.	—do—
560.	Madhya Pilak Mahila Samity.	—do—
561.	Garthong Mahila Samity.	—do—
562.	East Bagafa Tribal Mahila Samity.	—do—
563.	North Muhuripur Mahila Samity.	—do—
564.	South Muhuripur Mahila Samity.	—do—
565.	Ashram Tilla Mahila Samity.	—do—
566.	Ishanchandranagar Mahila Samity.	—do—
567.	Asram Colony Mahila Samity, Shantirbazar.	—do—
568.	Baikhora Ashrampara Mahila Samity.	—do—
569.	West Chorakbari Mahila Samity.	—do—
570.	Chakhaikho Bari Mahila Samity.	—do—
571.	Ramkrishna Mahila Samity, Jolaibari.	—do—
572.	Mahila Milan Samity, Maiganga.	—do—
573.	Gauja Tilla Mahila Samity, Shantir Bazar.	
574.	Rajnagar Mahila Samity.	—do—
575.	Kala Chari Mahila Samity.	—do—
576.	Shilghati Nari Samity.	—do—
577.	East Manu Mahila Samity.	—do—
578.	Kalma Mahila Samity.	
579.	Jovali Khamar Mahila Samity.	—do—
580.	Manu Mahila Samity.	—do—
581.	Kalabaria Nari Mangal Samity.	—do—
582.	Ganatantric Nari Samity, Annadapur.	—do—
583.	Gablali Nari Samity.	—do—
584.	Hrishyamukh Nari Samity.	—do—
585.	Manu Nari Mangal Samity.	—do—
586.	East Charak Bari Colony Mahila Samity.	—do—
587.	Satchand Mahila Samity.	Subroom Sub-Division
588.	Srinagar Mahila Samity.	—do—
589.	Fulchari Upajati Mahila Samity.	—do—
590.	Chhotakhil Mahila Samity.	—do—
591.	Sindhukpathat Upajaty Mahila Samity.	—do—
592.	Goachand Mahila Samity.	—do—
593.	Magurcharra Mahila Samity.	—do—
594.	Taisama Upajati Mahila Samity.	—do—

595.	Dakshin Kalapania Upajati Mahila Samity.	Sabroom Sub-Division
596.	Kathalchari Upajati Manila Samity.	—do—
597.	Thaicharan para Upajati Mahila Samitry.	—do—
598.	South Manu Bankal Upajaty Mahila Samity.	—do—
599.	Sindhukpathar Mahila Samity.	—do—
600.	Harina Mahila Samity.	—do—
601.	Chatakchari Upajati Mahila Samity.	—do—
602.	West Manu Mahila Samity.	—do—
603.	New Manu Mahila Samity.	—do—
604.	Pethachara Upajati Mahila Samity.	—do—
605.	Nandirampara Upajati Mahila Samity.	—do—
606.	Mahamaya Mahila Samity.	Sadar Sub-Division
607.	Chandranath Khamarbari Mahila Samity.	—do—
608.	Ganatantric Mahila Samity, Belbari	—do—
609.	Dhani Tuipathar Prathamik Mahila Samity.	—do—
610.	Ujan Golaghati Mahila Samity.	—do—
611.	Paschim Simna Motaipara Upajati Mahila Samity.	—do—
612.	Sakkongma Upajati Colony Mahila Samity.	—do—
613.	Charan Charra Upajati Mahila Samity.	—do—
614.	Maharanipur Ganatantric Nari Samity.	Khowai Sub-Division
615.	Paharmura Ganatantric Mahila Samity.	—do—
616.	Gouranga Mahila Samity	—do—
617.	Paschim Laxmichara Mahila Samity.	—do—
618.	Brahmachara Mahila Samity.	—do—
619.	Dakshin Dasgaria Upajati Mahila Samity.	—do—
620.	Durgapur Mahila Samity.	Belonia Sub-Division.
621.	Gangacherra Mahila Kalyan Samity.	—do—
622.	Mahila Fragati.	Dharmanagar Sub-Division
623.	Sundibasa Colony Nari Samity	—do—
624.	Mahila Gana Mukti Parishad	Kailashahar Sub-Division.
625.	Maikhar Para Mahila Samity.	Amarpur Sub-Division.

Printed by
The Manager, Tripura Government Press,
Agartala.

TGPA—26-11-84—170—J. C, No. 1759